প্রশ্নোত্তরে

মা-লা-বুদ্দা মিনহু

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

প্রশ্নোত্তরে

মা-লা-বুদ্দা মিনহু

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা আনোয়ার হুসাইন

জামিয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

সম্পাদনা

মাওলানা নোমান আহমদ

মুহাদ্দিস জামি'আ রাহ্‌মানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
পরিচালক, জামিয়া কাসিমিয়া, ঢাকা

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

ঐতিহ্যবাহী জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদের সুযোগ্য মুহতামিম, প্রতিভাবান আলিমে দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব (দাঃবাঃ) -এর বানী ও দো'আ।

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم، امابعد

ইলমে দীনের প্রচার-প্রসার সহজ করার জন্য যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন ধরণের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। তারই অংশ হিসেবে জনাব মাওলানা আনোয়ার হোসাইন ইলমে ফিকহের মশহুর কিতাব মা-লা-বুদ্দা মিনহু এর ব্যাখ্যা হিসেবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে মাশাআল্লাহ্ খুব সুন্দর ও সহজ-সরলভাবে অনুবাদ করেছেন। উক্ত অনুবাদের বিভিন্ন জায়গা আমি দেখেছি। এটা আমার নিকট খুবই পছন্দ হয়েছে। আমি এতে খুশি হয়েছি। আশা করি উলামায়ে কিরাম এবং বিশেষভাবে তালিবে ইলমগণের অনেক উপকার হবে। আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা এই খেদমতকে নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।।

(মাওলানা) মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস
২৪/০৪/১৪২৪হিজরী
২৬/০৬/২০০৩ইং

ঐতিহ্যবাহী জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদের বর্ষীয়ান শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ হাস্‌সান সাহেব (দাঃবাঃ) -এর বানী ও দো'আ।

আলহাম্‌দুলিল্লাহ্! আল্লাহর শুকর 'প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনহু' গ্রন্থটির কোন কোন অংশ দেখার ও পড়ার সুযোগ হয়েছে। মা'শা-আল্লাহ খুবই চমৎকার হয়েছে। আশা করি ছাত্র উস্তাদদের জন্য সবিশেষ উপকারী হবে। সহজ সরলভাবে মূল কিতাবটি প্রশ্নোত্তর আকারে উপস্থাপন করার ফলে কিতাবটি সহজ থেকে সহজতর হয়েছে।

স্নেহের মাওলানা আনোয়ার হোসাইন আমাদের মাদ্রাসার একজন সুযোগ্য উস্তাদ। লেখার জগতে তার এই প্রথম পদক্ষেপে আমরা আনন্দিত। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তার এই শ্রম কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে লেখক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের উসীলা করুন। আমীন।।

ইতি

(মাওলানা) মুহাম্মদ হাস্‌সান

২৪/০৪/১৪২৪হিজরী

২৬/০৬/২০০৩ইং

ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামি'আ রাহ্‌মানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুলেখক হযরত মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব (দাঃ বাঃ) -এর অভিমত ও দু'আ।

حامداً ومصليًا ومسلمًا

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দীনি মারকাজ ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসার সুযোগ্য উস্তাদ স্নেহাস্পদ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন কর্তৃক প্রণীত 'প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদ্দা-মিনহু' বাংলা অনুবাদটির বিভিন্ন জায়গা আমি পড়েছি। বর্তমান জামানায় ছাত্রদের জন্য আমার নিকট চমৎকার মনে হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করছি, তিনি যেন মেহেরবানী করে তার এ প্রয়াসকে কবূলিয়্যাত দান করেন। আর যেন তাঁকে লেখালেখির ময়দানে কাজ করে যাওয়ার তাওফীক দান করেন।

(মাওলানা) হিফজুর রহমান
জামি'আ রাহ্‌মানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
২৫/০৪/১৪২৪হিজরী
২৭/০৬/০৩ইং

অনুবাদকের আরজ

حامدًا و مصليًا ومسلمًا

মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই। তাঁর অপার মহিমায় আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির মাধ্যমে 'প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনহু' গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে, ঐতিহ্যবাহী জামি'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদে দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবত মা-লা-বুদ্দা মিনহু গ্রন্থটির দরস দানের সুযোগ লাভ হয়েছে। দরস দান কালে আমি নিজের পক্ষ থেকে কিতাবটিকে বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তর আকারে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করি। আল্লাহর রহমতে ছাত্রদের নিকট এটি প্রশংসিত হয় এবং তারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয় বলে জানায়। এতে আমি নিজেও উৎসাহিত হই। অতএব, এটিকে গ্রন্থাকারে পেশ করার প্রয়াস নেই। ফলে আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা নোমান আহমদ সাহেবের খেদমতে সম্পাদনার জন্য পেশ করি। তিনি আগ্রহের সাথে আমার এ গ্রন্থটির পূর্ণ সম্পাদনা করে দেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংযোজনও করেন। কোন কোন স্থানে তরজমারও প্রয়োজন হয়, তাও তিনি করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হায়াতে তায়্যিবা ও জাযায়ে খায়ের দান করুন।

অভিমত দু'আ, বিভিন্নমুখী পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদের জনাব মুহতামিম মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব, সদ্রুল মুদার্‌রিসীন মাওলানা মুহাম্মদ হাস্‌সান সাহেব, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুফতী শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব। তাঁদের সবার কাছে আমি ঋণী।

আমাকে বিশেষভাগে সহযোগিতা করেছেন মেসার্স গ্লোরীর পরিচালক জনাব আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম সাহেব, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, পরিচালক দারুল উলুম লাইব্রেরী ও আমার সুযোগ্য ছাত্র সালাহুদ্দীন, শাহ্ আলম, রাশিদুল হাসান এবং ১৪২৪-২৫ হিজরীর হিদায়াতুন্নাহু জামা'আতের প্রাণপ্রিয় সকল ছাত্র ভাই এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ২০০৪ সনের নাহভেমীর জামাতের প্রাণপ্রিয় ছাত্র মুরশিদুল হাসান, জাবের আলম, আব্দুল হান্নান ও আবুল খায়ের প্রমুখ। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আরো যারা বিভিন্ন ভাবে আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার কাছে আমি ঋণী।

এইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তার পরেও ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কারো নজরে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আশা খোলা মুক্ত মনে অবহিত করবেন। আমরা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত। রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম।

বিনয়াবনত

(মাওলানা) আনোয়ার হুসাইন

২৪/০২/২০০৩

সম্পাদকের কথা

حمدًا وصلاةً وسلامًا

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)। ওলীউল্লাহী উদ্যানের সুশোভিত একটি ফুল। ভারতীয় উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ, আলিম, মুফাস্‌সির ও ফকীহ। দশ খন্ডে সমাপ্ত আরবী ভাষায় রচিত তাঁর তাফসীরে মাজহারী দুনিয়া ব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ। ইলম ও আমলের উঁচু স্তরে সমাসীন হওয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থরাজিকে মকবুলিয়্যত দান করেছেন। মা-লা-বুদ্দা মিনহুও এরই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। এ গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন জন সাধারণের জন্য, মানুষের জীবনের যাবতীয় দীনী প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে। আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা, নীতি-নৈতিকতা তথা যাবতীয় জরুরী বিষয় তিনি এ গ্রন্থে সহজ-সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে কবুল করেছেন। যুগ যুগ ধরে এটি পাঠ্য পুস্তক রূপে পঠিত হয়ে আসছে। ফারসী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটির একাধিক তরজমা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাণপ্রিয় শিষ্য ঐতিহ্যবাহী জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হোসাইনও তাঁর দরস দান কালে প্রশ্নোত্তর আকারে বাংলাতে এটিকে সাজিয়েছিলেন। তিনি আমাকে দিয়েছিলেন এটি সম্পাদনা করার জন্য। তাঁর পদ্ধতিটি বেশ সুন্দরই মনে হল। তাই সম্পাদনা করলাম। কিছু অংশের অনুবাদও আমাকে করতে হল। প্রয়োজন হল কিছু সংযোজনের।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল, এতে মূল কিতাবের ভাবানুবাদ করা হয়েছে, প্রশ্নোত্তরে আকারে পেশ করা হয়েছে, সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ও সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ দেয়া হয়েছে কয়েক টুকরো ইবারতের পর পর। বইটি ছাত্রদের উপযোগী করে প্রশ্নোত্তর আকারে তৈরী করা হল। আশা করি ছাত্রদের জন্য গ্রন্থটি উপকারী হবে। কোথাও কোন ভুলত্রুটি বা অসংগতি ধরা পড়লে আশা করি সম্মানিত পাঠক অবহিত করবেন। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করছি, তিনি যেন এটাকে মূল গ্রন্থের ন্যায় মকবুলিয়্যত দান করেন। আমীন।।

বিনীত

নোমান আহমদ

২৪/০৪/২০০৩ ইং

গ্রন্থকারের জীবনী

নাম, বংশ ও জন্ম

মা-লা-বুদ্দা মিনহু -এর রচয়িতা হলেন কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)। শায়খ জালালুদ্দীন কাবীরুল আউলিয়া পানিপথী (রহঃ) -এর খান্দানে সম্ভবত ১১৪৩ হিজরীতে এই ক্ষণজন্মা মহামনীষী পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর বংশ হযরত উসমান গনী (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাঁর পরিবার ছিল শিক্ষিত ও বহু বড় বড় পদের অধিকারী।

জ্ঞানার্জন

শৈশব থেকেই জ্ঞান-গরিমা ও প্রখর মেধার আলামত তার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান-বুদ্ধির অসাধারণ শক্তি দান করেছিলেন। সাত বছর বয়সে কুরআনের হাফিজ হয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং সমস্ত উলূমে আকলিয়্যাহ ও নকলিয়্যাহ-এর আলিমে বা-আমল হয়েছিলেন। হাদীস সমাপন করেছিলেন হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) -এর নিকট থেকে।

কিতাব অধ্যয়ন

শুধু পাঠ্য বইগুলো অধ্যয়ন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বরং ছাত্র জমানায়ই দরসী কিতাবাদি ছাড়া বিদগ্ধ মুহাক্কিক লেখকগনের প্রায় ৩৫০টি পাঠ্য বহির্ভূত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক তা'লীম

বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনের পর তিনি বাতিনী ইলমের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সর্বপ্রথম তিনি শাইখ মুহাম্মদ আবিদের নিকট বায়আত হন এবং ইলমে তাসাওউফের অনেক উঁচু পর্যায়ে উপনীত হন। ইতোমধ্যেই শায়খের ইন্তিকাল হলে তিনি শায়খ মির্জা জানে জানাঁ (রহঃ) -এর হাতে বায়আত হন। তাঁর হাতে বায়আত হবার পর তিনি তরীকায়ে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়ার চুড়ান্ত মাকাম লাভ করেন।

বড়দের মন্তব্য

তাঁর শায়খ তাঁর বিভিন্ন রকমের ইলমী আমলী যোগ্যতা দর্শন করে তার উপাধি দিয়েছিলেন 'আলামুল হুদা' বা হেদায়াতের ঝান্ডা। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তাঁকে লকব দিয়ে ছিলেন 'যুগের বায়হাকী'। মির্যা মাজহার জানে জানাঁ (রহঃ) বলতেন, আমার অন্তরে ছানাউল্লাহর অত্যাধিক প্রভাব রয়েছে। তাঁর মধ্যে ফিরিশতাদের গুণাবলী

রয়েছে। ফিরিশতারা তাঁকে সম্মান করে। কিয়ামত দিবসে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, দুনিয়া থেকে কি তোহফা নিয়ে এসেছো? তখন আমি ছানাউল্লাহকে পেশ করব।'

ইবাদত ও সৃষ্টি সেবা

তিনি বেশীর ভাগ সময় ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। দৈনিক একশত রাক'আত নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদে এক মঞ্জিল কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস ছিল। সারা জীবন বিচারপতির দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও জাহিরী বাতিনী ইলমের প্রচার প্রসার কাজে রত ছিলেন। আল্লাহর মাখলুককে তিনি উপকৃত করার ফিকিরে থাকতেন।

গ্রন্থাবলী

তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ্ রচনা করেছেন। তার মধ্যে তাফসীরে মাজহারী (১০খণ্ড আরবী তাফসীর) অন্যতম। ২. মা-লা-বুদ্দা মিনহু ৩. আস-সায়ফুল মাসলূল ৪. ইরশাদুত ত্বালিবীন ৫. তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল কুবূর ৬. তাযকিরাতুল মা'আদ ৭. হুকুকুল ইসলাম ৮. আশ-শিহাবুস সাকিব ৯. মুতা বিয়ে হারাম সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা ১০ গানবাদ্য সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা ১১. ওসিয়্যতনামা ইত্যাদি।

ওফাত

১২২৫ হিজরীতে তিনি এই নশ্বর জগত ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। পানিপথে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। সর্বমোট ৮৩ বছর হায়াত পেয়েছেন।

বরকতময় কাফন

কোন বরকতময় কাপড়ে কাফন দেয়া উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাদর মুবারক আপন কন্যা হযরত যয়নাব (রাঃ) -এর কাফনে দিয়েছিলেন। এজন্য কাজি সাহেব ওসিয়ত করেছিলেন, যে চাদর এবং লেপ মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (রহঃ) তাকে দান করেছিলেন তা যেন তার কাফনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সন্তানাদি

তাঁর তিন ছেলে ছিল। ১. আহমদুল্লাহ ইনি বহু বড় আলিম ছিলেন। কাজি সাহেবের জীবদ্দশায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন। ২. কালীমুল্লাহ ৩. দালীলুল্লাহ।

ইলমে ফিক্‌হ

ফিক্‌হের আভিধানিক অর্থ ঃ ফিক্‌হের আভিধানিক অর্থ হল, কোন জিনিসকে বিদীর্ণ করা, উম্মুক্ত করা, কোন জিনিসকে জানা, ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায় ফিকহের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হল,

هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ, বিস্তারিত দলীল প্রমানাদি থেকে শাখাগত শরঈ বিধানাবলী জানার নাম ইলমে ফিক্‌হ। উল্লেখ্য, বিস্তারিত প্রমানাদি ৪টি। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। আর শাখাগত আহকাম বলতে সেসব বিধিবিধান উদ্দেশ্য যেগুলোর সম্পর্ক আমলের সাথে।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিক্‌হের সংজ্ঞায় বলেছেন-

اَلْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ, ইলমে ফিক্‌হ হল আত্মা এবং তার উপর যেসব অবস্থা যোগ হয় তা জানার নাম।

এজন্যই আহলে হাকীকত সুফিয়ায়ে কিরাম ইলমে ফিক্‌হ ইলম ও আমলের সমন্বয়ের নাম সাব্যস্ত করেন। এজন্য একজন আরিফ বলেছেন-

اَلْفَقِيْهُ عِنْدَ اَهْلِ اللّٰهِ هُوَالَّذِىْ لَا يَخَافُ اِلَّا مِنْ مَوْلَاهُ وَلَا يُرَاقِبُ اِلَّا اِيَّاهُ وَلَا يَلْتَفِتُ اِلٰى مَا سِوَاهُ وَلَا يَرْجُوْ الْخَيْرَ مِنَ الْغَيْرِ وَيَطِيْرُ فِيْ طَلَبِهٖ طَيَرَانَ الطَّيْرِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট ফকীহ তিনি যিনি স্বীয় মাওলা ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেন না এবং তিনি ছাড়া আর কারো কথা ধ্যান করেন না এবং তিনি ছাড়া আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট কল্যাণ কামনা করেন না এবং আল্লাহকে তালাশ করার জন্য পাখির মতো উড়তে (সচেষ্ট) থাকেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন- ফকীহ তিনি যিনি দুনিয়া বিমুখ এবং পরকালীন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট এবং নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও সচেতন।

ইলমে ফিকহের আলোচ্য বিষয় ঃ মুকাল্লাফের কর্ম ও আমল। কারণ, এর অবস্থা নিয়েই এতে আলোচনা করা হয়। যেমন, কাজটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, হালাল, না হারাম, না হালাল, না মাকরূহ ইত্যাদি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা। কারণ, একজন ফকীহ দুনিয়াতে আল্লাহর মাখলুককে উপকৃত করে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হন এবং পরকালে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহর দিদার লাভ করবেন। অথবা বলতে পার ইলমে ফিকহের উদ্দেশ্য আহকামে শরঈয়্যাহ অনুযায়ী আমল করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করা।

ইলমে ফিক্‌হ ও এর মাহাত্ম্য ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ-

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। অন্য হাদীসে আছে-

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ-

অর্থাৎ, একজন ফকীহ্ শয়তানের নিকট সহস্র আবিদ অপেক্ষা কঠিনতর, (কারণ, আবিদের ইবাদত হয় অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত। ফলে তাকে গোমরাহ করা, বিভিন্ন রকমের সংশয়-সন্দেহে নিপতিত করা তার জন্য সহজ। কিন্তু একজন ফকীহের ইবাদত হয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। অতএব, তাকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়।)

ইসলামের স্বর্ণযুগ এবং তাফাক্কুহ ফিদ্‌দীন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন দুই প্রকার ঃ একদল ছিলেন সর্বদা হাদীস মুখস্ত করা ও বর্ণনা করার কাজে রত। যেমন, আবু হুরায়রা (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রমূখ। আর একদল ছিলেন কুরআন হাদীসে গবেষণা করে শাখাগত মাসআলা-মাসায়িল উৎসারণ করার কাজে মশগুল। যেমন ঃ হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ।

তাবেঈনের যুগ ঃ মদীনা তায়্যিবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত স্থল এবং উলূমে নবুওয়্যাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এজন্য নববী যুগ থেকে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত গোটা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল ছিল এটি। সাহাবীদের যুগে এখানে কুরআন ও সুন্নতের ইলম ছিল সবচেয়ে বেশী এবং তাবেঈনের যুগে সাত ফকীহ্ বলতে প্রসিদ্ধ যে ফুকাহা ছিলেন তারা ছিলেন এখানেই অবস্থানকারী। সেই সাত জন ফকীহ্ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত না দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারক কোন রায় প্রদান করতেন না। মদীনার সেই সাতজন ফকীহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল-

সাত ফকীহ্ ঃ

১. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহঃ)(ওফাত ঃ ৯৪ হিঃ)।

২. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহঃ)(ওফাত ঃ ৯৪ হিঃ)

৩. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রহঃ) (ওফাত ঃ ১০৮ হিঃ)

৪. খারিজা ইবনে যায়দ ইবনে সাবিত (রহঃ) (ওফাত ঃ ৯৯ হিঃ)

৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসঊদ (রহঃ) (ওফাত ঃ ৯৮ হিঃ)

৬. সুলাইমান ইবনে ইসার (রহঃ) (ওফাত ঃ ১০৯ হিঃ)

সপ্তম নম্বরে কে এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন আবু সাল্লাম ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ)। কেউ বলেছেন সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ। কেউ বলেছেন আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ)।

ইলমে ফিকহ সংকলন ঃ উলূমে ইসলামিয়ার সুচনা যদিও ইসলামের সাথে সাথেই হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার যুগ থেকেই আকাইদ, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের তা'লীম শুরু হয়েছে। কিন্তু একটি বিশেষ ধারা ও বিন্যাসের সাথে নবুওয়াত যুগে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এগুলো সংকলিত হয়নি এবং স্বতন্ত বিদ্যার আকার ধারণ করেনি। দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে এগুলোর সংকলন ও বিন্যাস আরম্ভ হয়। যারা এসব বিশেষ বিদ্যাকে নতুন পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছেন তাদেরকেই সেগুলোর বানী বা স্থপতি বলে। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -কে ইলমে ফিকহের স্থপতি বলা হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সর্ব প্রথম ইলমে শরীয়ত সংকলন করেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্য কোন তাবেঈ ইলমে শরীয়ততে ফিকহী পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে রেখে যাননি। কারণ,তাদের স্মরণ শক্তির উপরই তাদের বেশী ইতমিনান ছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যখন দেখলেন সাহাবা ও তাবেঈন বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। ফলে ইলমে শরীয়তও বিক্ষিপ্ত এবং পরবর্তীদের স্মরণশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়েছে, এজন্য তিনি ইলমে শরীয়ত তথা ইলমে ফিকহ বা ইলমে আহকাম সংকলন করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে তিনি তার এক হাজার শিষ্যের মধ্য হতে ৪০ জন বড় বড় মুজতাহিদ আলিমকে ফিক্হ সংকলনের জন্য মনোনীত করেন। এই ৪০ জন রীতিমত ইলমে ফিক্হ সংকলনের কাজে দায়িত্বশীল হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিস ফুকাহাও হাদীস ফিকহ সম্পর্কে আলোচনা করতেন, শুনতেন এবং নিজেদের রায় প্রকাশ করতেন। ইমাম সাহেব ইলমে ফিকহ সংকলনের কাজে যে সুমহান ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপন করেছেন এর নজির অনৈসলামিক ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইমাম আবু হানীফার রচনাবলী ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর অনেক নানান রচনা রয়েছে। কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল-
১. কিতাবুর রায়। ২. কিতাবু ইখতিলাফিস সাহাবা ৩. কিতাবুল জামি' ৪. কিতাবুস সিয়ার ৫. আল-কিতাবুল আওসাত ৬. আল-ফিকহুল আকবার ৭. আল-ফিকহুল আবসাত ৮. কিতাবুল আলিমি ওয়াল মুতা'আল্লিম ৯. কিতাবুর রাদ্দি আলাল কাদরিয়্যাহ ১০. রিসালাতুল ইমাম ইলা উসমান আল-বাততী ফিল ইরজা ১১. বিভিন্ন প্রকার চিঠি ও অসিয়ত ইত্যাদি।

ফিক্‌হে হানাফীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ঃ

১. মাবসূত- ইমাম মুহাম্মদ (ওফাত ঃ ১৮৭হিঃ) ২. জামি' সগীর- ইমাম মুহাম্মদ ৩. জামি কাবীর- ইমাম মুহাম্মদ ৪. যিয়াদাত- ইমাম মুহাম্মদ ৫. আল-জামি'-ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা (ওফাত ঃ ২১২) ৬. আল-বায়ান- আবু ইসহাক ইসমাঈল তাবারী হানাফী (ওফাত ঃ ২৩০) ৭. তাজরীদ -মুহাম্মদ ইবনে শুজা হানাফী (ওফাত ঃ ২২৬) ৮. কাফী -হাকেম শহীদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ (ওফাত ৩৩৪হিঃ) ৯. মুখতাসার -আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ আল-কারখী (ওফাত ঃ ৩৪০হিঃ) ১০. জামি' কবীর -ঐ ১১. হাসরুল মাসায়িল -আবুল লাইস নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দী (ওফাত ঃ ৩৭২হিঃ) ১২. উয়ূনুল মাসায়িল ঐ ১৩. আল-আসরার -আবু যায়দ উবায়দুল্লাহ দাবুসী (ওফাত ঃ ৪৩২ হিঃ) ১৪. আল-আজনাস -আবুল আব্বাস আহমদ আন নাতিকী (ওফাত ঃ ৪৪৬ হিঃ) ১৫. আল-আহকাম ঐ ১৬. রওজা -ঐ ১৭. খাজানাতুল ওয়াকি'আত ঐ ১৮. মাবসূত -শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ (খাহার যাদাহ) (ওফাত ঃ ৪৮৩ হিঃ) ১৯. মাবসূত -শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মদ সারাখসী (ওফাত ঃ ৪৮৩) ২০. আল-হাভী -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-হাসীরী (ওফাত ঃ ৫০০ হিঃ) ২১. খাযানাতুল ওয়াকি'আত -তাহির ইবনে মুহাম্মদ (ওফাত ঃ ৫৪৪ হিঃ) ২২. তুহফাতুল ফুকাহা -আলাউদ্দীন সমরকন্দী ২৩. বাদায়িউস সানায়ি' -আবু বকর মাসঊদ কাসানী (ওফাত ঃ ৫৮৭ হিঃ) ২৪. যুবদাতুল আহকাম -আবু হাফস উমর হিন্দী গজনভী (ওফাত ঃ ৭৭৩ হিঃ) ২৫. দুরারুল বিহার -আবু আব্দুল্লা মুহাম্মদ কূনুভী দিমাশকী (ওফাত ঃ ৭০৮ হিঃ)

ফিক্‌হে মালিকীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ কিতাব ঃ আল-ইস্তি'আব -আহমদ ইশবীলী (ওফাত ঃ ৪০১হিঃ) ২. কাফী -খালিদ কুরতবী (ওফাত ঃ ৪৬৩ হিঃ) ৩. আল-জাওয়াহিরুস সামীনাহ -আব্দুল্লাহ জুজামী (ওফাত ঃ৬১৬ হিঃ) ৪. জামিউল উম্মাহাত -উসমান ইবনে হাজিব (ওফাত ঃ ৬৪৬ হিঃ) ৫. জখীরা -আবুল আব্বাস আহমদ কুরাফী ৬. মুদাও্ওনাহ -আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম।

ফিকহে শাফেঈর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ঃ

১. আল-কিতাবুল কাবীর -মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেঈ (ওফাত ঃ ২০৪ হিঃ) ২. মাবসূত -মুহাম্মদ আব্বাদী (ওফাত ঃ ২৪৩ হিঃ) ৩. আল-মুখতাসার -মুহাম্মদ ইসমাঈল মুযানী (ওফাত ঃ ২৬৪ হিঃ) ৪. ফরু' -আবু বকর মুহম্মদ ইবনুল হাদ্দাদী মিসরী (ওফাত ঃ ৩৪৫ হিঃ) ৫. মাহাসিনুশ শরীয়া -আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আলী (ওফাত ঃ ৩৬৫ হিঃ) ৬. জখীরা -কাজী হাসান বাগদাদী (ওফাত ঃ ৪২৫ হিঃ) ৭. আল-হাভিল কাবীর -আবুল হাসান আলী বসরী (ওফাত ঃ ৪৫০ হিঃ) ৮. আত-তামবীহ -আবু ইসহাক ইবরাহীম

সিরাজী (ওফাত ঃ ৪৭৬ হিঃ) ৯. যিয়াদাত -মুহাম্মদ আব্বাদী (ওফাত ঃ ৪৫৮ হিঃ) ১০. আল-ইবানাহ -আব্দুর রহমান মারওয়াযী (ওফাত ঃ ৪৬১ হিঃ) ১১. জমউল জাওয়ামি' -উমর ইবনুল মুলাক্কান (ওফাত ঃ ৮০৪ হিঃ)

ফিকহে হাম্বলীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ঃ

১. জামি' সগীর -মুহাম্মদ ইবন হুসাইন আল-বাগদাদী (ওফাত ঃ ৪৫৮ হিঃ) ২. জামি' কবীর -ঐ ৩. উমদাতুল হাজির ও কিফায়াতুল মুসাফির -আলী ইবনে মুহাম্মদ আমেদী (ওফাত ঃ ৪৬৭ হিঃ) ৪. আল-বুলগাহ -আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (ওফাত ঃ ৫৯৭ হিঃ) ৫. মাযহাবুন ফিল মাযহাব -ঐ ৬. খুলাসা -আসআদ দিমাশকী (ওফাত ঃ ৬০৬ হিঃ) ৭. কাফী -মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবন কুদামা (৬২০ হিঃ) ৮. আল-আহকাম -জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ (ওফাত ঃ ৭১০ হিঃ) ৯. ফরু' -আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ (ওফাত ঃ ৭৬৩ হিঃ)।

কয়েকটি পরিভাষা

সাহেবাইন ঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)

শায়খাইন ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ)।

তরফাইন ঃ ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)।

আয়িম্মায়ে সালাসায়ে আহনাফ ঃ ইমাম আবু হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)। শুধু আয়িম্মায়ে সালাসা বললে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (রহঃ) উদ্দেশ্য হবে।

ইমামে আজম ঃ আবু হানীফা (রহঃ)

মুতাক্বাদ্দিমীন ঃ ইমাম আবু হানীফা ও তৎকালীন উলামায়ে কিরাম ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) পর্যন্ত এবং এদেরকে এক কথায় 'সালাফ' বলে।

মুতা'আখ্খিরীন ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) থেকে পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরাম। যেমন, আবু বকর খাস্সাফ, ইমাম কারখী, ত্বাহাবী, কাজীখান, শামসুল আয়িম্মা হুলওয়ানী প্রমূখ। এদেরকে এক কথায় 'খালাফ' বলে।

জাওয়াহির রেওয়ায়াত ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর ছয় কিতাব তথা জামি' সগীর, জামি' কবীর, সিয়ারে সগীর, সিয়ারে কবীর, মাবসূত ও যিয়াদাত এর রেওয়ায়াত।

নাওয়াদির রেওয়ায়াত ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর উক্ত ছয় কিতাব ছাড়া অন্যান্য কিতাবের রেওয়ায়াত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর ফযীলত

اشعار منسوبة إلى الإمام المحدث ابن المبارك في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله على ما في الدر المختار وغيره ـ

١ ـ لقد زان البلادَ ومن عليها ☆ إمامُ المسلمينَ أبو حنيفة

٢ ـ بأحكامٍ وآثارٍ وفقهٍ ☆ كآياتِ الزبورِ على الصحيفةِ

٣ ـ فما في المشرقين له نظيرٌ ☆ ولا بالمَغربين ولا بكوفةَ

٤ ـ امامًا صار في الإسلام نورا ☆ أمينا للرسول وللخليفة

٥ ـ يبيتُ مُشَمِّرًا سهر الليالى ☆ وصام نهارَه للّهِ خيفة

٦ ـ وصان لسانَه عن كل إفكٍ ☆ وما زالتُ جوارِحُه عَفِيفة

٧ ـ يَعِفُّ عن المحارم والملاهى ☆ ومرضاةُ الإله له وظيفة

٨ ـ فمن كأبى حنيفة في علاه ☆ إمام للخليقة والخليفة

٩ ـ رأيت العائبين له سِفاهًا ☆ خلافُ الحقِّ معَ حججٍ ضعيفة

١٠ ـ وكيف يحلُّ أن يؤذى فقيهٌ ☆ له في الأرض آثارٌ شريفة

١١ ـ وقد قال ابن ادريسَ مقالاً ☆ صحيح النقل في حكمٍ لطيفة

١٢ ـ بان النَّاسَ في فقهٍ عيالٌ ☆ على فقهِ الإمامِ أبى حنيفة

١٣ ـ فلعنةُ رَبِّنا اَعْدَادَ رَمْلٍ ☆ على مَنْ رَدَّ قَوْلَ أبي حنيفة

অর্থ ঃ ১. নগর ও নগরবাসীদের সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন ইমামুল মুসলিমীন আবু হানীফা (রহঃ)। ২. সহীফার উপর যবুরের আয়াতের ন্যায় আহকাম, রেওয়ায়াত ও ফিকহের মাধ্যমে। ৩. পৃথিবীতে না পূর্ব দিগন্তে না পশ্চিম দিগন্তে না কুফায় তার কোন নজির রয়েছে। ৪. তিনি ইসলামের একটি জ্যোতি। রাসূল এবং খলীফায়ে রাসূলের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ৫. তিনি প্রতিটি রাত্রেই জাগরনের জন্য সচেষ্ট থাকেন। আর দিনে রোজা রাখেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ভয়ে। ৬. তিনি তার যবানকে হিফাজত করেছেন সমস্ত অপবাদ থেকে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও ছিল পবিত্র। ৭. তিনি নিজেকে হারাম এবং ক্রীড়া-কৌতুক থেকে বাঁচিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টিই হল তার কাজ। ৮. ইমাম আবু হানীফা ছাড়া তার মতো আর কে আছে (নিজেই তাঁর উদাহরণ) তিনি রাজা-প্রজা সব মাখলুকের ইমাম। ৯. আমি তার দোষ বর্ণনাকারীদের দেখেছি বেওকুফ-নির্বোধ। তারা হক পরিপন্থী দূর্বল দলীলের শ্মরনাপন্ন। ১০. এরূপ একজন ফকীহকে কষ্ট দান করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? যার অনেক উত্তম নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। ১১. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে একটি সুন্দর উক্তি করেছেন, বিশুদ্ধ সূত্রে সুক্ষ্ম হিকমতের ভিতরে তা বর্ণিত। ১২. সমস্ত মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার ফিকহের মুখাপেক্ষী। ১৩. আমার প্রভুর লা'নত অসংখ্য পরিমাণে তার উপর হোক যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর উক্তিকে রদ করে দেয়।

সূচীপত্র

বিষয়	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کتاب الایمان

حمد وستائش مر خدائے راست کہ بذات مقدس خود موجود ست واشیاء بایجاد او تعالی موجود اند ودر وجود وبقا بوے محتاج اند ووے ہیچ چیز محتاج نیست۔

প্রথম অধ্যায় ঃ ঈমান

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর প্রশংসা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ প্রশংসা কার ?

উত্তর ঃ হামদ ও ছানা কেবল সে সত্তার জন্য, যিনি নিজ পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান। অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তার সৃজনের ফলে অস্তিত্ববান। অস্তিত্ব লাভ ও টিকে থাকার জন্য সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

শব্দার্থ ঃ کتاب - পর্ব বা অধ্যায়। ایمان - বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা। حمد প্রশংসা। ستائش - তারিফ। مر বিশেষ। مقدس - পবিত্র। اشیاء - شیئ এর বহুবচন। অর্থ বস্তু, দ্রব্য। ایجاد - অস্তিত্বদান করা। بوئے - তার প্রতি। محتاج - মুখাপেক্ষী। ہیچ چیز - কোন বস্তু।

یگانہ است ہم در ذات وہم در صفات وہم در افعال ہیچ کس را در ہیچ امر باوے شرکت نیست نہ وجود وحیات او ہم جنس وجود وحیات اشیاء ست ونہ علم او مشابہ علم شاں ونہ سمع وبصر وارادہ وقدرت وکلام او با سمع وبصر وارادہ وقدرت وکلام شاں و تا مجانس ومشارک غیر از مشارکت اسمی ہیچ مجانست ومشارکت ندارد۔

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর সত্তা, ইলম, শ্রবন, দর্শন, ইচ্ছা, কুদরত ও কালাম কেমন?

উত্তর ঃ আপন সত্তায় তিনি অনন্য। আর গুণাবলী ও কাজকর্মে তার সাথে কারো অংশীদারিত্ব নেই। তাঁর অস্তিত্ব ও জীবন অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্ব

ও জীবনের মত নয়। না তাঁর জ্ঞান অন্যান্য বস্তুর জ্ঞানের ন্যায়। তার শ্রবণ, দেখা ও ইচ্ছা, তার কুদরত ও কালাম সৃষ্ট জীবের শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা তাদের ক্ষমতা ও কথার মত নয়। যেসব গুণাবলী বাহ্যিক ভাবে সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব রাখে তা কেবল নামেই সাদৃশ্য ও নামে অংশীদারিত্ব ছাড়া অন্য কোন সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব রাখে না।

শব্দার্থ ঃ یگانہ -অনন্য, একক। ہیچ کس - কোন ব্যক্তি। مشابہ -মত। مشارکت -পরস্পর অংশীদার হওয়া। مجانست - সমজাতীয়।

صفات وافعال اوتعالے ہم دررنگ ذات اوسبحانہ بیچوں و بے چگون است مثلا صفت العلم مراوراسبحانہ صفتے است قدیم وانکشافے ست بسیط کہ معلومات ازل وابد باحوال متناسبہ ومتضادہ کلیہ وجزئیہ باوقات مخصوصہ ہرکدام درآن واحد دانستہ است کہ زید درفلان وقت زندہ است ودرفلاں وقت مردہ وہکذا وہمچنیں کلام او یک کلام بسیط ست کہ تمام کتب منزلہ تفصیل اوست۔

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় গুণ ও কর্ম তার পবিত্র সত্তার ন্যায় 'ধরণ ও অনুরূপও' হতে পবিত্র। যেমন, ইলম আল্লাহ তা'আলার একটি অবিনশ্বর গুণ, অনন্য জ্ঞাণ। যাবতীয় অনাদি ও অনন্ত জ্ঞাত বস্তু সমূহকে সেগুলোর অনুকুল ও প্রতিকুল মৌলিক ও শাখাগত অবস্থার সাথে এবং প্রত্যেকের বিশেষ সময়সহ সর্বত্র এক মুহূর্তে তিনি জানেন। যায়েদ অমুক সময়ে জীবিত এবং অমুক সময়ে মৃত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ও অনন্য নেই। সব আসমানী গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

শব্দার্থ ঃ چوں و چگون - অনুরূপ ও ধরণ। بسیط - অংশহীন বস্তু, অনন্য, একক। ازل - অনাদি কাল। ابد - অনন্ত কাল। متناسبہ - সংগত, সামঞ্জস্যশীল, অনুকুল। متضادہ - বিপরীত। کلیہ - মৌলিক। جزئیہ- শাখাগত।

وخلق وتکوین صفتے است مختص بوئے تعالے ممکن چہ باشد کہ ممکن راپیدامی تواند کرد ممکنات بہ تمامہا چہ جوہر وچہ عرض وچہ افعال اختیاریہ بندگاں ہمہ مخلوق اوتعالی اند اسباب ووسائط راروپوش فعل خود ساختہ است بلکہ دلیل برثبوت فعل خود کردہ۔ چنانچہ عقلاء ازحرکت جمادات بہ محرک پے می برندومی دانند کہ ایں حرکت فراخور حال ایں جماد نیست چہ ایں رافاعلے است ورائے او ہمچنیں آں عقلاء کہ بصیرت

شان بکحل شریعت مکتحل شده می دانند که ممکن پیدا کردن ممکن دیگر گو فعلے باشد از افعال یا عرضے باشد از اعراض نمی تواند کرد۔ آرے ایں قدر فرق در افعال اختیاریہ وحرکت جمادات متحقق ست۔

প্রশ্ন ঃ সৃজন কি একমাত্র আল্লাহরই গুণ?

উত্তর ঃ সৃজন ও অস্তিত্ব প্রদান তাঁর এমন এক গুণ যা কেবল তার সাথেই নির্দিষ্ট। 'মুমকিন' তথা সম্ভাব্য বস্তুর কি ক্ষমতা আছে অপর সম্ভাব্যকে সৃষ্টি করে? যাবতীয় সম্ভাব্য বস্তু চাই স্বাধিষ্ট হোক কিংবা যৌগিক, সবই আল্লাহর সৃষ্টি। যাবতীয় উপায় উপকরণকে তিনি নিজের কর্ম সমূহের জন্য আবরণ বানিয়েছেন। বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমকে তিনি স্বীয় কর্মের আবারণ ও দলীল বানিয়ে রেখেছেন মাত্র। জ্ঞানীজনেরা জড় পদার্থের নড়াচড়া দ্বারা গতিদায়ক বস্তুর অনুসন্ধান করেন। তারা নিশ্চিত জানেন যে, এ জড় পদার্থের মধ্যে নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। অতএব এরূপ নড়াচড়ার পেছনে কোন ভিন্ন বস্তু আছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের সুরমায় যাদের দৃষ্টিশক্তি উজ্জল, তারা জানেন যে, একটি সম্ভাব্য বস্তু অন্য সম্ভাব্য বস্তুকে সৃষ্টি করতে পারে না। চাই কাজ সমূহ হতে কোন কাজ হোক কিংবা আরয সমূহ (যৌগিক বস্তু) হতে কোন আরয। অবশ্য ঐচ্ছিক কর্ম এবং জড় পদার্থের নড়াচড়ায় নিশ্চিত পার্থক্য রয়েছে।

وایمان بداں واجب کہ حق تعالی بندگاں را صورت قدرت وارادہ دادہ است وعادۃ اللہ بداں جاری است کہ ہرگاہ بندہ قصد فعلے کند حق تعالے آں فعل را پیدا کند و بہ وجود آرد و بناء بر ہمیں صورت ارادہ وقدرت بندہ را کاسب گویند ومدح وذم وثواب وعذاب برآں مترتب ست۔

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর কুদরত ও বান্দার উপার্জন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে ঈমান রাখা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে বাহ্যিক 'ক্ষমতা ও ইচ্ছা' দান করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার এ রীতি অব্যাহত আছে যে, বান্দা যখন কোন কাজের ইরাদা করে, তখন তিনি সেই কাজ সৃষ্টি করেন এবং সেটাকে অস্তিত্ব দান করেন। কুদরত ও ইরাদার এই বাহ্যিক রূপের ভিত্তিতেই বান্দাকে উপার্জনকারী বলা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই প্রশংসা, নিন্দা, পুরষ্কার ও শাস্তি প্রতিফলিত হয়।

শব্দার্থ ঃ تکوین - অস্তিত্ব দান করা। ممکن - সম্ভাব্য, যা পূর্বে ছিল না। جوہر-স্বাধিষ্ট বস্তু। عرض - যৌগিক জিনিস, অন্য বস্তুর সাহায্যে অস্তিত্ব লাভ করা বস্তু। عقلاء - عاقل-এর বহুবচন। অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তি।

جمادات - جماد-এর বহুবচন। জড় পদার্থ। کحل - সুরমা। مکتحل شده- সুরমা লাগানো। عادة-রীতি, অভ্যাস। کاسب - উপার্জনকারী।

انکار فرق درمیان حرکت جماد وحرکت حیوان کفرست وخلاف شرع وخلاف بداہت عقل وغیر خدارا خالق چیزے از اشیاء دانستن ہم کفرست، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدریہ را مجوس امت گفتہ واوتعالے در ہیچ چیز حلول نہ کند وچیزے دروے تعالی حال نہ بود واوتعالے محیط اشیاء است باحاطہ ذاتی وقرب ومعیت بہ اشیاء دارد نہ آں احاطہ وقرب کہ درخو دفہم قاصر ما باشد کہ آں شایان جناب قدس اونیست وآنچہ بکشف وشہود معلوم کنند ازاں نیز منزہ است

প্রশ্ন ঃ জড়পদার্থ ও প্রাণীর নড়াচড়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? আল্লাহ ছাড়া কি কেউ স্রষ্টা আছে?

উত্তর ঃ জড় বস্তু ও প্রাণীর নড়াচড়ায় যে পার্থক্য রয়েছে তা অস্বীকার করা কুফরী এবং শরীয়ত বিরোধী, স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি বিরোধী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করাও কুফরী। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'ক্বাদরিয়াহ' সম্প্রদায় এই উম্মতের অগ্নিপূজক। আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে মিশ্রিত ও একাকার হয়ে যান না। আর অন্য কোন বস্তুও তার মধ্যে প্রবেশ করে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাতি (স্বত্তাগত) বেষ্টনীর মাধ্যমে সমস্ত জিনিসকে বেষ্টনকারী। আর যাবতীয় বস্তুর সাথে কোন ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য বজায় রাখেন। অবশ্য এই বেষ্টনী ও ঘনিষ্ঠতা এমন নয় যে, আমাদের অপূর্ণ জ্ঞান তা বুঝতে সক্ষম হয়। কারণ, তা (বেষ্টনী ও ঘনিষ্ঠতা এমন হওয়া যা আমাদের বুঝে আসতে পারে) আল্লাহ তা'আলার শানের উপযোগী নয়। কাশফ ও মুশাহাদা দ্বারা (আওলিয়া কিরাম) যা কিছু জানতে পারেন, আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা তা হতেও পবিত্র।

শব্দার্থ ঃ قدریہ- একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়, যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে। حلول- একটি বস্তু অন্য বস্তুর মধ্যে এভাবে প্রবেশ করা যাতে একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। محیط- বেষ্টনকারী। منزہ- পবিত্র। قاصر- ত্রুটিপূর্ণ। شایان -উপযোগী।

ایمان بغیب باید آورد وہر چہ مکشوف ومشہود گردد شبہ ومثال ست آں را تحت لائے نفی باید ساخت ایں چنیں حضرات فرمودہ اند پس ایمان آریم کہ حق تعالے محیط اشیاء است وقریب ومعنی احاطہ وقرب ومعیت ندانیم کہ چیست وہمچنیں استوائے او سبحانہ برعرش وگنجائش او در قلب مؤمن ونزول او اخر شب باسمان پائیں کہ در

احادیث ونصوص وارداند وچنیں ید ووجہ کہ نصوص بداں ناطق اند ایماں بداں باید آوردو بر معنی ظاہر آں حمل نباید کردودر تاویل آں نباید آمد وتاویل آں را حوالہ بہ علم الہی باید کرد تا غیر حق را ندانستہ باشی در صفات وافعال الہی غیر از جہل وحیرت نصیب بشر بلکہ نصیب ملائکہ ہم نیست انکار نصوص کفر ست وتاویل آں جہل مرکب۔

প্রশ্ন ঃ অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা কি জরুরী? আল্লাহর পরিবেষ্টন নৈকট্য, সংগ ও তার অঙ্গ সম্পর্কে আমরা কিরূপ ঈমান রাখবো?

উত্তর ঃ গায়েবের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। আর কাশফ ও মুশাহাদা দ্বারা যা কিছু বোঝা যায় তা কেবল সদৃশ ও উদাহরণ স্বরূপ মাত্র। তা 'না' বাচক শব্দের অধীনে আনা উচিত। অর্থাৎ, পরিত্যাগ করা উচিত। আল্লাহর খাস বান্দাগণ এমনই বলেছেন। অতএব, আমরা এ কথার উপর ঈমান রাখছি যে, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টনকারী এবং তিনি যাবতীয় বস্তুর নিকটবর্তীও। অবশ্য আমরা বেষ্টন করা, নিকটবর্তী হওয়া ও সঙ্গে থাকার অর্থ জানি না যে, তা কি? অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও 'আরশ' -এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, মুমিনের অন্তরে সংকুলান হওয়া, রাতের শেষ অংশে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হওয়া যা হাদীস ও কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, (আমরা তার অর্থও জানি না), অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য হাত ও চেহারা, যে সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাও আমরা বুঝি না। কিন্তু এসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা উচিত। আর এর জাহেরী অর্থের ওপর প্রয়োগ করা উচিত নয়। এসব শব্দের (আনুমানিক) ব্যাখ্যার পেছনেও পড়া উচিত নয়। আল্লাহর ইলমের উপরই এর ব্যাখ্যা সোপর্দ করা উচিত। যেন এমন না হয় যে, যা অসত্য তাকে সত্য মনে করে বসে। আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের বরং ফেরেশতাদের পক্ষে অজ্ঞতা ও বিস্ময় ব্যতীত কিছুই নেই। কুরআনের আয়াত সমূহ অস্বীকার করা কুফরী। আর অবাস্তব ব্যাখ্যা দান চরম মুর্খতা।

শব্দার্থ ঃ گنجائش - স্থান সংকুলান। پائیں -নীচে। احاطہ-বেষ্টন করা। قرب-নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা। معیت-সঙ্গ। استوائے-অধিষ্ঠিত হওয়া। نصوص-نص এর বহুবচন। এখানে উদ্দেশ্য কুরআনের আয়াত। تاویل - ব্যাখ্যা দেয়া।

شعر دور بینان بارگاہ الست ☆ غیر ازیں پے نہ بردہ اند کہ ہست

وقرب ومعیت حق تعالی را نوع دیگر ست کہ با نوع اول جز مشارکت اسمی

مشارکتے نداردوآں نصیب خواص بندگاں است از ملائکہ وانبیاء و اولیاء وعامہ مومناں ہم ازیں نوع قرب بے بہرہ نیند ایں قرب درجات غیر متناہی دارد بمعنی لا تقف عند حدٍّ حضرت مولوی می فرماید۔ بیت

اے برادر بے نہایت درگہیست ☆ ہر چہ بروے می رسی بروے مایست

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সঙ্গের বিশেষ কোন প্রকার আছে কি?

উত্তর ঃ 'আল্লাহর দরবারে 'দূরবীন' দূরদর্শীদের (আল্লাহর সে সমস্ত অলী যারা আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল করেছেন) এছাড়া বাস্তব তথ্য আর কিছু হাসিল হয়নি যে, 'আল্লাহই বিদ্যমান'।

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সঙ্গ -এর আর এক প্রকার আছে যাতে প্রথম প্রকারের সাথে শুধু নামের অংশীদারিত্ব ব্যতীত অন্য কোন অংশীদারিত্ব নেই। আর তা হল আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা, অর্থাৎ, ফেরেশতা, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও অলীগণের অংশ। আর সাধারণ মুসলমানগণও এ প্রকারের নৈকট্য হতে একেবারে বঞ্চিত নয়। নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার এই প্রকারের অসংখ্য স্তর রয়েছে। অর্থাৎ, কোন সীমায় গিয়ে তা থামে না। মৌলভী রূমী (রহঃ) বলেন, হে ভাই! নৈকট্য ও মা'রিফাতের অসংখ্য স্তর রয়েছে। তুমি যে স্তরেই পৌঁছবে সেখান থেকে তুমি আরো উর্ধ্বে আরোহণের চেষ্টা কর।

শব্দার্থ ঃ دوربینان -دوربین-এর বহুবচন। যারা দূরের জিনিস দেখতে পারেন এখানে আরিফ ও কামিল আল্লাহ ওয়ালা উদ্দেশ্য। بے نبردہ- কামিল বুযুর্গ।

خیر وشر ہر چہ بوجود می آید وکفر وایمان وطاعت وعصیان ہر چہ بندہ مرتکب آں می شود ہمہ بارادۂ الٰہی است اما حق تعالیٰ از کفر ومعصیت راضی نیست وبر آں عذاب مقرر فرمودہ واز طاعت وایمان راضی است وبہ ثواب بر آں وعدہ فرمودہ ارادہ چیزے دیگر است ورضا چیزے ودیگر وہزاراں ہزار درود نا معدود نثار انبیاء است علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کہ اگر آنہا مبعوث نمی شدند کسے راہ ہدایت نمی دید وبہ علوم حقہ نمی رسید ہمہ انبیاء برحق اند،

প্রশ্ন ঃ ভালমন্দ সব কি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়? আল্লাহ কি ভাল কাজে সন্তুষ্ট, মন্দ কাজে অসন্তুষ্ট হন? ভাল ও মন্দ কাজে কি লাভ, কি ক্ষতি? নবীগণের অবদান কি? তাঁরা কি হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন?

উত্তর ঃ ভালমন্দ যা কিছুই অস্তিত্ব লাভ করে; কুফরী, ঈমান, বাধ্যতা ও অবাধ্যতা বান্দা যা কিছুতেই লিপ্ত হয়, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায়ই সম্পন্ন

হয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা কুফরী ও গুণাহর কাজে সন্তুষ্ট নন। আর এ কারণেই তিনি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। আনুগত্য ও ঈমানে তিনি সন্তুষ্ট এবং এর জন্য তিনি সাওয়াব প্রদানের ওয়াদা করেছেন। কোন জিনিসের ইরাদা করা ভিন্ন কথা এবং কোন জিনিসের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন কথা। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্সালাতু ওয়াসসালাম -এর প্রতি হাজার হাজার ও অসংখ্য দুরুদ উৎসর্গ হোক। কারণ, তারা যদি প্রেরিত না হতেন, তবে কোন এক ব্যক্তিও হিদায়েতের পথ দেখতে সক্ষম হত না। আর সঠিক জ্ঞানে পৌঁছতে পারত না।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম হকের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শব্দার্থ ঃ عصیان- অবাধ্যতা। نا معدود- অসংখ্য। نثار- উৎসর্গ। مبعوث- প্রেরিত।

اول شاں آدم است علیہ السلام وافضل شاں محمد ست صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ومعراج پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم واسرائے اواز مکہ بہ مسجد اقصی واز آنجا بآسمان ہفتم وسدرۃ المنتہی حق است وکتابہائے آسمانی کہ برانبیاء نازل شدہ توریت وانجیل وزبور وقرآن مجید وصحیفہائے ابراہیم وغیرہ ہمہ حق است بر ہمہ انبیاء وہمہ کتابہائے خدا ایمان باید آورد لیکن در ایمان عدد انبیاء وعدد کتابہا ملحوظ نباید داشت کہ عدد آنہا از دلیل قطعی ثابت نیست وانبیاء ہمہ معصوم اند از صغائر وکبائر۔

প্রশ্ন ঃ প্রথম ও সর্বশেষ নবী কে? মি'রাজ কি? কয়েকটি আসমানী কিতাবের বিবরণ দাও। নবীগণকি নিষ্পাপ? তাঁদের প্রতি ও আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা কি জরুরী?

উত্তর ঃ তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)। আর সর্বোত্তম হচ্ছেন খাতিমুন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মিরাজ এবং মক্কা মুকাররামা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত একই রাতে ভ্রমণ এবং সেখান থেকে সপ্তম আসমান ও সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন সত্য। আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর যে সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে অর্থাৎ, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর ও কুরআন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর সকল সহীফা ইত্যাদি সবই সত্য।

সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং আল্লাহ তা'আলার সকল কিতাবের উপর ঈমান আনা জরুরী। কিন্তু ঈমান আনার ব্যাপারে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও কিতাব সমূহের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কারণ, তাঁদের সংখ্যা

অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম যাবতীয় সগীরা ও কবীরা গুনাহ হতে মা'সূম।

শব্দার্থ ঃ قطعي- নিশ্চিত; অকাট্য। معصوم- নিষ্পাপ, সংরক্ষিত। صغيره- صغائر -এর বহুবচন। অর্থ- ছোট গুনাহ।

وآنچہ از پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم بہ دلیل قطعی ثابت شدہ باہمہ آں ایمان باید آورد وایمان باید آورد کہ ملائکہ بندگان خدا حق اند معصوم اند از گناہاں ومنزہ اند از مرد ے وزنے محتاج نیستند با اکل وشرب رسانندگان وحی وحاملان عرش اند وبہر کارے کہ مامور اند برآں قائم اند۔ انبیاء وملائکہ باوجودیکہ اشرف مخلوقات ومقربان درگاہ اند مثل سائر مخلوقات ہیچ علم وقدرت ندارند مگر آنچہ خدا آنہاں را علم دادہ است وقدرت دادہ بذات وصفات الٰہی ایمان دارند چنانچہ سائر مسلمانان دارند ود رادراک کنہ بہ عجز وقصور معترف۔

ودر اداۓ حقوق بندگی بہ شکر توفیق الٰہی ناطق بندگان خاص الٰہی را در صفات واجبی شریک داشتن یا آنہارا در عبادت شریک ساختن کفرست۔

چنانچہ دیگر کفار بہ انکار انبیاء کافر شدند ہمچناں نصاری عیسی را پسر خدا ومشرکان عرب ملائکہ را دختران خدا گفتند وعلم غیب بآنہا مسلم داشتند کافر شدند۔ انبیاء وملائکہ را در صفات الٰہی شریک نہ باید کرد وغیر انبیاء را در صفات انبیاء شریک نباید کرد وعصمت سواۓ انبیاء وملائکہ دیگرے را از صحابہ واہل بیت واولیاء ثابت نہ باید کرد ومتابعت مقصور بر انبیاء باید داشت آنچہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم خبر دادہ است بہ آں ایمان باید آورد وآنچہ فرمودہ است برآں عمل باید کرد، آنچہ منع کردہ از آں باز باید ماند وقول وفعل ہر کسے کہ سر موا ز قول وفعل پیغمبر مخالفت داشتہ باشد آں را رد باید کرد۔

প্রশ্ন ঃ কি কি বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরী? ফেরেশতাগণের পরিচয় দাও। তাঁদের প্রতি ঈমান আনা কি আবশ্যক? আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীতে অন্যদেরকে শরীক করা যায়?

উত্তর ঃ যে সব বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরী। আর এ বিষয়ের উপরেও ঈমান আনা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ বান্দা। পুরুষ ও স্ত্রী হওয়া থেকে তারা পবিত্র। তাঁরা না খাওয়ার

মুখাপেক্ষী, না পান করার। তাঁরা ওহী পৌঁছে দেন এবং আরশের বাহক। যে সব কাজের জন্য তারা আদিষ্ট, সে কাজে তারা সর্বদা নিয়োজিত। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাকুল অন্যান্য যাবতীয় মাখলূক হতে উত্তম এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় তারা কোন ইলম ও কুদরতের মালিক নন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে পরিমাণ ইলম ও কুদরত দান করেছেন (তারা শুধু ততটুকু ইলম ও কুদরতের অধিকারী)।

আর অন্যান্য সমস্ত মুসলমান যেমন আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাতের উপর ঈমান রাখে তদ্রূপ তারাও ঈমান রাখেন। আল্লাহ তা'আলার হাক্বীকত সম্পর্কে অবগতির ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করেন। ইবাদতের হক আদায়ের ব্যাপারে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক দানের শুকর আদায় করেন।

আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাগণকে তাঁর ওয়াজিবী ও অপরিহার্য বিশেষ গুণাবলীতে শরীক মানা এবং ইবাদতে তাদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করা কুফরী। অন্যান্য কাফিররা যেমন আম্বিয়ায়ে কিরামকে অস্বীকার করে কাফির হয়েছে অনুরূপভবে নাসারারা হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদেরকে গায়েব জানেন বলে মেনে কাফির হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাগণকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করা সঙ্গত নয়। অনুরূপভাবে যারা নবী নয়, তাদেরকে নবীগণের গুণাবলীতে শরীক করাও উচিত নয়। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাগণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর জন্য চাই তিনি সাহাবী হোন, রাসূল পরিবারের লোক হোন, ওলী হোন, মাসূম সাব্যস্ত করা উচিত নয়। অনুকরণ কেবল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর সীমিত রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ে খবর দিয়েছেন, তার উপর ঈমান আনা উচিত। আর তিনি যা কিছু ইরশাদ করেছেন তার উপর আমল করা উচিত এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা হতে বেঁচে থাকা উচিত। যে ব্যক্তির কোন কথা বা কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন কথা বা কাজ হতে চুল পরিমাণ বিপরীত হবে তা রদ করা উচিত।

وپیغمبر خبر داده است که سوال منکر ونکیر در قبر حق ست وعذاب قبر مر کافراں را
وبعضے گنہگاراں راحق ست وبعثت بعد موت روز قیامت حق ست ونفخ برائے
اماتت واحیاء حق ست وانشقاق آسمانہاں وریختن ستارگان وپریدن کوہہا وبرباد
رفتن زمین از نفخہ اولی وبرآمدن مردگاں از قبور وباز پیدا شدن عالم بعد عدم بہ نفخہ
ثانیہ ہمہ حق ست۔

প্রশ্ন ঃ কবরে মুনকার নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ, কিয়ামতের সময় সিঙ্গায় ফুৎকার, ধ্বংস, মৃত্যুর পর জীবন ইত্যাদি কি সত্য?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুনকার ও নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য, কাফির ও কতিপয় নাফরমানের জন্য কবরের শাস্তি সত্য। মৃত্যুর পর কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থান সত্য। মৃত্যুদান ও পুনর্জীবনের জন্য শিংগায় ফুৎকার দান সত্য। প্রথম বারের ফুঁৎকারে আসমান ফেঁটে যাওয়া, নক্ষত্রপূঞ্জের খসে পড়া, পাহাড় পর্বতের উড়তে থাকা, যমীনের ধ্বংস হওয়া সবই সত্য। দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সকল মৃতের নিজ নিজ কবর হতে বের হয়ে আসা, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি হওয়া সত্য

শব্দার্থ ঃ دلیل قطعی- অকাট্য প্রমাণ। مقرباں- নৈকট্য প্রাপ্তগণ-। عصمت- পবিত্রতা। انشقاق - বিদীর্ণ হওয়া। ریختن- পড়ে যাওয়া। پریدن- উড়া।

وحساب روز قیامت ووزن کردن اعمال درمیزان وشہادت اعضاء گذشتن از صراط کہ بر پشت دوزخ باشد تیز تراز شمشیر وباریک تراز موحق ست بعضے مثل برق وبعضے مثل بادوبعضے مثل اسپ جوادوبعضے آہستہ بگزرند وبعضے دردوزخ افتند وشفاعت انبیاء واولیاء وصلحاء حق ست وحوض کوثر حق ست آب اوسفید تر از شیر وشیریں تر از عسل وبروکوزہا باشند مثل ستارگان ہرکہ ازاں بنوشد باز تشنہ نہ شود وحق تعالی اگر خواہد گناہ کبیرہ را بے توبہ بخشد واگر خواہد بر صغیرہ عذاب کند وہرکہ باخلاص توبہ کند گناہ او البتہ موافق وعدۂ الٰہی بخشیدہ شود وکفار ہمیشہ دردوزخ معذب باشند۔

প্রশ্ন ঃ কিয়ামত দিবসের হিসাব নিকাশ, আমলের ওজন, পুলসিরাত, হাউজে কাউসার ইত্যাদি কি সত্য?

উত্তর ঃ কিয়ামত দিবসের হিসাব নিকাশ, দাঁড়ি পাল্লায় আমলের ওজন, সকল অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের সাক্ষ্য প্রদান, পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করা সত্য। পুলসিরাত জাহান্নামের পিঠের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যা তরবারী অপেক্ষা ধারালো এবং চুল অপেক্ষা অধিক চিকন হবে। কিছু লোক বিদ্যুত গতিতে, কিছু বায়ুর ন্যায়, কিছু দ্রুত ঘোড়ার মত আর কিছু লোক ধীরে ধীরে অতিক্রম করবে। কিছু লোক জাহান্নামে পড়ে যাবে। আম্বিয়ায়ে কিরাম, আওলিয়া ও আল্লাহর নেক বান্দাগণের সুপারিশ সত্য, হাউজে কাউসার সত্য। তার পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা, মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি।

(অগনিত) নক্ষত্রের মত তার পেয়ালা। যে ব্যক্তি সে পানি হতে পান করবে দ্বিতীয় বার আর সে পিপাসিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তওবা ছাড়াই গুনাহগারদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে সগীরা গুনাহের কারণেও শাস্তি দিতে পারেন। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে তওবা করবে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা মুতাবিক অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। কাফিরদের চিরকাল জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।

শব্দার্থ ঃ شہادت -সাক্ষ্য। عضو-اعضاء এর বহুবচন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। صراط- পুলসিরাত। شمشیر- তরবারী। برق - বিদ্যুত। عسل - মধু। تشنہ- পিপাসা।

ومسلمانان گناہگار اگر در دوزخ درآیند آخر کار خواہ جلد یا بدیر البتہ از دوزخ بر آیند و داخل بہشت شوند و باز در بہشت ہمیشہ باشند و مسلمانان بارتکاب کبیرہ کافر نہ شوند و نہ از ایمان بر آید و آنچہ از انواع عذاب دوزخ از مار و کژدم وزنجیر ہا وطوقہا وآتش وآب گرم وزقوم وغسلین کہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم فرمودہ کہ قرآن بداں ناطق ست وانواع نعیم جنت از مآکل ومشارب وحور وقصور وغیرہ ہمہ حق ست۔ وعمدہ ترین نعمتہائے بہشت دیدار خداست کہ مسلمانان حق تعالی را در بہشت بے پردہ بہ بینند بے جہت و بے کیف و بے مثال۔ وایمان عبارت ست از تصدیق قلبی با گرویدن وتصدیق زبانی لیکن تصدیق زبانی عند الضرورۃ ساقط شود۔

প্রশ্ন ঃ গুণাহের কারণে মু'মিন কি কাফির হয়? জান্নাতে জাহান্নামে মু'মিন ও কাফিররা কি চিরস্থায়ী হবে? জান্নাত-জাহান্নামের পুরষ্কার ও শাস্তি, আল্লাহর দিদার কি সত্য?

উত্তর ঃ গুনাহগার মুসলমান যদি জাহান্নামে প্রবেশ করে, তবে শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি কিংবা বিলম্বে অবশ্যই জাহান্নাম হতে বের হয়ে আসবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর চিরকাল জান্নাতেই অবস্থান করবে। মুসলমান কবীরা গুনাহের কারণে কাফির হয় না, ঈমান হতে বের হয় না। জাহান্নামে যে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হবে যেমন, সাপ, বিচ্ছু, (এর দংশন) শিকল, বেড়ী (পরান) আগুন, উত্তপ্ত পানি, যাক্কুম ও পুঁজ ইত্যাদি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন এবং কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে; জান্নাতের যে রকমারি নিয়ামত, পানাহারের যে বিভিন্ন বস্তু, ডাগর চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী রমনী, সুউচ্চ

বালাখানা-কোঠা ও বালাখানা, সবই সত্য। জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ামত হল, আল্লাহ তা'আলার দিদার (দর্শন)। সমস্ত মুসলমান জান্নাতের মাঝে উন্মুক্তভাবে (আল্লাহকে) দেখবে। কোন কায়ফিয়্যাত বিশেষ দিক ও মিছাল ছাড়াই (তাঁকে দেখবে)। ঈমান অর্থ, স্বতস্ফূর্তভাবে অন্তর দ্বারা মেনে নেয়া ও মুখে স্বীকার করা। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনকালে মুখে স্বীকার করার প্রয়োজন রহিত হয়ে যায়।

واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ عادل بودند اگر از کسے احیانا ارتکاب معصیتے شدہ تائب ومغفور گشتہ متواترات از نصوص قرآن وحدیث بمدح صحابہؓ پر است ودر قرآن ست کہ آنہا باہم محبت ورحمت داشتند وبر کفار غلاظ وشداد بودند۔

ہر کہ صحابہ را باہم مبغض وبے الفت داند منکر قرآن ست وہر کہ با آنہا دشمنی وغصہ داشتہ باشد در قرآن بروے اطلاق کفر آمدہ حاملان وحی وراویان قرآن اند ہر کہ منکر صحابہ باشد اورا ایمان بہ قرآن وغیرہ ایمانیات متواترات ممکن نیست وباجماع صحابہؓ ونصوص ثابت ست کہ ابوبکر را افضل دانستہ باوے بیعت کردند وباشارۂ ابی بکرؓ بر خلافت عمرؓ بعد ابی بکر بنا بر فضل او اجماع آوردند وبعد عمرؓ سہ روز صحابہؓ باہم مشورہ کردہ عثمانؓ را افضل دانستہ بر خلافت او اجماع کردند وباوے بیعت نمودند وبعد عثمان ہمہ اصحاب مہاجرین وانصار کہ در مدینہ بودند بہ علی مرتضیؓ بیعت کردند کسے کہ با او منازعت کردہ مخطی است لیکن سوء ظن باصحابہؓ نباید کرد ومشاجرات آنہا را بر محمل نیک فرود باید آورد وباہر یک محبت وعقیدت باید داشت این است عقائد اہل حق۔

প্রশ্ন ঃ সাহাবীগণ কি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী-আদিল ছিলেন? তাদের প্রতি মহব্বত ও বিদ্বেষের হুকুম কি? সাহাবীগণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হবে?

উত্তর ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সকল সাহাবা আদিল ছিলেন। যদি কখনও কারো থেকে কোন গুনাহ হয়েও থাকে তবে তিনি আন্তরিক ভাবে তা হতে তওবা করেছেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ এবং বহু মুতাওয়াতির হাদীস সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। কুরআন মাজীদে এ কথা বিদ্যমান আছে যে, তারা (সাহাবায়ে

কিরাম) পরস্পরে অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান ছিলেন এবং কাফিরদের প্রতি ছিলেন বড়ই কঠোর।

যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামকে পরস্পরে শত্রুতা পোষণকারী ও মহব্বতহীন বলে আকীদা পোষণ করবে সে কুরআন অস্বীকারকারী। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং অসন্তুষ্ট থাকে কুরআন মাজীদে তার প্রতি "কুফর" শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। (অর্থাৎ, সে কাফির) বস্তুতঃ তারা ওহীর বাহক এবং কুরআন মাজীদের বর্ণনাকারী। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামকে অস্বীকার করবে তার পক্ষে কুরআনের প্রতি এবং কুরআন ছাড়া অন্যান্য মুতাওয়াতিরাতে ঈমানিয়া (মুতাওয়াতির রেওয়ায়াত দ্বারা যে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরী বলে প্রমাণিত) এর প্রতি ঈমান আনা সম্ভব হবে না। সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং অন্যান্য 'নস' দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সর্বোত্তম মনে করে সাহাবায়ে কিরাম তার হাতে বায়'আত পাঠ করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর পরে তাঁর ইশারায় হযরত উমর (রাঃ)কে সর্বোত্তম মনে করে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে (হযরত উমর (রাঃ) -এর খিলাফতের ব্যাপারে)। হযরত উমর (রাঃ) -এর পরে সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে পরামর্শ করে হযরত উসমান (রাঃ) -এর উত্তম হওয়ার কারণে তার খিলাফতের উপর ইজমা অনুষ্ঠিত করে তার হাতে বায়'আত পাঠ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) -এর পর মদীনা শরীফ হতে মুহাজির ও আনসার যেসব সাহাবী ছিলেন তাঁরা সকলেই হযরত আলী (রাঃ) -এর হাতে বায়আত পাঠ করেন। যে কেউ এ বিষয়ে তার উপরে বিরোধ করেছেন তিনি ভুল করেছেন। বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। তাদের পারস্পরিক বিরোধের সমীচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেকের সাথে মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অপরিহার্য। এগুলোই হল আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা।

শব্দার্থ ঃ مار -সাপ। كژدم - বিচ্ছু। زقوم - জাহান্নামের এক প্রকার বৃক্ষের কাঁটা। غسلين - পুঁজ ও শরীরের গলে যাওয়া মাংস। حوراء - حور - এর বহুবচন, অর্থ কালো ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট সুন্দরী রমণী। متواترات - এমন সব হাদীস যা এত প্রচুর লোক রেওয়ায়াত করেছেন, যাদের কোন মিথ্যা কথায় ঐকমত্য অসম্ভব। شداد - شديد -এর বহুবচন। অর্থ- কঠিন। مبغض - শত্রুতা পোষণকারী। حاملان - حامل-এর বহুবচন। বহনকারী। راويان - راوى- এর বহুবচন। বর্ণনাকারী। منازعت - ঝগড়া। سوء ظن -কুধারণা। مشاجرات- পারস্পরিক বিরোধ। عقيدت - গাঢ় আস্থা।

فصل ـ در اہتمام نماز ـ بعد تصحیح عقائد عمدہ ترین در عبادات نماز است، در صحیح

مسلم از جابرؓ مروی است کہ فرمود علیہ الصلوۃ والسلام کہ وُصلہ درمیان کفر ترک صلوۃ است یعنی ترک صلوۃ بکفر می رساند، واحمدؒ وترمذیؒ ونسائیؒ از بریدہؓ از آں حضرتؐ روایت کردہ اند کہ عہد درمیان ما ومیان مردم نماز ست ہر کہ ترک کند آنرا کافر شود۔ وابن ماجہؒ از ابوالدرداءؓ روایت کردہ کہ وصیت کرد بمن خلیل من صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک بخدا نہ کنی اگر چہ کشتہ شوی وسوختہ شوی ونافرمانی والدین مکن اگر چہ امر کنند کہ از زن وفرزند ومال خود بدر شو ونماز فرض را عمداً ترک مکن ہر کہ نماز فرض عمداً ترک کند ذمۂ خدا از وے بریست واحمدؒ ودارمیؒ وبیہقیؒ از عمرو بن عاصؓ از اں سرور علیہ الصلوۃ والسلام روایت کردہ اند کہ ہر کہ بر نماز فرض محافظت کند او را نور وحجت ونجات باشد روز قیامت، وہر کہ محافظت نہ کند نہ او را نور باشد ونہ برہان ونہ نجات وباشد او با فرعون وہامان وقارون وابی بن خلف۔

وترمذیؒ از عبداللہ بن شقیقؓ روایت کردہ کہ اصحاب رسول صلے اللہ علیہ وسلم ہیچ چیز را نمی دانستند کہ ترک آں موجب کفر باشد مگر نماز را، بناء بریں احادیث احمد بن حنبلؒ تارک یک نماز را عمداً کافر می داند، وشافعیؒ بروے حکم بہ قتل می کند نہ بکفر ونزد امام اعظمؒ او را حبس دائمی واجبست تا کہ توبہ کند واللہ اعلم۔ پس باید دانست کہ نماز را شرائط وارکان ست چنانچہ ذکر کردہ شود انشاء اللہ تعالے، از شرائط نماز طہارت بدن ست از نجاست حقیقی ونجاست حکمی وطہارت پارچہ وطہارت مکان پس اول مسائل طہارت باید آموخت۔

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে

প্রশ্ন ঃ নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ আকায়িদ বিশুদ্ধ করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম ইবাদত হল নামায। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "মুমিন ও কাফিরের মধ্যে যোগসূত্র হল নামায ছেড়ে দেয়া।" অর্থাৎ, নামায তরক

বান্দাকে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত বুরায়দাহ (রাঃ) সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমাদের ও অন্যদের মাঝে যে জিনিস দ্বারা চুক্তি প্রতিষ্ঠিত- তা হল নামায। যে নামায বর্জন করবে সে কাফির হবে। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হোক কিংবা জ্বালিয়ে দেয়া হোক। মাতা-পিতার অবাধ্যতা করবে না, যদিও তারা তোমাকে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ হতে বিচ্ছিন্ন হবার নির্দেশ দেয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করবে না। যে ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায তরক করে তার জিম্মাদারী থেকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত হয়ে যান। হযরত ইমাম আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের হিফাজত করবে তথা ওয়াক্ত মত যাবতীয় আহকাম-আদব সহ তা আদায় করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নূর, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামায সংরক্ষণ করবে না তার জন্য কিয়ামত দিবসে নামায না নূর হবে, না দলীল ও না নাজাতের উপায় হবে। সে ফিরআউন, হামান, কারূন ও উবাই ইবনে খলফ এর সঙ্গী হবে।

প্রশ্ন ঃ নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে ইমামগণের মতামত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বীক (রাজিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ নামায ব্যতীত অন্য কোন বিষয় ত্যাগ করাকে কুফরীর কারণ মনে করতেন না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারীকে কাফির মনে করতেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এরূপ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিতেন; কাফির বলতেন না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করা ওয়াজিব।

জ্ঞতব্য, নামাযের জন্য কিছু শর্ত ও রুকন রয়েছে। যেগুলো পরে ইনশাআল্লাহ অলোচনা করা হবে। নামাযের শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে নাজাসাতে হাক্বীক্বী ও নাজাসাতে হুকমী হতে শরীর, কাপড় ও নামাযের জায়গা পাক হওয়া। অতএব প্রথমে পবিত্রতার মাসায়েল শিক্ষা করা উচিত।

শব্দার্থ ঃ منزه - মুক্ত, পবিত্র। اکل وشرب - পানাহার। رسانندگان - পৌঁছানে ওয়ালারা। حاملان - বহনকারীরা। کنه - হাকীকত। عجز - অক্ষমতা। قصور - ত্রুটি। معترف - স্বীকারকারী। عصمت - গুনাহ হতে

পবিত্রতা। متابعت - অনুসরণ করা। مقصور- সীমিত। رد- খন্ডন। بعث - মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। نفخ- ফুৎকার দেয়া। وصله-যোগসূত্র। بعد موت - নিহত। سوخته- জ্বালিয়ে দেয়া বস্তু। فرزند- সন্তান। بری-کشته মুক্ত। حجت - প্রমাণ। محافظت - সংরক্ষণ করা। برهان - প্রমাণ। ترمذی- প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তিরমিযী শরীফের লেখক। তাঁর আসল নাম মুহাম্মাদ। তিরমিযে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে তিরমিযী বলা হয়। ৭০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। موجب- কারণ, যে বস্তু ওয়াজিব করে। حبس- বন্দী করা। شرائط - شرط এর বহুবচন। শর্ত বা বাইরের ফরয। ارکان - رکن- এর বহুবচন। ভিতরের ফরয। پارچه- কাপড়। باید اموخت- শেখা উচিত।

کتاب الطهارت

فصل: در وضو۔ بدانکہ فرض در وضو چہار چیز است، شستنِ رُو از موئے سر تا زیر ذقن و تا بہر دو گوش و ہر دو دست با ہر دو آرنج و مسح چہارم حصۂ سر و شستن ہر دو پائے با ہر دو شتالنگ، و اگر ریش گنجان باشد رسانیدنِ آب زیر موئے ریش ضرور نیست، اگر از یں چہار عضو مقدارِ ناخن ہم خشک ماند وضو درست نباشد، ونزد امام شافعیؒ و احمدؒ و مالکؒ نیت و ترتیب ہم فرض ست، ونزد مالکؒ پے بہ پے شستن ہم فرض ست، ونزد احمدؒ بسم اللہ گفتن و آب در دہن و بینی کردن ہم فرض ست، ونزد مالکؒ و احمدؒ مسحِ تمام سر فرض ست پس احتیاط در آنست کہ ایں ہمہ بجا آوردہ شود۔

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পবিত্রতার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ উজুর বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কোন ইমামের মতে উজুর ফরয কয়টি ও কি কি? ইমামগণের ইখতিলাফসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উজুর ফরয ৪টি। যথা ঃ

(১) কপালের চুলের গোড়া থেকে নিয়ে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।

(২) উভয় হাত কনুই সহ ধৌত করা।

(৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা।
(৪) উভয় পা টাখনু সহ ধৌত করা।

উল্লেখ্য, যদি দাঁড়ি ঘন হয় তাহলে দাঁড়ির নীচে পানি পৌঁছান ফরজ নয়, আর যদি এই চার অঙ্গের কোন একটি নখ পরিমাণও শুষ্ক থাকে তাহলে উজু সহীহ হবে না।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর নিকট উজুর ফরয ৬টি। যথা ঃ

উপরোক্ত প্রথম দুটি এবং (৩) মাথার যে কোন অংশ মাসেহ করা (৪) উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা, (৫) নিয়ত করা। (৬) তারতীব ঠিক রাখা।

ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে উযুর ফরয ৭টিঃ উপরোক্ত প্রথম ২টি এবং ৩. সমস্ত মাথা মাসাহ্ করা ৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা, ৫. নিয়ত করা, ৬. তারতীব ঠিক রাখা ৭. এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।

ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট উজুর ফরয ৯টি। যথা ঃ উপরোক্ত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর ২টি এবং

৩. সমস্ত মাথা মাসাহ্ করা
৪. উভয় পা টাখনু সহকারে ধৌত করা,
৫. নিয়ত করা,
৬. তারতীব ঠিক রাখা
৭. বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম পড়া
৮. কুলি করা।
৯ নাকে পানি দেয়া

অতএব, উক্ত সকল বিষয়ের উপর আমল করার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

শব্দার্থ ঃ شستن- ধোয়া। موئے- পশম। ذقن- থুতনী। آرنج- কনুই। شتالنگ- পায়ের টাখনু। زیر- নীচে। موئے ریش- দাঁড়ি।। گنجان - ঘন। بے بہ بے شستن- এক অঙ্গ শুকাবার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধোয়া। بینی- নাক। احتیاط- সতর্কতা, পরহেজগারী।

مسئلہ۔ سنت در وضو آنست کہ اول ہر دو دست تا بند دست سہ بار بشوید و بسم اللہ الرحمٰن الرحیم گوید و سہ بار آب در دہن کند و مسواک کند و سہ بار آب در بینی کند و بینی پاک کند و سہ بار تمام رُو بشوید و سہ سہ بار ہر دو دست با ہر دو آرنج بشوید، و مسح تمام سر کند یک بار، و ہر دو گوش را ہم ہمراہ سر مسح کند، آبِ جدید شرط نیست، و ہر دو پائے را با شتالنگ سہ سہ بار بشوید۔

প্রশ্ন ঃ সুন্নত তরীকায় উজু কিভাবে করতে হয়?

উত্তর ঃ সুন্নত তরীকায় উজু করতে হলে ৯টি কাজ করা বাঞ্ছনীয়। যথাঃ
(১) উভয় হাত কব্জিসহ তিনবার ধৌতকরা।
(২) বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলা।
(৩) তিনবার কুলি করা।
(৪) মিসওয়াক করা।
(৫) তিনবার নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া।
(৬) সমস্ত মুখমন্ডল তিনবার ধৌতকরা।
(৭) তিনবার উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।
(৮) সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা এবং মাথার সঙ্গে উভয় কানও মাসেহ করা।
(৯) উভয় পা টাখনু সহ তিনবার ধৌত করা।

اگر در پا موزہ داشتہ باشد وموزہ را بعد طہارت کامل پوشیدہ باشد مقیم را یک شبانہ روز ومسافر را سہ شبانہ روز از وقتِ حدث جائزست کہ موزہ از پا نہ کشد ومسح بر موزہ کردہ باشد۔

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ পূর্ণ পবিত্রতার পর মোজা পরিধান করলে উজু নষ্ট হওয়ার পর থেকে মুকীম ব্যক্তির জন্য একদিন একরাত্র এবং মুসাফির ব্যক্তির জন্য তিন দিন তিন রাত ঐ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয। পা থেকে মোজা খুলবে না। বরং মোজার উপরেই মাসেহ করবে।

واگر موزہ پاریدہ باشد بہ قسمیکہ دررفتار مقدار سہ انگشت پا ظاہر شود مسح برآں روا نباشد۔

প্রশ্ন ঃ কতটুকু পরিমাণ ছেড়া হলে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই?

উত্তর ঃ পরিহিত মোজা এই পরিমাণ ছেড়া হলে যে চলন্ত অবস্থায় তিন আঙ্গুল পরিমাণ পা বের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই।

واگر شخصے باوضو باشد ویک موزہ را از پا کشیدہ بحدّ یکہ اکثر پا از موزہ بیروں آید یا وقت مسح موزہ تمام شد در ہر صورت ہر دو موزہ کشیدہ ہر دو پا بشوید واعادۂ تمام وضو ضرور نیست مگر نزد مالکؒ۔

প্রশ্ন ঃ মোজা পরে চলন্ত অবস্থায় কতটুকু পরিমাণ পা দেখা গেলে ঐ

মাসেহ নষ্ট হয়ে যায়?
উত্তর ঃ চলন্ত অবস্থায় যদি পায়ের অধিকাংশ অংশ দেখা যায় অথবা মাসেহ করার সময় শেষ হয়ে যায়, তাহলে উভয় সুরতে মোজা খুলে উভয় পা ধৌত করতে হবে। তবে পূর্ণ উজু করা আবশ্যক নয়। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মত এর পরিপন্থী।

وفرض در مسح موزہ مقدار سہ انگشت ست بر پشت پا، وسنت آنست کہ ہر پنج انگشت دست از سر انگشتان پا تا ساق بکشد، وایں نزد احمدؒ فرض ست واحتیاط درین ست وبعد تمام وضو بگوید۔

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ করার ফরজ ও সুন্নত কি কি?
উত্তর ঃ পায়ের উপরিভাগে দৈর্ঘ্যে তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোজার উপর মাসেহ করা ফরয। আর বাম হাতের পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত টেনে আনা সুন্নত, তবে এটি ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট ফরয। অতএব, উক্ত সকল বিষয়ের উপর আমল করার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

উযূর শেষে নিম্নের দু'আটি পড়বে এবং দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল উজু আদায় করবে।

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه' لَا شَرِيْكَ لَه' وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه' وَرَسُوْلُه' اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔ ودوگانہ نماز گزارد۔

শব্দার্থ ঃ پوشیده بند دست -হাতের কব্জি। آب جدید -নতুন পানি। پوشیده পরিহিত অবস্থা। پاریده -ফাটা অবস্থা। انگشت -আঙ্গুল। کشیده -টেনে। بیرون -বাইরে। اعاده -পুনরায় করা। پشت -পিঠ। پنج - পাঁচ। انگشتان - انگشت এর বহুবচন। অর্থ আঙ্গুলসমূহ। احتیاط - সতর্কতা। ساق -গোড়ালী।

فصل۔ شکنندۂ وضو ہر چیز ست کہ از پیش یا پس برآید، ونجاست سائلہ کہ از تمام بدن برآید وروان شود بمکانے کہ شستن آں لازم شود وقے کہ بہ پری دہن طعام باشد یا آب یا تلخہ یا خون بستہ سوائے بلغم، ونزد ابی یوسفؒ اگر بلغم از شکم بہ پری دہن برآید وضو بشکند۔ واگر خون در آب دہن برآید اگر رنگ آب دہن را سُرخ سازد وضو بشکند اگر قے اندک اندک چند بار کرد ونزد امام محمدؒ اگر غثیان متحد ست جمع کردہ

شود ونزد ابی یوسفؒ اگر مجلس متحد ست جمع کرده شود۔ وخفتن بر پشت یا بر پہلو یا تکیہ
زده بچیزے کہ اگر کشیده شود بیفتد شکننده وضو است وخفتن استاده یا نشستہ بدون
تکیہ یا در حالتِ رکوع یا سجود بر ہیأتِ مسنونہ شکننده وضو نیست ودیوانگی ومستی
وبیہوشی در حال کہ باشد شکننده وضو است وقہقہہ[১] بالغ در نماز صاحبِ رکوع وسجود
شکننده وضو است۔ ومباشرتِ فاحشہ شکننده وضو است۔

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ উজু ভঙ্গের কারণসমূহ

প্রশ্ন ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উজু ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উজু ভঙ্গের কারণ ৮টি। যথাঃ
(১) প্রস্রাব অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।
(২) শরীরের কোন অঙ্গ হতে প্রবাহমান নাপাক বের হয়ে এমন স্থানে গড়িয়ে পড়া যেস্থান উজু বা গোসলের মধ্যে ধৌত করা ফরয।
(৩) মুখ ভরে বমি করা। চাই তা পানি, খাদ্য বা পিত্ত হোক কিংবা জমাট রক্ত। এসব কারণে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। বমিতে কফ বের হলে উজু ভঙ্গ হয় না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে মুখ ভরে কফ বের হলে উজু ভঙ্গ হয়ে যায়।
(৪) থুথুর সাথে রক্ত বেরিয়ে আসলে। রক্ত যদি থুথুকে লাল বর্ণ করে দেয় তাহলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে এক উদবেগের একাধিক বারের বমি যদি মুখ ভরে বমির সমান হয় তাহলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে এক মজলিসের একাধিক বারের বমি যদি মুখ ভরে বমির সমান হয় তাহলেও উজু নষ্ট হয়ে যাবে।
(৫) চিত বা কাত হয়ে এমন বস্তুর সঙ্গে হেলান দিয়ে ঘুমালে যা সরিয়ে নিলে লোকটি পড়ে যাবে, তাহলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।
দাড়িয়ে কিংবা বসে হেলান না দিয়ে ঘুমালে রুকু এবং সিজদার মধ্যে সুন্নত তরীকায় থেকে ঘুমালে উজু ভঙ্গ হবে না।
(৬) পাগল, মাতাল ও বেহুশ হয়ে গেলে সর্বাবস্থায় উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।
(৭) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ রুকূ সিজদা বিশিষ্ট নামাযে অট্টহাসি হাসলে উজু ভঙ্গ

টীকা. ১. হাসি তিন প্রকার- এক. কাহকাহা তথা অট্টহাসি। যে হাসির আওয়াজ নিজে শুনে অপরেও শোনে। এর হুকুম হল, এতে নামায ও উযূ উভয়টি নষ্ট হয়।
দুই. যেহেক। তথা দাঁত বের করে হাসা। যে হাসির আওয়াজ নিজে কিন্তু শোনে অন্যে শোনে না। এর হুকুম হল, এর ফলে নামায নষ্ট হয়, উযূ নষ্ট হয় না।
তিন. তাবাস্সুম তথা, মুসকি হাসি। যে হাসিতে আওয়াজ নেই। এর ফলে উযূ নামায কোনটিই নষ্ট হয় না। তবে নামাযে এরূপ করা মাকরূহ। -অনুবাদক

হয়ে যাবে।

(৮) মুবাশারাতে ফাহেশা অর্থাৎ বিবস্ত্র অবস্থায় নারী পুরুষের লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে (স্ত্রী সহবাস করলে) উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ودست رسانیدن بشر مگاہِ خود بدونِ پردہ ودست مرد اگر زن را بے پردہ رسد نزد امام اعظم وضوئی شکند، ونزد دیگر ائمہ وضو بشکند، وخوردن گوشتِ شتر نزد امام احمدؒ شکنندۂ وضواست واحتیاط ازیں ہر ہمہ اولیٰ است۔

প্রশ্ন ঃ পর্দা বিহীন লজ্জাস্থানে হাত দিলে উযূ ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর ঃ পর্দা বিহীন নিজ লজ্জাস্থানে হাত দিলে এবং পুরুষ কর্তৃক মহিলাদের পর্দাবিহীন স্পর্শ করলে ইমাম আযম (রহঃ) -এর নিকট উজু ভঙ্গ হবে না। অন্য সকল ইমামের নিকট উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট উটের গোশত খেলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সতর্কতামূলক এটাই উত্তম।

শব্দার্থ ঃ شکنندہ - ভঙ্গকারী। پیش -সম্মুখ। پس - পশ্চাত। سائلہ - প্রবাহমান। بستہ -জমাট বাধা। اندك اندك-অল্প অল্প। غثیان -উদবেগ, পেটের মোচড়। تلخہ-পিত্ত। خفتن -ঘুমানো। استادہ - দাঁড়িয়ে। نشستہ - বসে। ہیئات - ہیئة এর বহুবচন, অবস্থা। دیوانگی - পাগলামী। مستی - মাতলামী। قہقہہ- অট্টহাসি, খিলখিল করে হাসা। مباشرۃ فاحشہ - বিবস্ত্র অবস্থায় পুরুষের বিশেষ অঙ্গ স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গে স্পর্শ করা।

فصل ۔ در غسل ۔ شستنِ تمام بدن وآب در دہن ودر بینی کردن فرض ست۔ وسنت آنست کہ اول دست بشوید ونجاستِ حقیقی از بدن پاک کند پستر وضو کند لیکن اگر در جائے کہ آب غسل جمع می شود غسل می کند پائے بعد غسل بشوید وسہ بار تمام بدن بشوید۔

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গোসলের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ গোসলের মধ্যে ফরয কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ গোসলের মধ্যে ফরয তিনটি। যথা ঃ

(১) কুলি করা।

(২) নাকে পানি দেয়া

(৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা।

প্রশ্ন ঃ গোসলের মধ্যে সুন্নত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ গোসলের সুন্নত ৪টি। যথাঃ

(১) উভয় হাতের কব্জিসহ ধৌত করা।

(২) শরীর থেকে হাকীকী (প্রকৃত) নাপাক দূর করা।

(৩) উজু করা।

বিঃ দ্রঃ যদি কেউ এমন জায়গায় গোসল করে যেখানে গোসলের পানি জমা হয়, তাহলে ঐ অবস্থায় প্রথমে গোসল করবে, এরপর পা ধৌত করবে।

(৪) সমস্ত শরীর তিন বার ধৌত করা।

وبرزن رسانیدنِ آب در بیخ مویہائے بافتہ فرض ست۔ وشگافتن مویہائے بافتہ ضرور نیست وبر مرد اگر موئے سر داشتہ باشد شگافتن موئے وشستن تمام آں از سرتابن فرض ست۔

প্রশ্ন ঃ চুলের বেনীতে পানি পৌছান ফরয কি না?

উত্তর ঃ মহিলাদের চুলের বেনীর নিচে পানি পৌছানো ফরয। বেনী খোলা ফরয নয়। তবে কোন পুরুষ যদি মাথায় বাবরী চুল রাখে, তাহলে ঐ চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ধৌত করা বা পানি পৌছানো ফরয।

শব্দার্থ ঃ بستر - পরে। زن- নারী। بیخ-গোড়া। موئہائے- চুলসমূহ। بافتہ- বাঁধা। شگافتن- খোলা। بن- গোড়া।

فصل۔ موجباتِ غسل جماع ست در قبل باشد یا درد بر مرد یا زن اگر چہ انزال نہ شود، دیگر انزال ست بجہند گی وشہوت در بیداری یا در خواب۔ واز خواب دیدن بدون انزال غسل واجب نہ شود ودیگر حیض ونفاس چوں منقطع شود غسل واجب گردد۔

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোসল ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ চারটি। যথাঃ

(১) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলার সামনের বা পেছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করা। চাই বীর্য স্খলন হোক বা না হোক। (উল্লেখ্য, পায়ু পথে যৌনকর্ম সম্পাদন করা মারাত্মক গোনাহের কাজ)

(২) ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য স্খলন হওয়া। তবে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে কিন্তু বীর্য বের হয় না, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না।

(৩) হায়েয বন্ধ হলে।

(৪) নেফাস বন্ধ হলে গোসল ওয়াজিব হবে।

مسئلہ۔ اقلِ حیض سہ روز ست و اکثرِ آں دہ روز۔ و اکثرِ نفاس چہل روز ست واقلِ آں را حدے نیست دریں مدت بہر رنگ کہ باشد سوائے سفیدی خالص خون حیض ونفاس انگاشتہ شود۔ واقلِ طہر پانزدہ روز ست۔ آنچہ از سہ روز کمتر واز دہ روز زیادہ در حیض دیدہ شود وآنچہ از چہل روز زیادہ در نفاس دیدہ شود خونِ استحاضہ باشد کہ مانعِ نماز وروزہ نیست۔ اگر زنے را حیض زیادہ از عادت شود تا دہ روز مرض نہ گفتہ شود واگر از دہ روز زیادہ شود پس آنچہ از عادت زیادہ باشد ہمہ آں استحاضہ است۔ ومبتدیہ را زیادہ از دہ روز استحاضہ گفتہ شود۔ و پاکی کہ درمیانۂ مدت حیض یا نفاس یافتہ شود حیض ونفاس ست۔

প্রশ্ন ঃ হায়েয ও নেফাসের সময় কত দিন?

উত্তর ঃ হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হল তিন দিন। আর সর্বোচ্চ সময় হল দশ দিন। নেফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০দিন। আর নিম্নের কোন সময় সীমা নেই। তবে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে সাদা রং ব্যতীত অন্য যে কোন রং-এর রক্ত বের হোক না কেন তা হায়েয ও নেফাস বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ হায়েয ও নেফাসের রক্তের রং কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ সাধারণত এ ধরণের রক্তের রং ৫ প্রকার। যথা ঃ লাল, কালো, হলুদ, মাটি।

প্রশ্ন ঃ দুই হায়েযের মাঝখানে পবিত্র থাকার মেয়াদ কতদিন?

উত্তর ঃ দুই হায়েযের মাঝে পবিত্র থাকার সময় সর্ব নিম্ন ১৫দিন এবং উর্ধের কোন সীমা নেই।

প্রশ্ন ঃ ইস্তেহাযা কাকে বলে?

উত্তর ঃ হায়েযের মধ্যে তিন দিনের কম অথবা দশ দিনের বেশী এবং নেফাসের ক্ষেত্রে ৪০ দিনের বেশী যত দিন রক্ত দেখা যায় ঐ রক্তকে ইস্তেহাযার রক্ত বলে। ইস্তেহাযা নামায ও রোযার জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

বিঃ দ্র ঃ যদি কোন মহিলার সাধারণ নিয়ম থেকে বেশী দিন হায়েয দেখা যায়, তাহলে দশ দিন পর্যন্ত তাকে ঋতুবতী ধরা হবে। আর যদি দশ দিন থেকে বেশী সময় পর্যন্ত রক্ত দেখা যায় তাহলে সাধারণ নিয়মের পরের সব কয়দিনকে ইস্তেহাযা বলে। আর যে মহিলার হায়েয প্রথম আরম্ভ হয়েছে তার

যদি দশদিন থেকে বেশী সময় পর্যন্ত রক্ত দেখা যায় তাহলে ঐ দশ দিনের বেশী দিন গুলো ইস্তেহাযা।

প্রশ্ন ঃ হায়েয ও নেফাসের মধ্যে কিছু সময় পবিত্র থাকলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ হায়েয বা নেফাসের মুদ্দত বা সময়ের ভিতর কিছু সময় পবিত্র থাকলে তাও হায়েয বা নেফাস বলে গণ্য হবে।

مسئلہ۔ از حیض ونفاس نماز ساقط شود قضائے آں واجب نیست۔ وروزہ را حیض ونفاس مانع ست۔ لیکن قضا واجب شود۔ وجماع در حیض ونفاس حرام ست نہ در استحاضہ۔ وحیض اگر پیش از دہ روز منقطع شود بدون غسل کردنِ زن وطی حلال نشود مگر آنکہ وقتِ نمازے بگذرد ودر انقطاع بعد دہ روز بدونِ غسل ہم وطی جائز ست نزد امام اعظم، ونزد اکثر ائمہ بدون غسل جائز نیست۔

প্রশ্ন ঃ হায়েয ও নেফাসের হুকুম কি?

উত্তর ঃ (ক) হায়েয ও নেফাসের হুকুম হল- এমতাবস্থায় নামায ও রোযা করা যাবে না। আর পবিত্র হওয়ার পর নামায কাযা করতে হবে না, কিন্তু রোযা কাযা করতে হবে।

(খ) হায়েয ও নেফাস অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম। তবে ইস্তিহাযা এর পরিপন্থী।

(গ) দশদিন পূর্বে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করার পূর্বে সঙ্গম করা জায়েয নয়। তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার পর এক নামাযের সময় চলে গেলে গোসল ছাড়াই সঙ্গম করা বৈধ হবে।

(ঘ) দশ দিন পর হায়েয বন্ধ হলে ইমাম আজমের মতে গোসল ব্যতীত সঙ্গম করা বৈধ। তবে অন্যান্য ইমামগণের মতে গোসল করা ব্যতীত সঙ্গম করা বৈধ নয়।

مسئلہ۔ بے وضو را دست رسانیدن بمصحف بے پردہ جائز نیست وخواندنِ قرآن جائز ست، ودر حالتِ جنابت وحیض ونفاس خواندنِ قرآن ہم جائز نیست نہ در آمدن بمسجد ونہ طواف کعبہ۔

প্রশ্ন ঃ উজু বিহীন অবস্থায় গিলাফ ব্যতীত কুরআন শরীফ স্পর্শ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ উজু বিহীন অবস্থায় গিলাফ বিহীন কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে পাঠ করা জায়েয আছে। হায়েয, নেফাস ও জানাবাত (গোসল ফরয) অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েয নয়। তাছাড়া মসজিদে প্রবেশ করা কিংবা কা'বা শরীফের তওয়াফ করাও অবৈধ।

শব্দার্থ ঃ جہندگی- দ্রুতগতি-ক্ষীপ্রতা। انزال-বীর্যপাত। نفاس- সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব। اقل- সবচেয়ে কম। استحاضہ- অসুখের কারণে জরায়ুর মুখ হতে নির্গত রক্ত। مبتدیہ- এরূপ মহিলা যার প্রথমবার রক্তস্রাব হয়। انقطاع - বন্ধ হওয়া। بے وضو- উজু হীন। مصحف-কুরআন মাজীদ।

فصل۔ درنجاست۔ بول جانورے کہ گوشتِ اوحلال ست وبولِ اسپ وپس افگندہ پرندگان حرام گوشت نجس ست بہ نجاست خفیفہ کمتر از ربعِ پارچہ عفواست۔ یعنی از چہارم حصہ تختہ یادامن یاتریزیا آستین آگرکمتر ازاں بیالاید نماز رامانع نہ باشد لیکن آب را فاسد کند وپس افگندہ پرندگانِ حلال گوشت سوائے ماکیان وبط پاک ست۔ وبولِ آدمی اگرچہ صغیر باشد وبولِ خر وجانورانِ حرام گوشت وپس افگندہ آدمیاں وچہار پائگاں نجس ست بہ نجاست غلیظہ وہمچنیں خونِ سائل ہر جانور وشراب انگوری ومنی۔

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নাপাকীর বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কোন কোন নাপাক নাজাসাতে খফীফা ? এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ হালাল গোশত বিশিষ্ট জন্তুর পেশাব, ঘোড়ার পেশাব ও হারাম গোশত বিশিষ্ট পাখির মলকে নাজাসাতে খফীফা বলে। এর হুকুম হল-
কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কম জায়গায় এ ধরণের নাপাক লাগলে তা পাক। অর্থাৎ, উপরোক্ত নাপাকগুলোর কোনটি যদি জামার একাংশে আচল, চাদর, বা হাতে লাগে আর তা যদি চার ভাগের এক ভাগের কম হয় তাহলে তা সহ নামায পড়া জায়েয আছে। কিন্তু উক্ত পরিমাণ নাপাক যদি অল্প পানিতে মিশ্রিত হয় তাহলে পানিকে নাপাক করে ফেলবে।

প্রশ্ন ঃ কোন পাখির বিষ্টা পাক?

উত্তর ঃ যেসব পাখির গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর মধ্যে হাঁস মুরগী ব্যতীত সকল পাখির বিষ্টা পাক।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন নাপাককে নাজাসাতে গলীজা বলে?

উত্তর ঃ ছোট বড় সব মানুষের পেশাব, গাধা এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম সেগুলোর পেশাব, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মল নাজাসাতে গলীজা। তদ্রুপ সকল প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত, মদ ও মানুষের বীর্য নাজাসাতে গলীজা।

مسئلہ۔ درنجاست غلیظہ مقدار درہم یعنی مساحت عرض کف در رقیق ومقدار چہار

ونیم ماشہ در غلیظہ عفوست لیکن آب را فاسد کند۔

প্রশ্ন ঃ নাজাসাতে গলীজা এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ নাজাসাতে গলীজা তরল হলে এক দিরহাম তথা হাতের তালু পরিমাণ এবং গাঢ় হলে সাড়ে চার মাশা পর্যন্ত মাফ। কিন্তু এতটুকু পরিমাণ নাপাক যদি অল্প পানিতে পড়ে তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

مسئلہ۔(۱) وپس خوردۂ آدمی اگرچہ کافر باشد واسپ وجانوران حلال گوشت وعرق آنہا وعرق خر واستر پاک ست (۲) وپس خوردۂ گربہ وموش ودیگر جانوران خانگی مثل کرفش ومانند آں وپرندگان حرام گوشت مکروہ است (۳) وپس خوردۂ خوک وسگ وفیل وچہار پائگان حرام گوشت سوائے گربہ ومانند آں نجس ست۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন প্রাণীর ঝুটা পাক, কোনটির ঝুটা নাপাক ও মাকরূহ?

উত্তর ঃ ১. মুসলমান, কাফির সকল মানুষের ঝুটা, ঘোড়া ও হালাল প্রাণীর ঝুটা, এসবের ঘাম, গাধা ও খচ্চরের ঘাম পাক। ২. তবে বিড়াল, ইঁদুর এবং ঘরে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণী যেমন ঃ টিকটিকি, তেলাপোকা ইত্যাদি এবং হারাম গোশত বিশিষ্ট পাখির ঝুটা মাকরূহ। ৩. শুকর, কুকুর ও হাতি এবং সকল হারাম চতুষ্পদ জন্তুর ঝুটা নাপাক।

مسئلہ۔بول اگر مثل سر سوزن مترشح شود عفوست۔

প্রশ্ন ঃ পেশাবের ছিটা কাপড়ে লাগলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ পেশাব যদি সুঁচের আগা পরিমাণ বিন্দু আকারে ছিটে পড়ে তাহলে তা মাফ।

শব্দার্থ ঃ پس افگندہ- বিষ্টা-পায়খানা। تریز- জামার কলি। بیالاید- লাগে ماکیاں- মুরগীগুলো। بط- হাঁস। چہارپائگاں- চতুষ্পদ জন্তুসমূহ। کف- হাতের পাতা। رقیق- তরল। نیم- অর্ধেক। عرق- ঘাম। خوردہ- উচ্ছিষ্ট। گربہ- বিড়াল। موش- ইঁদুর। کرفش- টিকটিকি। خوك- শুকর। فیل- হাতি। سوزن- সূঁচ।

فصل۔طہارت از نجاست حکمی حاصل نہ شود مگر از آب پاک کہ از آسمان فرود آید یا از زمین برآید مثل آب دریا وچاہ وچشمہ پس از آب درخت یا ثمر مثل آب تربوز یا انگور یا کیلا طہارت حاصل نہ شود، اگر در آب چیزے پاک افتد مانند خاک یا صابون یا زعفران وضوازاں جائز ست مگر وقتیکہ رقت اورا دور کند یا در اجزاء از آب برابر یا

زیادہ مخلوط شود چنانچہ نیم سیر گلاب در نیم سیر آب مخلوط شود یا آنکہ نام آب از ...
شود نام آں شوربا یا گلاب یا سرکہ یا مانند آں شود دراں صورت وضو و غسل ازاں
باجماع جائز نہ باشد و شستن پارچۂ نجس و مانند آں ازاں نزد امام اعظمؒ جائز باشد
ونزد امام محمدؒ و شافعیؒ وغیرہ جائز نہ باشد۔

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কিসের দ্বারা নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্র হওয়া যায়?

উত্তর ঃ পাক পানি ব্যতীত নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র পানি বলতে ঐ পানি বুঝায় যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় বা জমিন থেকে নির্গত হয়। যেমন, সমূদ্র, কূপ বা ঝর্ণার পানি। সুতরাং গাছের পানি কিংবা ফলের রস যেমন, তরমুজ, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদির রস দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। পানিতে যদি পাক বস্তু মিশ্রিত হয়, যেমন, মাটি, সাবান, জাফরান, তবে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয হবে। কিন্তু যদি পাক বস্তু মিশ্রিত হয়ে পানির তরলতা দূর করে দেয় কিংবা মিশ্রিত বস্তু পানির সমান বা তার চেয়ে বেশী হয়ে যায়। যেমন, আধা সের গোলাপ আধা সের পানিতে মিশ্রিত হলে অথবা কিছু মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির নাম পরিবর্তন হয়ে গিয়ে তার নাম ঝোল বা সিরকা হয়, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ পানি দ্বারা উজু ও গোসল করা সর্বসম্মতিক্রমে না জায়েয। তবে এর দ্বারা নাপাক কাপড় বা অনুরূপ কিছু ধৌত করা ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে জায়িয, আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফিঈ (রহঃ) প্রমূখের নিকট জায়েয হবে না।

শব্দার্থ ঃ فرود آید- অবতীর্ণ হয়। بر آید- বের হয়। چاہ- কূপ। رقت- তরলতা। مخلوط- মিশ্রিত। نیم- অর্ধ।

مسئلہ۔ منی غلیظ خشک اگر از پارچہ تراشیدہ شود پارچہ پاک گردد و شمشیر و مانند آں
از مسح کردن پاک شود و زمین نجس اگر خشک شود و اثر نجاست باقی نماند برائے نماز
پاک شود نہ برائے تیمم و ہمچنیں دیوار و خشتِ مفروش و درخت و گیاہ غیر مقطوع
ومقطوع بدون شستن پاک نشود۔

প্রশ্ন ঃ গাঢ় শুষ্ক বীর্য যদি কাপড় বা তলোওয়ারে লেগে থাকে তাহলে এটাকে পবিত্র করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ গাঢ় শুষ্ক বীর্য কাপড় থেকে ঘষে তুলে ফেললে তা পাক হয়ে যায়। আর তরবারী ও এজাতীয় বস্তু মুছে ফেললে সেটি পাক হয়ে যায়। আর

মাটিতে নাপাক লাগার পর যদি মাটি শুকিয়ে নাপাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে সে মাটি নামাযের জন্য পাক হয়ে যাবে। কিন্তু তায়াম্মুমের জন্য পাক হবে না।

দেয়াল, গাথা ইট ও অকর্তিত ঘাসের বিধানও এটাই। তবে কর্তিত ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

مسئلہ۔ نجاست کہ نمودار باشد بہ شستن مقدارے کہ عین او زائل شود نزد امام اعظمؒ پاک شود و نزد بعضے بعد زوال عین سہ بار باید شست و ہر بار اگر ممکن باشد باید افشرد والا خشک باید کرد تا کہ تقاطر نماند، و نجاست کہ نمودار نہ باشد آں را سہ بار یا ہفت بار باید شست و ہر بار باید افشرد۔ و سرگین اگر سوختہ خاکستر شود نزد امام محمدؒ پاک شود نہ نزد امام ابو یوسفؒ و ہمچنیں خر اگر در نمک سار افتد و نمک شود پاک شود نزد امام محمدؒ نہ نزد ابی یوسفؒ و پوست مردار بد باغت پاک شود۔

প্রশ্ন ঃ نجاست مرئیہ (দৃশ্যমান নাপাক) কাকে বলে ও نجاست غیر مرئیہ (অদৃশ্যমান নাপাক) কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে নাপাক শুকানোর পর কোন নিদর্শন বাকী থাকে সেটাকে نجاست مرئیہ বলে। আর যে নাপাক শুকিয়ে যাওয়ার পরে এর কোন নিদর্শন বাকী থাকে না সেটাকে نجاست غیر مرئیہ বলে।

প্রশ্ন ঃ نجاست مرئیہ ও نجاست غیر مرئیہ এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ نجاست مرئیہ এর হুকুম হল এমন নাপাক কোথাও লেগে গেলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেললেই ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে তা পাক হয়ে যাবে। কারো কারো মতে নাপাকী দূর হওয়ার পরও তিন বার ধৌত করবে এবং সম্ভব হলে প্রতিবার নিংড়াবে অন্যথায় শুকিয়ে নিবে।

আর نجاست غیر مرئیہ এর হুকুম হল যদি এমন নাপাক কোথাও লেগে যায় তাহলে তিনবার বা সাতবার ধুয়ে নিংড়ে নিবে।

প্রশ্ন ঃ কোন নাপাক যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ গোবর পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তা ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে পাক হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে তা পাক হয় না। অনুরূপ ভাবে গাধা যদি লবনের খনিতে পড়ে লবনে পরিণত হয়ে যায় তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে তা পাক। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তা নাপাক। ঠিক তেমনিভাবে মৃত প্রাণীর চামড়া সংস্কার করার ফলে তা পাক হয়ে যায়।

শব্দার্থ ঃ غلیظ-গাঢ়। شمشیر-তরবারী। خشت-পাকা ইট। مفروش-

[illegible] । نموده -দৃশ্যমান । باید افشرد -চিপড়ান উচিত । تقاطر -ফোটা [illegible] । سرگین -গোবর । سوخته -পোড়া । خاکستر -ছাঁই ।

مسئلہ۔ آب جاری وآب کثیر از افتادن نجاست در آں یا گزشتن آں بر نجاست نشود مگر وقتیکہ از نجاست رنگ یا مزہ یا بو در آں ظاہر شود۔

প্রশ্ন ঃ প্রবাহমান পানি ও বেশী পানিতে নাপাক পড়লে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ প্রবাহমান পানি ও বেশী পানিতে কোন নাপাক পতিত হলে কিংবা পানি নাপাকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেলে তা নাপাক হয়ে যায় না; কিন্তু যখন নাপাকের রং, স্বাদ, ও ঘ্রাণ এই তিনটির কোন একটি তাতে প্রকাশ পায়, তখন তা নাপাক হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر سگ در جدول آب جاری نشستہ باشد یا مردارے در آں افتادہ باشد یا متصل میزاب نجاست افتادہ باشد وآب سقف در باراں ازاں میزاب رواں شود پس اگر اکثر آب بہ سگ ونجاست رسیدہ رواں می شود نجس باشد والا پاک باشد۔

প্রশ্ন ঃ প্রবাহমান পানির নালায় যদি কুকুর বসে থাকে কিংবা প্রবাহমান পানিতে যদি কোন মৃত জন্তু পতিত হয় অথবা পরনালার সাথে ঘেষে কোন নাপাক বস্তু পড়ে থাকে তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ কুকুর যদি প্রবাহমান পানির নালায় বসে থাকে কিংবা যদি প্রবাহমান পানিতে কোন মৃত জন্তু পতিত হয় অথবা পরনালার সাথে ঘেষে কোন নাপাক বস্তু পড়ে থাকে আর ছাদে পড়া বৃষ্টির পানি ঐ পরনালা দিয়ে প্রবাহিত হয়, যদি বেশীর ভাগ পানি কুকুর কিংবা নাপাকী ঘেষে প্রবাহিত হয় তাহলে সে পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় পাকই থাকবে।

مسئلہ۔ آب قلیل باندک نجاست نجس شود۔

বিঃ দ্রঃ অল্প পানি সামান্য নাপাক দ্বারাই নাপাক হয়ে যায়।

مسئلہ۔ قلتین کہ پنج مشک آب باشد ہر مشک مقدار صد رطل کہ یک من وپنج سیر ایں دیار باشد مجموع پنج من وبست وپنج آثار نزد اکثر ائمہ کثیر ست، ونزد امام اعظم آب کثیر آنست کہ از حرکت دادن یک طرف طرف دوم متحرک نشود ومتاخراں آنرا بہ دہ ذراع در دہ تقدیر کردہ اند۔

প্রশ্ন ঃ قلتین বলতে কতটুকু পানি বুঝায়?

উত্তর ঃ قلتین বলতে দুই মটকা পরিমাণ পানি বুঝায়। অধিকাংশ ইমামের মতে যাতে পাঁচ মশক পানির সংকুলান হয়। আর প্রতি মশকে একশত

রিতেল হয়। আমাদের দেশের হিসেবে প্রতি মশকে একমন পাঁচ সের হয়। সর্বমোট পাঁচ মন পচিঁশ সের পানি যাতে সংকুলান হয় তাই বেশী পানি। আর ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে বেশী পানি বলতে যা বুঝায় তা হল, যে পানি এক দিক থেকে নাড়া দিলে অন্য দিক নড়ে না।

আর মুতাআখ্‌খিরীন আলেমগণ দশ হাত দৈর্ঘ দশ হাত প্রস্থ অর্থাৎ, একশত বর্গহাতকে বেশীর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

مسئلہ۔ درچاہ اگر جانورے افتد ومیرد پس اگر آماسیدہ شود یا پارہ پارہ شود تمام آب آں چاہ کشیدہ شود واگرنہ پس اگر جانور کلاں است مثل گربہ یا کلاں تر ازاں نیز تمام آب چاہ کشیدہ شود، وہمچنیں اگر سہ جانور متوسط باشند مثل کبوتر، واگر جانور خرد است مثل موش وعصفور از مردن آں بست دلو کشیدہ شود تا سی، واز مثل کبوتر چہل دلو کشیدہ شود تا شصت، وسہ عصفور حکم یک کبوتر دارد۔ واللہ اعلم۔

প্রশ্ন ঃ একশত বর্গহাতের চেয়ে ছোট কোন কূপে যদি কোন প্রাণী পড়ে মারা যায় তাহলে ঐ পানির হুকুম কি?

উত্তর ঃ একশত বর্গহাতের চেয়ে ছোট কোন কূপে যদি কোন প্রাণী পড়ে মারা যায় তাহলে মৃত প্রাণীটি ফুলে বা ফেটে গিয়ে থাকলে কূপের সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিতে হবে। আর যদি মৃত প্রাণীটি ফুলে বা ফেটে গিয়ে না থাকে এবং জন্তুটি বড় হয়, যেমন, বিড়াল বা তদপেক্ষা বেশী বড় হয়, তখনও কুপের সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। অনুরূপভাবে কবুতরের ন্যায় তিনটি মধ্যম ধরণের জন্তু হলে তখনও কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। আর যদি জন্তুটি ছোট হয়, যেমন, ইঁদুর বা চড়ুই পাখি ইত্যাদি, তাহলে কূপ থেকে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে। আর কবুতরের মতো ছোট প্রাণী পড়লে ৪০ থেকে ৬০ বালতি পানি বের করে ফেলতে হবে।

বিঃ দ্রঃ তিনটি চড়ুই পাখি একটি কবুতরের সমান বিবেচিত হবে।

শব্দার্থ ঃ روان- প্রবাহমান। اندك- অল্প। اماسيده- ফোলা। پاره پاره- টুকরা টুকরা। سي- ত্রিশ। شصت- ষাট। عصفور - চড়ুই পাখি।

فصل۔ در تیمّم۔ (۱) اگر مصلی بر آب قادر نباشد بسبب دوری آب یک کروہ، وکروہ چہار ہزار قدم یا بسبب خوف حدوث بیماری یا درنگ در شفا یا زیادتِ مرض یا خوف دشمن یا درندہ یا خوف تشنگی یا میسر نشدن دلو یا رسن او را جائز ست کہ عوض وضو وغسل، (۲) تیمّم کند بر جنس زمین خاک باشد یا ریگ یا چونہ یا گچ یا سنگ سرخ یا سیاہ

یامرمر بشرطیکہ پاک باشد۔

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম করা কখন জায়েয আর কখন না জায়েয?

উত্তর ঃ (১) কোন মুসল্লী পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে।
(২) পানি তার থেকে এক ক্রোশ (শরঈ এক মাইল) দূরে অবস্থিত হলে। এক ক্রোশ হল চার হাজার কদম।
(৩) সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।
(৪) রুগ্ন ব্যক্তির রোগ নিরাময়ে দেরী হওয়ার আশংকা থাকলে।
(৫) রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হলে।
(৬) শত্রুর ভয় হলে।
(৭) হিংস্র প্রাণীর ভয় হলে।
(৮) পিপাসার ভয় হলে।
(৯) বালতি বা রশি পাওয়া না গেলে। এমন ব্যক্তির জন্য উজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন বস্তুর দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয?

উত্তর ঃ মাটি, বালি, চুনা, লাল পাথর, কালো পাথর, সাদা মর্মর পাথর ইত্যাদি মাটি জাতীয় সব জিনিসের উপর তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। তবে তা পাক হতে হবে।

مسئلہ۔ اول نیت تیمّم کند و ہر دو دست بر زمین زدہ یک بار بر تمام روئے بمالد، و باز بر زمین زدہ بر ہر دو دست با آرنج بمالد، این سہ چیز در تیمّم فرض ست اگر مقدار ناخن ہم از دست یا روئے باقی ماند کہ دست آنجا نہ رسیدہ باشد تیمّم روانہ باشد، پس انگشتری را حرکت باید داد و خلال در انگشتاں باید کرد۔

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে ফরয কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা ঃ
(১) নিয়ত করা।
(২) উভয় হাত জমিনের উপরে মেরে একবার সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা।
(৩) পুনরায় জমিনে হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

বিঃ দ্রঃ মুখমন্ডল বা হস্তদ্বয়ের নখ পরিমাণ অংশ যদি মাসেহ করা না হয় তাহলে তায়াম্মুম হবে না। তাই হাতের আংটি ও চুড়ি নাড়া চাড়া করে নিতে হবে ও আঙ্গুল খেলাল করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে কয়টি কাজ সুন্নত ও তা কি কি?

উত্তর ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে ৮টি কাজ সুন্নত। যথা ঃ
(১) উভয় হাতের তালু জমিনের উপরে মারা।

(২) উভয় হাতকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া।
(৩) উভয় হাতকে টেনে পেছনের দিকে আনা।
(৪) উভয় হাত ঝাড়া দেয়া।
(৫) উভয় হাতের আঙ্গুলকে ফাঁকা রাখা।
(৬) بسم الله الرحمن الرحيم বলা।
(৭) তারতীব অনুযায়ী মাসেহ করা।
(৮) একের পর এক লাগাতার মাসেহ করা।

مسئلہ۔ تیمّم پیش از وقت نماز جائز ست واز یک تیمّم چند نماز فرض ونفل خواندن جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার আগে তায়াম্মুম করা ও তদ্বারা একাধিক ফরয ও নফল নামায আদায় করা জায়েয হবে কি?
উত্তর ঃ নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার আগে তায়াম্মুম করা ও তদ্বারা একাধিক ফরয ও নফল নামায পড়া জায়েয আছে।

مسئلہ۔ اگر برآب قادرشود تیمّم باطل گردد واگر درعین نماز برآب قادرشود نمازکہ بہ تیمّم شروع کردہ باطل گردد۔

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম কখন বাতিল হবে?
উত্তর ঃ পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনকি নামাযরত অবস্থায়ও যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়ে যায় তাহলেও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر بدن مصلی یا پارچۂ اونجس باشد وبر استعمال آب قادر نباشد اورا نماز بانجاست جائز ست اگر بر پارچۂ پاک بقدر ستر عورت قادر نباشد۔

প্রশ্ন ঃ মুসল্লীর শরীর বা পোশাক যদি নাপাক হয়ে যায় এবং পাক পানি ব্যবহারে সক্ষম না হয় তাহলে তার হুকুম কি?
উত্তর ঃ মুসল্লীর শরীর বা পোশাক নাপাক হয়ে গেলে এবং পাক পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে সে ব্যক্তির জন্য নাপাকী নিয়ে নামায পড়া জায়েয আছে। তবে শর্ত হল ছতর ঢাকার মত পাক কাপড় না থাকতে হবে।

শব্দার্থ ঃ کروہ - চার হাজার কদম, এক মাইল। درنگ - বিলম্ব। درندہ - হিংস্র জন্তু। دلو - বালতি। تشنگی - পিপাসা। رسن - রশি। ریگ - বালু। آرنج - কনুই। بمالد - মাসেহ করে। انگشتان - انگشت এর বহু বচন। অর্থ আঙ্গুল সমূহ। پیش - পূর্বে। پارچہ - কাপড়। عورت - শরীরের ঐ অংশ যা উম্মুক্ত করা নিষেধ।

كتاب الصلوٰة

فصل۔ نماز از درآمدن وقت درحالت اسلام وعقل وبلوغ وپاکی از حیض ونفاس فرض میشود۔

مسئلہ۔ اگر وقت بقدر تحریمہ باقی باشد کہ کافر مسلمان شد یا طفل بالغ گشت یا مجنون عاقل شد نماز بروئے فرض شد وبعد انقطاع حیض ونفاس بقدر غسل وتحریمہ اگر وقت نماز باقی باشد نماز فرض شود۔

তৃতীয় অধ্যায় ঃ নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ নামায ফরয হয় কখন?

উত্তর ঃ মুসলমান সুস্থ মস্তিষ্ক, বালেগ এবং যে সকল মহিলা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর নামায ফরয হয়ে যায়। এমন কি কোন নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলা যাবে এতটুকু পরিমাণ সময় বাকী থাকা অবস্থায়ও যদি কোন কাফির মুসলমান হয় অথবা নাবালেগ বালেগ হয়, পাগল ভালো হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর নামায ফরয হবে। আর হায়েয ও নেফাস বন্ধ হওয়ার পর যদি গোসল এবং তাকবীরে তাহরীমা বলা যায় এতটুকু পরিমাণ সময় বাকী থাকে তাহলে নামায ফরয হবে।

শব্দার্থ ঃ درآمدن- প্রবেশ করা, আগমন করা। بلوغ- বালেগ হওয়া। طفل- শিশু। انقطاع- বন্ধ হওয়া।

فصل۔ وقت نماز فجر از طلوع صبح صادق است تا طلوع کنارۂ آفتاب۔

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ ফজরের নামাযের সময় কখন আরম্ভ হয়?

উত্তর ঃ ফজরের নামাযের সময় হল সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্যের কিনারা ভেসে উঠার পূর্ব পর্যন্ত।

ووقت ظہر بعد زوال ست تا کہ سایۂ ہر چیز ہمچند او شود سوائے سایۂ اصلی، وآں یک ونیم قدم در ساون باشد وپس وپیش آں چہار ماہ یک یک قدم بیفز اید وبعد ازاں در ہر ماہ دو دو قدم بیفز اید تا کہ در ماہِ ماہ دہ نیم قدم باشد وقدم عبارت از ہفتم حصہ ہر چیز است ایں قول امام ابی یوسفؒ ومحمدؒ وجمہور علماء ست واز امام اعظمؒ ہم روایتے است ایں چنیں وروایت مفتی بہ از امام اعظمؒ آنست کہ وقت ظہر باقی ماند تا کہ سایہ ہر چیز دو چند آں شود سوائے سایۂ اصلی۔

প্রশ্ন ঃ জোহরের নামাযের সময় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বস্তুর ছায়ায়ে আসলী তথা, মূল ছায়া ব্যতীত যখন ছায়াটি ঐ বস্তুর সম পরিমাণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত। আর মূল ছায়া শ্রাবন মাসে দেড় কদম হয়ে থাকে। এর পূর্বের ও পরের চার মাস (শ্রাবন মাস সহ) এক এক কদম করে বাড়বে। এর পর প্রত্যেক মাসে দুই দুই কদম করে বাড়বে। অবশেষে মূল ছায়া মাঘ মাসে সাড়ে দশ কদম হয়ে যাবে। আর বস্তুর দৈর্ঘের এক সপ্তমাংশকে কদম বলে। এ হচ্ছে (অর্থাৎ, মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সময় বাকী থাকা) সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (রহঃ) ও জুমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত।

ইমাম আজম (রহঃ) থেকে এ ধরণের একটি মত বর্ণিত আছে। ইমাম আজম (রহঃ) -এর যে মতের উপর ফতওয়া প্রদান করা হয় তা হল- মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের নামাযের সময় বাকী থাকে।

প্রশ্ন ঃ ছায়া আসলীর সচিত্র বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ ছায়া আসলীর আলোচনা বোঝার পূর্বে আমাদেরকে কয়েকটি পরিভাষা বুঝে নিতে হবে। ১. কদম মানে প্রতিটি দেহের এক সপ্তমাংশ যা ষাট দকীকা বা মিনিট ২. দকীকা বা মিনিট ষাট সেকেন্ডে হয় ৩. আন বা সেকেন্ড বলতে বুঝায়- যাতে এগারো বার আল্লাহু বলা যায় ৪. সা'আত বা ঘন্টা হয় সাত পুলে ৫. পুল হয় ষাট রেযা বা মিনিটে ৬. রেযা সময়ের সে পরিমাণ যার মধ্যে দুই অক্ষর বিশিষ্ট একটি শব্দ উচ্চারণ করা যায়। নিম্নোক্ত চিত্রে সাত মাসের হিসেব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, শ্রাবণ মাসের ছায়ায় আসলী দেড় কদম। এর পূর্বেকার তিনমাস ও পরবর্তী তিন মাসে এক এক কদম বৃদ্ধি পায়। চিত্রে লক্ষ্য কর।

বৈশাখ ৪ ১/২, জৈষ্ঠ ৩ ১/২, আষাঢ় ২ ১/২, শ্রাবণ ১ ১/২, ভাদ্র ২ ১/২ আশ্বিন ৩ ১/২, কার্তিক ৪ ১/২

এই সাত মাস ছাড়া অবশিষ্ট মাসগুলোতে উভয় দিকে দুই দুই কদম আরো বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে লক্ষ্য কর-

চৈত্র ৬½ ফাল্গুন ৮½, মাঘ ১০½, পৌষ ৮½ অগ্রহায়ন ৬½।

ইমাম সাহেবের উক্তি অনুযায়ী এবং সাহেবাইনের মাযহাব মতে জোহরের ওয়াক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া আসলী ছাড়া প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমান থাকে। এর চেয়ে বৃদ্ধি হওয়ার সময় ওয়াক্ত খতম হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম সাহেব (র.) এর যে উক্তির উপর ফতওয়া, সেটি হল, জোহরের ওয়াক্ত প্রতিটি জিনিসের ছায়া আসলী ছাড়া দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে।

ছায়া আসলী নির্ণয়ের উত্তম পন্থা হল, সমতল স্থানে একটি বৃত্ত অঙ্কন কর। মাঝখানে বৃত্ত ব্যাসের এক চতুর্থাংশের সমান তীক্ষ্ণ আগা বিশিষ্ট একটি সোজা কাঠ গেড়ে দাও। এটাকেই বলে পরিভাষায় কাঁটা। দুপুরের পূর্বে যখন বৃত্তের ভিতরে কাটার ছায়া আসবে, তখন তা ভিতরে আসার স্থানে একটি চিহ্ন দাও। আবার দুপুরের পর যখন কাঁটার ছায়া বৃত্তের বাইরে চলে যাবে তখন ছায়া নির্গমনের স্থানে চিহ্ন দাও। এরপর এ দুটি স্থানকে সংযুক্ত করে একটি সরল রেখা অঙ্কন কর। তারপর বৃত্তের কেন্দ্র থেকে উক্ত সরল রেখাকে সমানভাবে দুভাগে ভাগ করে একটি সরল রেখা অঙ্কন কর, যেটি বৃত্ত রেখা পর্যন্ত পৌছবে। এই রেখাটির নাম হল, পরিভাষায় মধ্যাহ্ন রেখা বা খত্তে নিসফুন্ নাহার। এর মানে কাঁটার ছায়া যখন এই রেখা অতিক্রম করবে তখনই হবে মধ্যাহ্ন। আর এই রেখায় যে ছায়াটি পড়বে তারই নাম হবে ছায়া আসলী।
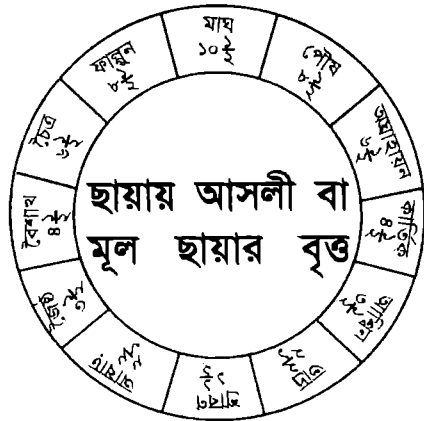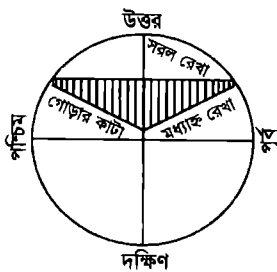
وبعد گذشتن وقت ظہر بر ہر دو قول وقت عصر است تا آفتاب زرد و بے شعاع

نشود، وبعد ازاں وقت عصر مکروہ است تا غروب آفتاب درآں وقت عصر ہماں روز

باکراہت تحریمی جائز است، ودیگر نماز فرض ونفل جائز نیست۔

প্রশ্ন ঃ আসরের নামাযের সময় কখন হয়?

উত্তর ঃ উপরোক্ত উভয় অভিমত অনুযায়ী জোহরের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আসরের নামাযের সময় আরম্ভ হয়। সূর্য হলুদ বর্ণ ও রশ্মিহীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় বাকী থাকে। তারপর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের নামাযের মাকরূহ সময়। তবে উক্ত সময়ে ঐ দিনের আসরের নামায মাকরূহে তাহরীমীর সাথে জায়েয। কিন্তু অন্যান্য ফরয, নফল, কাযা, ওয়াজিব, জানাযার নামায ও সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয হবে না।

শব্দার্থ ঃ آفتاب- সূর্য। طلوع - উদয় হওয়া। سایه- ছায়া। همچند- সমান সমান। ساون- শ্রাবণ। بیفزاید- বাড়বে। نیم- অর্ধেক। بے شعاع- রশ্মিহীন। ماه- মাঘ।

وبعد غروب آفتاب وقت مغرب است تا غروب شفق سرخ نزد اکثر علماء، ونزد

امام اعظمؒ بر قولے تا شفق سفید وقت مغرب باقی ماند لیکن بعد انبوہ ستارگاں نماز

مغرب مکروہ باشد بہ کراہت تنزیہی

প্রশ্ন ঃ মাগরিবের নামাযের সময় কতটুকু?

উত্তর ঃ সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের নামাযের সময় আরম্ভ হয়। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে আকাশের লালিমা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় বাকী থাকে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর এক উক্তি অনুসারে লালিমার পর আকাশে যে শুভ্রতা দেখা যায় তা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় বাকী থাকে। তবে প্রচুর পরিমাণ তারকারাজি উদিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায পড়া মাকরূহে তানযিহী।

وبعد گزشتن وقت مغرب بر ہر دو قول وقت عشاء است تا نصف شب نزد جمہورؒ،

ونزد امام اعظمؒ تا صبح بکراہت تحریمی۔ ووقت وتر بعد ادائے عشاء است تا طلوع صبح۔

প্রশ্ন ঃ ইশার নামাযের সময় কতটুকু?

উত্তর ঃ উপরোক্ত উভয় অভিমত অনুযায়ী মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে ইশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে অর্ধ রাত্র পর্যন্ত ইশার নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ইশার নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে হানাফী মাজহাব অনুসারে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে ইশার নামায পড়া মুস্তাহাব। মধ্যরাত্র পর্যন্ত জায়েয। আর মধ্য রাত্রের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত মাকরূহে তাহরীমী।

প্রশ্ন ঃ বিতরের নামাযের সময় কখন আরম্ভ হয়?

উত্তর ঃ ইশার নামায শেষ হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত বিতরের নামাযের সময়। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে ইশা ও বিতরের সময় একই। যখন থেকে ইশার নামাযের সময় শুরু হয় তখন থেকে বিতরের নামাযের সময়ও শুরু হয়। কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, ইশার নামায আদায় করার পর বিতর পড়তে হবে।

وتاخیر ظہر در گرما وتاخیر عشاء تا ثلث شب ودر روشنی روز خواندن صبح بحدیکہ قرآت مسنون نماز ادا کند واگر فساد ظاہر شود باز بقراءت مسنون ادا کند مستحب است۔ ودر دیگر نماز ہا نزد فقیر تعجیل اولی است۔ مگر برائے انتظار جماعت۔

প্রশ্ন ঃ নামাযের মুস্তাহাব সময় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নামায আদায় করার মুস্তাহাব সময় হল-

গ্রীষ্মকালে জোহরের নামায বিলম্ব করে পড়া এবং ইশার নামায রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব।

ফজরের নামায আকাশ এই পরিমাণ ফর্সা হলে পড়া যাতে সুন্নত পরিমান কিরাআতের সাথে পড়া যায়। আর এই পরিমান সময় হাতে রেখে আরম্ভ করা যাতে নামায নষ্ট হয়ে গেলেও পুনরায় তা (সূর্যোদয়ের পূর্বে) সুন্নত পরিমান কিরাআত সহ আদায় করা যায়। অন্যান্য নামায সমূহ (লেখকের) মতে প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা উত্তম। তবে জামা'আতের সাথে আদায় করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করাতে কোন দোষ নেই।

ودر وقت طلوع آفتاب ومیانہ روز ووقت غروب سوائے عصر آں روز دیگر ہیچ

نماز جائز نیست ونہ سجدۂ تلاوت ونماز جنازہ۔

প্রশ্ন ঃ নামাযের হারাম বা নিষিদ্ধ সময় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দুপুরের সময় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া জায়েয নয়। ঠিক তেমনি ভাবে ঐ সময় সিজদায়ে তিলাওয়াত কিংবা জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। অবশ্য সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসরের নামায পড়া জায়েয আছে।

ودروقت فجر سوائے سنت فجر وبعد عصر پیش از زردی آفتاب وپیش از مغرب نفل مکروہ است وقضا جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ নামাযের মাকরূহ সময় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নামাযের মাকরূহ সময়- ফজরের সময় ফজরের দুই রাক'আত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায আদায় করা মাকরূহ। আসরের ফরয আদায়ের পর সূর্য হলূদ বর্ণ ধারণ করা ও সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে নফল নামায আদায় করা মাকরূহ। অবশ্য উক্ত সময়গুলোতে কাযা নামায আদায় করা জায়েয আছে।

শব্দার্থ ঃ شفق- সূর্য অস্ত যাবার পর দৃশ্যমান লালিমা এবং লালিমা দূরীভূত হবার পর যে শুভ্রতা প্রকাশ পায় উভয়টিকেই شفق বলা হয়। انبوہ- ভীড়। حدیکہ- পরিমাণ। انتظار- অপেক্ষা করা।

فصل۔ اذان واقامت برائے ادا وقضا مسنون ست۔ وصفت آں معروف است ومسافر را ترک اذان مکروہ است وہر کہ درخانہ نماز گذارد اذان مصر اورا کافی است۔

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ আযান ও ইকামতের হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আদা (ওয়াক্তিয়া নামায) ও কাযা নামাযের আযান এবং ইকামত দেয়া সুন্নত। আযান ও ইকামতের বাক্য সমূহ এবং আযান প্রসিদ্ধ (তাই এখানে এগুলোর পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হল না)

মুসাফিরের জন্য আযান ছেড়ে দেয়া মাকরূহ। আর যে ব্যক্তি ঘরে নামায আদায় করে তার জন্য মহল্লার আযানই যথেষ্ট।

শব্দার্থ ঃ معروف সবার পরিচিত, জানা। کافی - যথেষ্ট।

فصل۔ در شروط نماز طہارت بدن مصلی است از نجاست حقیقی وحکمی چنانچہ

بالا گذشت وطہارت پارچہ وطہارت مکان واستقبال قبلہ وستر عورت مرد را از ناف تا زیر زانو وہمچنیں کنیز را بازیادت شکم وپشت وزن حرہ را تمام بدن مگر رو وہر دو کف دست وہر دو قدم۔

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের শর্তের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযের শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ নামাযের শর্ত ছয়টি। যথা ঃ

(১) নাজাসাতে হাকীকী এবং নাজাসাতে হুকমী থেকে মুসল্লীর শরীর পাক হওয়া।

(২) কাপড় পাক হওয়া।

(৩) জায়গা পাক হওয়া।

(৪) কেবলামুখী হওয়া।

(৫) সতর ঢেকে রাখা

(৬) নিয়ত করা।

পুরুষের সতর হল নাভি থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত। এমনিভাবে দাসীর পিঠ ও পেট সতরের অন্তর্ভূক্ত। আর বাকী শরীরের হুকুম পুরুষের মতোই। স্বাধীন নারীর মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পা ব্যতীত বাকী অংশ ঢেকে রাখা ফরয।

مسئلہ۔ ہر عضو از اعضائے عورت مرد یا زن اگر چہارم حصہ آں برہنہ شود نماز فاسد گردد وموہائے سر زن کہ فروہشتہ باشند عضوے است علیحدہ اگر چہارم حصہ آں برہنہ شود نماز فاسد گردد۔

বিঃ দ্রঃ পুরুষ ও মহিলাদের যে অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা ফরয যদি তার এক চতুর্থাংশ বিবস্ত্র হয়ে যায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। মহিলাদের মাথার চুলও একটি স্বতন্ত্র অঙ্গ। তার এক চতুর্থাংশ বিবস্ত্র হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ در نوازل گفتہ کہ آواز زن ہم عورت ست۔ ابن ہمام گفتہ کہ بریں تقدیر اگر زن بقراءت بجہر خواند نمازش فاسد شود۔

স্মর্তব্য, নাওয়াযিল নামক গ্রন্থে আছে যে, মহিলাদের গলার আওয়াজ ও সতরেরঅন্তর্ভূক্ত।

ইবনে হুমাম (রহঃ) বলেন- এই হিসেবে যদি মহিলারা নামাযে উচ্চস্বরে

কিরাআত পড়ে তাহলে তাদের নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ ہرکرا پارچہ برائے ستر عورت نباشد نماز او برہنہ جائز است۔

প্রশ্ন ঃ যদি কারো সতর ঢাকার মত কাপড় না থাকে তার নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি কারো সতর ঢাকার মত কাপড় না থাকে তাহলে তার জন্য বিবস্ত্র অবস্থায় নামায পড়া জায়েয আছে।

مسئلہ۔ اگر جانب قبلہ معلوم نشود تحری کردہ موافق تحری نماز گذارد و بدون تحری نمازش جائز نیست۔

প্রশ্ন ঃ যদি কারো কিবলার দিক সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে তার নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি কারো কিবলার দিক সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে তাহার্‌রী তথা ভালো করে চিন্তা করে অনুমান করে নামায পড়বে। তাহার্‌রী ব্যতীত নামায পড়া জায়েয হবে না।

مسئلہ۔ ھرکہ بسبب خوف دشمن یا عدم قدرت بسبب مرض رو بقبلہ نتواند آورد ہر سو کہ ممکن باشد نماز گزارد۔

مسئلہ۔ نماز نفل در صحرا بر چارپایہ ہر سو کہ چہارپایہ رود جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ কোন কারণ বশতঃ কিবলামুখী হতে না পারলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ শত্রুর ভয় অথবা অসুস্থতার কারণে কিবলার দিকে মুখ করতে না পারলে যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করবে। এমনকি মরু অঞ্চলে সওয়ারীতে আরোহণরত অবস্থায় যেদিকে সওয়ারী ফিরে থাকে সেদিকে ফিরে নফল নামায পড়া জায়েয হবে।

مسئلہ۔ نیت شرط نماز است مطلق نیت برائے نفل و سنت و تراویح جائز ست و برائے فرض و وتر تعیین نیت متصل تحریمہ و دانستن آنکہ نماز ظہر میخوانم یا عصر شرط است و نیت اقتدا بر مقتدی لازم است و نیت عدد رکعات شرط نیست۔

প্রশ্ন ঃ নিয়ত করা কি নামাযের শর্ত?

উত্তর ঃ নিয়ত করা নামাযের শর্ত।

নফল, সুন্নত এবং তারাবীহের জন্য নিছক নিয়তই যথেষ্ট। আর ফরয ও বিতরের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমার সাথে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা শর্ত। অর্থাৎ, এই কথা মনে থাকা যে, আমি জোহরের নামায পড়ছি, না আসরের

নামায।

মুক্তাদীর উপর ইমামের ইকতিদার নিয়ত করা ফরয। তবে রাক'আতের সংখ্যার নিয়ত করা ফরয নয়।

শব্দার্থ ঃ زانو- হাঁটু। بالا- উপর। کنیز বাঁদী। شکم- পেট। پشت- পিঠ। آزاد- আযাদ। برهنه- বিবস্ত্র। موئے- চুল। فروهشته- খুলে যাওয়া। تحری- চিন্তা করা। نوازل- এক প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ। ابن همام- ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার। نتواند- না পারে। سو- দিকে। صحرا- ময়দান, মরু অঞ্চল।

فصل ۔ در ارکان نماز۔ از فرائض نماز کہ داخل نماز اند یکے تحریمہ است کہ شرط است برائے تحریمہ آنچہ در سائر ارکان شرط ست از طہارت وستر عورت واستقبال قبلہ ووقت نماز ونیت ودو رکعت وقعدہ اخیرہ در فجر وچہار رکعت وقعدۂ آخیرہ در ظہر وعصر وعشاء وسہ رکعت وقعدۂ اخیرہ در مغرب ووتر ودو رکعت وقعدۂ اخیرہ در نفل وخروج از نماز بہ فعل مصلی ہم فرض است نزد امام اعظمؒ ۔ وفرض در ہر رکعت قیام ورکوع وسجود است باتفاق علماء وقرآءت نزد شافعی واحمد در ہر رکعت از رکعت فرض ونفل فرض است۔ ونزد امام اعظمؒ قرآءت در دو رکعت از رکعات فرائض خمسہ فرض ست، ودر ہر سہ رکعت وتر ودر ہر رکعت نفل وقومہ وجلسہ، وقرار گرفتن در ارکان فرض ست نزد ابی یوسفؒ ونزد اکثر علماء فرض نیست ۔

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের রোকনসমূহের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ রোকন অর্থ কি? নামাযের রোকন কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ রোকন মানে ভিতরের ফরয। নামাযের রোকন ছয়টি। যথা ঃ (১) তাকবীরে তাহরীমা বলা। তাকবীরে তাহরীমার জন্য ঐ সমস্ত বস্তু শর্ত যা অন্যান্য রোকনের জন্য শর্ত। অর্থাৎ, শরীর ও কাপড় পাক হওয়া, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া, নামাযের ওয়াক্ত হওয়া, নিয়ত করা ইত্যাদি।

(২) ফজরের নামাযের দুই রাক'আতের পর, জোহর, আসর ও ইশার নামাযে চার রাক'আতের পর, মাগরিব ও বিতরের তিন রাক'আতের পর এবং যে কোন নফল নামাযের জন্য দুই রাক'আতের পর শেষ বৈঠক করা ফরয।

(৩) দাড়ানো।
(৪) রুকু করা।
(৫) সিজদা করা।
(৬) ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে নামাযী ব্যক্তির কোন কাজের মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়া ফরয।
ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে ফরয ও নফলের সব রাক'আতে কিরাআত পড়া ফরয।

ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে, বিতরের তিন রাক'আতে ও নফলের প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আত পড়া ফরয।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে কওমা অর্থাৎ, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানো ও জলসা অর্থাৎ, দুই সিজদার মাঝখানে বসা এবং প্রতিটি রোকন ধীরস্থীরভাবে আদায় করা ফরয। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ধীরস্থিরভাবে বসা ফরয নয়।

وفرض در قرآءت نزد امام اعظمؒ یک آیت است ونزد ابی یوسفؒ ومحمدؒ سہ آیت خرد برابر سورۂ کوثر یا یک آیۃ دراز بقدر سہ آیۃ، ونزد شافعیؒ واحمدؒ فاتحہ خواندن فرض ست، وبسم اللہ یک آیت ست از فاتحہ نزد آنہا۔

প্রশ্ন ঃ কতটুকু পরিমাণ কিরাআত পড়া ফরয?
উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে এক আয়াত পরিমাণ কেরাআত পড়া ফরয এবং সাহেবাইনের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের (রহঃ)) মতে সূরা কাওসারের মতো ছোট তিন আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াতের সমান বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয।

তবে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। আর তাঁদের নিকটে بسم اللہ ও সূরা ফাতিহার অংশ।

ودر سجود نہادن پیشانی وبینی فرض ست وعند الضرورت اکتفاء بہ یکے ازاں جائز ست ونزد شافعیؒ واحمدؒ در سجود نہادن پیشانی وبینی وہر دو کف دست وہر دو زانو وانگشتان ہر دو پا فرض ست۔

প্রশ্ন ঃ সিজদার সময় কপাল ও নাক জমিনে লাগানোর হুকুম কি?
উত্তর ঃ সিজদার সময় কপাল ও নাক জমিনে লাগানো ফরয। তবে অপারগতার কারণে যে কোন একটি দ্বারা সিজদা আদায় করা জায়েয হবে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে সিজদায় [illegible] উভয় হাতের তালু, হাটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুল জমিনে রাখা ফরয।

শব্দার্থ ঃ ارکان - رکن এর বহুবচন। অর্থ নামাযের ভিতরের ফরয। فرائض -এর বহু বচন। অর্থ ফরয। اکتفاء - যথেষ্ট। قرار گرفتن - স্থির হওয়া। خرد - ক্ষুদ্র, ছোট। نہادن - রাখা। کف - হাতের পাতা। [illegible] - কপাল।

وترتیب درارکان نماز فرض ست مگر در سجود دوم، پس اگر در رکعتے یک سجده
وسجده دوم فراموش کرد نماز فاسد نشود ودر رکعت دوم سجده قضا کند وسجده سهو واجب
گردد۔

প্রশ্ন ঃ নামাযের সময় কি প্রতিটি রোকনে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফরয?

উত্তর ঃ নামাযের প্রতিটি রোকনে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফরয; কিন্তু দ্বিতীয় সিজদা এর ব্যতিক্রম। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কোন রাক'আতে একটি সিজদা করে এবং দ্বিতীয় সিজদার কথা ভুলে যায়, তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না। তবে দ্বিতীয় রাক'আতে ঐ সিজদাটি কাযা করে নিবে এবং তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

ابن ہمامؒ از کافی حاکم آورده که اگر شخصے نماز شروع کرد وقرآت ورکوع بجا
آورد وسجود نه کرد۔ پس قیام وقرآت کرد وسجده کرد ورکوع نه کرد ایں همه یک
رکعت شد۔ وہمچنیں اگر اول رکوع کرد پستر قیام وقرآت ورکوع وسجود کرد تا ہم یک
رکعت شد۔ وہمچنیں اگر اول دو سجده کرد پستر قیام وقرآت ورکوع کرد وسجود نکرد و پستر
قیام وقرآت وسجده کرد ورکوع نکرد ایں همه یک رکعت شد۔ وہمچنیں اگر رکوع کرد در
اولی وسجده نکرد ورکوع کرد در ثانیه وسجده نه کرد وسجده کرد در ثالثه ورکوع نکرد ایں همه
یک رکعت شد۔ وقعدۂ اُولیٰ وخواندن تشہد دراں وہم خواندن تشہد در قعدۂ اخیره
فرض ست نزد احمدؒ نه نزد غیر او مگر آنکه نزد امام اعظمؒ واجب ست۔

প্রশ্ন ঃ কোন নামাযী যদি কোন রাক'আতে, রুকু ছেড়ে দেয় এবং অপর রাক'আতে সিজদা ছেড়ে দেয় তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইবনে হুমাম (রহঃ) হাকেম (রহঃ) -এর কাফী নামক গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেণ যে-

(১) কোন ব্যক্তি নামায আরম্ভ করে কিরাআত ও রুকু করল কিন্তু সিজদা করল না, অতঃপর দাড়িয়ে কিরাআত ও সিজদা করল, কিন্তু রুকু করল না, তাহলে সব কিছু মিলিয়ে তার এক রাক'আতই হবে।

(২) এমনিভাবে যদি প্রথমে রুকু করে তারপর দাড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করে এবং রুকু সিজদাও করে তবুও এক রাক'আতই হবে।

(৩) তদ্রুপ যদি প্রথমে দুই সিজদা করে এবং পরে দাড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করে ও রুকু করে কিন্তু সেজদা করেনি অতঃপর দাড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করে সিজদাও করে কিন্তু রুকু করেনি, তাহলে এক রাক'আতই হবে।

(৪) এমনিভাবে যদি প্রথম রাক'আতে রুকু করে সিজদা না করে এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও রুকু করে সিজদা না করে এবং তৃতীয় রাক'আতে সিজদা রুকু না করে তবে এ সব মিলে এক রাক'আতই হবে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে প্রথম বৈঠক করা ও প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া ও শেষ বৈঠক করা ফরয। অন্যদের নিকট ফরয নয়। তবে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে এই তিনটি কাজ তথা প্রথম বৈঠক করা ও প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া এবং আখিরী বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া ওয়াজিব।

ودرود خواندن در قعدہ اخیرہ بعد تشہد فرض ست نزد شافعیؒ واحمدؒ، وسلام گفتن ہم فرض ست ورکن ست نزد ائمہ ثلاثہ، نہ نزد امام اعظمؒ کہ نزد او واجب ست۔

প্রশ্ন ঃ আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করার পর দুরূদ শরীফ পাঠ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করার পর দুরূদ শরীফ পাঠ করার হুকুম হল-

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পড়া ফরয এবং আয়িম্মায়ে সালাসার (ইমামত্রয়ের) মতে সালাম বলা ফরয। ইমাম আজম (রহঃ) -এর নিকট ওয়াজিব।

وتکبیرات خفض ورفع ودر رکوع سبحان ربی العظیم یک بار گفتن ودر سجود سبحان ربی الاعلی یک بار گفتن ووقت قومہ سمع الله لمن حمدہ گفتن وبین السجدتین رب اغفرلی گفتن نزد احمدؒ فرض ست نہ نزد غیر او، لیکن اگر سہوا ترک کند نزد احمدؒ نماز باطل نشود۔ وقرات بر مقتدی فرض است نزد شافعیؒ ونزد غیر او فرض نیست

بلکہ نزد امام اعظمؒ مقتدی را قرات حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ তাসবীহ, দু'আ ও মুক্তাদীর জন্য কিরাআত পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় তাকবীর বলা এবং রুকুতে سبحان ربی العظیم এবং সিজদার সময় سبحان ربی الاعلی একবার বলা ও قومه -এর সময় سمع الله لمن حمده এবং দুই সিজদার মাঝখানে رب اغفرلی -বলা ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট ফরয। তবে অন্য কারো নিকটে তা ফরয নয়। এসমস্ত কাজ ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে ভুলে তরক করলে নামায বাতিল হবে না।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে মুক্তাদীর উপর কিরাআত পড়া ফরয। তবে অন্যদের মতে ফরয নয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মুক্তাদীর জন্য কিরাআত পড়া হারাম।

শব্দার্থ ঃ بستر -পরে। قعده اولی - তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযের দু'রাক'আতের পরের বৈঠক। ائمه ثلثه -তিন ইমাম। এখানে ইমাম মালেক, শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (রহঃ) কে বুঝানো হয়েছে। خفض -নীচু করা। رفع- উচু করা, উঠান। سهو -ভুলবশতঃ।

فصل ۔ در واجبات نماز ۔ واجبات نماز نزد امام اعظمؒ پانزدہ چیز ست ۔ یکے قرات فاتحہ دوم ضم سورہ یا یک آیۂ طویل و یا سہ آیت قصیر در ہر رکعت نفل و وتر و دو رکعت فرض، سوم تعیین اولیین برائے قرات، چہارم رعایت ترتیب در سجود، پنجم قرار گرفتن در ارکان، ششم قومہ، ہفتم جلسہ میان ہر دو سجدہ، در فتاوی قاضی خان گفتہ کہ اگر مصلی از رکوع بسجدہ رفت وقومہ نہ کرد نماز نزد ابی حنیفہؒ و محمدؒ جائز باشد و بروئ سجدہ سہو واجب ست، ہشتم قعدہ اولی، نہم تشہد خواندن در آں، دہم پے بہ پے ارکان گذاردن پس اگر رکوع مکرر کرد یا سہ سجدہ کرد یا بعد تشہد اولی درود خواند و در قیام برکعات ثالثہ دیر شدہ سجدہ سہو لازم آید، یازدہم تشہد خواندن در قعدہ اخیرہ، دوازدہم قرات بجہر خواندن امام را در دو رکعت فجر و مغرب و عشاء و جمعہ و عیدین و خفیہ خواند در ظہر و عصر و نوافل روز، سیزدہم خروج از نماز بلفظ سلام، چہاردہم قنوت وتر، پانزدہم تکبیرات

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াজিব সমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর নিকট নামাযের ওয়াজিব ১৫টি। যথা ঃ

(১) সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা।

(২) ফরযের দুই রাক'আতে, বিতর ও নফল নামাযের সব রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে ছোট্ট একটি সূরা অথবা একটি বড় আয়াত কিংবা ছোট তিনটি আয়াত মিলিয়ে পড়া।

(৩) কিরাআতের জন্য প্রথম দুই রাক'আতকে নির্দিষ্ট করা।

(৪) প্রতিটি রোকন ধীরস্থির ভাবে আদায় করা।

(৫) কওমা তথা রুকুর পর সোজা হয়ে দাড়ানো।

(৬) জলসা তথা দুই সিজদার মাঝে বসা।

ফাতাওয়ায়ে কাজীখানে বলা হয়েছে যে, যদি নামাযী ব্যক্তি রুকু থেকে সরাসরি সিজদায় চলে যায় এবং সোজা হয়ে না দাড়ায়, তাহলে তরফাইনের মতে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

(৮) প্রথম বৈঠক করা।

(৯) প্রথম বৈঠকে আত্যাহিয়্যাতু পড়া।

(১০) রোকনগুলো ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা। সুতরাং কেউ যদি এক রাক'আতে দুই রুকু করে কিংবা তিন সিজদা করে অথবা প্রথম আত্যাহিয়্যাতুর পর দুরূদ পড়ে এবং তৃতীয় রাক'আতে দাড়াতে বিলম্ব করে তাহলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে।

(১১) শেষ বৈঠকে আত্যাহিয়্যাতু পড়া।

(১২) ইমামের জন্য ফজর, মাগরিব, ইশা, জুম'আ এবং দুই ঈদের নামাযে উচ্চস্বরে এবং জোহর, আসর ও দিনের নফল নামাযে অনুচ্চস্বরে কিরাআত পড়া।

(১৩) সালাম শব্দ দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া।

(১৪) বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া।

(১৫) উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

نزد امام اعظمؒ فرض از واجب جدا است، از ترک فرض نماز باطل شود و از ترک
واجب به سہو سجدہ سہو واجب شود پس اگر سجدہ سہو کرد نماز درست شد و اگر سجدہ سہو نہ کرد

یا واجب عمدا ترک کرد واجب است کہ نماز را اعادہ کند، دیگر ائمہ در فرض و واجب فرق نمی کنند مگر آنکہ سجدہ سہو از ترک بعضے واجبات و بعضے سنن گویند۔

প্রশ্ন ঃ ফরয এবং ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফরয বাদ দিলে নামায বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। সিজদায়ে সাহু করে নিলে নামায সহীহ হয়ে যায়, আর যদি সাহু সিজদা না করে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তাহলে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে।

অন্যান্য ইমামগণ ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু তাঁরা কোন কোন ওয়াজিব ও কোন সুন্নত ত্যাগ করার কারণে সাহু সিজদা আবশ্যক মনে করেন।

শব্দার্থ ঃ پانزدہ- পনের। طویل- লম্বা। قصیر- ছোট। قرار گرفتن- ইতমিনান হাসিল করা। پے در پے- একের পর এক। گزاردن - আদায় করা। سیزدہم- ১৩তম। سنن- سنت শব্দের বহুবচন, অর্থ সুন্নত সমূহ।

مسئلہ۔ سجدہ سہو آنست کہ بعد سلام دو سجدہ کند و تشہد و درود و دعا خواند و سلام دہد، و اگر پیش از سلام سجدہ سہو کند ہم روا باشد، و اگر در یک نماز چند واجب بسہو ترک کند یک بار سجدہ سہو کند و بس۔

প্রশ্ন ঃ সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম হল-

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুই সিজদা করা অতঃপর আবার তাশাহহুদ ও দুরূদ শরীফ এবং দু'আয়ে মাসূরা পাঠ করে উভয় দিকে সালাম ফিরানো। তবে সালাম ফিরানোর আগে সিজদায়ে সাহু করে নিলে তাও মাকরূহে তানযীহীর সাথে জায়েয হবে। কেউ এক নামাযে ভুল বশতঃ একাধিক ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সেও একবারই সিজদায়ে সাহু করে নিবে।

و مسبوق سجدہ سہو کند بمتابعت امام و اگر در نماز علیحدہ خود سہو کرد باز سجدہ سہو کند۔

প্রশ্ন ঃ মাসবুক ব্যক্তির সিজদায়ে সাহু করতে হবে কি?

উত্তর ঃ মাসবুক ব্যক্তিকে ইমামের অনুসরণে সাহু সিজদা করতে হবে। তবে সে যদি ইমামের সালাম ফিরানোর পর নিজে কোন ভুল করে থাকে তাহলে তাকেও পুনরায় সিজদায়ে সাহু করতে হবে।

مسئلہ۔ جماعت در نماز ہائے پنجگانہ فرض ست نزد امام احمدؒ، لیکن نماز منفرد ہم صحیح است ونزد شافعیؒ جماعت فرض کفایہ است، ونزد ابی حنیفہؒ و مالکؒ جماعت سنتِ مؤکدہ است قریبِ واجب، در احتمال فوتِ جماعتِ سنت فجر را کہ مؤکدترین سنتہا ست ترک کند، واگر مردم شہرے ترک جماعت را عادت کنند با آنہا قتال باید کرد۔

প্রশ্ন ঃ জামা'আতে নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে পড়া ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকটে ফরয। তবে একাকী নামায পড়ে নিলেও তার নামায সহীহ হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে জামা'আত ফরযে কিফায়া। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে জামা'আতে নামায পড়া সুন্নতে মু'আক্কাদা, যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। ফজরের জামা'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে ফজরের সুন্নতও ছেড়ে দিবে। অথচ অন্যান্য যাবতীয় সুন্নত নামায থেকে ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব বেশী।

জামা'আত তরক করা যদি কোন অঞ্চলের লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সেই এলাকার লোকদের সাথে যুদ্ধ করা অর্থাৎ, সামাজিক ভাবে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

مسئلہ۔ جماعتِ زناں تنہا نزد ابی حنیفہؒ مکروہ است ونزد دیگر ائمہ جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের জামা'আতে নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ শুধু মহিলাদের জামা'আতে নামায পড়া ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে মাকরূহ। অন্যান্য ইমামের মতে জায়েয আছে।

শব্দার্থ ঃ روا- জায়েয। مسبوق- ঐ ব্যক্তি যার শুরু হতে দু' এক রাক'আত ইমামের সাথে ছাড় গেছে। پنجگانہ- পাঁচ ওয়াক্ত। منفرد- একাকী। زناں- زن এর বহু বচন। অর্থ মহিলা।

مسئلہ۔ اولیٰ برائے امامت قاری تر ست کہ از احکام نماز واقف باشد، پستر عالم تر کہ قرآن ما یجوز بہ الصلوۃ خواند، ونزد اکثر علماء بہ عکس آں،

প্রশ্ন ঃ ইমাম হওয়ার সর্বোত্তম উপযুক্ত কে ?

উত্তর ঃ ইমাম হওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক উত্তম, যিনি নামাযের মাসআলা সম্পর্কে বেশী অবগত হওয়ার সাথে উত্তমরূপে কিরাআত পড়তে পারেন। অতঃপর ঐ আলিম যিনি নামায সহীহ হওয়া পরিমাণ কিরাআত

পড়তে পারেন। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে আলিমের ইমামতি ক্বারীর ইমামতির তুলনায় উত্তম।

وامامتِ فاسق جائزست باکراہت،

প্রশ্ন ঃ ফাসিকের ইমামতি করা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ উপস্থিত মুসল্লীদের মাঝে যদি ইমামতি করার মতো ভালো দ্বীনদার লোক না থাকে তখন জায়িয হবে, তবে মাকরূহ হবে।

واقتدائے مردِ قاری بالغ بہ کودک وزن وامی واقتدائے مفترض بمتنفّل جائز نیست۔ واگر امی قاری وامی راامامت کند نمازِ ہرسہ باطل شود ونماز پسِ مُحدث جائز نیست،

বিঃ দ্রঃ ক্বারী ও বালেগ পুরুষের ইকতিদা শিশু, মহিলা ও অজ্ঞের পেছনে এবং ফরয আদায়কারীর ইকতিদা নফল আদায়কারীর পেছনে জায়েয নেই।

যদি কোন উম্মী ব্যক্তি ক্বারী এবং উম্মীর ইমামতি করে তাহলে তিনজনের নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। আর উযুহীন ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া জায়েয নেই।

وازفسادنمازامام نمازمقتدی فاسدشود،

প্রশ্ন ঃ ইমামের নামায নষ্ট হয়ে গেলে মুক্তাদীদের নামাযের হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইমামের নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মুক্তাদীদের নামাযও নষ্ট হয়ে যাবে।

ونمازِ قائم خلفِ قاعد ونمازِ متوضی خلفِ متیمم جائزست، ونمازِ رکوع وسجودکنندہ خلفِ اشارہ کنندہ جائزنیست۔

প্রশ্ন ঃ দাড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির নামায বসে বসে আদায়কারীর পেছনে এবং উযুকারী ব্যক্তির নামায তায়াম্মুমকারী ইমামের পেছনে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁঃ জায়েয হবে। তবে রুকু সিজদাকারী ব্যক্তির নামায ইশারায় আদায়কারী ইমামের পেছনে জায়েয হবে না।

مسئلہ۔ اگر یک مقتدی باشد برابرامام بردستِ راست بایستد، ودومقتدی وزیادہ خلفِ امام بایستند وتنہا خلفِ صف اگر کسے نماز گذارد نمازش مکروہ باشد، ونزدامام احمدؒ نمازش جائز نباشد، واگر مقتدی ازامام مقدم شود نمازش باطل شود،

প্রশ্ন ঃ মুক্তাদী যদি মাত্র এক বা দুই জন হয় তাহলে কোথায় দাড়াবে?

উত্তর ঃ মুক্তাদী যদি একজন হয় তাহলে ইমামের বরাবর ডানে দাড়াবে আর যদি দুই বা ততোধিক হয় তাহলে ইমামের পেছনে দাড়াবে।

যদি কোন ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী নামায আদায় করে তাহলে তার নামায মাকরূহ হবে। আর ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে তার নামায জায়েযই হবে না।

মুক্তাদী যদি ইমামের চেয়ে সামনে বেড়ে যায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ابنِ ماجہ از انسؓ روایت کردہ کہ رسول فرمود علیہ السلام کہ نمازِ مرد در خانہ خود ثواب یک نماز دارد، ونماز او در مسجد قبیلہ ثواب بست وپنج نماز، ونماز او در مسجدِ جمعہ ثوابِ پانصد نماز ونماز او مسجدِ اقصیٰ ثوابِ ہزار نماز ونمازِ او در مسجدِ من یعنی مسجد مدینہ ثوابِ پنجاہ ہزار نماز ونماز او در مسجدِ حرام ثوابِ صد ہزار نماز۔

প্রশ্ন ঃ জামা'আতে নামায আদায় করার সাওয়াবের পরিমাণ কত?

উত্তর ঃ ইবনে মাজাহ (রহঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- পুরুষ নিজের ঘরে নামায আদায় করলে তাকে এক নামাযের সাওয়াব দেয়া হবে। আর মহল্লার মসজিদে অর্থাৎ, পাঞ্জেগানা মসজিদে পচিঁশ গুণ, জামে মসজিদে পাঁচশত গুণ, মসজিদে আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাসে) এক হাজার গুণ, আর আমার মসজিদ অর্থাৎ, মসজিদে নববীতে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং মসজিদে হারামে (কা'বা শরীফে) এক লক্ষ গুণ নামাযের সওয়াব দেয়া হবে।

শব্দার্থ ঃ واقف- অবগত। ما يجوز به الصلوةُ- যে পরিমাণ কিরাআতে নামায দুরস্ত হয়। عكس- বিপরীত। كودك- নাবালেগ শিশু। امى- যে লিখতে পড়তে জানে না। مفترض- যে ফরয নামায পড়ে। خلف- পেছন। راست- ডান। مسجد اقصى- বাইতুল মুকাদ্দাস, ফিলিস্তিনে অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদ।

فصل۔ طریق خواندنِ نماز بر وجہ سنت آنست کہ اذان گفتہ شود واقامت، ونزد حی علی الصلوۃ امام برخیزد ونزد قد قامتِ الصلوۃُ تکبیر گوید ونیت کند وہر دو دست تا نرمۂ گوش بردارد، ومقتدی بعد تکبیرِ امام تکبیر گوید ودستِ راست بر دستِ چپ زیر ناف بنہد نزد ابی حنیفہؒ، وزن ہر دو دست تا دوش بردارد، وبالائے سینہ دستِ راست بر

دستِ چپ بنہد، پستر امام ومقتدی سبحانک اللّٰہم الخ خفیہ بخوانند، پستر امام ومنفرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمٰن الرحیم خفیہ بخوانند، ومسبوق درقضائے ما سبق اعوذ باللہ وبسم اللہ خواند نہ مقتدی، پستر امام ومنفرد فاتحہ بخوانند پستر امام ومنفرد ومقتدی آمین آہستہ گویند پستر امام ومنفرد سورہ ضم کنند۔

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ সুন্নত তরীকায় নামায পড়ার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ সুন্নত তরীকায় নামায কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর ঃ সুন্নত তরীকায় নামায আদায় করার পদ্ধতি এই যে, ফরয নামাযের পূর্বে আযান ও ইকামত বলবে। حی علی الصلوۃ বলার সময় ইমাম সাহেব দাড়াবেন। قدقامت الصلوۃ বলার সময় নিয়ত করবেন ও তাকবীরে তাহরীমা বলবেন। তবে ইকামত শেষ হওয়ার পর নামায শুরু করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) সহ অন্যান্য ইমামের অভিমত এটাই।

উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। আর মুক্তাদীরা ইমামের তাকবীরের পর তাকবীর বলবে। ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলারা উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। অতঃপর ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ সকলেই سبحانك اللهم শেষ পর্যন্ত অনুচ্চস্বরে পাঠ করবে। অতঃপর ইমাম ও মুনফারিদ সকলেই اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ও بسم الله الرحمن الرحيم অনুচ্চস্বরে পাঠ করবে। আর মাসবুক ব্যক্তি নামাযের যে অংশটুকু ইমামের সাথে পড়তে পারেনি ঐ অংশটুকু আদায় করার সময় اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ও بسم الله الرحمن الرحيم পড়বে। তবে মুক্তাদীরা পড়বে না। অতঃপর ইমাম ও মুনফারিদ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। ইমাম মুক্তাদী ও মুনফারিদ সকলে অনুচ্চস্বরে আমীন বলবে। অতঃপর ইমাম ও মুনফারিদ যে কোন একটি সুরা মিলাবেন।

وسنت آنست کہ درحالتِ اقامت واطمینان درفجر وظہر طوالِ مفصل خواند از سورہ حجرات تا سورۂ بروج، ودر عصر وعشاء اوساطِ مفصل از بروج تالم یکن، ودر مغرب قصارِ ازلم یکن تا آخرِ قرآن، لیکن ایں چنیں لازم گرفتن مسنون نیست، گاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درفجر معوذتین خواندہ، وگاہے درمغرب سورۂ طور وسورۂ نجم

والمرسلات خوانده، واگر مقتدیان فارغ وراغب درطول قیام باشند روا باشد که قرأت طویل خواند، ابوبکرصدیقؓ درنماز فجر دریک رکعت سورۂ بقره خوانده، وپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دردورکعت مغرب سورۂ اعراف خوانده، وعثمانؓ درنماز فجرا کثر سورۂ یوسف میخواند لیکن رعایتِ حالِ مقتدیاں ضرورست، معاذ بن جبلؓ درنمازِ عشاء سورۂ بقره خواند، یک مقتدی به پیغمبر علیہ السلام شکایت کرد پیغمبر علیہ السلام فرمود، اے معاذ مگر تو در فتنه وبلا ومعصیت می اندازی، مثل سبح اسم والشمس وماننداں میخواں، غرض که رعایت حال مقتدیاں اہم ست وودرنمازِ صبح روزِ جمعه پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام سورۂ الم سجده وسورۂ دهر خوانده، ومقتدی ساکت باشد ومتوجه بقرأت امام۔

প্রশ্ন ঃ সুন্নত তরীকায় কিরাআত কিভাবে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ কিরাতের সুন্নত তরীকা হল, মুকীম ব্যক্তি নিরাপদ ও প্রশান্ত হলে ফজর ও জোহরের নামাযে طِوال مفصل পড়বে। طِوال مفصل হল সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সুরাগুলো। আর আসর ও ইশার নামাযে اوساطِ مفصل পড়বে। অর্থাৎ, সূরা বুরূজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ পর্যন্ত সূরা সমূহ।

মাগরিবের নামাযে قصار مفصل অর্থাৎ, সূরায়ে বায়্যিনাহ থেকে কুরআন শরীফের শেষ পর্যন্ত এর যে কোন সূরা পড়বে। তবে এ নিয়মকে বাধ্যতামূলক করে নেয়া সুন্নত নয়। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ফজরের নামাযে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন। আবার কখনো মাগরিবের নামাযে সূরা তূর, সূরা নজ্‌ম এবং সূরা মুরসালাত পড়তেন।

আর যদি মুক্তাদীগণ অবসর থাকে এবং লম্বা কিরাআতে আগ্রহী হয় তাহলে ইমামের জন্য লম্বা কিরাআত পড়া জায়েয আছে। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) ফজরের এক রাক'আতে সূরা বাকারা পড়তেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের দুই রাক'আতে সূরা আ'রাফ পড়েছেন।

হযরত উসমান গণী (রাঃ) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ইউসূফ পড়তেন। একবার হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) ইশার নামাযে সূরা বাকারা পাঠ করলে জনৈক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম -এর নিকট অভিযোগ করলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায়, বিপদে ও গুনাহে লিপ্ত করতে চাও? বরং سبح اسم ও والشمس এর ন্যায় সূরা পড় এবং মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ্য রেখ। মোটকথা, মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

জুম'আর দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা আলিফ লাম-মীম সিজদা ও সূরা দাহর পড়তেন। মুক্তাদীদের জন্য নীরবে ইমামের কিরাআতের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

ফায়দাঃ জাহরী নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলবে। আমীন বলা ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ সকলের জন্যই সুন্নত।

শব্দার্থ ঃ بروجه -মুতাবিক। برخيزد -উঠবে, দাঁড়াবে। نرمه گوش -কানের লতি। چپ -বাম। دوش -কাঁধ। بنهد -রাখবে। خفيه -নীরবে। طوال-طويل- এর বহুবচন। অর্থ লম্বা। এখানে طوال দ্বারা লম্বা সূরা উদ্দেশ্য। اوساط -وسط- এর বহুবচন, অর্থ মধ্যম। قصار - قصير-এর বহুবচন। অর্থ ছোট। এখানে ছোট সূরা উদ্দেশ্য। اقامت- মুকীম হওয়া। معوذتين- সূরা ফালাক ও নাস। راغب- উৎসাহী। معصيت -গুনাহ।

ودرنوافل برآیتِ ترغیب وترہیب دعاء واستغفار وتعوذ از دوزخ ودرخواست بہشت مسنون ست، چوں از قراءت فارغ شود تکبیر گویاں برکوع رود، ووقتِ رفتن برکوع وسر برداشتن ازاں رفع یدین نزد امام اعظمؒ سنت نیست، لیکن اکثر فقہاء ومحدثین اثباتِ آں می کنند ودر رکوع ہر دو زانو را بہر دو دست محکم بگیرد، وانگشتاں را کشادہ دارد، وسر وپشت را با سرین برابر کند وہر قدر کہ در قیام درنگ کردہ باشد مناسبِ آں در رکوع درنگ کند، وسبحان ربی العظیم می گفتہ باشد ورعایتِ وِتر کند، وادنیٰ مسنون سہ بار است ومقتدی بعد امام برکوع وسجود رود، وتقدیم مقتدی از امام در ارکان حرام ست، پستر امام سر بردارد ومقتدی بعد ازاں، ووقتِ سر برداشتن نزد امام اعظمؒ امام سمع اللہ لمن حمدہ گوید ومقتدی ربنا لک الحمد ومنفرد ہر دو، ونزد صاحبینؒ امام ہم جمع کند میان ہر دو، وپستر تکبیر گویاں بہ سجود رود، واول ہر دو زانو پس تر ہر

دو دست بنہد، پستر بینی و پیشانی میان ہر دو دست وانگشتان دست ضم کردہ بسوئے قبلہ دارد، وبازو را از پہلو وشکم را از ران وساق وذراع را از زمین دور دارد، وزن پست سجدہ کند، واین ہمہ را باہم پیوستہ دارد، ومناسبِ قیام ورکوع سجدہ کند وسبحان ربی الاعلیٰ بہ رعایتِ طاق می خواندہ باشد وادنی آنست کہ سہ بار بخواند بآہستگی واطمینان پستر تکبیر گویاں سر بر دارد، وبنشیند باطمینان، وبخواند اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاھْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَارْفَعْنِیْ وَاجْبُرْنِیْ، پستر تکبیر گویاں باز سجدہ کند مثل اول وہمچناں تسبیحات گوید پستر تکبیر گویاں برخیزد، اول رو پس ہر دو دست پستر زانوہا بر داشتہ استادہ شود، ورکعت ثانیہ مثل اولیٰ خواند بدون ثنا وتعوذ، وچوں رکعت دوم تمام کند پائے چپ را بگستراند، وبر آں بنشیند، وپائے راست را استادہ دارد، وانگشتانِ ہر دو پائے را متوجہ قبلہ دارد، وہر دو دست را بر ہر دو ران دارد، وانگشت خنصر وبنصر از دست راست عقد کند، ووسطیٰ وابہام را حلقہ کند وانگشت شہادت را کشادہ دارد، وتشہد بخواند، ووقت شہادت اشارت کند ایں اشارت از ائمہ اربعہ مروی است، لیکن مشہور مذہبِ امامِ اعظم آنست کہ اشارت نکند وانگشتانِ ہر دو دست متوجہ قبلہ دارد، ودر قعدۂ اولیٰ بر تشہد زیادہ نکند، بعد ازاں تکبیر گویاں بسوئے رکعت سوم برخیزد، ورفع یدین دریں وقت نزد اکثر علماء سنت ست نہ نزد ابی حنیفہؒ وشافعیؒ، ودر رکعت ثالث ورابع فقط سورۂ فاتحہ با بسم اللہ آہستہ بخواند، چوں از رکعات فارغ شود وقعدۂ اخیرہ کند مثل اولی وبعد تشہد درآں درود خواند اللھم صل علی محمد الی آخرہ اللھم بارک علی محمد الی آخرہ پستر دعا خواند بمشابہ الفاظ قرآن، وادعیۂ ماثورۃ اَولیٰ است، خصوص ایں دعاء اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَھَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ وزن در ہر دو

جلسہ بر سرین چپ بنشیند، وہر دو پا از جانب راست بیروں آورد، وسلام گوید ہر دو جانب ومنفرد نیت کند ملائکہ را، وامام مقتدیانِ آں طرف وملائکہ را۔ ومقتدی امام وقوم وملائکہ را۔ وباید کہ نماز بحضور وخشوع گزارد ونظر بسجدہ گاہ دارد وبعد سلام آیۃ الکرسی یکبار وسبحان اللہ سی وسہ بار والحمد للہ سی وسہ بار واللہ اکبر سی وچہار بار وکلمہ توحید یک بار خواند۔

প্রশ্ন ঃ জান্নাত-জাহান্নামের আয়াতে পৌঁছলে কি করবে? রুকু সিজদা কিভাবে করবে? সালাম পর্যন্ত নামাজ কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর ঃ নফল নামাযে (জান্নাতের প্রতি) উৎসাহ সৃষ্টিকারক এবং (জাহান্নাম থেকে) ভীতি প্রদর্শক আয়াতে পৌঁছলে দু'আ ও ইস্তিগফার করা, জাহান্নাম হতে মুক্তি কামনা করা এবং জান্নাতের দরখাস্ত করা সুন্নত। উক্ত দু'আ ও ইস্তিগফার অবশ্যই আরবীতে হতে হবে। নতুবা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কিরাআত হতে ফারিগ হলে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত উঠানো ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে সুন্নত নয়। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ এটাকে সুন্নত বলেন।

রুকুতে উভয় হাটু হাতের আঙ্গুল দ্বারা শক্ত করে ধরবে ও হাতের আঙ্গুল সমূহ খোলা রাখবে। মাথা ও পিঠ নিতম্ব বরাবর করবে। কিয়ামে যে পরিমাণ বিলম্ব করা হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুকুতেও বিলম্ব করবে। রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ বেজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ, কমপক্ষে তিনবার বলবে। মুক্তাদীরা ইমামের পর রুকু ও সিজদা করবে। নামাযের রোকন সমূহে ইমামের চেয়ে অগ্রগামী হওয়া হারাম। অতঃপর ইমামের মাথা উঠানোর পর মুক্তাদী মাথা উঠাবে। মাথা উঠানোর সময় ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে। আর মুক্তাদীগণ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। মুনফারিদ ব্যক্তি উভয়টি বলবে। আর সাহেবাইনের মতে ইমাম সাহেব উভয়টি বলবে। অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাবে। প্রথমে উভয় হাটু অতঃপর উভয় হাত, তারপর নাক ও কপাল উভয় হাতের মাঝে রাখবে। উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ একত্র করে কিবলামুখী করে রাখবে। বাহুকে বগল থেকে, পেটকে উরু থেকে এবং পায়ের গোছা ও দুই হাতকে জমিন থেকে দূরে রাখবে। আর মহিলারা নিচু হয়ে সিজদা করবে। উক্ত অঙ্গ সমূহ মিলিয়ে রাখবে। কিয়াম এবং রুকু অনুপাতে সিজদা করবে এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বেজোড় সংখ্যায় বলবে। তথা কমপক্ষে

তিনবার অনুচ্চস্বরে ধীরস্থীরভাবে বলবে। অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে মাথা উঠাবে এবং শান্ত ভাবে বসে এ দু'আটি পড়বে- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ, অতঃপর তাকবীর বলে প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং পূর্বের ন্যায় তাসবীহ পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলে উঠবে। প্রথমে মুখমন্ডল অতঃপর উভয় হাত তারপর উভয় হাটু উঠিয়ে দাড়াবে। তারপর প্রথম রাক'আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। তবে দ্বিতীয় রাক'আতের শুরুতে সানা ও আউযুবিল্লাহ পড়বে না। দ্বিতীয় রাক'আত সমাপ্ত করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। এবং ডান পা খাড়া রাখবে। উভয় পায়ের আঙ্গুল সমূহ কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখবে। হস্তদয় উভয় উরুর উপর রাখবে। ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল বন্ধ করে রেখে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল মিলিয়ে রেখে গোলাকৃতি করে ও শাহাদাত আঙ্গুলি খোলা রেখে তাশাহহুদ পাঠ করবে। তারপর اَشْهَدُ اَنْ لَا বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। এটা চার ইমাম থেকে প্রমাণিত আছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) -এর প্রসিদ্ধ মাযহাব হল ইশারা না করা। উভয় হাতের আঙ্গুলি কিবলার দিকে রাখবে।

প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়বে। তাশাহহুদের পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাড়াবে। এ সময় হাত উঠানো অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সুন্নত। ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে সুন্নত নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা নীরবে পড়বে। সব রাক'আত থেকে অবসর হয়ে প্রথম বৈঠকের ন্যায় শেষ বৈঠক করবে। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পড়বে। তথা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ও اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ শেষ পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন দু'আ পড়বে। আর যে দু'আ হাদীসে বর্ণিত আছে সেটাই পড়া উত্তম। বিশেষ করে এ দু'আটি اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ الخ। আর মহিলাগণ উভয় বৈঠকে বাম নিতম্বের উপর বসবে। উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে রাখবে। অতঃপর উভয় দিকে সালাম ফিরাবে। সালামের সময় মুনফারিদ শুধু ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। আর ইমাম উভয় দিকের মুক্তাদী ও ফেরেশ্তাদের নিয়ত করবে। আর মুক্তাদীরা ইমাম সহ সকল মুক্তাদী ও ফেরেশতাদের নিয়ত করবে।

একাগ্রচিত্তে ধীরস্থীর ভাবে ও নম্রতার সাথে সম্পূর্ণ নামায আদায় করা উচিত। দাড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে। সালামের পর আয়াতুল কুরসী একবার, سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার ও اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪বার এবং কালিমা তাওহীদ একবার পাঠ করবে।

শব্দার্থ ঃ آيتِ ترغيب - এরূপ আয়াত যাতে জান্নাত ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। آيتِ ترهيب - এমন আয়াত যাতে জাহান্নাম ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য ভীতি সৃষ্টি হয়। فارغ - অবসর। رفع يدين - দুহাত উঠান। محکم - মজবুত। کشاده - খোলা। سرين - নিতম্ব। بيني - নাক। ساق - পায়ের গোছা। پیوسته - মিলিয়ে। برخيزد - সোজা দাঁড়াবে। رُو - চেহারা। چپ - বাঁ। بگسترند - বিছিয়ে দিবে। خنصر - কনিষ্ঠাঙ্গুল। بنصر - কনিষ্ঠাঙ্গুলের পরের আঙ্গুল। وسطي - মধ্যমা আঙ্গুল। ابهام - বৃদ্ধাঙ্গুল। مشابه - সদৃশ্য। ادعيه - دعاء - এর বহুবচন। অর্থ, দু'আ। ماثوره - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। خشوع - একাগ্রচিত্তে।

فصل ـ اگر در نماز حدث لاحق شود وضو کند و بر ہماں نماز بنا کند، و اگر منفرد باشد او را از سرِ نو نماز خواندن افضل ست، و اگر امام باشد خلیفہ گیرد، و وضو کند و داخل مقتدیاں شود، و مقتدی وضو کردہ باز آید بمکانے کہ از آں جا رفتہ بود و دریں عرصہ آنچہ امام خواندہ است اول آں را بدون قرآت ادا کند و با امام شریک شود، و اگر امام از نماز فارغ شدہ است مقتدی مختار ست، اگر خواہد بمکانِ اول باز آید، و اگر خواہد جائیکہ وضو کردہ ہماں جا نماز تمام کند، و اگر عمداً حدث کند نماز فاسد شود،

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের ভিতর উযু নষ্ট হওয়ার বর্ণনা

যদি নামাযের মধ্যে আপনা আপনি উযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উযু করে ঐ নামাযের উপর বেনা করবে।

প্রশ্ন ঃ বেনা কাকে বলে? বেনার হুকুম কি?

উত্তর ঃ নামাযের মধ্যে উযু নষ্ট হয়ে গেলে উযু করে এসে আদায়কৃত নামাযের সাথে মিলিয়ে বাকী নামায আদায় করাকে শরীয়তের পরিভাষায় বেনা বলে।

মুসল্লী যদি মুনফারিদ হয়, তাহলে নামায শুরু থেকে আরম্ভ করা উত্তম। আর যদি ইমাম হয় তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত অপর একজনকে বাকি নামাযের ইমাম বানাবে। অতঃপর উযু করে এসে মুক্তাদীদের সাথে শামিল হবে। আর যদি মুক্তাদী হয় তাহলে উযু করে পুনরায় যথাস্থানে এসে যাবে। এ সময়ে যে পরিমাণ নামায ইমাম সাহেব পড়ে ফেলেছেন তা প্রথমে কিরাত বিহীন আদায় করবে। অতঃপর ইমামের সাথে নামায শেষ করে ফেলবে। আর যদি ইমাম সাহেব নামায শেষ করে থাকেন তবে মুক্তাদীর ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছে হলে পূর্বের স্থানে ফিরে আসবে, নতুবা যেখানে উযু করবে সেখানেই নামায পূর্ণ করে নিবে। আর যদি স্বেচ্ছায় উযু ভঙ্গ করে তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

واگر در نماز مجنون شد یا احتلام کرد یا قہقہ کرد یا نجاست مانعِ نماز بروے افتد، یا زخمے بروئے رسید یا بگمانِ حدث از مسجد برآمد یا خارجِ مسجد از حدِّ صفوف برآمد پستر ظاہر شد کہ حدث نہ شدہ بود نماز فاسد شود، وبناء جائز نہ باشد، واگر از مسجد یا صفوف خارج نہ شدہ بنا کند، واگر بعد تشہد حدث لاحق شد وضو کند وسلام دہد، واگر بہ قصد بعد تشہد حدث کرد نزد امام اعظم نمازش تمام شد، واگر دریں حالت تیمّم کنندہ برآب قادر شد، یا امی سورتے آموخت، یا برہنہ بر پارچہ قادر شد، یا اشارہ کنندہ بررکوع وسجود قادر شد، یا مدتِ مسح موزہ تمام شد یا موزہ بعملِ قلیل از پا کشید، یا صاحبِ ترتیب را نمازِ فائتہ یاد آمد، یا قاری امی را خلیفہ گرفت، یا آفتاب در نماز فجر طلوع کرد، یا وقت ظہر دریں حالت از نماز جمعہ برآمد، یا صاحب عذر مثل سلسل بول ومانند آں را عذر دور شد، یا جبیرۂ زخم از بہہ شدن زخم بریخت، دریں صورتہا بجہتِ فرض بودنِ خروج بفعل مصلی نماز نزد امام اعظم باطل شد ونزد صاحبینؒ باطل نشد۔

প্রশ্ন ঃ কি কি কারণে নামায ভঙ্গ হয়?

উত্তর ঃ কেউ যদি নামাযের মধ্যে পাগল হয়ে যায় অথবা যদি কারো স্বপ্নদোষ হয়. কিংবা অট্টহাসি দেয় বা নামাযে নিষিদ্ধ এমন কোন নাপাক বস্তু তার উপর পতিত হয় বা যদি তার কোন অঙ্গ যখম হয়ে যায় (যা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়) অথবা সে যদি উযু ভেঙ্গে গেছে মনে করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, অথবা নামাযরত অবস্থায় উযু ভেঙ্গে যাওয়ার ধারণা করে নামাযের কাতার থেকে মসজিদের বাইরে সরে যায়, অতঃপর জানতে পারে যে উযু নষ্ট হয়নি, তাহলে এ সকল অবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। বেনা করা জায়েয হবে না। আর যদি মসজিদ অথবা কাতার থেকে বের না হয়ে থাকে তাহলে বেনা করতে পারবে।

যদি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর উযু ছুটে যায়, তবে উযু করে এসে সালাম ফিরাবে। তাশাহহুদের পর ইচ্ছা করে হদস তথা উযু ভঙ্গ করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি এমতাবস্থায় অর্থাৎ, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর-

(১) তায়াম্মুমকারী পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়,
(২) উম্মী কোন সূরা শিখে ফেলে,
(৩) বিবস্ত্র ব্যক্তি কাপড় পেয়ে যায়,

(৪) ইশারা করে নামায আদায়কারী ব্যক্তি রুকু সিজদা করতে সক্ষম হয়,
(৫) মোজার উপর মাসেহকারীর মাসেহের সময় শেষ হয়ে যায়,
(৬) অথবা আমলে কালীল দ্বারা মোজা পা থেকে খুলে ফেলে,
(৭) কাযা আদায়ে তারতীব পালনকারী ব্যক্তির কাযা নামাযের কথা স্মরণ হয়,
(৮) অথবা ক্বারী কোন উম্মী ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত বানান,
(৯) ফজরের নামায আদায়কালে সূর্যদয় হয়ে যায়,
(১০) জুম'আর নামাযে তাশাহহুদের পর জোহরের সময় শেষ হয়ে যায়,
(১১) মাজুর ব্যক্তির ওযর শেষ হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তির ফোটা ফোটা পেশাব পড়া বন্ধ হয়ে যায়,
(১২) যখম ভালো হয়ে গিয়ে যখমের জায়গা হতে পট্টি খুলে পড়ে যায় তবে এ সকল অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, তার মতে নামাযী ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত আমল দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া ফরয। (আর তা এখানে পাওয়া যায়নি) তবে সাহেবাইনের মতে নামায বাতিল হবে না।

শব্দার্থ ঃ ازسرنو- শুরু হতে। خليفه- নায়েব। عرصه- সময়। صفوف- صف- এর বহুবচন। অর্থ কাতার। برهنه- বিবস্ত্র। پارچه- কাপড়। فائته- বাদ যাওয়া নামায। سلسل بول- এমন ব্যক্তি যার লাগাতার পেশাব ঝরে। جبيره- পট্টি। بريخت- ঝরে।

مسئلہ۔ اگر امام را حدث شد و مسبوق را خلیفہ گرفت مسبوق نماز امام را تمام کند پس تر خلیفہ کند مدرک را تا سلام دہد با قوم و آں مسبوق استادہ شود و نماز خود تمام کند۔

প্রশ্ন ঃ ইমামের উযু নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যদি কোন মাসবূককে তার স্থলাভিষিক্ত বানায় তখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ যদি ইমামের উযু ছুটে যাওয়ার পর তিনি কোন মাসবূক মুক্তাদীকে নামাযের ইমামতি করার জন্য স্থলাভিষিক্ত বানান, তাহলে মাসবূক ইমাম প্রথমে ইমামের নামায সালাম ছাড়া বাকীটুকু পূর্ণ করে মুদরিককে ইমাম বানাবে। যাতে সে মুসল্লীদের নিয়ে সালাম ফিরাতে পারে। তারপর মাসবূক মুক্তাদী ও অস্থায়ী ইমাম দাড়িয়ে অর্থাৎ, নিজেদের নামায শেষ করবে।

مسئلہ۔ اگر در رکوع یا سجود حدث لاحق شود چوں بنا کند آں رکوع و سجود را اعادہ کند، و اگر در رکوع و سجود یاد آمد کہ یک سجدہ از رکعتِ اولیٰ فوت شدہ بود یا سجدۂ تلاوت

فوت شدہ بود آں سجدہ را قضا کند و اعادۂ ایں سجدہ مستحب ست واجب نیست، واگر امام را حدث شد و مقتدی یک مرد ست ہماں مرد بلا تعیین خلیفہ می شود، واگر مقتدی یک زن یا ایک طفل ست نمازِ ہر دو فاسد شود، و در روایتے نماز امام فاسد نہ شود اگر زن و طفل را خلیفہ نہ کردہ باشد۔

مسئلہ۔ اگر امام از قرآت بند شود اورا خلیفہ گرفتن جائز ست اگر ما یجوز بہ الصلوۃ نخواندہ باشد۔

প্রশ্ন ঃ যদি রুকু বা সিজদায় উযু ভেঙ্গে যায় তাহলে বেনা করার সময় ঐ রুকু বা সিজদা পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

উত্তর ঃ যদি রুকু বা সিজদায় উযু ভেঙ্গে যায় তাহলে বেনা করার সময় পুনরায় রুকু সিজদা আদায় করতে হবে। আর রুকু বা সিজদায় যদি স্মরণ আসে যে, প্রথম রাক'আতে একটি সিজদা বা সিজদায়ে তিলাওয়াত ছুটে গেছে তাহলে উক্ত সিজদা কাযা করবে। তবে পুনরায় উক্ত সিজদা আদায় করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

আর যদি ইমামের উযু ছুটে যায় এবং মুক্তাদী একজন হয় তবে সে ব্যক্তি আপনা-আপনি ইমামের খলীফা হয়ে যাবে। আর যদি মুক্তাদী একজন মহিলা বা একজন নাবালেগ ছেলে হয় তবে উভয়ের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম যদি উক্ত মহিলা বা নাবালেগকে স্থলাভিষিক্ত না বানায় তাহলে ইমামের নামায ফাসিদ হবে না।

ইমাম সাহেব যদি কিরাত পড়তে বাধাগ্রস্থ হন তবে অন্য কাউকে খলীফা বানানো জায়েয আছে। তবে শর্ত হল নামায শুদ্ধ হওয়া পরিমাণ কিরাত না পড়তে হবে।

مسئلہ۔ اگر شخصے امام را در نماز در یابد ہر جا کہ امام را دریابد در ہماں رکن داخل شود، واگر رکوع یافت رکعت یافت والا رکعت نیافت، پس ہر گاہ امام نمازِ خود تمام کند مسبوق بعد فراغ امام آنچہ فوت شدہ آں نماز خود بخواند و نمازِ مسبوق در حقِ قرأت حکم اول نماز دارد و در حقِ قعود حکم آخر نماز دارد۔

বিঃ দ্রঃ যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে নামাযে পায় তাহলে সে ইমামকে যে রোকনে পাবে সে রোকনেই শরীক হয়ে যাবে। রুকু পেয়ে থাকলে ঐ রাক'আত পেয়েছে বলে ধরা হবে। আর রুকু না পেয়ে থাকলে রাক'আত পেয়েছে ধরা হবে না। বরং মাসবূক বলে গণ্য হবে।

ইমাম নামায পূর্ণ করার পর মাসবূক তার ছুটে যাওয়া নামায পড়ে নিবে। আর মাসবূকের ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার ক্ষেত্রে কিরা'আতের দিক থেকে প্রথম ও বৈঠকের দিক থেকে শেষ নামায বলে গণ্য হবে।

مسئلہ۔اگر مصلی بعد دو رکعت بہ فراموشی برائے رکعتِ ثالث برخاست وقعدۂ اولی نہ کرد پس تا کہ قریبِ قعود ست بنشیند وسجدۂ سہو واجب نشود، واگر نزدیک قیام ست استادہ شود واز بازنشستن او نماز فاسد شود ونزد بعضے نماز فاسد نشود۔ وسجدۂ سہو کند، واگر بعد چہار رکعت برخاست تا کہ رکعت پنجم راسجود نہ کردہ است بنشیند وقعدۂ اخیرہ کردہ سلام دہد وسجدۂ سہو کند، واگر رکعت پنجم را سجدہ کرد فرض او باطل شد، اگر خواہد رکعت ششم کردہ سلام دہد وسجدۂ سہو کند واگر خواہد رکعت ششم نہ کند ہماں جا قعدہ اخیرہ کند، وسلام دہد، دریں صورت چہار رکعت نفل شد و یک رکعت باطل شد۔

প্রশ্ন ঃ যদি কোন মুসল্লী প্রথম বৈঠক না করে ভুলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাড়িয়ে যায় তাহলে তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ যদি কোন মুসল্লী প্রথম বৈঠক না করে ভুলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাড়িয়ে যায়, তাহলে বসার নিকটবর্তী থাকলে বসে যাবে, এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। আর যদি দাড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে দাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এমতাবস্থায় যদি বসে যায় তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অবশ্য কারো কারো মতে ফাসিদ হবে না। তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন ঃ চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে চতুর্থ রাক'আতের পর দাড়িয়ে গেলে কি করবে?

উত্তর ঃ কোন মুসল্লী যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে চতুর্থ রাক'আতের পর দাড়িয়ে যায় তাহলে পঞ্চম রাক'আতের সিজদা না করে থাকলে বসে যাবে এবং শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে ও সিজদায়ে সাহু করে নিবে। আর যদি পঞ্চম রাক'আতের সিজদা করে ফেলে তবে উক্ত নামাযের ফরযিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। এখন ইচ্ছা করলে ষষ্ঠ রাক'আত মিলিয়ে সালাম ফিরাবে তবে সিজদায়ে সাহু করতে হবে। (সুতরাং পূর্ণ নামাযই নফল হয়ে যাবে) আর ইচ্ছা করলে ষষ্ঠ রাক'আত না মিলিয়ে ওখানেই শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে। এমতাবস্থায় চার রাক'আত নফল ও এক রাক'আত বাতিল বলে গণ্য হবে।

শব্দার্থ ঃ مدرك- যে ব্যক্তি শুরু হতে জামা'আতে শরীক হয়েছে। مسبوق- জামা'আতের নামায এক বা একাধিক রাক'আত হয়ে যাবার পর যে ব্যক্তি শরীক হয়েছে। طفل- নাবালেগ বাচ্চা। يافت- পেয়েছে। فراموشي- ভুল। برخاست- উঠল। پنجم পঞ্চম। ششم- ষষ্ঠ।

فصل۔ اگر نماز را وقت فوت شود قضا کند با اذان و اقامت مانند ادا۔ پس اگر بجماعت خواند جہر در نماز جہری بقرآت واجب ست، و اگر تنہا خواند سرًّا قرآت بخواند۔

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ কাযা নামায পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ যদি নামাযের সময় শেষ হয়ে যায় তাহলে আদা (যথা সময়ে আদায়কৃত) নামাযের ন্যায় আযান ও ইকামত সহ কাযা করবে। সুতরাং যদি জামা'আতের সাথে পড়ে তাহলে জাহরী নামাযে শব্দ করে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। আর যদি একাকী পড়ে তাহলে চুপে চুপে পড়বে।

مسئلہ۔ ترتیب در فوائت وقتیہ فرض ست، وہمچنیں در فرض و وتر کہ واجب ست ہم فرض ست نزد امام اعظمؒ، پس اگر باوجود یکہ فائتہ یاد باشد وقتیہ بخواند نماز وقتیہ فاسد شود، پس اگر قضا کرد فائتہ را پیش از ادا کردن وقتیہ ثانیہ نماز وقتیہ اُولیٰ باطل شد فرضیتِ او، و اگر پیش از قضا کردن آں فائتہ پنج وقتیہ ادا کرد آں وقتیات فاسد شد بفساد موقوف و اگر بعد ازاں وقتیہ ششم پیش از ادا کردن فائتہ ادا کرد آں وقتیہ صحیح شدند نزد امام اعظمؒ نہ نزد صاحبین۔

প্রশ্ন ঃ কাযা ও আদা নামাযের মধ্যে তারতীব রক্ষা করা কি?

উত্তর ঃ কাযা ও আদা নামাযের মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ফরয। তদ্রূপ ইমাম আজম (রহঃ) ফরয ও বিতরে তারতীব রক্ষা করাকে ফরয বলেন। সুতরাং কাযা নামাযের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি আদা তথা ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে তাহলে আদা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। পুনরায় যদি কাযা নামাযকে অন্য আদা নামাযের পূর্বে পড়ে তাহলে আদা নামাযের ফরযিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ঐ কাযা নামাযের পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে তাহলে ঐ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফাসাদে মওকুফের সাথে

ফাসেদ হবে। (কাযা নামায পড়ার আগ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সবই মওকুফ থাকবে।) অতঃপর যদি ঐ কাযা নামায আদায়ের পূর্বে ছয় ওয়াক্ত নামায পড়ে ফেলে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ঐ ছয় ওয়াক্ত নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে তা সাহেবাইনের (আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)) মতে সহীহ হবে না।

مسئلہ۔اگر عشاء بفراموشی بے وضو خواند وسنت ووتر باوضو خواند ہمراہ عشاء سنت باز خواند واعادۂ وتر نہ۔کند نزد امام اعظمؒ، ونزد صاحبینؒ وتر راہم اعادہ کند۔

প্রশ্ন ঃ ভুলে যদি ইশার ফরয উযু ছাড়া পড়ে এবং উযু সহকারে ইশার সুন্নত ও বিতর নামায পড়ে তাহলে ইশার ফরযের সাথে সুন্নত ও বিতর পুনরায় পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ ভুলে যদি ইশার ফরয উযু ছাড়া পড়ে এবং উযুসহ সুন্নত ও বিতর পড়ে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ইশার ফরজের সাথে সুন্নত আদায় করতে হবে। তবে বিতর নামায পুনরায় পড়তে হবে না। তবে সাহেবাইনের মতে বিতর নামাযও পুনরায় পড়তে হবে।

مسئلہ۔ترتیب بہ سہ چیز ساقط شود۔یکے بہ سبب تنگی وقتِ وقتیہ دوم بفراموشی سوم وقتیکہ در ذمۂ او شش فائتہ شود نو باشد یا کہنہ پستر ہرگاہ فوائت ادا کند باز ترتیب عود نماید واگر شش نماز یا زیادہ فوت شود چند نماز قضا کرد تا کہ کم از شش در ذمۂ او باقی ماند نزد بعضے ترتیب عود کند۔ وفتوی بر آنست کہ ترتیب عود نہ کند تا کہ تمام ادا نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ কয় কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়?

উত্তর ঃ তিন কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়। যথা ঃ

(১) আদা নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে।

(২) কাযা নামাযের কথা ভুলে গেলে।

(৩) মুসল্লীর জিম্মায় ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে থাকলে। চাই সে কাযা নতুন হোক বা পুরাতন। অতএব যে সময় নামাযের কাযা আদায় করবে তখন তারতীব ফিরে আসবে।

আর যদি ছয় বা ততোধিক নামায কাযা হয় এবং সেগুলো থেকে যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত তার জিম্মায় ছয়

ওয়াক্ত নামাযের কম নামায বাকী থাকে, তাহলে কোন কোন ফুকাহার মতে এ অবস্থায়ও তারতীব রক্ষা করার নিয়ম ফিরে আসবে। তবে ফতওয়া এ উক্তির উপর যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কাযা নামায আদায় না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারতীব ফিরে আসবে না।

শব্দার্থ ঃ فوائت - فائتة-এর বহুবচন। অর্থ ছাড় যাওয়া নামায। وقتيه- যে নামায সময়মত আদায় করা হয়। جهرى -উচ্চস্বরে।

فصل۔ درمفسدات ومکروہات۔ کلام اگرچہ سہواً باشد یا درخواب مفسدِ نماز است۔ وہمچنیں دعا بچیزیکہ طلبِ آں از آدمیاں ممکن باشد ونالہ کردن واوہ گفتن واف گفتن وگریستن بآواز از درد یا مصیبت نہ از ذِکر بہشت ودوزخ وتنحنح بے عذر کردن وعاطس را یرحمک اللہ گفتن وجواب دادن خبرِ خوش بہ الحمد للہ وخبر بد باسترجاع وخبرِ تعجب بہ سبحان اللہ یا لاحول ولاقوۃ الا باللہ نماز را فاسد کند۔ واگر بر غیر امامِ خود فتح کند نماز فاسد شود واز فتح بر امامِ خود نماز فاسد نشود وسلام عمداً وردِّ سلام نماز را فاسد کند نہ سلام سہواً۔ وخواندن از مصحف وخوردن وآشامیدن وعملِ کثیر نماز را فاسد کند۔

দশম পরিচ্ছেদ ঃ নামায ভঙ্গ ও মাকরূহ হওয়ার কারণ সমূহ

প্রশ্ন ঃ নামায ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি। যথা ঃ

(১) ভুলে কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়।
(২) এমন বস্তুর প্রার্থনা করা যা মানুষের কাছে চাওয়া সম্ভব।
(৩) দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীর কারণে উহ্ শব্দ উচ্চারণ করা।
(৪) ব্যাথার কারণে উহ্ আহ্ শব্দ উচ্চারণ করা।
(৫) ব্যাথা বা বিপদের কারণে স্বশব্দে ক্রন্দন করা। তবে জান্নাত বা জাহান্নামের স্মরণে ক্রন্দন করলে নামায নষ্ট হবে না।
(৬) বিনা ওযরে গলা ঝাড়া।
(৭) হাঁচির জওয়াবে يرحمك الله বলা।
(৮) সুসংবাদের উত্তরে আলহামদুলিল্লাহ বলা।
(৯) দুঃসংবাদে انا لله وانا اليه راجعون বলা।
(১০) বিস্ময়কর সংবাদে সুবহানাল্লাহ অথবা لاحول ولاقوة الا بالله বলা।

(১১) নিজ ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে লোকমা দেয়া।
(১২) ইচ্ছাকৃত ভাবে সালাম দেয়া অথবা সালামের উত্তর দেয়া।
(১৩) কুরআন শরীফ দেখে পড়া।
(১৪) কোন কিছু খাওয়া।
(১৫) কোন কিছু পান করা।
(১৬) আমলে কাসীর করা।

وعملِ کثیر آنست کہ دراں محتاج شود بہر دو دست ونزد بعضے آنچہ بینندہ ما
اورا داند کہ در نماز نیست، وبعضے گفتہ آنچہ کہ مصلی آں را کثیر داند۔ واگر برنجاست
سجدہ کرد نماز فاسد شود واگر در نمازے بود ونمازے دیگر شروع کرد بتکبیر نماز
اول باطل شد۔ واگر درہماں نماز باز شروع کرد بتکبیر نماز اول باطل نشود وا
طعامیکہ در دنداں بود از زبان بر آوردہ خورد اگر کم از نخود ست نماز فاسد نشود
واگر مقدار نخود ست فاسد شود۔

প্রশ্ন ঃ **আমলে কাসীর কাকে বলে?**

উত্তর ঃ আমলে কাসীর এমন কাজকে বলে যা করতে উভয় হাতের প্রয়োজন হয়। আর কোন কোন ফকীহ বলেন, আমলে কাসীর এমন কাজ যে কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখলে মনে হয় যে. সে নামায পড়ছে না। আর কারো কারো মতে আমলে কাসীর বলে মুসল্লী যে কাজকে (নামায পরিপন্থী) বেশী কাজ মনে করে।

(১৭) যদি কেউ নাপাক স্থানে সিজদা করে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

(১৮) যদি কেউ নামায আরম্ভ করার পর তা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নতুন তাকবীর বলে অন্য নামায আরম্ভ করে, তাহলে প্রথম নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য যদি পূর্বের নামায নতুন তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা আরম্ভ করে তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

(১৯) কেউ যদি দাঁতে আটকে থাকা খাদ্য জিহ্বা দ্বারা বের করে খেয়ে ফেলে এবং উক্ত খাদ্য যদি চনা বুটের পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

واگر در مکتوبے نظر کرد ومعنیش فہمید نماز فاسد نشود۔ واگر برزمین یا دکان نماز میخواند
واز پیش او کسے گذشت نماز فاسد نشود اگرچہ گذرندہ زن باشد یا سگ یا خر۔ لیکن اگر

عاقلے گذشتہ گزارندہ عاصی شود مگر وقتیکہ دکان بلند باشد بہ قسمے کہ سر او مقابل پائے مصلی نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ যদি কেউ নামাযরত অবস্থায় কোন লেখার উপর দৃষ্টিপাত করে এবং এর অর্থ বুঝে ফেলে, অথবা নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে কোন মহিলা, গাধা বা কুকুর অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কেউ নামাযরত অবস্থায় কোন লেখার উপর দৃষ্টিপাত করে এবং এর অর্থ বুঝে ফেলে তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না।

যদি উঁচু স্থান কিংবা দোকানে নামায আদায়ের সময় সম্মুখ দিয়ে কেউ অতিক্রম করে তাহলে নামায নষ্ট হবে না, যদিও অতিক্রমকারী মহিলা, গাধা বা কুকুর হয়। তবে যদি বোধ সম্পন্ন কোন মানুষ অতিক্রম করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। অবশ্য যদি দোকান এতটুকু পরিমাণ উঁচু হয় যে, অতিক্রমকারীর মাথা নামাযী ব্যক্তির পা বরাবর হয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে না।

وسنت آنست پیش خود مصلی در صحرا و بر سر راہ سترہ قائم کند بطول یک ذراع وپری یک انگشت وقریب خود مقابل آبروئے راست یا چپ کند۔ ونہادن سترہ وخط کشیدن فائدہ ندارد۔

প্রশ্ন ঃ মাঠে বা রাস্তার পাশে নামায পড়ার সুন্নত তরীকা কি?

উত্তর ঃ মাঠে বা রাস্তার পাশে নামায পড়ার সুন্নত তরীকা হল-

নামাযী ব্যক্তি নিজের সামনে "সুতরা" কায়েম করবে। যা এক হাত লম্বা ও কমপক্ষে এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হবে। সুতরাটি ডান অথবা বাম ভ্রু বরাবর দাড় করাবে। সুতরাং এটাকে শুধু সম্মুখে রেখে দেয়া বা জমিনের উপর রেখা টেনে দেয়াতে কোন ফায়দা নেই।

وسترۂ امام قوم را کفایت می کند وگزرندہ را اگر سترہ نہ باشد مصلی از گزشتن دفع کند باشارت یا تسبیح نہ بہر دو۔

প্রশ্ন ঃ মাঠে বা রাস্তার পাশে যদি জামা'আতের সাথে নামায পড়ে তাহলে সবার সামনে সুতরা দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ ইমামের সামনে স্থাপিত সুতরাই সকল মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। যদি সুতরা না পাওয়া যায় তাহলে নামাযী ব্যক্তি অতিক্রমকারীকে ইশারা বা তাসবীহ-এর যে কোন একটি দ্বারা প্রতিহত করবে। একসাথে উভয়টি দ্বারা

...ত করবে না।

শব্দার্থ ঃ مفسدات - مفسد-এর বহুবচন। অর্থ বিনষ্টকারী। مکروهات - ...-এর বহুবচন। অর্থ, অপছন্দনীয়। آدمیان - آدمي-এর বহুবচন। ... । ناله کردن - কাঁদা। اوه- শারীরিক কষ্ট প্রকাশকারী শব্দ। آه- ...সিক কষ্ট প্রকাশক শব্দ। تنحنح- কাশি দেয়া। عاطس- হাঁচি দাতা। استرجاع- ইন্নালিল্লাহ পড়া। مکتوب- লিখিত বস্তু। فهمید- বুঝল। گزرنده- অতিক্রমকারী। سگ- কুকুর। خر- গাধা। عاصي- গুনাহগার। صحرا- মাঠ। نهادن- রাখা। خط کشیدن- রেখা টানা; দাগ দেয়া। دفع ... - বাধা দিবে।

مسئلہ۔ اگر نماز کند بر پارچۂ دوتہ کہ استر آں نجس باشد اگر آں دوتہ مضرب نہ باشد نماز صحیح باشد و اگر مضرب باشد نماز صحیح نہ باشد، و اگر بر پارچہ گسترانیدہ نماز کند۔ کہ یک طرف ازاں نجس باشد نماز روا باشد از حرکت دادن طرفے دیگر طرف متحرک شود یا نہ شود، و اگر پارچہ دراز باشد یک طرفے ازاں پوشیدہ نماز گزارد و طرف دیگر نجس بر زمین باشد اگر از تحرک مصلی طرف پارچہ کہ نجس ست متحرک شود نماز روا نہ باشد، و اگر متحرک نہ شود روا باشد۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি এমন দুই অংশ বিশিষ্ট কাপড়ের উপর নামায পড়ে যার নিচের অংশ নাপাক, তাহলে এমতাবস্থায় তার নামায জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি এমন দুই অংশ বিশিষ্ট কাপড়ের উপর নামায পড়ে, যার নিচের অংশ নাপাক, যদি উভয়টি সেলাইযুক্ত না হয় তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি উভয়টি সেলাইযুক্ত হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বিছানো চাদরের উপর নামায আদায় করে যার একপার্শ্ব নাপাক, তাহলে নামায সহীহ হবে। চাই তার অপর প্রান্ত নড়াচড়া করুক বা না করুক। কেউ যদি লম্বা কাপড়ের পবিত্র অংশ পরিধান করে নামায আদায় করে এবং অপবিত্র অংশ মাটিতে পড়ে থাকে আর নামাযী ব্যক্তির নড়াচড়া করার দ্বারা যদি অপবিত্র অংশ নড়াচড়া করে তাতে নামায জায়েয হবে না। আর যদি নড়াচড়া না করে তবে উক্ত কাপড় পরে নামায পড়া জায়েয হবে।

مسئلہ۔ مکروہ است عبث کردن در نماز آپارچہ یا بدن اگر عمل قلیل باشد و اگر عمل کثیر ست مفسد است و سنگریزہ از موضع سجود یک سو کردن مگر در صورتیکہ سجود ممکن نہ باشد

یک بار یا دو بار سنگریزہ دفع کند۔ ومکروہ است انگشتاں را مالیدہ وکشیدہ بہ آواز آوردن ودست بر تہی گاہ نہادن وبسوئے راست یا چپ روآوردن اگر سینہ از سوئے قبلہ بر نہ گردد، واگر برگردد نماز فاسد شود۔ ومکروہ است اقعاء یعنی بر سرین وپازانو برداشتہ ودست برزمین نہادہ مثلِ سگ نشستن، وہردو ذراع را در سجدہ بر زمین فرش کردن، وجوابِ سلام بدست کردن، وچہار زانو بے عذر در فرض نشستن وپارچہ را برائے احتیاط خاک آلودگی چیدن وسدلِ ثوب یعنی پارچہ را بر سر دوش انداختہ اطراف آں را جمع نہ کند وفروگذارد وفاژہ کردن باید کہ فاژہ را دفع کند وسر فہ را تا مقدور دفع کند

وتمطی یعنی بدن را برائے دفع ماندگی کشیدن وچشم پوشیدہ داشتن بلکہ نظر در سجدہ گاہ دارد۔ ومکروہ است کہ موئے سر را بالائے سر پیچیدہ گرہ دادہ نماز کردن بلکہ سنت آنست کہ اگر موئے سر داشتہ باشد موئے فروہشتہ باشد تا موئے ہم سجدہ کنند وہم مکروہ است نماز برہنہ سر گزاردن مگر بنا بر تذلل وانکسار وشمار کردن آیات وتسبیحات بدست ونزد صاحبین مکروہ نیست ومکروہ است کہ امام تنہا در طاق مسجد باشد ومردم بیروں یا امام بر بلندی باشد ومردم ہمہ زیر۔ مکروہ است استادن پسِ صف تنہا درصورتیکہ در صف فرجہ باشد واگر فرجہ نباشد یک کس از صف کشیدہ باخود صف کند۔ ومکروہ است پوشیدن پارچہ کہ دراں تصویر آدمی یا جانور باشد یا آنکہ تصویر بالائے سر باشد یا مقابلہ رو یا بدست راست یا چپ باشد اگر زیر قدم یا پس پشت باشد مضائقہ ندارد وتصویر درخت ومانند آں مضائقہ ندارد وہمچنیں تصویر سر بریدہ وقتل مار وکژدم در نماز مکروہ نیست ونہ آنکہ امام در مسجد باشد وسجدہ در طاقِ مسجد کند ونیز مکروہ نیست نماز خواندن بہ طرفِ پشتِ مردیکہ سخن میکند وبسوئے مصحف یا شمشیر آویزاں یا بسوئے شمع یا چراغ۔

প্রশ্ন ঃ নামায মাকরূহ হওয়ার কারণ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ নামায মাকরূহ হওয়ার কারণ ২২টি। যথা ঃ

(১) নামাযরত অবস্থায় শরীর বা কাপড় নিয়ে খেলা করা, তা যদি আমলে কাসীর না হয়। আর যদি আমলে কাসীর হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
(২) সিজদার স্থানের পাথর কনা বা কঙ্কর সরানো। অবশ্য সিজদা করা অসম্ভব হলে এক দুই বার কঙ্কর সরাতে পারে।
(৩) আঙ্গুল সমূহকে মলে অথবা টেনে ফুটানো।
(৪) কোমরে হাত রাখা।
(৫) ডানে বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা না ফিরে তাহলে নামায নষ্ট হবে না, তবে তা মাকরূহ হবে।
(৬) উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব এবং পায়ের উপর কুকুরের ন্যায় বসা।
(৭) সিজদায় উভয় হাতের গোছা মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।
(৮) হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।
(৯) ফরয নামাযে বিনা ওযরে আসন করে বসা।
(১০) মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড়ের হেফাজত করা।
(১১) সাদলে সাওব করা। অর্থাৎ, কাপড় মাথা ও কাঁধের উপর রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে রাখা।
(১২) হাই তোলা। (হাই এবং হাঁচি যথা সম্ভব প্রতিহত করবে।)
(১৩) শরীরের অলসতা দূর করার জন্য দেহকে সটান করা।
(১৪) চোখ বন্ধ রাখা; বরং দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা উচিত।
(১৫) চুলকে মাথার উপর ভাজ করে গিরা দিয়ে নামায পড়া। মাথার চুল যদি লম্বা থাকে তাহলে, তা ছেড়ে দেয়া সুন্নত যাতে চুলও সিজদা করতে পারে।
(১৬) খোলা মাথায় নামায পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।
(১৭) আয়াত ও তাসবীহ সমূহ হাতে গণনা করা। তবে তা সাহেবাইনের মতে মাকরূহ নয়।
(১৮) শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোকের মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।
(১৯) ইমাম সাহেব একা উচুঁ স্থানে এবং সব মুক্তাদীর নিচে দাড়ানো।
(২০) কাতারে দাড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পেছনে একা দাড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে সম্মুখের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে।
(২১) মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।
(২২) মাথার উপর, সামনে, ডানে অথবা বামে ফটো থাকা অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পেছনে থাকে তাহলে

কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপ ভাবে মাথা বিহীন ও প্রাণহীন জিনিসের ফটো থাকাতে কোন ক্ষতি নেই।

নামাযে সাপ ও বিচ্ছু মেরে ফেলা মাকরূহ নয়।

ইমামের জন্য মসজিদে দাড়িয়ে মেহরাবে সিজদা করলে কোন ক্ষতি নেই। এমনি ভাবে আলাপরত ব্যক্তির পেছনে, ঝুলন্ত কুরআন শরীফ, তরবারী, জ্বলন্ত মোমবাতি বা বাতিকে সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহ নয়।

শব্দার্থ ঃ استر- কাপড়ের ভিতরের অংশ। مضرب- সেলাই করা বস্তু। گستر انیده- বিছান বস্তু। متحرك- যে নড়া চড়া করে। تحرك- নড়াচড়া করা। عبث- অনর্থক কাজ করা। سنگریزه- কংকর। مالیده- ডলে। کشیده- টেনে। تهی گاه- কোমর। چیدن- সংকুচিত করা। ماندگی- ক্লান্তি। موئے- চুল। پیچیده- পেচান। فروهشته- ছেড়ে রাখা বস্তু। برهنه- উলঙ্গ; বিবস্ত্র। تذلل- বিনয়। طاق- মিহরাব। فرجه- ফাঁকা। پشت- পিঠ। مضائقه- অসুবিধা; ক্ষতি। کژدم- বিচ্ছু। تمطی- অলসতা দূর করা। زراع- হাটু। شمع- মোমবাতি।

فصل ـ مریض اگر قدرت بر قیام نداشته باشد یا خوفِ زیادتِ مرض بود نماز نشسته گزارد و رکوع و سجود بجا آورد، و اگر قدرت بر رکوع و سجود نداشته باشد و قدرت بر قیام داشته باشد نزد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہ آنست کہ نشستہ نماز گزاردن او را بہتر است از استادہ گزاردن، نشستہ نماز گزارد و اشارۂ رکوع و سجود بسر کند و اشارۂ سجود پست تر کند از رکوع و اگر استادہ نماز گزارد و اشارہ کند ہم جائز ست و نزد فقیر با وجودِ قدرت بر قیام قیام را ترک نکند و اگر قدرت بر قیام و رکوع و سجود نداشتہ باشد نشستہ نماز گزارد و اشارہ کند۔ و اگر قدرتِ نشستن برقفا ہم نداشتہ باشد برقفا نماز گزارد و ہر دو پائے سوئے قبلہ کند یا بر پہلو گزارد و رو بسوئے قبلہ کند و اشارہ کند بسر و اگر اشارہ بسر برائے رکوع و سجود مقدور نباشد نماز را موقوف دارد تا کہ قدرت اشارہ حاصل شود و اگر دریں عرصہ بمیرد عاصی نباشد و اگر درمیانہ نماز بیمار شد حسب مقدور خود نماز تمام کند۔

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাড়ানোর ক্ষমতা না রাখে অথবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা করে তাহলে সে কিভাবে নামায পড়বে?

উত্তর ঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাড়ানোর ক্ষমতা না রাখে অথবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে, তাহলে সে বসে বসে রুকু, সিজদা করে নামায আদায় করবে। আর যদি এমন হয় যে, সে রুকু সিজদা করতে সক্ষম নয়, শুধু দাড়াতে সক্ষম তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ফতওয়া হল, তার জন্য দাড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে বসে নামায আদায় করাই উত্তম। তাই এমন ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে এবং রুকু সিজদা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে করবে। তবে সিজদার ইশারার সময় মাথা রুকু অপেক্ষা বেশী ঝুকাবে। আর যদি দাড়িয়ে ইশারা করে নামায আদায় করে তাও সহীহ হবে। গ্রন্থকারের মতে দাড়ানোর শক্তি থাকলে কিয়াম পরিত্যাগ করবে না। আর যদি দাড়াতে সক্ষম না হয় এবং রুকু সিজদা করার শক্তিও না থাকে তাহলে সে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। যদি বসার শক্তিও না থাকে তাহলে চিত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে এবং উভয় পা কেবলামুখি করে দিবে। অথবা কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে। এবং কেবলার দিকে মাথা দিয়ে ইশারা করবে।

আর যদি রুকু ও সিজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইশারা করার শক্তি অর্জিত হওয়া পর্যন্ত নামায স্থগিত রাখবে। যদি সে ঐ মুহূর্তে মারা যায় তবে গুনাহগার হবে না। আর যদি নামাযের মধ্যে অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার শক্তি অনুযায়ী (যেভাবে পারে) নামায পূর্ণ করবে।

مسئلہ۔ اگر مریض نماز نشستہ می کرد با رکوع وسجود ودرمیانہ نماز قادر شد بر قیام استادہ شدہ ہماں نماز را تمام کند ونزد امام محمدؒ نماز را از سر گیرد واگر مریض نماز باشارہ می کرد ودرمیانہ نماز بر رکوع وسجود قادر شد باتفاق نماز از سر گیرد۔

প্রশ্ন ঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে বসে রুকু সিজদা আদায় করা অবস্থায় নামাযের মধ্যেই দাড়ানোর শক্তি লাভ করে তাহলে এরপর সে কিভাবে নামায পড়বে?

উত্তর ঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে বসে রুকু সিজদা করা অবস্থায় নামাযের মধ্যেই দাড়ানোর শক্তি লাভ করে তাহলে বাকী নামায দাড়িয়ে আদায় করবে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে নামায পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করবে। রোগী যদি ইশারার মাধ্যমে নামায পড়ে এবং নামাযের মধ্যে রুকূ সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে ঐ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে শুরু থেকে নামায আরম্ভ করবে।

مسئلہ۔ ھرکہ بے ہوش شد یا دیوانہ گشت یک شبانہ روز قضا کند واگر زیادہ از شبانہ روز یک ساعت ہم گزشت قضا واجب نشود ونزد محمدؒ تا کہ نماز ششم را وقت در نیامدہ باشد قضا واجب شود۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি এক দিন এক রাত্র পর্যন্ত পাগল বা বেহুশ থাকে তাহলে ঐ নামায কাযা করতে হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি এক দিন এক রাত পরিমাণ পাগল বা বেহুশ থাকে তাহলে ঐ নামায কাযা করতে হবে। আর যদি এক দিন এক রাত্র থেকে এক ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশী সময় বেহুশ থাকে, তাহলে ঐ নামায কাযা করতে হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে ৬ষ্ঠ নামাযের সময় পর্যন্ত ঐ নামায কাযা পড়তে হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতের উপর ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ مریض- অসুস্থ। گزاردن - আদায় করা। پُستِ تر- অধিক নীচু। بمیرد- মারা যায়। عاصي- গুনাহগার। مقدور- ক্ষমতা; সামর্থ্য। شبانہ روز- দিনরাত।

فصل ۔ شخصے کہ از خانۂ خود برآید واز عمارتِ شہر خارج شود بہ نیتِ سفرِ سہ مرحلہ، ہر مرحلہ شانزدہ کروہ ہر کروہ چہار ہزار قدم آں شخص فرض چہارگانہ رادوگانہ گزارد، واگر چہار رکعت کرد پس اگر بر دو رکعت قعدہ کردہ نماز ادا شود، دو رکعت فرض دو رکعت نفل شود، وبسبب آمیزشِ نفل با فرض بزہ کار باشد واگر سہواً ایں چنیں کرد بسبب تاخیرِ سلام سجدہ سہو کند واگر بر دو رکعت نہ نشستہ است فرضِ او تباہ باشد وہر چہار رکعت نفل شد وسجدہ سہو کند۔

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ মুসাফির কাকে বলে এবং মুসাফিরের নামাযের হুকুম কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি তিন মঞ্জিল তথা ৪৮মাইল সফরের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে শহরের সীমানা অতিক্রম করে তাকেই মুসাফির বলে। সে মুসাফির ব্যক্তি চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযে দুই রাক'আত পড়বে। আর এক মঞ্জিল হল ১৬ ক্রোশ তথা ১৬মাইল। প্রতি ক্রোশের পরিমাণ হল- চার হাজার কদম। এই হিসাব অনুযায়ী তিন মঞ্জিলের দূরত্ব হল ৪৮ মাইল।

যদি এমন ব্যক্তি দুই রাক'আতের স্থলে চার রাক'আত আদায় করে এবং

দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠক করে তাহলে নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে দুই রাক'আত ফরয ও দুই রাক'আত নফল হবে। আর ফরযকে নফলের সাথে মিলানোর কারণে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি ভুলে এরূপ হয় তাহলে ফরযের সালাম ফিরাতে দেরী হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহু করতে হবে।

আর যদি দুই রাক'আতের পর ইচ্ছা করে না বসে তাহলে সেই নামাযের ফরযিয়ত বাতিল হয়ে চার রাক'আতই নফল হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করতে হবে।

مسئلہ۔ حکمِ سفر باقی است تا وقتیکہ داخلِ وطنِ اصلی خود شود یا نیتِ اقامتِ پانزدہ روز یا زیادہ ازاں کند در شہر یا در دہے، و نیتِ اقامت در صحرا معتبر نیست، و کسانیکہ ہمیشہ در صحرا می مانند و جائے اقامت نمی کنند مگر چند روز آنہا ہمیشہ نمازِ اقامت میخواندہ باشند مگر وقتیکہ قصد کنند دفعۃ واحدۃ سفرِ چہل و ہشت کُروہ را و مسافر اگر اقتدائے مقیم کند در وقت بروے چہار گانہ لازم شود و بعد گذشتن وقت یعنی در قضا مسافر را اقتداء مقیم صحیح نیست و مقیم را اقتداء مسافر ہم در وقتِ و ہم بعد وقت در قضا صحیح ست، امامِ مسافر دوگانہ خواندہ سلام دہد و مقتدی مقیم برخاستہ چہار رکعت تمام کند۔

প্রশ্ন ঃ وطن কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ وطن তিন প্রকার। যথাঃ (১) وطنِ اصلی (২) وطنِ اقامت (৩) وطن سکنی

وطن اصلی - (মূল নিবাস) যে স্থানে মানুষ জন্মলাভ করে, কিংবা পরিবার পরিজনসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

وطن اقامت -যে স্থানে মুসাফির অন্ততঃ ১৫ দিন থাকার নিয়ত করে।

وطن سکنی - যে স্থানে মুসাফির ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করে। وطن سکنی কে وطن سفر ও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মুসাফির যতক্ষণ পর্যন্ত وطنِ اصلی তে প্রবেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর মুসাফিরের হুকুম বাকী থাকবে কি?

উত্তর ঃ মুসাফির যতক্ষণ পর্যন্ত وطنِ اصلی তে প্রবেশ না করে কিংবা কোন শহর বা গ্রামে ১৫ দিন বা ততোধিক সময় থাকার নিয়ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সফরের হুকুম বাকী থাকবে।

মাঠে অর্থাৎ, জনমানবহীন প্রান্তরে একামতের নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। আর যারা সর্বদাই ময়দানে অবস্থান করে এবং অন্যত্র কোথাও গেলেও অল্প দিনের বেশী থাকে না, তারা সর্বদাই মুকীমের মতো নামায পড়বে। তবে যখন এক সঙ্গে ৪৮ মাইল সফরের ইচ্ছা করে তখন সফরের নামায আদায় করবে।

বিঃ দ্রঃ মুসাফির যদি ওয়াক্তিয়া নামাযে মুকীমের পেছনে ইকতিদা করে তাহলে সে চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে চার রাক'আতই আদায় করবে। ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ, কাযা নামাযে মুকীমের পেছনে মুসাফিরের ইকতিদা সহীহ্ নয়। তবে মুকীমের জন্য ওয়াক্তিয়া ও কাযা উভয় নামাযেই মুসাফিরের ইকতিদা সহীহ্ আছে। তবে মুসাফির ইমাম দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাবে এবং মুকীম মুক্তাদী উঠে আরো দুই রাক'আত মিলিয়ে চার রাক'আত পূর্ণ করবে।

مسئلہ۔ وطنِ اصلی بوطنِ اصلی باطل شود، نہ بسفر ونہ بوطنِ اقامت ووطنِ اقامت ہم بوطنِ اقامت باطل شود وہم بوطنِ اصلی وہم بسفر۔

প্রশ্ন ঃ কারো যদি দুটি وطنِ اصلی থাকে তাহলে সে উভয় বাড়ীতে মুকীম থাকবে? না কি মুসাফিরও হবে?

উত্তর ঃ কারো যদি দুটি وطنِ اصلی থাকে তাহলে দ্বিতীয় وطنِ اصلی দ্বারা প্রথম وطنِ اصلی বাতিল হয়ে যায়। যেমনঃ কারো জন্মস্থান কুমিল্লা পরে টঙ্গীতে বাড়ী করে পরিবার নিয়ে থাকে, দেশের সাথে সম্পর্ক খতম হয়ে যায়। আর যদি টঙ্গী থেকে দেশের বাড়ী ৪৮ মাইল দূরে হয় তাহলে সেই ব্যক্তি দেশের বাড়ী যাওয়ার পর মুসাফির বলে গন্য হবে।

وطنِ اقامت এবং وطنِ سفر দ্বারা وطنِ اصلی বাতিল হয় না। প্রথম وطنِ اقامت এই وطنِ سفر ও وطنِ اصلی এবং وطنِ اقامت টি দ্বিতীয় তিনটি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

مسئلہ۔ فائتہ حضر را در سفر چہار گانہ گزارد وفائتہ سفر را در حضر دوگانہ گزارد۔

مسئلہ۔ در سفرِ معصیت نزد ائمہ ثلثہ قصر روانہ باشد ونزد امام اعظمؒ رواست افطارِ روزہ وواجب ست قصر نماز۔

প্রশ্ন ঃ মুকীম অবস্থার কাযা নামায মুসাফির অবস্থায় আদায় করলে কত রাক'আত আদায় করবে?

উত্তর ঃ মুকীম অবস্থার কাযা নামায মুসাফির অবস্থায় আদায় করলে চার

রাক'আতই আদায় করবে, আর মুসাফির অবস্থায় কাযা নামাজ মুকীম অবস্থায় আদায় করলে দুই রাক'আতই আদায় করবে। মোট কথা হল- যে অবস্থায় নামায কাযা হয়েছে ঐ অবস্থাই ধর্তব্য হবে।

প্রশ্ন ঃ কোন গুনাহ করার উদ্দেশ্যে যদি ৪৮ মাইল দূরে যায় তাহলে তাদের জন্য কসরের নামায পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ কোন গুনাহ করার উদ্দেশ্যে যদি ৪৮ মাইল দূরে যায় তাহলে ইমাম শাফেঈ, মালেক ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে এজাতীয় মুসাফিরের জন্য কসর করা জায়েয হবে না। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে এ জাতীয় মুসাফিরের জন্য ও রোযা না রাখা জায়েয এবং নামায কসর করা ওয়াজিব।

مسئلہ۔ درنیت اقامت وسفر متبوع معتبر ست یعنی امیر و سید وشوہر نہ نیت تابع یعنی لشکری وعبد وزوجہ ۔

প্রশ্ন ঃ ইকামত ও সফরের নিয়তের ক্ষেত্রে আমীর ও মামূর হতে কার নিয়ত গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ ইকামত ও সফরের নিয়তের ক্ষেত্রে মাতবু বা অধিনায়ক তথা আমীর, মুনিব এবং স্বামীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। অধীনস্তের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, সৈন্য, গোলাম, স্ত্রী প্রমুখ।

শব্দার্থ ঃ عمارت- দালান, বিল্ডিং। مرحلہ- মনযিল। کروہ- মাইল। آمیزش- মিশ্রণ। بزہ کار- গুনাহগার। تباہ- ধ্বংস। صحراء- ময়দান। برخاستہ- দাঁড়িয়ে। حضر- মুকীম হবার অবস্থা। دوگانہ- দুরাক'আত। قصر- চার রাক'আতের স্থলে দুরাক'আত পড়া। متبوع- অনুসৃত ব্যক্তি। معتبر- গ্রহণযোগ্য, ধর্তব্য।

فصل۔ درنماز جمعہ برائے صحت ادائے جمعہ وسقوط ظہر از مصلی جمعہ شش چیز شرط است، یکے مصر یعنی شہرے کہ دراں حاکم وقاضی باشد، یا نواح مصر کہ برائے حوائج اہلِ مصر مہیا باشد، پس در دیہات نزد امام اعظمؒ جمعہ جائز نیست، ونزد شافعیؒ واکثر ائمہ در دیہات جمعہ جائز ست، ودر نواحِ مصر جائز نیست، دوم حضورِ بادشاہ یا نائبِ او، وایں نزد اکثر ائمہ شرط نیست، سوم وقتِ ظہر، چہارم خطبہ۔

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ জুম'আর নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ জুম'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ জুম'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত ছয়টি যথাঃ
(১) স্বাধীন হওয়া। (২) সুস্থ হওয়া (৩) বালেগ হওয়া (৪) পুরুষ হওয়া (৫) মুকীম হওয়া (৬) জ্ঞানবান হওয়া।

উল্লেখিত ছয়টি শর্ত কাব্য আকারে নিম্নরূপ।

حُرٌّ صَحِيْحٌ بِالْبُلُوْغِ مُذَكَّرٌ ☆ مُقِيْمٌ وَذُوْ عَقْلٍ لِشَرْطِ وُجُوْبِهَا

وَمِصْرٌ وَسُلْطَانٌ وَوَقْتٌ وَخُطْبَةٌ ☆ وَإِذْنٌ كَذَا جَمْعٌ لِشَرْطِ اَدَائِهَا

প্রশ্ন ঃ জুম'আর নামায আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ জুম'আর নামায আদায় করা সহীহ হওয়া এবং মুসল্লীদের জিম্মা থেকে জোহরের নামায রহিত হওয়ার জন্য শর্ত ছয়টি। যথা ঃ
(১) مصر (শহর) তথা এমন জনবসতি হওয়া, যেখানে বিচারক থাকেন। কিংবা শহরতলী হওয়া অর্থাৎ, যে জায়গা মানুষের (শহরবাসীর) নিত্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এ শর্ত মোতাবেক ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে গ্রামে জুম'আর নামায পড়া জায়েয নেই।
তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামের মতে গ্রামেও জুম'আর নামায পড়া জায়েয আছে। তাদের মতে শহরতলীতে জুম'আর নামায জায়েয নেই।
(২) রাষ্ট্রপতি অথবা তার কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা। তবে অধিকাংশ ইমামের নিকট এটা শর্ত নয়।
(৩) জোহরের ওয়াক্ত হওয়া।
(৪) খুৎবা দেয়া।

مسئلہ۔ نزد امام ابی حنیفہؒ خطبہ مقدار یک تسبیح کفایت می کند ونزد صاحبین فرض آنست کہ ذکر طویل باشد ودو خطبہ خواندن مشتمل بر حمد وصلوۃ وتلاوتِ قرآن ووصیت مر مسلماناں را واستغفار برائے نفسِ خود وبرائے مسلماناں نزد اکثر ائمہ فرض است، ونزد امام اعظمؒ سنت ست وترکِ آں مکروہ، پنجم جماعت ست وآں نزد شافعیؒ واحمدؒ چہل کس می باید ونزد ابی حنیفہؒ سہ کس سوائے امام، ونزد ابی یوسفؒ دو کس سوائے امام۔

প্রশ্ন ঃ খুৎবার পরিমাণ কতটুকু হবে?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে একবার সুবহানাল্লাহ পরিমাণ খুৎবা যথেষ্ট। কিন্তু সাহেবাইন ও অধিকাংশ ইমামের মতে খুৎবা দীর্ঘ হওয়া এবং দুই খুৎবা হওয়া এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ, পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত এবং মুসলমানদের জন্য উপদেশ, নিজের জন্য দু'আ ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সম্বলিত হওয়া ফরয।

তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে খুৎবার জন্য এ সকল বিষয় ফরয নয়। বরং সুন্নত, এগুলো ছেড়ে দেয়া মাকরূহ।

(৫) জামা'আত হওয়া।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে জামা'আতের জন্য ৪০ জন লোক হওয়া জরুরী। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে ইমাম ব্যতীত তিন জন, আর আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে ইমাম ব্যতীত দু'জন হলেই যথেষ্ট হবে।

مسئلہ۔ اگر درمیانہ نماز مردم جماعت بگریزند وعددِ جماعت نماند جمعۂ امام وباقی ماندہا فاسد شود وظہر از سر گیرند۔ ششم اذنِ عام۔

প্রশ্ন ঃ জুম'আর নামায থেকে লোকজন চলে গেলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ জুম'আর নামাযের জামা'আত চলাকালীন সময়ে যদি লোকজন নামায ছেড়ে চলে যায় এবং এতে লোক জনের সংখ্যা যদি উপরোল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে কমে যায়, তাহলে ইমাম এবং অবশিষ্ট লোকদের জুম'আর নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা জুম'আর নামায বাদ দিয়ে জোহরের নামায পড়বে।

(৬) اذن عام অর্থাৎ, সাধারণ অনুমতি থাকা। তথা, কারো জন্য মসজিদে আসার ব্যাপারে কোন রকম বাধা নিষেধ না থাকা।

শব্দার্থ ঃ سقوط- রহিত হওয়া, বাদ পড়া। مصر- শহর। نواح- পার্শ্ববর্তী এলাকা। حوائج - حاجة এর বহুবচন। অর্থ প্রয়োজনসমূহ। مهيا- প্রস্তুত। دیہات- গ্রাম। چہل- চল্লিশ। بگریزند- পালিয়ে যায়। اذن عام- সাধারণ অনুমতি।

مسئلہ۔ نماز جمعہ بر طفل وبندہ وزن ومسافر ومریض واجب نیست، وہمچنیں بر نابینا نزد امام اعظمؒ اگر چہ اورا قاید میسر شود، ونزد ائمہ ثلثہ اگر قائد میسر شود جمعہ بر نابینا واجب باشد والا نہ، وبر بندہ نزد احمدؒ جمعہ واجب ست۔

প্রশ্ন ঃ কাদের উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব নয়?

উত্তর ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, গোলাম, মেয়ে লোক, মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তির উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে অন্ধকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো লোক নিযুক্ত থাকলেও তার উপর জুম'আ ওয়াজিব নয়। অবশিষ্ট তিন ইমামের মতে যদি অন্ধকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত লোক নিযুক্ত থাকে তাহলে তার উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে গোলামের উপর জুম'আ ওয়াজিব।

مسئلہ۔ اگر بندہ مریض یا مسافر نمازِ جمعہ در مصر بگزارند جمعہ ادا شود وظہر ساقط گردد۔

প্রশ্ন ঃ গোলাম অথবা রুগ্ন ব্যক্তি কিংবা মুসাফির যদি কোন শহরে জুম'আর নামায আদায় করে তাহলে তা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ গোলাম অথবা রুগ্ন ব্যক্তি কিংবা মুসাফির যদি কোন শহরে জুম'আর নামায আদায় করে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং তাদের জিম্মায় জোহর বাকী থাকবে না।

مسئلہ۔ کسے کہ خارجِ مصر می باشد اگر اذانِ جمعہ می شنود بروے حضورِ جمعہ لازم ست۔

প্রশ্ন ঃ শহরের বাইরের লোক যদি শহরের জুম'আর আযান শুনতে পায় তাহলে তার উপর জুম'আর নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ শহরের বাইরের লোক যদি শহরের জুম'আর আযান শুনতে পায় তাহলে তার উপরে জুম'আর নামাযে শরীক হওয়া ওয়াজিব।

مسئلہ۔ بندہ ومریض ومسافر را اگر در جمعہ امام گیرند روا باشد۔

প্রশ্ন ঃ গোলাম বা মুসাফির অথবা রুগ্ন ব্যক্তিকে যদি জুম'আর নামাযে ইমাম বানায় তাহলে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ গোলাম, মুসাফির বা রুগ্ন ব্যক্তিকে যদি জুম'আর নামাযে ইমাম বানায় তাহলে তা জায়েয হবে।

مسئلہ۔ اگر جماعتِ مسافراں در مصر نماز جمعہ گزارند ودر آنہا مقیم کسے نباشد نزد امام اعظمؒ جمعہ صحیح باشد ونزد امام شافعیؒ واحمدؒ تا کہ چہل کس حر مقیم صحیح نباشند جمعہ روا نباشد۔

প্রশ্ন ঃ যদি কিছু সংখ্যক মুসাফির কোন শহরে জুম'আর নামায আদায় করে এবং সেখানে কোন মুকীম উপস্থিত না থাকে তাহলে তাদের এই নামায জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কিছু সংখ্যক মুসাফির কোন শহরে জুম'আর নামায আদায় করে এবং সেখানে কোন মুকীম ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তাদের নামায জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে ৪০জন স্বাধীন, মুকীম ও সুস্থ ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে জুমআর নামায জায়েয হবে না।
শব্দার্থ ঃ طفل- নাবালেগ বাচ্চা। قائد- নিয়ে যাবার লোক, নেতা এখানে প্রথমটিই উদ্দেশ্য। نابينا- অন্ধ। والا- অন্যথায়। حر- স্বাধীন। سهل-সহজে।

مسئلہ۔ غیر معذور اگر پیش از جمعہ ظہر گذارد ظہر ادا شود بکراہت تحریم، پس اگر برائے جمعہ سعی کرد و امام از جمعہ ہنوز فارغ نہ شدہ بود ظہر باطل شود، پس اگر جمعہ را یافت بہتر والا ظہر باز گزارد و نزد صاحبینؒ اگر جمعہ را در نیابد ظہر باطل نشود۔

প্রশ্ন ঃ ওযর বিহীন কোন ব্যক্তি যদি জুম'আর পূর্বে জোহর নামায আদায় করে তাহলে তা সহীহ হবে কি?
উত্তর ঃ ওযর বিহীন কোন ব্যক্তি যদি জুম'আর আগে জোহরের নামায আদায় করে তাহলে তা মাকরূহ তাহরিমী হলেও আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর যদি উক্ত ব্যক্তি জুম'আর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে দেখে যে ইমাম সাহেব এখনও নামায থেকে ফারেগ হননি তাহলে তার পূর্বের পড়া জোহরের নামায বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এখন যদি জুম'আর নামায পেয়ে যায় তবে তো ভাল, অন্যথায় পুনরায় জোহর আদায় করবে। আর সাহেবাইনের মতে উক্ত ব্যক্তি যদি জুম'আর নামায না পায় তাহলে তার জোহরের নামায বাতিল হবে না।

مسئلہ۔ معذور و مسجون را روزِ جمعہ نمازِ ظہر بجماعت گزاردن مکروہ است۔

বিঃ দ্রঃ মা'যুর এবং কয়েদীর জন্য জুম'আর দিনে জোহরের নামায জামা'আতে পড়া মাকরূহ।

مسئلہ۔ ہر کہ امام را در جمعہ در تشہد یا در سجودِ سہو در یافت داخل نماز شد بعد سلامِ امام دو رکعت جمعہ تمام کند و نزد محمدؒ اگر از رکعت ثانیہ رکوع نیافتہ است چہار رکعت ظہر بر ہماں تحریمہ تمام کند۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি জুম'আর নামাযে ইমামকে তাশাহহুদ অথবা সিজদায়ে

সাহুতে পায় এবং উক্ত নামাযে শরীক হয় তাহলে তখন সে কি করবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি জুম'আর নামাযে ইমামকে তাশাহহুদ অথবা সাহু সিজদায় পায় এবং উক্ত নামাযে শরীক হয় তাহলে সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দু'রাক'আত জুম'আর নামায পূর্ণ করে নিবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে যদি উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ না পায় তাহলে সে জোহরের চার রাক'আত পূর্বের তাকবীরে তাহরীমা দ্বারাই পূর্ণ করে নিবে।

مسئلہ۔ چوں جمعہ را اذانِ اول گفتہ شود سعی واجب گردد و بیع حرام شود و چوں امام بر آید برائے خطبہ سخن گفتن و نماز گزاردن ممنوع باشد تا کہ از خطبہ فارغ شود چوں امام برممبر بہ نشیند اذانِ دوم رو بروئے او گفتہ شود و مردم بسوئے او متوجہ شوند و چوں خطبہ تمام کند اقامت گفتہ شود۔

প্রশ্ন ঃ জুম'আর প্রথম আযান হয়ে গেলে জুম'আর উদ্দেশ্যে সায়ী করা বা প্রস্তুতি নেয়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ জুম'আর প্রথম আযান হয়ে গেলে জুম'আর উদ্দেশ্যে সায়ী করা বা প্রস্তুতি নেয়া ওয়াজিব। আযানের পরে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আর ইমাম সাহেব খুৎবা দেয়ার উদ্দেশ্যে (স্বীয় হুজরা থেকে) বের হওয়ার পর কিংবা মিম্বরে আরোহণের পর থেকে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলা বা নামায পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহণ করার পর তাঁর সামনে দাড়িয়ে দ্বিতীয় আযান দেয়া হবে এবং মুসল্লীরা তার প্রতি পূর্ণ মনযোগী হয়ে থাকবে। আর ইমাম সাহেব খুৎবা শেষ করলে ইকামত বলবে।

مسئلہ۔ در نماز جمعہ سورۂ جمعہ و منافقون خواندن مسنون ست و بروایتے سبح اسم و ہل اتاک۔

প্রশ্ন ঃ জুম'আর নামাযে কোন কোন সূরা পাঠ করা সুন্নত?

উত্তর ঃ জুম'আর নামাযে সূরা জুম'আ এবং সূরা মুনাফিকূন পাঠ করা সুন্নত। তবে অন্য রেওয়ায়াত অনুসারে سبح اسم এবং সূরায়ে هل اتاك حديث الغاشية পড়া সুন্নত।

مسئلہ۔ در یک شہر چند جا جمعہ جائز ست و بروایتے از امام اعظمؒ سوائے یک جا جائز نیست و اگر چند جا جمعہ گذاردہ شود اول صحیح باشد نہ بعد آں و مروی از امام ابو یوسفؒ

آنست کہ درمیانہ شہر اگر نہر جاری باشد ہر دو جانب آں دو جمعہ خواندن جائز ست

প্রশ্ন ঃ একই শহরে কয়েক স্থানে যদি জুম'আর নামায পড়া হয় তাহলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ (১) একই শহরের কয়েক স্থানে যদি জুম'আর নামায পড়া হয় তাহলে তা তরফাইনের মতে জায়েয আছে।

(২) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর এক রেওয়ায়াত অনুসারে একই শহরে কয়েক স্থানে জুম'আর নামায পড়া জায়েয নেই। তাই যদি শহরের কয়েক জায়গায় জুম'আ পড়া হয় তাহলে শুধুমাত্র প্রথম স্থানের জুম'আ সহীহ হবে। বাকি অন্য স্থানের নামায সহীহ হবে না।

(৩) ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি শহরের মাঝখান দিয়ে কোন প্রবাহমান নদী থাকে তাহলে উক্ত নদীর দুপার্শ্বে দুই জায়গায় জুম'আ পড়া সহীহ হবে।

(৪) আদ্-দুররুল মুখতার কিতাবের রচয়িতা একাধিক জায়গায় জুম'আ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া দিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ معذور- ওযর বিশিষ্ট লোক। سعي- দৌড় দেয়া, প্রচেষ্টা। مسجون- কয়েদী। نشيند- বসবে। بسوئے- তার দিকে। متوجه- মনোনিবেশ করা, আকৃষ্ট করা। گزارده شود- আদায় করা হবে। ممنوع-নিষিদ্ধ। هنوز-এখনও

فصل - در نماز ہائے واجبہ سوائے نماز پنجگانہ دیگر نماز نزد اکثر ائمہ واجب نیست ونزد امام اعظمؒ وتر ہم واجب ست وعیدُ الفطر وعیدُ الاضحیٰ نیز واجب ست ونزد غیراو ایں ہر سہ نماز سنت ست -

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াজিব নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ নামায কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ নামায ৪ প্রকার। যথা, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব।

অধিকাংশ ইমামের মতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে বিতর, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায ওয়াজিব। কিন্তু অন্যান্য ইমামের মতে এসব নামায সুন্নতে মু'আক্কাদা।

مسئلہ۔ وتر سہ رکعت ست نزد امام اعظمؒ بیک سلام در ہر سہ رکعت فاتحہ وسورہ خواند، وبعد قرآت پیش از رکوع در رکعتِ سوم قنوت خواند تمام سال، ونزد شافعیؒ قنوت در نصفِ اخیرِ رمضان سنت ست وقنوت نزد اکثر ائمہ بعد رکوع در قومہ مسنون ست۔

প্রশ্ন ঃ বিতর নামায কত রাক'আত ও তা কয় সালামে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে বিতর নামায তিন রাক'আত। এবং একই সালামে আদায় করতে হয় এবং প্রতি রাক'আতেই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো এবং তৃতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পর রুকূতে যাওয়ার আগে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে দু'আয়ে কুনূত কেবল রমযানের শেষ ১৫ দিন পাঠ করা সুন্নত। (বছরের অন্যান্য সময় সুন্নত নয়) অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানো অবস্থায় দু'আয়ে কুনুত পড়া সুন্নত।

قنوتِ در نمازِ فجر بدعت ست ونزد شافعیؒ سنت ومستحب آنست کہ در رکعت اولیٰ از وتر سبح اسم ودر رکعتِ دوم قل یا ایہا الکافرون ودر رکعتِ سوم قل ہو اللہ احد خواند۔

প্রশ্ন ঃ ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া বিদআত। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ বিতরের নামাযে কোন কোন সূরা পাঠ করা মুস্তাহাব?

উত্তর ঃ বিতরের নামাযে প্রথম রাক'আতে سبح اسم এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করা মুস্তাহাব।

শব্দার্থ ঃ بيك سلام- এক সালামে। عيد الاضحیٰ-কুরবানীর ঈদ। قنوت- দু'আয়ে কুনূত।

مسئلہ۔ نماز عید را شرائط وجوب وادا مثل نماز جمعہ ست مگر آنکہ خطبہ دراں شرط نیست بلکہ دو خطبہ مثل جمعہ بعد نماز عید مسنون ست دراں خطبہ مناسب آں روز احکام صدقہ فطر یا احکام اضحیہ وتکبیرات تشریق بیان کند۔

ঈদের নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে?

উত্তর ঃ ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী জুম'আর নামাযের মতোই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ঈদের নামাযে খুৎবা দেয়া শর্ত নয়। বরং নামাযের পর জুম'আর দু খুৎবার ন্যায় খুৎবা দেয়া সুন্নত। উক্ত খুৎবায় ঈদের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন সদকায়ে ফিতর, কুরবানী এবং আইয়্যামে তাশরীক -এর বিধিবিধান বর্ণনা করবে।

مسئلہ۔روزِ عید الفطر سنت آنست کہ اول چیزے بخورد و صدقۂ فطر دہد و مسواک کند وغسل کند و احسن ثیاب پوشد و خوشبو استعمال نماید و تکبیر گویاں بہ مصلی رود لیکن جہر بتکبیر نکند۔

প্রশ্ন ঃ ঈদুল ফিতরের দিন কি কি কাজ করা সুন্নত?

উত্তর ঃ ঈদুল ফিতরের দিনের সুন্নত হল-

(১) নামাযে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া।
(২) সাদকায়ে ফিতর আদায় করা।
(৩) মিসওয়াক করা।
(৪) গোসল করা।
(৫) সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করা।
(৬) সুগন্ধি ব্যবহার করা।
(৭) তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে গমন করা।

তবে ঈদুল ফিতরে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে না।

وچوں آفتاب بلند شود وچشم خیرگی نماید ازاں وقت تا پیش از زوال وقتِ نمازِ عیدین ست۔

প্রশ্ন ঃ ঈদের নামাযের সময় কখন আরম্ভ হয়?

উত্তর ঃ ঈদের নামাযের সময় হল যখন সূর্য উদিত হয় এবং এর প্রখরতা বৃদ্ধি পেয়ে চোখ ঝলসাতে শুরু করবে তখন থেকে শুরু করে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের নামাযের সময় বাকী থাকে।

وچوں نمازِ عید خواند بعد تحریمہ در رکعت اولیٰ سہ تکبیرات زوائد گوید و باہر تکبیر ہر دو دست بردارد و بعد تکبیرات ثنا خواند و در رکعت دوم بعد قراءت پیش از رکوع سہ تکبیرات زوائد گوید و باہر تکبیر ہر دو دست بردارد پس تکبیرِ رکوع گوید ایں تکبیرِ رکوع

درنمازِ عید واجب ست اگر فوت شود سجدہ سہو لازم گردد۔ و نماز عید اگر کسے ہمراہ امام درنیابد آں را قضا نیست و اگر بعذرے نمازِ عیدُ الفطر از امام وقوم فوت شود روز دوم ادا کنند نہ بعدازاں و عید الاضحیٰ را تاخیر تادوازدہم جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ ঈদের নামায পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ ঈদের নামায পড়ার নিয়ম নিম্নরূপ-

প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পর ছানা পড়বে। অতঃপর তিন বার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক বার কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পর এবং রুকূর পূর্বে তিন বার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক বার হাত উঠাবে। অতঃপর রুকূর জন্য তাকবীর বলবে। রুকূর এই তাকবীর ঈদের নামাযে ওয়াজিব। তাই তা ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে।

ইমামের সঙ্গে ঈদের নামায পাওয়া না গেলে তার কোন কাযা নেই। কোন এলাকার ইমাম ও তার অধিবাসীদের সকলেই যদি কোন ওযরের কারণে প্রথম দিন ঈদুল ফিতরের নামায পড়তে না পারে তাহলে দ্বিতীয় দিন তা আদায় করে নিবে। কিন্তু এরপর আর পারবে না। অবশ্য ঈদুল আযহার নামায ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত পড়ার সুযোগ আছে।

শব্দার্থ ঃ شرائط - شريطة-এর বহুবচন। শর্ত বলতে কোন জিনিসের ঐ বহির্গত বিষয়টি বুঝায় যা ব্যতীত জিনিসটি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। اضحيه- কুরবানী। تكبيرات تشريق- যিলহজ্ব মাসের নবম তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত ফরয নামাযান্তে যে তাকবীর বলা হয়। خورد- আহার করবে। پوشد- পরিধান করবে। گویاں- বলতে বলতে।

مسئلہ۔ عید الاضحیٰ مثلِ عیدُ الفطر ست مگر آنکہ مستحب آنست کہ بعد نماز از اضحیۂ خود بخورد و قبلِ نماز ہم خوردن مکروہ نیست و اضحیہ پیش از نمازِ عید جائز نیست و تکبیر در راہ مصلّٰی در عید الاضحیٰ بجہری گفتہ باشد۔

প্রশ্ন ঃ ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ ঈদুল আযহার নামায ঈদুল ফিতরের মতই। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাযের পর নিজের কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা খাওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য নামাযের পূর্বেও অন্য কিছু খাওয়া মাকরূহ

...।

ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নেই। ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে।

مسئلہ۔ تکبیراتِ تشریق بعد ہر نمازِ فرض بجماعت گزاردہ شود بر مقیم بمصر واجب است از صبح روزِ عرفہ تا عصرِ روزِ عید نزد امام اعظمؒ وتا عصر تاریخ سیزدہم نزد صاحبین فتوی برآنست، واگر زن یا مسافر اقتداء بمقیم کند برآنہا ہم تکبیر واجب شود بگوید یک بار بآواز بلند اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ اگر امام ترک کند تاہم مقتدی ترک نہ کند۔

প্রশ্ন ঃ আইয়্যামে তাশরীক কতদিন এবং এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্জ) সুবহে সাদিক থেকে ঈদের দিন (১০ই যিলহজ্জ) আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর (যা জামা'আতে পড়া হয়) মুকীমের জন্য তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। সাহেবাইনের মতে ১৩ই যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত (মোট ২৩ ওয়াক্ত) তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। এর উপরেই ফতওয়া দেয়া হয়েছে।

কোন মহিলা বা মুসাফির যদি মুকীমের সাথে ইকতিদা করে তাহলে তার উপরেও তাকবীর বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। উক্ত তাকবীর একবার উচ্চস্বরে বলবে। اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ

ইমাম সাহেব ভুলক্রমে তাকবীর ছেড়ে দিলেও মুক্তাদীরা ছাড়বে না। (সাহেবাইনের মতে একাকী ফরয আদায়কারীর উপরও তাকবীর বলা ওয়াজিব।)

শব্দার্থ ঃ مصلی- ঈদগাহ। اضحیہ- কুরবানীর পশু। روز عرفہ- আরাফার দিন। তথা যিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখ।

فصل۔ در نوافل۔ سنت قبل نمازِ فجر دو رکعت است، سورۂ کافرون واخلاص دراں خواند وپیش از نمازِ ظہر وجمعہ چہار رکعت ست بیک سلام، وبعد ظہر دو رکعت ست وبعد جمعہ چہار رکعت ست، ونزد ابی یوسفؒ شش رکعت۔ ومستحب آنست کہ چہار رکعت بعد ظہر گزارد بدو سلام، وپیش از نماز عصر دو رکعت یا چہار رکعت مستحب ست

وبعد نمازِ مغرب دو رکعت سنت ست، وبعد ازاں شش رکعت دیگر مستحب ست، آں راصلوٰۃ الاوابین گویند، وبروایتے بعد نمازِ مغرب بست رکعت آمدہ وپیش از عشاء چہار رکعت مستحب ست وبعد عشاء دو رکعت سنت ست وچہار رکعت دیگر مستحب ست، وبعد وتر دو رکعت نشستہ خواندن مستحب ست، در رکعت اولیٰ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ ودر رکعت ثانیہ قُلْ یَا اَیُّھَا الْکَافِرُوْنَ خواند۔

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ সুন্নত ও নফল নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে সুন্নতে মু'আক্কাদা কত রাক'আত ও কি কি?

উত্তর ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায হতে ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নতে মু'আক্কাদা। তাতে সূরায়ে কাফিরূন এবং ইখলাস পড়া উচিত। জোহর এবং জুম'আর ফরয নামাযের পূর্বে এক সালামে চার রাক'আত, জোহরের ফরযের পর দুই রাক'আত আর জুম'আর ফরয নামাযের পর চার রাক'আত সুন্নতে মু'আক্কাদা। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে জুম'আর ফরযের পর সুন্নত হল ছয় রাক'আত এবং জোহরের ফরযের পর দুই সালামে চার রাক'আত পড়া মুস্তাহাব। আসরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। মাগরিবের নামাযের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করা সুন্নতে মুআ'ক্কাদা। অতঃপর ছয় রাক'আত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। একে "সালাতুল আওয়্যাবীন" বলা হয়। অন্য এক রেওয়ায়াতে মাগরিবের ফরয নামাযের পর বিশ রাক'আত নফলের কথা উল্লেখ আছে।

ইশার ফরযের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। এবং পরে দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নতে মু'আক্কাদা। অতঃপর চার রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। বিতরের পর দুই রাক'আত নফল নামায রয়েছে তা বসে পড়া মুস্তাহাব। তার প্রথম রাক'আতে সূরা ঝিলঝাল এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন পড়া মুস্তাহাব।

শব্দার্থ ঃ نوافل -نفل- এর বহুবচন। ফরয, ওয়াজিব ব্যতীত যে নামায আছে তাকে নফল বলে। شش- ছয়। الاوابین- শব্দটি اواب-এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যাবর্তনকারীগণ। بست- বিশ। نشستہ- বসে।

ونمازِ تہجد سنت مؤکدہ است پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم گاہے ترک نہ فرمودہ، اگر

احیانا فوت شدہ دوازدہ رکعت درروز قضا فرمودہ۔ ونماز تہجد از چہار رکعت کمتر نیامدہ
واز دوازدہ رکعت زیادہ ہم بہ ثبوت نہ پیوستہ، پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم نماز وتر بعد تہجد می
خواند، سنت ہمین است، کہ ہر کرا بر نفس خود اعتماد باشد وتر بعد تہجد آخر شب بخواند
کہ ایں بہتر ست، واگر اعتماد نباشد پیش از خواب بخواند کہ احتیاط در آنست، پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم گاہے تہجد مع وتر ہفت رکعت خواندہ، وگاہے یازدہ وگاہے سیزدہ،
وگاہے پانزدہ، وگاہے دوگانہ دوگانہ، وگاہے چہار گانہ چہار گانہ وگاہے مجموع بیک
سلام وگاہے ہر دوگانہ بہ وضوئے جدید ومسواک خواندہ، وبعد ہر دوگانہ بخواب رفتہ،
وباز بیدار شدہ وطول قیام در تہجد بسیار می فرمود تا بحد یکہ پائے مبارک ورم کردہ
ومنشق شدہ۔ گاہے چہار رکعت گزاردہ در رکعت اولیٰ سورۃ بقرہ در ثانیہ سورۂ آل
عمران ودر ثالثہ سورۂ نساء ودر رابعہ سورۂ مائدہ خواندہ، بقدرے قیام کردہ، ہماں قدر
رکوع وہمچناں قومہ وہمچناں سجود وہمچناں جلسہ ادا فرمودہ۔ وگاہے در یک رکعت ایں
چہار سورہ جمع فرمودہ۔ وحضرت عثمان رضی اللہ عنہ در یک رکعت وتر تمام قرآن ختم
کردہ لیکن مستحب آنست کہ ہر روز آں قدر بخواند کہ دوام براں تواں کرد۔ در ماہے
یک ختم کند یا دو ختم یا سہ ختم۔ واکثر صحابہ در ہفت شب ختم می فرمودند شبِ اول سہ
سورۃ بقرہ وآل عمران ونساء وشبِ دوم پنجسورہ با ہفت سورہ باز نہ باز یازدہ باز سیزدہ
باز تا آخرِ قرآن وایں ختم رانمی بشوق می نامند وقرآن بترتیل خواند۔

তাহাজ্জুদের নামায

প্রশ্ন ঃ তাহাজ্জুদের নামাযের হুকুম কি এবং কত রাক'আত?

উত্তর ঃ তাহাজ্জুদের নামায পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও উহা ছাড়েননি। কখনও রাতে পড়তে না পারলে দিনে ১২ রাক'আত কাযা করে নিতেন।

তাহাজ্জুদের নামায সর্বনিম্ন চার রাক'আত। তদ্রুপ ১২ রাক'আতের বেশী পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামায তাহাজ্জুদের নামাযের পরে পড়তেন। তাই এ নিয়মে পড়াই সুন্নত। তবে এই ভাবে ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যার এই আত্মবিশ্বাস আছে যে, সে শেষ রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের পর বিতর পড়তে পারবে। আর যদি শেষ রাত্রে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যায়, তাহলে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর আদায় করে নিবে। কারণ, এতেই সতর্কতা নিহিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও বিতর সহ ৭ রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। কখনও ১১ রাক'আত, আবার কখনও ১৩ রাক'আত, কখনও ১৫ রাক'আত পড়েছেন। কখনও দুই রাক'আত কখনও চার রাক'আত আবার কখনও সমস্ত রাক'আত একই সালামে আদায় করেছেন। কখনও আবার দু'দু রাক'আত নতুন উজু ও মিসওয়াক করে পড়তেন এবং প্রতি দু'রাক'আতের পর শয়ন করতেন। তারপর আবার জাগ্রত হতেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন। ফলে তাঁর পা মুবারক ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত। কখনও তিনি চার রাক'আত এভাবে পড়তেন যে, প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে ইমরান, তৃতীয় রাক'আতে সূরা নিসা এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা মায়িদা তিলাওয়াত করতেন। তিনি যে পরিমাণ সময় কিয়াম করতেন সে পরিমাণ সময় নিয়ে রুকু, কওমা, জলসা ও সিজদা আদায় করতেন। আবার কখনও তিনি একই রাক'আতে উল্লেখিত সূরা সমূহ পড়ে নিতেন।

হযরত উসমান (রাযিঃ) বিতরের এক রাক'আতে পূর্ণ কুরআন মাজীদ খতম করে ফেলতেন। তবে মুস্তাহাব হল এই যে, প্রতিদিন এই পরিমাণ কিরাআত পাঠ করবে যা সর্বদা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। এক মাসে এক খতম, দুই খতম বা তিন খতম করবে।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) সাত রাত্রে কুরআন খতম করতেন। প্রথম রাত্রে বড় তিন সূরা অর্থাৎ, সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান ও সূরা নিসা পাঠ করতেন। দ্বিতীয় রাত্রে ৫ সূরা এবং তৃতীয় রাত্রে ৭ সূরা পাঠ করতেন। তারপর পরবর্তী তিন রাত্রে যথাক্রমে ৯, ১১, ১৩ সূরা পাঠ করতেন। অতঃপর সর্বশেষ রাত্রে কুরআনের বাকী অংশটুকু পড়ে নিতেন। তাঁরা এভাবে খতম করাকে فمي بشوق বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কুরআন শরীফ তারতীলের সাথে পড়তেন।

নোট ঃ فا দ্বারা فاتحه, م দ্বারা مائده , ياء দ্বারা يونس , با দ্বারা بنى اسرائيل , ش দ্বারা شعراء, واو দ্বারা والصفات, ق দ্বারা الى اخره

শব্দার্থ ঃ احيانا- কখনো কখনো। آخرشب- শেষ রাত। هفت- সাত। توان كرد- করতে পারে। يازده- এগার। پانزده- পনেরো। ورم- ফোলা। منشق- ফাটা। فمي بشوق- এটি কয়েকটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দটির প্রথম অক্ষর ف দ্বারা ফাতিহা বুঝানো হয়েছে। م দ্বারা মায়িদা, ى দ্বারা ইউনুস, ب দ্বারা বনী ইসরাইল, ش দ্বারা শুয়ারা, و দ্বারা ওয়াসসাফফাত এবং ق দ্বারা সূরাহ ক্বাফ হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে।

ومستحب آنست کہ نمازِ صبح بجماعت خواندہ تا بلند شدنِ آفتاب در ذکر مشغول باشد آں زماں دوگانہ نفل گزارد ثوابِ یک حج ویک عمرۂ کامل در یابد، واگر چہار رکعت اول روز بخواند حق تعالی می فرماید کہ تا آخر روز اورا کفایت کنم وایں را نماز اشراق گویند۔

ইশরাকের নামায

প্রশ্ন ঃ ইশরাকের নামায, এর ফযীলত এবং ওয়াক্তের বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার পর সূর্য এক নেজা পরিমাণ (প্রায় ২৩ মিনিট সময়) উপরে উঠা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল থাকা মুস্তাহাব। অতঃপর দুই রাক'আত নামায আদায় করলে একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরু ভাগে চার রাক'আত নামায পড়বে আমি তার ঐ দিনের যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। এটাকে ইশরাকের নামায বলা হয়।

وچوں آفتاب گرم شود پیش از زوال نمازِ ضحٰی ہشت رکعت از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مروی گشتہ، وبعد زوال پیش از ظہر چہار رکعت نفل مروی گشتہ، وہرگاہ وضوے جدید کند تحیۃ الوضو دوگانہ سنت ست، وہرگاہ در مسجد در آید دو رکعت تَحِیَّۃُ المسجد سنت ست، وبعد عصر تا بمغرب در ذکر الٰہی مشغول ماندن سنت ست۔

চাশতের নামায

প্রশ্ন ঃ চাশত, তাহিয়্যাতুল উযূ ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ সূর্যের আলো প্রখর হওয়ার পর থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দুই রাক'আত, চার রাক'আত, ছয় রাক'আত ও আট রাক'আত চাশতের নামায পড়ার বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে চার রাক'আত নফল নামায আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। আর নতুন উজু করার পর দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল উজু পড়া এবং মসজিদে প্রবেশ করার পর ২ রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুন্নত। এমনিভাবে আসরের নামায আদায় করার পর সূর্য লাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকা সুন্নত।

শব্দার্থ ঃ تحية المسجد- অর্থাৎ, تحية رب المسجد মসজিদের মালিক আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

مسئلہ۔ جماعت در نفل مکروہ ست مگر در رمضان سنت ست کہ بست رکعت بدہ سلام بگزارد با جماعت، در ہر رکعت دہ آیت خواند تا در تمام رمضان ختم قرآن شود واز کسل قوم ازیں کم نہ کند، واگر قوم راغب باشد در تمام رمضان دو ختم یا سہ ختم یا چہار ختم کند، وبعد ہر چہار رکعت بمقدار آں چہار رکعت جلسہ کند وبذکر مشغول باشد، وایں را تراویح گویند، وبعد تراویح وتر بجماعت گزارد وسوائے رمضان وتر بجماعت مکروہ ست۔

তারাবীহ -এর নামায

প্রশ্ন ঃ নফল নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ নফল নামায জামা'আতে আদায় করা মাকরূহ। তবে রমজান মাসে সুন্নত হল ইশার নামাযের পর ১০ সালামে ২০ রাক'আত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা এবং প্রত্যেক রাক'আতে ১০ আয়াত তিলাওয়াত করা, যাতে পুরা রমজান মাসে একবার কুরআন মাজীদ খতম হয়ে যায়। লোকজনের অলসতার কারণে এর চেয়ে কম তিলাওয়াত করবে না। যদি লোকজনের আগ্রহ থাকে তাহলে পূরা রমজানে কুরআন মাজীদ দুই বা তিন অথবা চার বার খতম করা যেতে পারে। ২০ রাক'আতে প্রতি ৪ রাক'আতের পর চার রাক'আতের সমপরিমাণ সময় বসে যিক্‌রে ইলাহীতে

মশগুল থাকবে। এই নামাযকে তারাবীহের নামায বলে। তারাবীহ নামায আদায় করার পর বিতরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। রমজান ছাড়া অন্য মাসে বিতরের নামায জামা'আতে পড়া মাকরূহ।

শব্দার্থ ঃ بست -বিশ। کسل - অলসতা। راغب -উৎসাহী। تراویح- ترویحة এর বহুবচন। অর্থ বিশ্রাম করা। যেহেতু তারাবীহ এর নামাযে প্রতি চার রাক'আত পর চার রাক'আত পরিমান সময় বিশ্রাম করা সুন্নাত, একারণে একে 'তারাবীহ' -এর নামায বলা হয়। آفتاب-সূর্য। مروی-বর্ণিত।

نماز استخاره

اگر کارے در پیش آید سنت ست کہ استخارہ کند و دوگانہ نفل گزارد و بعد دوگانہ حمد خدا و درود بر پیغمبر علیہ السلام واین دعا بخواند۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَقَدِّرْهُ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ شَرٌّ لِیْ فِیْ دِیْنِیْ اَوْ دُنْیَایَ اَوْ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ

ইস্তিখারার নামায

প্রশ্ন ঃ ইস্তিখারা করা কি? এবং এর নিয়ম কি?

উত্তর ঃ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ উপস্থিত হলে ইস্তিখারা করা সুন্নত। এর নিয়ম হল এই যে-

উজু করে দু'রাক'আত নফল নামায পড়ার পর আল্লাহর প্রশংসা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর এই দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ اِلٰى الخ

দু'আ পড়তে পড়তে যখন هذا الامر শব্দ বলবে, তখন সেই কাজের ধ্যান করবে, যার জন্য ইস্তিখারা করা হয়। এরপর পাক-পবিত্র বিছানায় কিবলামুখী হয়ে উজু সহকারে ঘুমাবে। জাগ্রত হওয়ার পর যে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে অনুভব হবে, মনে করতে হবে, তাই মঙ্গলজনক। এভাবে আমল করাকে ইস্তিখারা বলে।

শব্দার্থ ঃ در پیش - সম্মুখীন। استخاره- কল্যাণ কামনা করা।

نمازِ توبہ

اگر معصیتے سر زند باید کہ زود وضو کند ودوگانہ نماز گزارد واستغفار کند وازاں معصیت توبہ کند وبر گذاشتہ ندامت کند وآئندہ عزم بکند کہ باز مرتکب آں نہ شوم۔

তওবার নামায

প্রশ্ন ঃ তওবার নামায কাকে বলে?

উত্তর ঃ কারো কোন গুনাহ হয়ে গেলে তার কর্তব্য হল, সাথে সাথে উজু করে দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করে নেয়া। অতঃপর আল্লাহর দরবারে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করা, তওবা করা ও গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হওয়া। তাছাড়া এমর্মে দৃঢ় সংকল্প করা, যে ভবিষ্যতে আর কোন দিন এ গুনাহ করবো না। এরকম আমল করাকে তওবার নামায বলে।

শব্দার্থ ঃ معصیتے- কোন গুনাহ। سرزند- করে ফেলে। ندامت- অনুতাপ। عزم- সংকল্প।

نمازِ حاجت

اگر اورا حاجتے پیش آید وضو کند ودوگانہ نماز گزارد وحمد وصلوۃ گفتہ ایں دعا بخواند، لَا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ۔ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَادَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ هِیَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

হাজতের নামায

প্রশ্ন ঃ হাজতের নামাযের নিয়ম কি?

উত্তর ঃ কারো কোন সমস্যা বা প্রয়োজন দেখা দিলে উজু করে দু'রাক'আত নামায পড়ে নিবে এবং আল্লাহর প্রশংসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করে এ দু'আটি পড়বে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ الخ

نمازِ تسبیح

صلوۃ التسبیح برائے مغفرتِ جمیع ذنوب صغیرہ کبیرہ، خطا وعمداً، سرّاً وعلانیۃً در حدیث آمدہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عمِ خود عباس را رضی اللہ عنہ آموختہ بود چہار رکعت، در ہر رکعت بعد قرئت پانزدہ بار سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خواند، ودر رکوع دہ بار ودر قومہ دہ بار ودر سجدہ دہ بار ودر جلسہ دہ بار ودر سجدۂ دوم دہ بار وبعد سجدۂ دوم نشستہ دہ بار پس در ہر رکعت ہفتاد وپنج بار ودر چہار رکعت سہ صد بار بخواند، اگر مقدور داشتہ باشد ایں نماز ہر روز خواندہ باشد وگرنہ در ہفتہ یک بار والا در ماہے یک بار والا در سالے یک بار والا در تمام عمر یک بار وبہترین آنست در چہار رکعت از مُسَبِّحَات چہار سورہ خواند ومُسَبِّحَات ہفت سورہ است، سورۂ بنی اسرائیل وحدید وحشر وصف وجمعہ وتغابن واعلیٰ۔

সালাতুত্ তাসবীহ

প্রশ্ন ঃ صَلٰوةُ التَّسْبِيْحِ **সম্পর্কে আলোচনা কর?**

উত্তর ঃ ছোট বড় যাবতীয় গুনাহের মাগফিরাতের জন্য সালাতুত তাসবীহ পড়তে হয় চাই সে গুনাহ ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে, গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে। হাদীস শরীফে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ) কে চার রাক'আত নামায শিখিয়েছিলেন। উক্ত নামায পড়ার নিয়ম হল যে, এই নামায চার রাক'আত পড়তে হয় এবং

প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আতের পর রুকূতে যাওয়ার আগে নিম্নের দু'আ ১৫ বার পড়তে হয়। দু'আটি হল- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ এবং রুকুতে ১০ বার, রুকু হতে দাঁড়িয়ে ১০ বার,প্রথম সিজদায় ১০ বার, জলসায় ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদায় ১০ বার পড়া। সিজদা থেকে উঠে ১০ বার। এভাবে প্রত্যেক রাক'আতে ৭৫ বার এবং পূর্ণ চার রাক'আতে সর্বমোট ৩০০ বার এই তাসবীহ পড়া হবে। সম্ভব হলে দৈনিক একবার, না হয় সপ্তাহে একবার, না হয় মাসে একবার, না হয় বছরে একবার, না হয় জীবনে একবার হলেও এ নামায পড়ে নিবে। চার রাক'আত নামাযে মুসাব্বাহাত সূরা সমূহ থেকে যে কোন চারটি সুরা পড়বে।

মুসাব্বাহাত সূরা হল মোট সাতটি। যথাঃ সূরা হাশর, সূরা হাদীদ, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা তাগাবুন, সূরা জুম'আ, সূরা ছফ্ ও সূরা আ'লা।

শব্দার্থ ঃ صلوة التسبيح- এমন নামায যার মধ্যে প্রতি রাক'আতে সুনির্দিষ্ট তাসবীহ ৭৫ বার পড়া হয়। ذنوب - ذنب-এর বহুবচন, অর্থ গুনাহ। سر- গোপনে। علانية- প্রকাশ্যে। آموخته- শিখিয়েছিলেন। مسبحات- এমন সূরাগুলো যেগুলোর শুরুতে 'তাসবীহ' এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন سبحان_ يسبح_ سبحইত্যাদি।

نماز کسوف

چوں آفتاب کسوف کند سنت ست کہ امامِ جمعہ دو رکعت نماز گزارد و در ہر رکعت یک رکوع کند مثل دیگر نماز ہا، وقرأت بسیار دراز خواند وآہستہ، ونزد صاحبین جہر قرأت کند، وبعد نماز بذکر مشغول باشد تا کہ آفتاب روشن شود، واگر جماعت نباشد تنہا خواند ودوگانہ یا چارگانہ ہمچنیں در خسوف ماہ وظلمت وشدت باد وزلزلہ، ومانند آں۔

সূর্য গ্রহণের নামায

প্রশ্ন ঃ সূর্য গ্রহণের সময় কি কি কাজ করা সুন্নত?

উত্তর ঃ সূর্য গ্রহণের সময় সুন্নত হল, যখন সূর্য গ্রহণ শুরু হবে তখন, জুম'আর ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে দুই রাক'আত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাক'আতে অন্যান্য নামাযের মতই এক রুকু করবে। কিরাআত লম্বা

করবে এবং তা চুপে চুপে পড়বে।

সাহেবাইনের মতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়বে। নামাযের পর সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে। যদি জামা'আত না হয় তাহলে দু'রাক'আত অথবা চার রাক'আত নামায একাকী পড়বে। অনুরূপভাবে চন্দ্রগ্রহণ, ঘোর অন্ধকার, কালো মেঘ, ভূমিকম্প প্রভৃতি মুসিবত দেখা দিলেও নামায পড়া সুন্নত।

শব্দার্থ ঃ کسوف- সূর্যগ্রহন । خسوف চন্দ্রগ্রহণ। باد- ঝড়। زلزله- ভূমিকম্প। جهر- উচ্চস্বরে।

طلب باراں

برائے استسقاء گاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط دعا فرمودہ وگاہے در خطبہ جمعہ دعا کردہ، وعمر رضی اللہ تعالی عنہ برائے استسقاء برآمد واستغفار نمود وبس، ولہذا نزد امام اعظم در استسقاء نمازِ سنتِ مؤکدہ نیست، بلکہ گفتہ کہ استسقاء دعا واستغفارست، واگر نماز گزارند تنہا تنہا جائزست، لیکن از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروایۂ صحیح در استسقاء نماز بجماعت ثابت شدہ لہذا ابو یوسفؒ ومحمدؒ واکثر علماء گفتہ اند کہ امام ہمراہ جماعت مسلمین بمصلی برآید وکفار ہمراہ نباشند، وامام با جماعت دوگانہ نماز گزارد، وقرأت بجہر خواند وبعد نماز مثل عید دو خطبہ خواند واستغفار کند ودعاء استسقاء بادعیۂ ماثورۃ بخواند۔ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَّرِيْئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ رَائِثٍ مُمْرِعَ النَّبَاتِ اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَاَنْزِلْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِيْ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ وَنَحْوَ ذَالِكَ وامام چادر خود گرداند نہ قوم۔

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

প্রশ্ন ঃ বৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল করেছেন?

উত্তর ঃ বৃষ্টির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও শুধু দু'আ আবার কখনও শুধু জুম'আর খুৎবায় দু'আ করেছেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য মসজিদের বাইরে গমন করেছেন। (নামায পড়েন নি।) এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে বৃষ্টির জন্য নামায পড়া সুন্নতে মু'আক্কাদা নয়। তিনি বলেন, استسقاء মানে হল বৃষ্টির জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করা। এর জন্য নামায পড়তে হবে না। তবে নামায পড়তে চাইলে একা পড়তে হবে। কিন্তু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম استسقاء বা বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেছেন। তাই সাহেবাইন ও অধিকাংশ আলিমের মতে বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে ঈদগাহে গমন করবে কোন কাফির তথা অমুসলিমকে সাথে নিবে না এবং দুই রাক'আত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। কিরাআত উচ্চস্বরে পড়বে এবং নামায আদায় করার পর ঈদের ন্যায় দু'ই খুৎবা ও ইস্তিগফার পড়বে। অতঃপর বৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে যা হাদীসে বর্ণিত আছে।

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَّرِيْئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ رَائِثٍ مُمْرِعَ النَّبَاتِ اَللّٰهُمَ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَاَنْزِلْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ وَنَحْوَ ذَالِكَ

কেবল ইমাম তাঁর নিজ চাদর উল্টে দিবেন অন্যরা উল্টাবে না।

مسئلہ۔ نفل بہ شروع واجب شود اگر فاسد کند دوگانہ قضا کند ونزد امام ابی یوسفؒ اگر نیت چہار گانہ کردہ بود وپیش از قعدۂ اولیٰ فاسد کردہ چہار رکعت قضاء کند وہمیں خلاف ست در آنکہ چہار رکعت نفل گزارد ودر ہر چہار رکعت قراءت ترک کند یا در یک رکعت از شفعۂ ثانیہ قرأت کند وبس واگر قرأت کرد در دو رکعت اُولیین فقط یا در دو رکعت اُخریین فقط یا ترک کرد قرأت در یک رکعت از اولیین یا در یک رکعت از اُخریین دریں چہار صورت باتفاق دوگانہ قضاء کند۔ واگر قرأت کرد در یک رکعت از اُولیین نہ غیر آں یا در یکے از اُولیین ویکے از اُخریین دریں دو صورت نزد محمدؒ دوگانہ قضاء کند ونزد شیخین چہار گانہ واز ترک کردن قعدۂ اولیٰ نزد محمدؒ نماز باطل شود ونزد شیخینؒ باطل نہ شود بلکہ سجدہ سہو لازم آید اگر سہواً ترک کردہ۔

প্রশ্ন ঃ নফল নামায শুরু করলে তা শেষ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ নফল নামায শুরু করার পর তা আর নফল থাকে না। তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতঃপর যদি কোন কারণে শুরু করার পর নামায ছেড়ে দেয় তাহলে তরফাইনের মতে দু'রাক'আত কাযা করতে হবে, যদিও সে চার রাক'আতের নিয়ত করে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে যদি চার রাক'আতের নিয়ত করে প্রথম বৈঠকের পূর্বে তা ভঙ্গ করে দেয় তাহলে চার রাক'আতই কাযা করবে। এই ইখতিলাফ নিম্নলিখিত সূরতগুলোতেও বিদ্যমান।

(ক–১)কেউ চার রাক'আত নফল নামায শুরু করে কোন রাক'আতেই কিরাআত পড়ল না।

(ক-২) অথবা শুধু শেষের দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত পড়ল। তাহলে চার রাক'আত কাযা করতে হবে।

(খ-১) কেউ চার রাক'আতের নিয়ত করে শুধু প্রথম দুই রাক'আতে কিরাআত পড়ল।

(খ-২) অথবা শেষ দুই রাক'আতে কিরাআত পড়ল।

(খ-৩) অথবা প্রথম দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত ভঙ্গ করল।

(খ-৪) অথবা শেষ দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত ভঙ্গ করল। তাহলে এই চার সুরতে দুই রাক'আত কাযা করবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

(গ-১) আর যদি চার রাক'আতের নিয়ত করে প্রথম দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত পড়ে এবং অন্য কোন রাক'আতে কিরাআত না পড়ে।

(গ-২) অথবা প্রথম দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরা'আত পড়ে এবং শেষ দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত পড়ে, তাহলে এই সুরতে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে শুধু দুই রাক'আতের কাযা করবে। কিন্তু শায়খাইনের মতে চার রাক'আত কাযা করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু শায়খাইনের মতে বাতিল হয় না। বরং ভূলক্রমে প্রথম বৈঠক ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়।

শব্দার্থ ঃ استسقاء- বৃষ্টি চাওয়া। گرداند - উল্টাবে।

مسئلہ۔ اگر نذر کرد کہ فردا نماز نفل گذارم یا روزہ دارم پس حائضہ شد قضا لازم آید۔

প্রশ্ন ঃ যদি কোন মহিলা মান্নত করে যে আগামী কাল আমি নফল নামায পড়ব, অথবা নফল রোযা রাখব, আর যদি ঐ দিন সে হায়েযা তথা ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে এই নামায ও রোযা কি কাযা করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি কোন মহিলা মান্নত করে যে আগামী কাল আমি নফল নামায পড়ব অথবা নফল রোযা রাখব, আর ঐ দিন সে হায়েযা তথা ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে এ নামায ও রোযা কাযা করা তার উপর ওয়াজিব।

مسئلہ۔ نفل نشستہ بے عذر باوجودِ قدرت بر قیام جائز ست، لیکن نشستہ بے عذر خواندن ثواب یک درجہ دارد، واستادہ خواندن دو درجہ، واگر استادہ شروع کرد و نشستہ تمام کرد ہم جائز است، لیکن باکراہت مگر بہ عذر ماندگی وہم جائز ست بہ سبب ماندگی تکیہ بر دیوار کردن در نفل۔

প্রশ্ন ঃ দাড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম ব্যক্তি যদি বিনা ওযরে বসে নফল নামায পড়ে তাহলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ দাড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি বিনা ওযরে বসে নফল নামায পড়ে তাহলে তা জায়েয আছে। তবে বিনা ওযরে বসে নফল নামায পড়লে একগুন সওয়াব, আর দাড়িয়ে পড়লে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। যদি কেউ দাড়িয়ে নামায শুরু করে অতঃপর বসে বসে বাকি নামায পূর্ণ করে তাহলে তা মাকরূহের সাথে আদায় হয়ে যাবে। তবে কোন ওযরে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না। দূর্বলতার কারণে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়েও নফল নামায পড়া জায়েয আছে।

مسئلہ۔ نفل گزاردن بر اسپ یا شتر یا مانند آں خارج مصر جائز ست باشارہ رکوع وسجود کند بہر سو کہ رو کند مرکوب او۔

প্রশ্ন ঃ শহরের বাইরে ঘোড়া, উট এধরনের যানবাহনে আরোহন করা অবস্থায় নামায পড়লে কিবলামুখী হওয়া শর্ত কি না?

উত্তর ঃ শহরের বাইরে ঘোড়া, উট বা এধরনের যানবাহনে আরোহন করা অবস্থায় নামায পড়লে যানবাহন যে দিকে যায় সেদিকে মুখ করে ইশারা করে রুকু সিজদা আদায় করে নফল নামায পড়া জায়েয আছে।

مسئلہ۔ اگر شروع کرد بر اسپ پس بر زمین آمد ہماں نماز بارکوع وسجود تمام کند ونزد ابی یوسفؒ نماز از سر گیرد، واگر بر زمین نماز شروع کرد پستر سوار شد نمازش باتفاق باطل شد بنا نہ کند۔

ঘোড়ার উপর নফল নামায শুরু করার পর অবতরণ করলে বাকী নামায রুকু সিজদা করে পূর্ণ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে

পুনরায় নামায প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। আর যদি মাটিতে নামায শুরু করার পর যানবাহনে আরোহন করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে, বেনা করা যাবে না।

শব্দার্থ ঃ فردا- আগামী কাল। گزارم - আদায় করব। ماندگي- ক্লান্তি। اسپ- ঘোড়া। شتر- উট। مركوب- যানবাহন। شفعه-বৈঠক। مصر-শহর।

فصل ـ سجودِ تلاوت واجب شود بر کسے کہ آیت سجدہ بخواند یا بشنود اگر چہ قصد شنیدن نہ کردہ باشد۔

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ সিজদায়ে তিলাওয়াতের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ সিজদায়ে তিলাওয়াতের হুকুম কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা শ্রবন করে যদিও সে শ্রবন করার ইচ্ছা না করে তাহলেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

مسئلہ ـ از خواندنِ امام اگر چہ آہستہ خواند بر مقتدی سجدہ واجب شود واز خواندن مقتدی بر کسے واجب نہ شود مگر بر کسے کہ خارج نماز باشد واز و بشنود و ہمچنیں کسے کہ در رکوع یا سجود یا قومہ یا جلسہ آیۃ سجدہ خواندہ باشد۔

প্রশ্ন ঃ ইমাম সাহেব চুপে চুপে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে তা মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ইমাম সাহেব চুপে চুপে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেও মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মুক্তাদী সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে অন্য কারো উপর ওয়াজিব হয় না। তবে যদি নামাযের বাইরে থাকে এবং মুক্তাদীর থেকে সিজদার আয়াতের তিলাওয়াত শুনতে পায় তাহলে তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে।

এমনিভাবে কেউ রুকু, সিজদা, কওমা ও জলসায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে তার জন্য একই হুকুম।

বিঃ দ্রঃ কেউ যদি নামাযের বাইরে থেকে সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং কোন নামাযরত ব্যক্তি তা শুনে ফেলে তাহলে সে নামায শেষ করে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করবে। যদি সে নামাযেই সিজদা আদায় করে তাহলে তা সহীহ্ হবে না। অবশ্য তাতে নামাযও বাতিল হবে না।

مسئلہ۔ اگرامام آیۂ سجدہ خواند و کسے خارج نماز آں را بشنید پستر با آں امام اقتدا کرد اگر پیش از سجدہ کردن امام اقتدا کرد ہمراہِ امام سجدہ کند واگر بعد سجدہ کردنِ امام در ہماں رکعت داخل شد اصلا سجدہ نکند، واگر در رکعت دیگر داخل شد بعد نماز سجدہ کند مانند کسے کہ اقتدا نہ کردہ۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি নামাযের বাইরে থেকে ইমাম সাহেবের তিলাওয়াতকৃত সিজদার আয়াত শ্রবন করার পর উক্ত ইমামের ইকতিদা করে তাহলে তাকে ইমামের সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতে হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি নামাযের বাইরে থেকে ইমাম সাহেবের তিলাওয়াতকৃত সিজদার আয়াত শ্রবন করার পর উক্ত ইমামের ইকতিদা করে তাহলে সে ইমাম সাহেবের সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করবে, যদি সে সিজদা আদায়ের পূর্বে ইকতিদা করে থাকে। আর যদি ইমাম সাহেবের সিজদা আদায় করার পর ঐ রাক'আতেই এসে শামিল হয়, তাহলে আদৌ তাকে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতে হবে না। আর যদি সে দ্বিতীয় রাক'আতে শরীক হয় তাহলে নামাযের পর সিজদা আদায় করে নিবে, ঐ ব্যক্তির মত যে ইমামের সাথে ইকতিদা করে না।

مسئلہ۔ سجدۂ تلاوت کہ در نماز واجب شدہ بعد نماز قضا نہ شود۔

বিঃ দ্রঃ (১) নামাযের ভিতর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হলে নামাযের বাইরে তা কাযা করতে হয় না।

مسئلہ۔ اگر کسے آیۂ سجدہ خارج نماز خواند وسجدہ نہ کرد پس در نماز شروع کرد و باز ہماں آیۂ خواند یک سجدہ کفایت کند واگر سجدہ کرد پس در نماز شروع کرد و باز ہماں آیت خواند باز سجدہ کند۔

(২) কেউ যদি সিজদার আয়াত নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করার পর উক্ত সিজদা আদায় না করেই নামায শুরু করে দেয় এবং উক্ত নামাযে পূর্বোক্ত

সিজদার আয়াত খানাই পূনরায় তিলাওয়াত করে তাহলে এক সিজদা করতে হবে। আর যদি সিজদা করার পর নামায শুরু করে এবং উক্ত নামাযে পূর্বের আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে আবার সিজদা করতে হবে।

مسئلہ۔اگر شخصے در مجلسے یک آیۂ سجدہ بار ہا خواند یک سجدہ کفایت کند، و اگر آیۂ دیگر خواند یا مجلسے دیگر شد سجدۂ دیگر کند و اگر مجلسِ تلاوت کنندہ متحد ست و مجلسِ سامع غیر متحد، بر تلاوت کنندہ یک سجدہ واجب شود، و بر سامع دو سجدہ، و بہ عکس آں اگر مجلسِ سامع متحد باشد نہ مجلس تلاوت کنندہ۔

(৩) একই বৈঠকে একই আয়াত বারবার তিলাওয়াত করলে একটি সিজদাই যথেষ্ট হবে। যদি ভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা পূর্বের বসার স্থান পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে আর একটি সিজদা করতে হবে। যদি তিলাওয়াতকারীর বৈঠক এক হয় এবং শ্রবনকারীর বৈঠক কয়েকটি, তাহলে তিলাওয়াতকারীর উপর একটি এবং শ্রবনকারীর উপর কয়েকটি (স্থান পরিবর্তন অনুপাতে) সিজদা ওয়াজিব হবে।

আর যদি শ্রবনকারীর বৈঠক এক হয় এবং তিলাওয়াতকারীর বৈঠক কয়েকটি হয় তাহলে শ্রবনকারীর উপর একটি আর তিলাওয়াতকারীর উপর কয়েকটি (অর্থাৎ, যে কয়টি স্থান পরিবর্তন করবে সে কয়টি) সিজদা ওয়াজিব হবে।

مسئلہ۔کیفیت سجدہ آنست کہ با شرائطِ نماز تکبیر گویاں بہ سجدہ رود و تسبیحات گوید و تکبیر گویاں از سجود سر بردارد و تحریمہ و تشہد و سلام در سجدۂ تلاوت نیست۔

প্রশ্ন ঃ সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার নিয়ম হল- নামাযের যাবতীয় শর্তাবলীসহ তাকবীর বলে সিজদায় যাবে এবং তাসবীহ পাঠ করবে ও পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে মাথা উঠাবে। পার্থক্য এতটুকু যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতে তাকবীরে তাহরীমা, তাশাহ্হুদ, সালাম ইত্যাদি নেই।

مسئلہ۔مکروہ است کہ تمام سورہ خواند و آیت سجدہ نخواند و بعکس مکروہ نیست و یک دو آیۂ با آیۂ سجدہ ضم کردہ خواند بہتر ست و بہتر آنست کہ آیۂ سجدہ آہستہ خواند تا بر سامعان سجدہ واجب نشود۔

প্রশ্ন ঃ শুধু সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে বাকী সম্পূর্ণ সুরা পড়া কিরূপ?

উত্তর ঃ শুধু সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে বাকী সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করা মাকরূহ। কিন্তু এর উল্টো করা (অর্থাৎ, শুধু সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করা বাকী অংশ না করা) মাকরূহ নয়। অবশ্য সিজদার আয়াতের সাথে দু-এক আয়াত মিলিয়ে পড়া উত্তম।

অন্যের উপর যাতে সিজদা ওয়াজিব না হয় সে উদ্দেশ্যে সিজদার আয়াত চুপে চুপে আওয়াজ না করে পড়া উত্তম।

শব্দার্থ ঃ همراه- সাথে। متحد- এক। گویاں - বলতে বলতে। ضم- মিলানো। عکس- বিপরীত। سامعان-سامع- এর বহুবচন। অর্থ শ্রবণকারী। کیفیت- অবস্থা। ضم کرده-মিলিয়ে।

کتاب الجنائز

موت را ہمیشہ یاد داشتن ووصیت نامہ بما وجب بہ الوصیۃ ہمراہ داشتن مستحب ست، وور وقتِ غلبۂ ظنِ بموت واجب ست، در حدیث ست کہ ہر کہ ہر روز بست مرتبہ موت را یاد کند درجۂ شہادت یابد۔

مسئلہ۔ چوں مسلمان مشرف بمرگ شود تلقینِ شہادتین کردہ شود سورۂ یٰس بر سرش خواندہ شود وچوں بمیرد دہن وچشم او پوشیدہ شود ودر دفن او شتابی کردہ شود۔

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জানাযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুকে স্মরণ রাখার ফযীলত ও মৃত্যুর সময় ওসিয়ত ও তৎকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখা এবং যে সকল বিষয়ে ওসিয়ত করা ওয়াজিব সেগুলো লিখে ওসিয়তনামা সঙ্গে রাখা মুস্তাহাব। কিন্তু মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল হলে তখন ওসিয়তনামা সঙ্গে রাখা ওয়াজিব। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন মৃত্যুকে ২০ বার স্মরণ করবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তার নিকট বসে কালিমায়ে তাইয়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাতের তালকীন করবে। তার মাথার কাছে বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে। অতঃপর মৃত্যু হয়ে গেলে তার মুখ ও চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে।

مسئلہ۔ چوں غسل دادہ شود تختہ را بعود سوز سہ بار بخمیر کند، و مردہ را برہنہ کردہ عورتِ او پوشیدہ بروئے بیارد، و نجاستِ حقیقی پاک کردہ بے آنکہ آب در دہن و بینی او کردہ شود وضو کنانیدہ بآبے کہ اندکے در آں برگِ کنار یا مانند آں جوش دادہ باشد غسل دادہ شود، و موئے ریش و موئے سر او را بگلِ خیر و مانند آں بشوید اول بر پہلوے چپ غلطانیدہ پستر بر پہلوے راست غلطانیدہ بشوید تا کہ آب رواں شود و تکیہ دادہ شکم او را آہستہ بمالد اگر چیزے برآید پاک کند و اعادہ غسل ضرور نیست، پستر از پارچہ خشک کردہ خوشبو بر سر و ریش و کافور بر اعضاء سجدۂ او بمالد و کفن پوشاند۔

প্রশ্ন ঃ মাইয়্যেতকে গোসল দেয়ার সুন্নত তরীকা কি?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার আগে প্রথমে আগরবাতি দ্বারা খাটিয়ায় তিন বার ধোঁয়া দিবে। অতঃপর মৃতের উপর আলাদা কোন কাপড় রেখে তার পরিহিত সমস্ত কাপড় খুলে ফেলতে হবে। অতঃপর লাশটিকে খাটিয়ায় রাখবে এরপর তাকে নাজাসাতে হাকীকী থেকে পাক করবে ও নাকে মুখে পানি দেয়া ব্যতীত ওজু করাবে। অতঃপর বরই গাছের পাতা বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে গরম করা পানি দ্বারা তার সমস্ত শরীর ভাল ভাবে ধৌত করবে এরপর দাড়ি ও মাথাকে خطمی (অর্থাৎ, সুগন্ধি মাটি) বা এজাতীয় কিছু দ্বারা ধৌত করে দিবে। অতঃপর প্রথমে মুর্দাকে বাম কাতে শায়িত করে ডান দিকে তারপর ডান কাতে শায়িত করে বাম দিক ধৌত করবে, যাতে সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছায়। তারপর মুরদাকে কোন কিছুর উপর হেলান দিয়ে বসিয়ে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিবে। যদি পেট থেকে কোন কিছু বের হয় তবে তা পরিষ্কার করে দিবে। তবে পুনরায় গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারপর শুষ্ক কাপড় দিয়ে শরীর মুছে মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধি আতর ও সিজদার অঙ্গ সমূহের উপর কর্পূর লাগিয়ে দিবে। তারপর কাফন পরিধান করাবে।

শব্দার্থ ঃ ما وجب به الوصيّة এরূপ বিষয় যা সম্পর্কে অসিয়ত করা জরুরী। যেমন, ঋণ। غلبۂ ظن موت- মৃত্যুর প্রবল ধারণা। مشرف- নিকটবর্তী। تلقین- মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট তাকে শুনিয়ে কালিমায়ে শাহাদত বলা, যেন তার কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। شتابی- দ্রুত। عود- বিশেষ ধরণের কাঠ যা জ্বালালে সুগন্ধি বের হয়, আগরবাতি। اندکے- অল্প। برگِ کنار "বরই" এর পাতা। گل خیر- খিতমী তথা সুগন্ধি মাটি। غلطانیدہ- শুইয়ে।

مرد راسہ پارچہ مسنون ست ۔ بقول ابی حنیفہؒ یکے کفنے تا نصف ساق، دو چادر از سر تا قدم و در حدیث صحیح آمدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم را در سہ چادر کفن دادہ شد قمیص دراں نبود، و دستار بستن بدعت ست و اگر سہ پارچہ میسر نشود دو پارچہ کفن کفایت ست، و حمزہ رضی اللہ عنہ در یک چادر دفن کردہ شد، کہ اگر سر می پوشید پا برہنہ می شد و اگر پا می پوشید از جانب سر کوتاہی می کرد، آخر بحکم آں سرور علیہ السلام بجانب سر کشیدند و بر پا گیاہ انداختند ۔ و زن را دو پارچہ زیادہ دادہ شود، یکے دامنے کہ موئے سر بداں پیچیدہ بر سینہ بنہند و یکے سینہ بند از بغل تا زانو و اگر میسر نشود سہ پارچہ کفن کفایت ست و عند الضرورت ہر چہ بہم رسد ۔

কাফনের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ পুরুষ ও মহিলার কাফনের কাপড় কয়টি হবে?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে মৃত পুরুষ ব্যক্তিকে তিনটি কাপড় পরানো সুন্নত।

(১) কাফনী জামা। গলা থেকে পায়ের নলা অর্থাৎ, অর্ধ পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে।

(২) ছোট চাদর যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত হবে।

(৩) বড় চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তবে এক হাত বড় হবে।

সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে কোর্তা ছিলনা। মৃত ব্যক্তিকে পাগড়ি পরানো বিদ্আত। যদি অন্য কাপড় না পাওয়া যায় তাহলে দু'খানা কাপড়ই যথেষ্ট। হযরত হামযা (রাযিঃ) কে শুধুমাত্র একখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছে। আর তা এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা খুলে যেত, আর পা ঢাকলে মাথার দিকে কাপড় কম হয়ে যেত। অবশেষে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মাথার দিকে কাপড় টেনে দিয়ে পায়ের উপর ঘাস ছড়িয়ে দেন। মহিলাদেরকে আরো অতিরিক্ত দুইখানা কাপড় দিতে হবে।

(১) দামানী (ঘোমটা) যা দ্বারা মাথার চুল পেচিয়ে বুকের উপর রেখে দেয়া হয়।

(২) সিনাবন্দ যা বগল থেকে হাটু পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। যদি পাঁচখানা কাপড় না পাওয়া যায়, তাহলে যা পাওয়া যায় তা দিয়েই কাফন দিবে।

مسئلہ ۔ مردہ مسلمان را غسل وکفن دادن ونماز جنازہ خواندن ودفن کردن فرض کفایت ست وبدون غسل وکفن نماز جنازہ صحیح نیست ۔

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের হুকুম কি?

উত্তর ঃ মুসলমান মুর্দাকে গোসল দেয়া ও কাফন পরিধান করানো এবং তার উপর জানাযার নামায পড়া ও দাফন করা ফরযে কিফায়া। গোসল এবং কাফন পরানো ব্যতীত জানাযার নামায পড়া জায়েয নেই।

مسئلہ ۔ برائے امامت نماز جنازہ پادشاہ اولی است، پستر قاضی پستر امام محلّہ پستر ولی میت اقرب پس اقرب، لیکن پدر میت برائے امامت از پسرش اولی است ۔

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামায পড়ানোর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত কে?

উত্তর ঃ জানাযার নামায পড়ানোর জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। অতঃপর বিচারপতি, অতঃপর মহল্লার ইমাম। অতঃপর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন পর্যায়ক্রমে ইমামতির অধিকারী। কিন্তু ইমামতির জন্য মৃত ব্যক্তির পিতা তার পুত্র অপেক্ষা বেশী হকদার।

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ জানাযার নামাযের শর্ত তিনটি। যথাঃ

(১) মাইয়্যিত উপস্থিত থাকা।

(২) জানাযা মাটির উপর থাকা।

(৩) জানাযা নামাযীর সামনে থাকা।

প্রশ্ন ঃ জানাযার রুকন (ফরয) কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ জানাযার রুকন হল ২টি। যথা ঃ

(১) দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

(২) চার তাকবীর বলা।

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের সুন্নত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ জানাযার নামাযের সুন্নত তিনটি। যথা ঃ

(১) ছানা পড়া। (২) দুরূদ পড়া। (৩) দু'আ পড়া।

শব্দার্থঃ قمیص- জামা। دستار- পাগড়ী। بستن- বাঁধা। برهنه- খোলা-বিবস্ত্র। کوتاهي - ত্রুটি। دامنی- উড়না। گیاه- ঘাস।

مسئلہ ۔ نماز جنازہ چہار تکبیر ست بعد تکبیر اولی سبحانك اللهم تا آخر خواند، نزد امام اعظم سورۂ فاتحہ خواندن در نماز جنازہ مشروع نیست واکثر علماء بر آنند کہ فاتحہ ہم

بخواند، وبعد تکبیر دوم درود بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواند وبعد سوم برائے میت وجمیع مسلمانان دعا خواند اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔ وبر جنازۂ طفل بخواند اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا وبعد تکبیر چہارم سلام گوید۔

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের তাকবীর কয়টি এবং এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ জানাযার নামাযের তাকবীর হল ৪টি এবং এগুলো ফরয।

প্রথম তাকবীর বলার পর সুবহানাকাল্লাহুম্মা শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে জানাযায় সুরা ফাতিহা পড়া জায়েয নেই। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ বলেন এটা জায়িয আছে।

আর ২য় তাকবীরের পর দূরূদ শরীফ ও তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়্যিত ও সমগ্র মুসলমানের জন্য নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের জানাযায় নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔

আর অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে হলে নিম্নের দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً۔

চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে।

مسئلہ۔ ہر کہ بعد تکبیر امام حاضر شود ہر گاہ امام تکبیر دیگر گوید ہمراہ او تکبیر گفتہ داخل نماز شود وبعد سلام امام تکبیرات اول کہ فوت شدہ قضا کند ونزد ابی یوسفؒ انتظار تکبیر دیگر امام ضرور نیست مانند کسے کہ وقت تحریمہ امام حاضر باشد وہمراہ امام تکبیر تحریمہ نگفت ونماز جنازہ سوار براسپاں جائز نیست۔

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযে কোন ব্যক্তি যদি ইমামের প্রথম তাকবীরের পর হাজির হয় তাহলে সে কখন জানাযায় দাখিল হবে?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমামের প্রথম তাকবীরের পর জানাযার নামাযে হাজির হয় তাহলে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর বলার সময় তিনিও তাকবীর বলে নামাযে শামিল হবেন। আর তরফাইনের (আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ) -এর) মতে ইমামের সালাম ফিরাবার পর প্রথম তাকবীরের যতটুকু ছুটে গিয়েছিল তা কাযা করে নিবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর বলার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উপস্থিত ছিল, কিন্তু ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারেনি, তার জন্যও ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। ঘোড়া বা যানবাহনে আরোহন অবস্থায় জানাযা নামায আদায় করা জায়েয নেই।

مسئلہ۔ نماز جنازہ در مسجد مکروہ ست۔

বিঃ দ্রঃ জানাযার নামায মসজিদে পড়া মাকরূহ।

مسئلہ۔ نماز بر مردۂ غائب و بر عضو کمتر از نصف روا نیست۔

প্রশ্ন ঃ গায়েবানা জানাযা পড়া এবং লাশের শরীর যদি অর্ধেক অপেক্ষা কম থাকে তাহলে জানাযা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ অনুপস্থিত মৃতের গায়েবানা জানাযা এবং যে লাশের শরীর অর্ধেক অপেক্ষা কম থাকে তার উপর জানাযা পড়া জায়েয নেই।

مسئلہ۔ طفل بعد ولادت اگر آواز کرد بر اں نماز کردہ شود والا نہ۔

প্রশ্ন ঃ কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ কোন শিশু ভুমিষ্ট হওয়ার পর যদি কোন প্রকার শব্দ করে মারা যায় তাহলে তার উপর জানাযার নামায পড়তে হবে, অন্যথায় পড়বে না।

مسئلہ۔ طفلے کہ از دار الحرب بدون مادر و پدر بندی کردہ شد و یا یکے از پدر و مادرش مسلمان شد یا خود عاقل بود و مسلمان شد دریں ہر سہ صورت اگر آں طفل بمیرد نماز بروے کردہ شود۔

বিঃ দ্রঃ (১) যে অবুঝ শিশুকে দারুল হরব (শত্রু কবলিত রাষ্ট্র) থেকে তার পিতা-মাতা ব্যতীত একাকী বন্দি করা হয়েছে,

(২) অথবা তার পিতা-মাতার যে কোন একজন মুসলমান হয়েছে।
(৩) অথবা সে বুঝে শুনে নিজেই মুসলমান হয়ে যায়।
ঐ শিশু যদি উল্লেখিত তিন অবস্থার কোন এক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর জানাযার নামায পড়তে হবে।

مسئلہ۔ سنت آنست کہ جنازہ چہار کس بردارند وجلد رواشوندنہ پویان وہمراہیانش پس پس جنازہ رواں شوندوتا کہ جنازہ برزمین نہادہ نشودنہ نشینند۔

দাফনের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ জানাযার খাটিয়াকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম এবং এর নিয়ম কি?

উত্তর ঃ জানাযার খাটিয়াকে চারজনে বহন করা সুন্নত। জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে হাঁটবে, তবে দৌড়াবে না। জানাযার সঙ্গে গমনকারী লোকজন জানাযার পেছনে পেছনে চলবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জানাযা মাটিতে রাখা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বসবে না।

مسئلہ۔ لحد در قبر کردہ شود ومیت راازجانب قبلہ داخل قبر کردہ شود ووقت نہادن بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ گفتہ شود وروے بسوئے قبلہ کردہ شود وقبر زن پوشیدہ شود، وخشت خام یا نے نہادہ خاک انباشتہ شود، وقبر مثل کوہان شتر کردہ شود، وخشت پختہ وچونہ وچوب دراں کردن مکروہ است۔

প্রশ্ন ঃ কবর কি ধরনের করা সুন্নত?

উত্তর ঃ লাহাদ অর্থাৎ, বগলী কবর তৈরী করা সুন্নত। মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক দিয়ে প্রবেশ করাবে এবং কবরে রাখার সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ এ দু'আ পড়বে। মৃত ব্যক্তির মুখমন্ডল (শরীরসহ) কিবলামুখী করে রাখবে। দাফনের সময় মহিলাদের কবরের উপর পর্দা টানিয়ে দিবে। কাঁচা ইট বা বাঁশ কবরে রেখে তার উপর মাটি ফেলবে। আর উটের পিঠের মতো একটু উঁচু করে দিবে। কবরে পাকা ইট, চুনা এবং কাঠ ব্যবহার করা মাকরূহ।

مسئلہ۔ آں چہ برقبور اولیاء عمارتہائے رفیع بنا می کنند وچراغاں روشن می کنند وازیں قبیل ہرچہ می کنند حرام ست یا مکروہ۔

প্রশ্ন ঃ ওলী-আউলিয়াদের কবর পাকা করা ও বাতি জ্বালানোর হুকুম কি?

উত্তর ঃ ওলী-আউলিয়াদের কবরের উপরে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ করা বাতি জ্বালানো বা আলোকসজ্জাও এ ধরনের যেসব কাজ করা হয়, যেমন, কবরে গিলাফ লাগানো, গোলাপের পানি বা ফুল ছিটানো ইত্যাদি সব হারাম তথা নিষিদ্ধ।

مسئلہ۔ اگر بدون خواندن نماز جنازہ مردہ دفن کردہ شد بر قبر نماز جنازہ خواندہ شود تا سہ روز، وبعد سہ روز نماز بر قبر جائز نیست نزد امام اعظمؒ، و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہفت سال قریب وفات خود بر شہدائے احد نماز جنازہ خواندہ شاید کہ ایں خصوصیات شہداء باشد کہ بدن آنہا منفسخ نمی شود۔

প্রশ্ন ঃ যদি জানাযার নামায না পড়ে কবর দেয়া হয় তাহলে তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কোন মৃত ব্যক্তিকে জানাযার নামায না পড়ে দাফন করা হয়, তাহলে তিন দিন পর্যন্ত তার কবরে জানাযার নামায পড়া যাবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তিন দিন পর আর জানাযার নামায পড়া জায়েয নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাত বছর পর তার ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে উহুদের যুদ্ধে শহীদদের কবরের উপর জানাযার নামায পড়েছিলেন তা ছিল শহীদগণের বিশেষত্ব। কেননা, শহীদগণের মৃতদেহ পঁচে না বা গলে না।

শব্দার্থ ঃ بردارند- বহন করবে। رواں- চলমান। پویاں- দৌড়ায় এরূপ ব্যক্তি। همراهیاں - همراهي-এর বহুবচন। অর্থ সাথী। مرداں - مرد-এর বহুবচন। অর্থ পুরুষ। زناں - زن-এর বহুবচন। অর্থ মহিলা। مقابر - مقبرة-এর বহুবচন। অর্থ কবরস্থান। تخفیف- সহজ করা। خواستن- চাওয়া। خشت پخته-পাকা ইট। منفسخ-পচাঁ, গলিত।

فصل۔ در شہید۔ کسے کہ از دست اہل حرب یا اہل بغی یا قطاع الطریق کشتہ شد یا در جنگ گاہ یافتہ شد بروے اثر قتل ست یا اورا مسلمانے بہ ظلم کشتہ ودیت از قتل او واجب نہ شد، وآں کس طفل یا دیوانہ یا مجنب یا زن حائضہ نیست وپیش از مردن از خوردن یا آشامیدن یا علاج کردہ شدن یا بیع وشراء یا وصیت کردن متمتع نہ شدہ ونماز ے بعد زخمی شدن بروے فرض نہ شدہ آں کس شہید ست، واورا غسل نہ باید

دادودر پارچہ بدنش دفن باید کرد، لیکن بروے نماز باید خواند، واگر ایں شروط نیافتہ شد وظلما کشتہ شد اگرچہ ثواب شہادت یابد لیکن غسل وکفن دادہ شود،

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শহীদের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ শহীদ কাকে বলে তা কত প্রকার ও কি কি? শহীদের হুকুম কি?

উত্তর ঃ শহীদের সংজ্ঞা বুঝতে হলে প্রকারের মাধ্যমে বুঝতে হবে। শহীদ দুই প্রকার। যথাঃ (১) হাক্বীক্বী শহীদ (২) হুকমী শহীদ

হাক্বীক্বী বা প্রকৃত শহীদ

(১) যে মুসলমান যুদ্ধরত অবস্থায় অমুসলিম সৈন্যদের হাতে মারা যায়।

(২) যে মুসলমান রাষ্ট্রদ্রোহীদের হাতে মারা যায়।

(৩) যে মুসলমান ডাকাতদের হাতে মারা যায়।

(৪) যে মুসলমানকে যুদ্ধের ময়দানে আহত অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়।

(৫) যে মুসলমানকে অন্য কোন মুসলমান অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে এবং এই হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর দিয়ত বা রক্তপন ওয়াজিব হয়নি। এবং সেই মৃত ব্যক্তি যদি নাবালেগ, পাগল, জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) বা হায়েয নেফাস ওয়ালী মহিলা না হয় এবং ঐ মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে পানাহার, চিকিৎসা গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়, অসিয়ত করার দ্বারা কোন উপকৃত না হয়ে থাকে এবং আহত হওয়ার পর যদি কোন নামায তার উপর ফরয না হয়ে থাকে, তাহলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে শহীদে হাকীকী বলে।

আর এ ধরনের শহীদের হুকুম হল, তাকে গোসল বিহীন পরিহিত বস্ত্রসহ দাফন করবে। তবে তার জানাযা নামায পড়তে হবে।

হুকমী শহীদ

(১) কোন মুসলমানকে ফাঁসির স্থলে মৃত পাওয়া গেলে অথবা হত্যাকারী কে তা জানা না গেলে।

(২) পানিতে ডুবে মারা গেলে।

(৩) আগুনে পুড়ে মারা গেলে।

(৪) সফর অবস্থায় মারা গেলে।

(৫) আল্লাহর প্রেমে মারা গেলে।

(৬) বিধ্বস্ত ঘর-দেয়ালে চাপা পড়ে মারা গেলে।

(৭) ঝড়-তুফান ইত্যাদিতে মারা গেলে।

(৮) জুম'আর দিনে বা রাত্রে মারা গেলে।

(৯) তলবে ইল্‌ম তথা ইলমে দ্বীন শিক্ষা অবস্থায় মারা গেলে।

(১০) বাচ্চা প্রসব অবস্থায় মারা গেলে।

(১১) কোন মুসলমান অন্যায় ভাবে আহত হওয়ার পর মারা গেলে। এদেরকে শহীদে হুকমী বলে।

এধরনের শহীদের হুকুম হল, তাকে গোসল ও কাফন ইত্যাদি দিতে হবে।

واگر در حد یا قصاص کشتہ شد شہید نیست، غسل دادہ شود و بروے نماز خواندہ شود
واگر قاطع طریق یا باغی کشتہ شد غسل دادہ شود و نماز بروے نخواندہ شود۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন মাইয়্যিত শহীদ নয়?

উত্তর ঃ (১) সাধারণ নিয়মে যে ব্যক্তি মারা যায়।

(২) যে ব্যক্তি হত্যার বদলে নিহত হয়।

(৩) যে ব্যক্তি ডাকাতি করতে গিয়ে মারা যায়।

(৪) যে ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহীতা করতে গিয়ে মারা যায়।

বর্ণিত প্রথম দুই সুরতের হুকুম হল তাদের গোসল দিবে এবং জানাযা পড়বে।

আর পরবর্তী দুই সুরতের হুকুম হল, গোসল দিবে কিন্তু জানাযা পড়বে না।

শব্দার্থ ঃ قصاص- খুনের বদলা খুন। قطاع الطریق- ডাকাত। باغی- রাষ্ট্রদ্রোহী। علاج-চিকিৎসা।

فصل ۔ در ماتم۔ اگر زنے را شوہر فوت شد بروے ماتم کردن تا چار ماہ دہ روز ایام عدت واجب ست، زینت نکند و پوشیدن پارچہ معصفر و زعفرانی و استعمال خوشبو و روغن و سرمہ و حنا ترک کند مگر بعذر و از خانہ شوہر بر نیاید مگر روزانہ برائے ضرورت و شبانہ ہماں جا باشد مگر درصورت کہ بجبر از خانہ بدر کردہ شود یا خوانہ منہدم شود یا خوف کند بر نفس یا بر مال خود و اگر سوائے شوہر دیگرے از اقربائے زن فوت شد سہ روز ماتم کردن جائز ست و زیادہ از سہ روز حرام ست۔

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শোক পালনের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ শোক পালন করার বিধান কি?

উত্তর ঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের দিনগুলোতে অর্থাৎ, চার

মাস দশ দিন তার উপর শোক পালন করা ওয়াজিব। শোক পালন কালে সাজসজ্জা করবে না। রঙিন বা জাফরানী রঙের কাপড় পরিধান করবে না। সুগন্ধি, তৈল, সুরমা ও মেহেদী ব্যবহার করবেনা। তবে ওযর বশতঃ ব্যবহারের অনুমতি আছে। স্বামীর ঘর হতে বের হবে না। তবে প্রয়োজনে দিনের বেলা বের হতে পারবে, কিন্তু রাত্রে স্বামীর ঘরে থাকতে হবে। তবে কেউ জোর পূর্বক বের করে দিলে অথবা ঘর ধ্বসে পড়লে বা স্বীয় জান মালের উপর হুমকি দেখা দিলে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন ঃ মহিলার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন নিকট আত্মিয় মারা গেলে কত দিন পর্যন্ত শোক পালন করতে পারবে?

উত্তর ঃ যদি কোন মহিলার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন নিকটাত্মীয় মারা যায় তাহলে তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করা জায়েয আছে। তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হারাম।

مسئلہ۔ غم کردن بدل گریستن از چشم بر مردہ جائز ست، وآواز بلند کردن وگریا ونوحہ کردن وگریباں چاک کردن و بر سر وروز دن حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ শোক কিভাবে পালন করবে?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য অন্তরে ব্যথিত হওয়া, চোখ হতে অশ্রু ঝরানো জায়েয আছে। তবে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা, বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, জামা কাপড় ছিড়ে ফেলা, মুখে ও মাথায় হাত চাপড়ানো হারাম।

مسئلہ۔ اکثر احادیث صحاح دلالت دارند بر آنکہ میت بہ سبب نوحہ کردن اہل او عذاب کردہ می شود ودریں باب علمارا اقوال مختلف اند، ومختار نزد فقیر آنست کہ اگر مردہ در حالت حیاۃ خود بنوحہ عادت داشتہ باشد یا بداں وصیت کردہ باشد یا بداں راضی باشد یا می دانست کہ اہل من بر من نوحہ می خواہند کرد وآنہا را ازاں منع نہ کرد دریں صورتہا میت عذاب کردہ شود بنوحہ اہل او والا عذاب نہ کردہ شود۔

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হবে কি?

উত্তর ঃ সহীহ হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়ে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে গ্রন্থকারের অভিমত হল, যদি এমন হয়

যে, মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় এরূপ বিলাপ করায় অভ্যস্ত ছিল, অথবা উক্ত ব্যাপারে অসিয়্যত করে গিয়ে থাকে অথবা সন্তুষ্ট থাকে বা সে জানে যে তার মৃত্যুর পর তার পরিবার পরিজন তার জন্য বিলাপ করবে, একথা জানা সত্ত্বেও সে তাদেরকে নিষেধ করেনি, তাহলে এসকল অবস্থায় পরিবার পরিজনের বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তির উপর শাস্তি হবে। অন্যথায় শাস্তি হবে না।

مسئلہ۔سنت آنست کہ درمصیبت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ گوید وصبر کند۔

مسئلہ۔طعام فرستادن برائے اہل میت روز مصیبت سنت ست۔

প্রশ্ন ঃ বিপদের সময় কি করবে?

উত্তর ঃ বিপদের সময় انا لله وانا اليه راجعون পড়া এবং ধৈর্য্য ধারণ করা সুন্নত। মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য বিপদের দিনে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে খানা পাঠানো সুন্নত।

فصل۔زیارت قبور مرداں را جائز است نہ زناں را۔ وسنت آنست کہ درمقابر رفتہ

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَھْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ یَرْحَمُ اللّٰہُ الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأخِرِیْنَ اَسْأَلُ اللّٰہَ لَنَا وَلَکُمُ الْعَافِیَۃَ۔ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمْ وَیَرْحَمُنَا اللّٰہُ وَاِیَّاکُمْ گوید، از امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی است از پیغمبر علیہ السلام کہ ہر کہ بمقابر گزرد وقل ہو اللہ احد یازدہ بار خواندہ بہ مردگاں بہ بخشد بہ موافق شمار مردگاں اورا ہم ثواب دادہ شود۔ واز ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی است مرفوعا کہ ہر کہ فاتحہ واخلاص وسورۂ تکاثر خواندہ برائے مردگاں ثواب آں گرداند مردگاں برائے او شفیع باشند واز انس رضی اللہ عنہ مروی است مرفوعا کہ ہر کہ سورۂ یٰس درمقابر بخواند آنہارا تخفیف کند حق تعالیٰ وایں را ثواب بعدد آنہا باشد۔

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারতের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ কবর যিয়ারত করা কাদের জন্য বৈধ? কাদের জন্য অবৈধ এবং যিয়ারত করার সুন্নত তরীকা কি?

উত্তর ঃ পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয। মহিলাদের জন্য জায়েয নেই। কবর যিয়ারতের সুন্নত তরীকা হল কবরস্থানে গিয়ে নিম্মোক্ত দু'আ পাঠ করা।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ اَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ۔

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সুরায়ে ইখলাস এগারো বার পাঠ করে মৃত ব্যক্তির জন্য তার সওয়াব পৌঁছাবে, মৃত ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব তাকেও দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা, সূরায়ে ইখলাস ও সুরায়ে তাকাসুর পড়ে মৃত ব্যক্তির উপর সওয়াব পৌঁছাবে কিয়ামতের দিন ঐ মাইয়্যেতরাও তার জন্য সুপারিশ করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উসীলায় মৃত ব্যক্তিগণের কবরের আযাব লাঘব করে দেন। আর পাঠকারীকে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিমাণ সাওয়াব দান করেন।

বিঃ দ্রঃ যিয়ারতকারী ব্যক্তি কবরের পশ্চিম পার্শ্বে পূর্ব মুখি হয়ে দাঁড়িয়ে উক্ত দু'আ পড়বে, যাতে মৃত ব্যক্তি মুখি হওয়া সম্ভব হয়। কেননা, জীবিত ব্যক্তিদের মুখোমুখি হয়ে সালাম করা হয়, তাই মৃত ব্যক্তিকেও এভাবে সালাম দেয়া সুন্নত।

مسئلہ۔ اکثر محققین بر آنند کہ اگر کسے مردار را ثواب نماز یا روزہ یا صدقہ یا دیگر عبادت مالی یا بدنی بخشد می رسد۔

প্রশ্ন ঃ নামায, রোযা ইত্যাদি দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের সওয়াব কি মৃতের নিকট পৌঁছে?

উত্তর ঃ অধিকাংশ মুহাক্কিক আলিমের মতে কেউ যদি নামায, রোযা, সাদকা বা অন্যান্য কোন দৈহিক বা আর্থিক ইবাদতের সওয়াব মৃত ব্যক্তিদেরকে

দান করে তাহলে মৃত ব্যক্তি ঐ সওয়াব পেয়ে থাকে।

مسئلہ۔ سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء واولیاء وطواف گرد قبور کردن ودعاء از آنہا خاستن ونذر برائے آنہا قبول کردن حرام ست، بلکہ چیز ہا ازاں بکفر می رساند، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برآنہا لعنت گفتہ، واز آں منع فرمودہ وگفتہ کہ قبر مرا بت نکند۔

প্রশ্ন ঃ নবীগণের এবং আলেমগণের কবরকে সেজদা করা এবং তাদের নিকট কোন কিছু চাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ নবীগণের এবং আলেমগণের কবরমুখী হয়ে সেজদা করা, তাঁদের কবরের পাশে তাওয়াফ করা, তাঁদের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা, তাঁদের উদ্দেশ্যে মান্নত করা ইত্যাদি হারাম; বরং এর কোন কোনটি কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যারা এসব কাজ করে তাদের উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, মানুষ যেন আমার কবরকে মূর্তি না বানায়। অর্থাৎ, মূর্তির সামনে গিয়ে যেমন সিজদা করে তারা যেন অনুরূপ না করে।

শব্দার্থ ঃ عافية- সুস্থতা, বিপদ থেকে রক্ষা। مقابر - مقبرة -এর বহুবচন। কবরস্থান। شفيع- সুপারিশ কারী। معصفر-রঙ্গিন।

كتاب الزكوة

رُکنِ دوم از ارکان اسلام زکوۃ است۔ چوں بعضے قبائل عرب بعد وفات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم خواستند کہ زکوۃ نہ دہند ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قصد جہاد باآنہا فرمود، وبرآں اجماع منعقد شد، منکر وجوب زکوۃ کافر ست وتارک آں فاسق۔

পঞ্চম অধ্যায় ঃ যাকাত

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ফরয হওয়ার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ যাকাত কি রুকন? যাকাত অস্বীকারকারী কি কাফির? যাকাত বর্জনকারী কি ফাসিক?

উত্তর ঃ ইসলামের রুকন সমূহের মধ্যে অন্যতম আরেকটি হল যাকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইন্তিকালের পর আরবের কতিপয় গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)

তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কাজেই সকল ইমাম এব্যাপারে একমত যে যাকাত অস্বীকারকারী কাফির এবং যাকাত বর্জনকারী ফাসিক।

مسئلہ۔ زکوٰۃ واجب ست بر حر مسلم عاقل بالغ کہ مالک نصاب باشد وفارغ باشد آں نصاب از حوائج اصلیہ ودین ونامی باشد وبروئے سال تمام گذشتہ باشد۔

প্রশ্ন ঃ কাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ ১. স্বাধীন, ২. মুসলমান ৩. জ্ঞান সম্পন্ন, ৪. প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব। তবে শর্ত হল তাকে-

(১) নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হতে হবে,

(২) উক্ত মাল মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে,

(৩) ঋণমুক্ত হতে হবে,

(৪) মাল বর্ধনশীল হতে হবে,

(৫) এ মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে।

مسئلہ۔ اگر بعد ملکِ نصاب پیش از تمام سال زکوٰۃِ یک سال یا زکوٰۃِ چند سال پیشگی ادا کرد ادا شود۔

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করে তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এক বছর বা কয়েক বছরের যাকাত দিয়ে ফেলে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر مالک یک نصاب زکوٰۃ چند نصاب داد بعد ادائے زکوٰۃ مذکوٰۃ مالک چند نصاب شد تاہم ادا جائز باشد۔

প্রশ্ন ঃ যদি কেউ এক নেসাবের মালিক হয়ে কয়েক নেসাবের অগ্রিম যাকাত আদায় করে তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি এক নেসাবের মালিক কয়েক নেসাবের অগ্রিম যাকাত আদায় করে এবং উক্ত যাকাত আদায়ের পর কয়েক নেসাবের মালিকও হয়ে যায় তাহলে এই যাকাত আদায় করা সহীহ হবে।

مسئلہ۔ زکوٰۃ در مالِ صبی ومجنون واجب نشود نزد ابی حنیفہؒ ونزد ائمہ ثلثہ واجب شود وولی از طرفِ او ادا کند۔

প্রশ্ন ঃ নাবালেগ ছেলে-মেয়ে ও পাগল যদি নেসাব পরিমাণ মালের

মালিক হয় তাহলে এই মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে নাবালেগ ছেলে-মেয়ে ও পাগলের মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে বাকী তিন ইমামের মতে ওয়াজিব হবে। তাদের অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে আদায় করবে।

مسئلہ۔ در مال ضمار، یعنی مالیکہ گم شدہ باشد یا در دریا افتادہ یا کسے غصب کردہ باشد وبرآں شہود نہ باشند یا در صحرا مدفون بود ومکانش فراموش شدہ باشد یا دین باشد برکسے ومدیون منکر باشد وشہود برآں نباشند یا بادشاہ یا مانند آں یعنی کسے کہ فریاداو نزد دیگرے ممکن نہ باشد بمصادرہ گرفتہ باشند دریں چنیں مال زکوۃ واجب نیست واگرایں مال بازبدست آید بابتِ ایام گذشتہ واجب نہ شود، اگر دین باشد بر مقر اگرچہ مفلس باشد یا برآں دین شہود باشند یا در علمِ قاضی باشد یا در خانہ مدفون باشد ومکانِ آں فراموش شدہ باشد دریں چنیں مال زکوۃ واجب ست بابتِ ایام گذشتہ نیز۔

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না?

উত্তর ঃ (১) مال ضمار অর্থাৎ, হৃত সম্পদ।

(২) যে মাল পানিতে ডুবে গেছে।

(৩) ছিনতাইকৃত মাল যার উপর কোন সাক্ষী নেই।

(৪) যে মাল জঙ্গলে পুঁতে রাখা হয়েছিল কিন্তু স্থান ভুলে গেছে।

(৫) কাউকে ঋণ দেয়া হয়েছিল কিন্তু ঐ ব্যক্তি ঋণ অস্বীকার করে এবং এর উপর কোন সাক্ষী নেই।

(৬) বাদশাহ বা এ ধরণের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি যার ব্যাপারে অন্য কারো কাছে মামলা দায়ের করে জোর পূর্বক মাল আদায় করা সম্ভব নয়। এ জাতীয় মালের উপর যাকাত ওয়াজিব নয় এবং পুনরায় হস্তগত হওয়ার পর বিগত দিনগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

বিঃ দ্রঃ যদি এরূপ লোকের নিকট ঋণ পাওনা থাকে, যে ঋণ স্বীকার করে, যদিও সে গরীব হোক না কেন, অথবা সে ঋণের ব্যাপারে সাক্ষী থাকে অথবা বিচারকের তা জানা থাকে অথবা ঘরে সে সম্পদ প্রোথিত থাকে কিন্তু সে স্থান ভুলে যায় তবে এ সকল অবস্থায় এসব সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এমনকি অতীত সময়ের যাকাতও আসবে।

শব্দার্থ ঃ ضمار এমন মাল যার উপর মালিকানা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। شهود - شاهد-এর বহুবচন। অর্থ সাক্ষী।

دین- ঋণ। مصادره- জোর পূর্বক হরণ করা। مقر- স্বীকারকারী। منعقد-একমত।

مسئلہ۔ دین ہرگاہ وصول شود زکوۃ آں دادہ شود۔ دین قوی: وگر دین بدل تجارت باشد بعد قبضِ چہل درم زکوۃ دہد۔ دین وسط: واگر دین بدلِ مال باشد نہ بابتِ تجارت مثل ضمانِ مغصوب، زکوۃِ آں بعد قبض نصاب دادہ شود، دین ضعیف: واگر دین بدلِ غیر مال باشد چوں مہر وبدل خلع ومانند آں بعد قبضِ مال نصاب وگزشتن سال زکوٰۃ دادہ شود نزد امام اعظمؒ ونزد صاحبینؒ آنچہ قبضہ کند مطلقا زکوۃ آں دہد مگر دیت وارشِ جنایت وبدل کتابت ایں را بعد قبض نصاب وگزشتن سال برآں زکوۃ دہد۔

প্রশ্ন ঃ ঋণ কত প্রকার ও কি কি? ঋণের হুকুম কি?

উত্তর ঃ ঋণ তিন প্রকার। যথাঃ (১) দুর্বল ঋণ (২) মধ্যম ঋণ (৩) শক্তিশালী ঋণ।

دین ضعیف তথা দুর্বল ঋণ ঐ دین কে বলে যা কোন কর্ম অথবা বিনিময় ব্যতীত মালিকানায় চলে আসে। যেমন মীরাসের মাল, ওসিয়তের মাল অথবা মোহরের অর্থ ইত্যাদি।

دین وسط বা মধ্যম ঋণ ঐ ঋণকে বলে যা কোন মালের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়। তবে তা প্রচলিত ব্যবসায়ী মাল নয়। যেমন কেউ কারো পরিধানের বস্ত্র অথবা খেদমতের গোলাম নিয়ে গেল।

دین قوی বা শক্তিশালী ঋণ ঐ ঋণকে বলে যা বানিজ্যের মালের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়।

শক্তিশালী ঋণের দৃষ্টান্ত ঃ ঋণ যখনই আদায় হয় তখনই তার যাকাত আদায় করবে। আর যদি ঋণ ব্যবসা বাবদ হয় তাহলে চল্লিশ দিরহাম হস্তগত হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে।

মধ্যম ধরণের ঋণের দৃষ্টান্ত ঃ আর যদি ঋণ ব্যবসার বিনিময়ে না হয়ে মালের বিনিময়ে হয় যেমন, ছিনতাইকৃত মালের ক্ষতিপুরন পাওয়া গেল, তাহলে এক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ মাল হস্তগত হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে।

দূর্বল ঋণের দৃষ্টান্ত ঃ আর যদি মাল ছাড়া অন্য কিছুর বিনিময়ে পাওয়া

যায়। যেমন ঃ মোহর বা খোলা ইত্যাদি, তাহলে ইমাম আ'জম (রহঃ) -এর মতে নিসাব পরিমাণ মাল হস্তগত হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইনের মতে যে পরিমাণ মালই হাতে আসুক, তার উপর এক বছর অতিবাহিত হোক বা না হোক এর যাকাত আদায় করতে হবে। তবে দিয়ত (রক্তপণ), অঙ্গহানির জরিমানা ও মুকাতাব গোলামের বিনিময় তথা চুক্তিনামা, বা প্রাপ্য মাল নেসাব পরিমাণ হাতে আসার পর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

مسئلہ۔ برائے ادائے زکوۃ نیت وقت ادا یا وقت جدا کردن زکوۃ از دیگر مال شرط ست۔

প্রশ্ন ঃ যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কখন নিয়ত করা শর্ত?

উত্তর ঃ যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার জন্য যাকাত আদায়ের সময় কিংবা অন্যান্য মাল হতে যাকাতের মাল আলাদা করার সময় যাকাত আদায় করার নিয়ত করা শর্ত।

শব্দার্থ ঃ دیت- রক্ত পণ, হত্যার বিনিময়। ارش- দৈহিক ক্ষতির জরিমানা। جنایت- শারীরিক ক্ষতি। کتابت- মুক্ত হওয়ার জন্য মুনিবের সাথে গোলামের চুক্তিপন। خلع- মোহরানা কিংবা মালের বিনিময়ে স্বামী থেকে তালাক নেয়া। قبض-হস্তগত হওয়া।

مسئلہ۔ اگر بدون نیت زکوۃ تمام مال را صدقہ کرد زکوۃ ساقط شود واگر بعض مال را صدقہ کرد۔ نزد ابی یوسفؒ ہیچ ساقط نہ شود ونزد محمدؒ ہر قدر کہ صدقہ کرد زکوۃ حصہ آں ساقط شد۔

প্রশ্ন ঃ যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত সমস্ত মাল সাদকা করে দিলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত কেউ যদি সমস্ত মাল সাদকা করে দেয় তাহলে তার যাকাতের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। আর যদি মালের কিছু অংশ সাদকা করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে কোন অংশের যাকাত আদায় হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে যতটুকু দান করবে ততটুকু থেকে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر اول سال وآخر سال نصاب کامل بود ودرمیان سال ناقص شود زکوۃ تمام

سال واجب شود ونقصان میانہ معتبر نیست۔

প্রশ্ন ঃ বছরের শুরুতে কিংবা শেষে যদি নেসাব পরিমাণ মাল থাকে এবং বছরের মাঝে যদি কমে যায় তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ বছরের শুরুতে এবং শেষে যদি নেসাব পূর্ণ থাকে এবং বছরের মাঝে কমে যায় তথাপি পূর্ণ বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের মাঝে সম্পদের ঘাটতি ধর্তব্য নয়।

مسئلہ۔ مال نامی کہ درآں زکوۃ واجب شود سہ قسم ست یکے نقد یعنی زر وسیم خواہ مسکوک بود یا تبر یا زیور یا ظروف طلاء ونقرہ، نصاب زر بست مثقال ست کہ ہفت ونیم تولہ باشد ونصاب سیم دوصد درم ست کہ پنجاہ وشش روپیہ سکہ دہلی وزن آں می شود، ومقدار زکوۃ واجب ہر دو جنس چہلم حصہ است، واگر کم از نصاب زر باشد وہمچنیں سیم نزد امام اعظمؒ ہر دو را باعتبار قیمت یک جنس کردہ نصاب اعتبار کردہ شود ومنفعت فقیر مرعی داشتہ شود نزد صاحبینؒ باعتبار اجزاء نصاب کامل کردہ می شود، پس اگر صد درم سیم ودہ مثقال زر باشد باتفاق زکوۃ واجب شود واگر صد درم سیم وپنج مثقال زر صد درم ست زکوۃ نزد امام اعظمؒ واجب شود نہ نزد صاحبینؒ۔

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বর্ধনশীল মাল যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়

প্রশ্ন ঃ মালে নামী (বর্ধনশীল মাল) যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় তা কত প্রকার ও কি কি? এর আহকাম কি?

উত্তর ঃ যে সকল বর্ধনশীল মালে যাকাত ওয়াজিব হয় সেগুলো তিন প্রকার। যথাঃ

(১) নক্‌দ অর্থাৎ, স্বর্ণ ও রৌপ্য। চাই সেটা সরকারী সীল মোহরকৃত মুদ্রার আকারে হোক বা সীল মোহর বিহীন হোক। খাঁটি স্বর্ণ এবং রৌপ্য টুকরা আকারে হোক অথবা পাত্র আকারে, সর্বাবস্থায় নেসাব পরিমাণ মাল হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

স্বর্ণের নেসাব হচ্ছে বিশ মিসকাল অর্থাৎ, সাড়ে সাত তোলা, আর রৌপ্যের নেসাব হচ্ছে ২০০ দিরহাম যার ওজন দিল্লীর ছাপ্পান্ন টাকার পরিমাণ হয়। উভয় প্রকার মালে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ হলে ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য উভয়টি নেসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে মূল্য অনুপাতে উভয়টিকে এক জিন্‌স তথা এক জাতীয় ধরে নেসাব হিসাব করতে হবে। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গরীব-দুঃখীর উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর সাহেবাইনের মতে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটির নেসাব পূর্ণ হতে হবে। সুতরাং কারো নিকটে যদি ১০০ দিরহাম রৌপ্য এবং ১০ মিসকাল স্বর্ণ থাকে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ১০০ দিরহাম রৌপ্য এবং ৫ মিসকাল স্বর্ণ থাকে আর ঐ ৫ মিসকাল স্বর্ণের মূল্য যদি ১০০ দিরহাম হয় তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

مسئلہ۔ اگر زر یا نقرہ مغشوش باشد حکم زر ونقرۂ خالص دارد اگر غش در آں مغلوب باشد و اگر غش غالب باشد حکم عروض دارد۔ قسم دوم از مال نامی مال تجارت ست۔

বিঃ দ্রঃ কোন স্বর্ন বা রৌপ্যে যদি ভেজাল থাকে এবং ভেজালের পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে তা খাঁটি বলেই গণ্য হবে। আর যদি ভেজালের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে তা আসবাব পত্রে গণ্য হবে। অর্থাৎ,তা দ্বারা যদি ব্যবসা করে তাহলে যাকাত দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না।

قسم دوم از مال نامی مال تجارت ست অর্থাৎ, বর্ধনশীল সম্পদ যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় তার দ্বিতীয় প্রকার হল ব্যবসার মাল।

শব্দার্থ ঃ مسکوك- সরকারী সীলমোহর মারা সোনা রূপা। تبر- সোনা রূপার টুকরা যাতে সীল করা হয় না। طلا- সোনা। نقره- রূপা। سیم- রূপা। مثقال- সাড়ে চার মাশা পরিমাণ। مغشوش- খাদমিশ্রিত। عروض- عرضএর বহুবচন। অর্থ আসবাবপত্র। منفعت-উপকৃত। مغشوش-ভেজাল।

مسئلہ۔ ہر مال کہ بہ نیت تجارت خریدہ شود درآں زکوۃ واجب می شود اگر کسے اورا بخشیدہ باشد یا وصیت کردہ باشد یا زن را در مہر مالے بدست آمدہ باشد یا مرد را در خلع یا در صلح از قصاص مال بدست آمدہ باشد، ووقت مالک شدن نیت تجارت کرد نزد ابی یوسفؒ دراں زکوۃ واجب شود نہ نزد محمدؒ۔

প্রশ্ন ঃ ক্রয় করা ব্যতীত যদি কেউ কোন মালের মালিক হয় তাহলে ঐ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে মাল ক্রয় করা হয় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি দান সূত্রে অথবা অসিয়ত সূত্রে কিংবা মহিলা তার মোহরের বিনিময় অথবা পুরুষ খোলা এর বিনিময় বা হত্যা মিমাংসায় কোন মালের মালিক হয়, আর ঐ মালের মালিক হওয়ার সময় ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে ওয়াজিব হবে না।

مسئلہ۔ اگر در میراث مالے بدست آمدہ باشد اگر چہ وقت مردن مورث نیت تجارت کرد مال تجارت نشود وزکوۃ درآں بہ اتفاق واجب نہ شود۔

বিঃদ্রঃ কেউ যদি মীরাস সূত্রে কোন মালের মালিক হয় এবং মুরিস ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যদিও ঐ মাল দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করে তথাপিও তা ব্যবসার মালে পরিণত হবে না। ফলে সর্ব সম্মতিক্রমে সেই মালের যাকাত আদায় করতে হবে না।

مسئلہ۔ اگر غلامے را برائے تجارت خرید کرد پستر نیت استخدام کرد مال تجارت نماند واگر برائے استخدام خرید کرد پستر نیت تجارت کرد مال تجارت نہ شود تا کہ آں را نفروشد۔

প্রশ্ন ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গোলাম ক্রয় করে যদি খিদমতের নিয়ত করে অথবা খিদমতের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গোলাম ক্রয় করে যদি তা দ্বারা খিদমত করা হয় অথবা খিদমতের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে যদি ব্যবসার নিয়ত করা হয় তাহলে তা বানিজ্যিক মালে পরিণত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রি না করবে।

প্রশ্ন ঃ جوہر، گوہر، یاقوت অর্থাৎ হীরা, মনিমুক্তা এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ হীরা, মনি-মুক্তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

مسئلہ۔ مال تجارت را بزر یا سیم در آنچہ نفع فقرا باشد قیمت کردہ شود پس اگر بمقدار نصاب یکے از ہر دو جنس رسد چہلم حصۂ آں در زکوۃ ادا کند قسم سوم از مال نامی سوائم

اند یعنی شتراں یا گاواں یا بزہاں مخلوط نر و مادہ کہ اکثر سال بر چریدن در صحرا کفایت کنند و ہمچنیں غلۂ اسپاں۔ و تفصیلِ نصابِ اجناسِ سوائم وقدرِ واجب آں طول دارد، ودریں دیار ایں اموال بقدر وجوب زکوٰۃ نمی باشد لہذا مسائل زکوٰۃ آں مذکور نہ کردہ شد و ہمچنیں احکامِ عشر، زمین عشری کہ دریں دیار نیست ومسائل عاشر کہ بر طرق وشوارع باشد مذکور نہ کردہ شد۔

প্রশ্ন ঃ ব্যবসার মালের যাকাত হিসাব করার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ ব্যবসার মালে যাকাত হিসাব করার নিয়ম হল যে, স্বর্ণ রৌপ্যের যেটির সাথে মিলিয়ে মূল্য হিসাব করলে গরীবদের উপকার হবে তার সাথে মিলিয়ে যাকাত হিসাব করবে। সুতরাং উভয়টির যে কোন একটির নেসাবে পরিণত হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

قسم سوم از مال نامی سوائم اند বর্ধনশীল মাল যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় এর তৃতীয় প্রকার হল سوائم অর্থাৎ, উট, গরু, বকরী নর-মাদি উভয়টি মিলে, যেগুলো বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে বিচরণ করে চলে, তদ্রুপ ঘোড়া, এসবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর মাঠে বিচরণকারী পশুর নেসাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং যে সকল জানোয়ারের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় এগুলোর ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। যেহেতু আমাদের দেশে যাকাত ওয়াজিব হয় এ পরিমাণ পশুর সংখ্যা পাওয়া যায় না। সেহেতু সেসবের যাকাতের মাসআলা মালাবুদ্দা কিতাবে লেখা হল না। তদ্রুপ আমাদের দেশে উশরী জমি না থাকার কারণে এর বিধি-বিধান ও উশর আদায়কারীর বিধি-বিধান যা সাধারণত সড়ক ও রাজপথের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে তাও উল্লেখ করা হল না।

مسئلہ۔ اگر مسلمان یا ذمی کان از زر یا نقرہ یا آہن یا مس یا مانند آں در صحرا یافت پنجم حصۂ ازاں گرفتہ شود و چہار حصہ یابندہ راست اگر زمین مملوک کسے نیست واگر مملوک ست چہار حصہ مالک راست۔ واگر در خانۂ خود یافت نزد امام اعظمؒ دراں خمس واجب نیست ونزد صاحبینؒ واجب ست اگر در زمینِ زراعتی خود یافت دراں دو روایت ست۔

প্রশ্ন ঃ যদি কোন মুসলমান অথবা জিম্মি ব্যক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য বা লোহা,

তামা ইত্যাদির খনি এমন কোন জমিনে পায় যা কারো মালিকানায় নয় তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ কোন মুসলমান অথবা জিম্মি ব্যক্তি যদি স্বর্ণ-রৌপ্য, লোহা-তামার খনি এমন কোন জমিনে পায় যা কারো মালিকানায় নয়, তাহলে এর হুকুম হল, ঐ খনির প্রাপ্ত মাল হতে সরকার পাবে এক ভাগ এবং প্রাপক বা আবিষ্কারক পাবে অবশিষ্ট চার ভাগ। আর যদি উক্ত জমিন কারো মালিকানায় থাকে তাহলে মালিক পাবে চার ভাগ এবং সরকার পাবে এক ভাগ। আর উক্ত খনি যদি নিজ ঘরে পাওয়া যায় তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে সাহেবাইনের মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, আর নিজ ফসলি জমিনে উক্ত খনি পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর দুটি অভিমত আছে।

১. এক পঞ্চমাংশ আবিষ্কারক পাবে, অবশিষ্ট অংশ জমিনের মালিক পাবে।
২. এক পঞ্চমাংশ সরকার পাবে, অবশিষ্ট অংশ জমিনের মালিক পাবে।

مسئلہ۔ کسے گنجے یافت اگر دراں علامت اسلام ست مثل سکہ اہل اسلام آں را حکم لقطہ ست مالکش را تلاش کردہ باید رسانید واگر درآں علامت کفر باشد خمس گرفتہ شود وباقی یابندہ راست۔

বিঃ দ্রঃ কেউ যদি প্রোথিত মাল পায় এবং এর মধ্যে ইসলামের সীল মোহর থাকে তাহলে তা হারানো মালে গণ্য হবে এবং এর মালিককে খোঁজ করে তা পৌঁছে দিতে হবে। আর যদি উক্ত মালে কুফরের সীল মোহর থাকে তাহলে তার এক পঞ্চমাংশ সরকার পাবে। অপর চার ভাগ পাবে প্রাপক বা আবিষ্কারক।

শব্দার্থ ঃ قصاص- খুনের বদলে খুন। استخدام- খিদমত তলব করা বা নেয়া। چهلم- চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। سوائم - سائمة-এর বহুবচন। অর্থ বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ময়দানে চরে আহারকারী পশু। شوارع - شارع- এর বহুবচন। অর্থ রাজপথ, বড় পথ। ذمي- যে অমুসলিম কোন ইসলামী দেশের নাগরিক হয়ে বসবাস করে। آهن- লোহা। مس- তামা। زمين زراعتي- কৃষি ক্ষেত্র। خمس- এক-পঞ্চমাংশ। ديت-খুনের পরিবর্তে খুন না করে অর্থের জরিমানা করাকে দিয়ত বলে। قيمت-মূল্য।

مسئلہ۔ مصرف زکوۃ ۱۔ فقیرست کہ مالک کم از نصاب باشد ۲۔ ومسکینے کہ مالک ہیچ نہ باشد ۳۔ ومکاتب ست برائے ادائے مال کتابت ۴۔ ومدیون ست کہ مالک

نصاب ست لیکن نصاب او فاضل از دین نیست ۵۔ وغازی کہ اسباب غزوہ نہ دارد از اسپ و براق ۶۔ وکسے کہ مال دارد در وطن واو در سفر ست بعید از وطن مال ہمراہ نہ دارد۔ واز یں اصناف یک صنف را بدہد یا ہمہ شاں را،

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মাসরাফে যাকাতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ লোক مصرف زکوة বা যাকাতের ব্যায় খাত হিসেবে বিবেচিত হবে?

উত্তর ঃ مصرفِ زکوة হিসেবে বিবেচিত হবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ-
(১) ফকীর অর্থাৎ, যার নিকট নেসাব পরিমাণ মাল নেই,
(২) মিসকীন অর্থাৎ, যার নিকট দৈনন্দিন চলার মত কোন মাল নেই,
(৩) গোলামে মুকাতাব, তথা চুক্তিবদ্ধ গোলাম- যে মালিককে চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিতে পারলে মুক্তি পাবে,
(৪) مدیون বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যার নিকট নেসাব পরিমাণ মাল আছে, কিন্তু উক্ত মাল ঋণের সমান। যা আদায় করলে তার কিছুই থাকবে না।
(৫) মুজাহিদ যার নিকট পরিবহনের জন্য ঘোড়া ইত্যাদি বাহন নেই।
(৬) ঐ ধনী ব্যক্তি যার নিজ বাড়ীতে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সে বাড়ী থেকে বহু দূরে সফরে রয়েছে এবং তার নিকট চলার মত কোন সম্পদ নেই।

উপরোল্লেখিত যে কোন একজনকে বা সকলকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে।

لیکن زکوة دہندہ مالِ زکوٰة ۱۔ باصول وفروع ۲۔ وزوج خود یا ۳۔ زوجہ خود ۴۔ وبندۂ خود ومکاتب خود ومدبر وام ولد خود را نہ دہد۔ ۵۔ وغلامے را کہ بعض او از اد باشد ہم ندہد، ۶۔ وکافر را ندہد، ۷۔ وبنی ہاشم وموالی آنہاں را ندہد، مگر صدقۂ نفل ۸۔ ودر بنائے مسجد ۹۔ وکفن میت ۱۰۔ وادائے قرض میت خرچ نکند ۱۱۔ وبندۂ غنی ۱۲۔ وپسر صغیر غنی را نہ دہد۔

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ লোককে যাকাত দেয়া যাবে না?

উত্তর ঃ (১) যাকাত দাতার উসূল ফুরু (মুল-শাখা) অর্থাৎ, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, সন্তান ও সন্তানদের সন্তানদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না।
(২) নিজ স্বামীকে যাকাত দেয়া যাবে না।

(৩) নিজ স্ত্রীকে দেয়া যাবে না।

(৪) غلام خود অর্থাৎ নিজ গোলাম غلام مکاتب অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও غلام مدبر অর্থাৎ, মনিবের মৃত্যুর পর আযাদকৃত দাস ও উম্মে ওয়ালাদকে দেয়া যাবে না।

(৫) যে গোলামের কিছু অংশ আযাদ হয়ে গেছে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

(৬) কাফিরদেরকে দেয়া যাবে না।

(৭) বনী হাশেম এবং এদের গোলামদেরকে দেয়া যাবে না। তবে দান করা যাবে।

(৮) মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যায় করা যাবে না।

(৯) মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য দেয়া যাবে না।

(১০) মাইয়্যিতের ঋণ পরিশোধে দেয়া যাবে না।

(১১) ধনী গোলামকে দেয়া যাবে না।

(১২) নাবালেগ ধনী ছেলেকে দেয়া যাবে না।

مسئلہ۔ اگر مصرف زکوۃ گمان کردہ زکوۃ داد پستر ظاہر شد کہ غنی بود یا ہاشمی یا کافر یا پدر یا پسر زکوۃ دہندہ نزد امام اعظمؒ اعادۂ آں لازم نیست، ونزد ابی یوسفؒ اعادہ لازم ست واگر ظاہر شد کہ بندہ یا مکاتب او بود اعادہ لازم ست۔

প্রশ্ন ঃ কাউকে যদি যাকাতের ব্যায় খাত মনে করে যাকাত দেয়ার পর জানতে পারে যে, যাকাত গ্রহীতা ধনী, হাশেমী বংশের কিংবা কাফির অথবা যাকাত প্রদানকারীর পিতা বা ছেলে ছিল, তাহলে উক্ত যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি মাসরাফে যাকাত মনে করে কাউকে যাকাত দিয়ে থাকে, অতঃপর প্রকাশ পায় যে, উক্ত যাকাত গ্রহীতা ব্যক্তি ধনী, হাশেমী বংশের বা কাফির অথবা যাকাত প্রদানকারীর পিতা বা ছেলে ছিল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উক্ত যাকাত আদায় সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে উক্ত যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, যাকাত গ্রহীতা তার নিজের গোলাম বা চুক্তিবদ্ধ গোলাম ছিল তাহলে পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

مسئلہ۔ مستحب آنست کہ یک فقیر را آں قدر دہد دراں روز محتاج سوال نباشد۔

مسئلہ۔ مقدار نصاب یا اکثر بیک فقیر غیر مدیون دادن یا از شہرے بہ شہرے دیگر مال

زکوۃ فرستادن مکروہ است مگر وقتیکہ قریب او یا محتاج تر در شہرے دیگر باشند۔

مسئلہ۔ ہر کرا قوت یک روز میسر باشد اور ا سوال نباید کرد۔

প্রশ্ন ঃ ফকীরকে কি পরিমাণ যাকাত দিবে? অন্য শহরের লোককে যাকাত দেয়ার হুকুম কি, অন্যের নিকট চাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ (১) একজন ফকীরকে এ পরিমাণ যাকাত দেয়া উচিত যাতে কমপক্ষে একদিন চলার মতো ব্যবস্থা হয়ে যায়।

(২) নেসাব পরিমাণ অথবা নেসাবের বেশী যাকাত এমন ব্যক্তিকে দান করা যার কোন ঋণ নেই, অথবা এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাতের মাল প্রেরণ করা মাকরূহ; কিন্তু যদি নিকটাত্মীয় অথবা দরিদ্রতম লোক তথা অধিক মুখাপেক্ষী অন্য শহরে থাকে তখন অন্য শহরে যাকাত প্রেরণ করা মাকরূহ নয়, আর যার নিকট এক দিন চলার মত খোরাক থাকে তার জন্য অন্যের নিকট না চাওয়া উত্তম।

শব্দার্থ ঃ مکاتب- অর্থের বিনিময়ে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলাম। فاضل- অতিরিক্ত। اصول- বংশের মূল ব্যক্তিগণ, যেমন বাপ, দাদা, মা। فروع- বংশের শাখা লোকজন। যেমন পুত্র-কন্যা ইত্যাদি। موالي- مولي-এর বহুবচন। অর্থ আযাদ কৃত গোলাম। هاشمی- হাশেম বংশীয় লোক। مديون- ঋণগ্রস্থ। فرستادن- প্রেরণ করা। محتاج تر- অধিক মুখাপেক্ষী।

مسئلہ۔ صدقۂ فطر واجب است بر ہر حر مسلم کہ مالک نصاب باشد، وآں نصاب فاضل باشد از دیون وحوائج اصلیہ ونامی بودن نصاب شرط نیست، وبر مالک ایں چنیں نصاب گرفتن صدقہ حرام ست،

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সাদকায়ে ফিতরের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত চারটি। যথা- (১) মুসলমান হওয়া।

(২) স্বাধীন হওয়া।

(৩) নেসাবের মালিক হওয়া।

(৪) উক্ত নেসাব حوائج اصلیہ অর্থাৎ, ঋণ এবং মৌলিক প্রয়োজন থেকে

অতিরিক্ত হওয়া। তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে, কিন্তু উক্ত নেসাব বর্ধনশীল হওয়া সাদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রে শর্ত নয়।

মোটকথা, এ পরিমাণ নেসাবের মালিকের জন্য সাদকায়ে ফিতর গ্রহণ করা হারাম।

صدقۂ فطر از نفس خود دہد و فرزندانِ صغیر خود اگر مالکِ نصاب نہ باشند، و اگر باشند از مالِ آنہا دادہ شود۔ و از بندگانِ خدمتی خود بدہد نہ از بندگانِ تجارتی اگرچہ بندہ مدبر یا ام ولد باشد۔

প্রশ্ন ঃ কার কার পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব?

উত্তর ঃ নিজের পক্ষ হতে এবং নাবালেগের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে, যদি এ নাবালেগ নেসাবের মালিক না হয়। আর যদি নেসাবের মালিক হয় তাহলে তার মাল হতে আদায় করবে। নিজ খেদমতের জন্য রাখা গোলামের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করবে। তবে ব্যবসায়ী গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করবে না, যদিও উক্ত গোলাম মুদাব্বার বা উম্মে ওয়ালাদ হয়ে থাকুক না কেন।

نہ از زوجۂ خود و فرزندانِ بالغ خود و مکاتبِ خود و نہ از بندۂ گریختہ، مگر بعد باز آمدن،

বিঃ দ্রঃ স্ত্রীর সাদকায়ে ফিতর স্বামীর উপর দেয়া ওয়াজিব নয়। বালেগ সন্তানের ফিতরাও পিতা দিবে না এবং অর্থের বিনিময়ে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও পলাতক গোলামের ফিতরা মালিক দিবে না। তবে ফিরে আসার পর আদায় করবে।

و اگر یک بندہ یا چند بندہ در چند کس مشترک باشند نزد امام اعظمؒ صدقۂ فطر آں بندہ بر کسے واجب نشود۔

প্রশ্ন ঃ এক গোলাম অথবা একাধিক গোলাম যদি একাধিক মালিকানায় থাকে তাহলে গোলামের ফিতরা দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ এক গোলাম অথবা একাধিক গোলাম যদি একাধিক মালিকানায় থাকে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে তার ফিতরা দিতে হবে না।

مسئلہ۔ صدقۂ فطر واجب می شود بہ طلوعِ فجر روز عید پس کسے کہ پیش از صبح عید بمرد یا بعد صبح زائیدہ شد و یا اسلام آورد صدقۂ آں واجب نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ সাদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ ঈদের দিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সাথে সাথে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুতরাং সুবহে সাদিকের পূর্বে কোন ব্যক্তি মারা গেলে অথবা সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করলে বা ইসলাম গ্রহণ করলে এদের উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না।

وپیش از عید ہم ادائے صدقۂ فطر جائز ست لیکن مسنون آنست کہ پیش از خروج بہ مصلیٰ ادا کند اگر روزِ عید صدقۂ فطر ادا نہ کرد ہر گاہ خواہد قضا کند۔

প্রশ্ন ঃ সাদকায়ে ফিতর কখন আদায় করা সুন্নত?

উত্তর ঃ ঈদের দিন ঈদগাহে রওয়ানা করার পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা সুন্নত। তবে ঈদের কয়েক দিন পূর্বে আদায় করতে চাইলে তা জায়েয আছে। কোন কারনে যদি ঈদের দিন আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে পরে আদায় করতে পারবে।

مسئلہ۔ مقدارِ صدقۂ فطر نصف صاع ست از گندم یا آردِ گندم یا سویقِ گندم یا یک صاع ست از خرما یا جو و کشمش مثل گندم ست نزد امام اعظمؒ و مثل جو نزد صاحبینؒ۔

প্রশ্ন ঃ সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর ঃ সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হল অর্ধ সা' অর্থাৎ, গম, আটা, ছাতু হলে এক সের সাড়ে বার ছটাক। আর খেজুর অথবা যব দ্বারা দিলে এক সা' অর্থাৎ, ৮০ তোলা সের হিসেবে সাড়ে তিন সের দিতে হবে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে কিসমিস গমের তুল্য, আর সাহেবাইনের নিকট যব তুল্য।

صاع ظرفے باشد کہ دراں ہشتِ رطل از عدس یا ماش یا مانند آں گنجد و نزد ابی یوسفؒ پنج رطل یا ثلث رطل۔ و رطل بست استار باشد ہر استار چہار و نیم مثقال پس وزن یک رطل برابر سی و شش روپیہ سکۂ دہلی است، دادن قیمت عوضِ صدقۂ فطر جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ সা' এর পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর ঃ সা' এমন এক পাত্রকে বলে যার মধ্যে আট রতল মশুরের ডাল বা মাসকলাই অথবা এ জাতীয় বস্তুর সঙ্কুলান হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে সা' বলা হয় এমন পাত্রকে যার মধ্যে সোয়া পাঁচ রতল বস্তুর

সঙ্কুলান হয় (২৩৪ তোলা)। আর বিশ আস্তারে এক রতল হয় এবং সাড়ে চার মিসকালে এক আস্তার হয়। সুতরাং এক রতলের ওজন হল দিল্লীর হিসেবে তৎকালীন ছত্রিশ টাকার বরাবর। তাই বস্তুর পরিবর্তে মূল্য দ্বারা সাদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয আছে।

শব্দার্থ ঃ بندگاں - بندہ-এর বহুবচন। অর্থ দাস। مدبر- যে গোলাম তার মুনিবের মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যায়। ام ولد- যে বাঁদীর গর্ভে মুনিবের সন্তান জন্মলাভ করেছে। بندہ گریختہ- পলাতক গোলাম। بمرد- মারা গিয়েছে। زائیدہ شد- ভূমিষ্ট হয়েছে। آرد- আটা। سویق- ছাতু। فرزندان- فرزند-এর বহুবচন। অর্থ সন্তান। عدس- মশুরের ডাল। ماش- মাশকলাই। گنجد- ধরে বা ধারণ ক্ষমতা রাখে। مثقال সাড়ে চার মাশা পরিমাণ।

فصل ـ دیگر صدقۂ نافلہ است، صدقہ نافلہ بوالدین واقربین ویتامی ومساکین وہمسایہ وسائلین وغیرہ بدہد، لیکن بہتر آنست کہ آنچہ زائد ازحوائج اصلی ودیون ونفقات وحقوق واجبہ باشد بدہدو، درمعصیت خرچ نکند، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد فتح خیبر نفقہ یک سالہ پیشگی بہ ازواج مطہرات داد، ودیگر برائے نفس خود ہیچ ذخیرہ نمی کردند ہرچہ میسر می شد درراہ خدامی دادند وفرمودند انفق یابلال ولا تخش من ذی العرش اقلالاً یعنی خرچ کن آنچہ داری اے بلال واز مالکِ عرش اندیشۂ فقر مدار، ومال رابیہودہ خرچ نہ کند کہ مبذر راحق تعالی برادرِ شیطان گفتہ۔

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নফল সদ্‌কার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নফল সাদকা কোন কোন লোককে দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ নফল সাদকা, পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, পড়শী, ভিক্ষুককে দেয়া যাবে।

তবে মৌলিক প্রয়োজন, ঋণ, হুকুকে ওয়াজিবাহ অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ হক আদায়ের পর সম্ভব হলে নফল সাদকা করা উত্তম। উক্ত সাদকা গুনাহের কাজে দান করা যাবে না। কেননা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর তার পুত-পবিত্র স্ত্রীগণকে এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খোরাক অগ্রিম দিয়েছিলেন এবং তার নিজের জন্য কোন সম্পদই জমা করে রাখেননি। যখন যে পরিমাণ অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসত সব মালই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতেন। তিনি বলতেন, হে বেলাল! আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ কর

এবং আরশের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে হ্রাসের আশংকা করো না। তবে অহেতুক কাজে মাল খরচ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

خرچ بیہودہ آنست کہ درآں ثواب نہ باشد ومنفعت دردنیا۔

প্রশ্ন ঃ কোন খরচকে বেহুদা অর্থাৎ, অহেতুক খরচ বলে?

উত্তর ঃ অহেতুক খরচ বলা হয়, যে খরচের দ্বারা দুনিয়ার লাভ তো নাই বরং পরকালেও সওয়াব নেই।

وحظ نفس زیادہ از حق نفس معتبر نیست۔

বিঃ দ্রঃ নফ্সের হক আদায় না করে নফসকে খুশি করার ব্যাপারকে প্রাধান্য দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

مسئلہ۔اول صدقۂ نافلہ بہ بنی ہاشم بدہد کہ زکوۃ برآنہا حرام ست وبہ تواضع واحترام نظر بہ برقرابتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگزارند۔

প্রশ্ন ঃ নফল সাদকা কাদেরকে দেয়া বেশী উত্তম?

উত্তর ঃ নফল সাদকা হাশেমী গোত্রের লোকদেরকে দেয়া অতি উত্তম। কেননা তাদের উপর যাকাতকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয়দের প্রতি সু-দৃষ্টি কল্পে বিনয়ের সাথে নফল সাদকা পেশ করতে হবে।

مسئلہ۔صدقۂ نافلہ ذمی رادادن جائزست نہ حربی را۔

বিঃ দ্রঃ জিম্মিদেরকে নফল সাদকা দেয়া যাবে কিন্তু কখনও হরবী অর্থাৎ, শত্রু কবলিত অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফিরদেরকে দেয়া যাবে না।

مسئلہ۔ضیافتِ مہماں تا سہ روز سنتِ مؤکدہ است وبعد ازاں مستحب۔

বিঃ দ্রঃ কারো বাড়ীতে কোন মেহমান আসলে উক্ত মেহমানকে উর্ধ্বে তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা সুন্নত। এর অধিক দিন থাকলে মেহমানদারী করা মুস্তাহাব।

শব্দার্থ ঃ والدين-পিতা-মাতা। اقربين - আত্মীয়-স্বজন। حظ نفس-প্রবৃত্তির স্বাদ। تواضع- বিনয়। قرابت- আত্মীয়তা। بنى هاشم- হাশেম বংশীয় লোক। اقربين- আত্বীয়-স্বজন। حقوق واجبه- বিশেষ বিশেষ হক। ذمی-মুসলিম দেশের অমুসলিমগণ যারা সরকারকে টেক্স দেয় তথা সরকারী আইন মেনে চলে।

کتاب الصوم

یکے از ارکانِ اسلام روزۂ ماہِ مبارکِ رمضان ست، فرض ست قطعی بر ہر مسلم مکلّف منکر آں کافر بود، وتارکِ بے عذر فاسق، در صحیحین ست کہ ابو ہریرہؓ از رسولِ کریم صلے اللہ علیہ وسلم روایت کردہ کہ ہر عملِ حسنۂ ابن آدم زیادہ دادہ می شود وثوابِ آں دہ چند تا لفت صد چند، حق تعالی فرمود مگر صوم بدرستیکہ روزہ برائے من است ومن خود جزائے روزہ ہستم (الحدیث)

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রোযা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রোযা ফরয হওয়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযা কি ফরয? কার উপর? এ ফরযকে অস্বীকার করলে বা ভঙ্গ করলে কি হবে?

উত্তরঃ ইসলামের রুকন সমূহ হতে একটি রুকন হল পবিত্র রমযান মাসের রোযা। আর উক্ত রোযা প্রত্যেক আকেল, বালেগ, মুসলমানদের জন্য ফরযে আইন এবং রোযার ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী কাফির। বিনা ওযরে রোযা ভঙ্গকারী ফাসিক। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, বনী আদমের সকল আমলের সওয়াব ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে রোযা এর ব্যতিক্রম। নিশ্চয় রোযা আমার জন্য, আর আমি নিজেই রোযার প্রতিদান হব। (আল-হাদীস)

مسئلہ۔ شرط ادائے روزہ نیت ست وطہارت از حیض ونفاس۔

প্রশ্ন ঃ রোযা আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর ঃ রোযা আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, যথা-

(১) নিয়ত করা।

(২) হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

مسئلہ۔ روزہ بر شش قسم ست، یکے روزۂ رمضان دوم روزۂ قضا سوم روزۂ نذر معین چہارم روزۂ نذر غیر معین، پنجم روزۂ کفارت، ششم روزۂ نفل،

প্রশ্ন ঃ রোযা মোট কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ রোযা মোট ছয় প্রকার। যথা-

(১) রমযানের রোযা।

(২) ক্বাযা রোযা।

(৩) নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা।

(৪) অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা।

(৫) কাফ্ফারার রোযা।

(৬) নফল রোযা।

نزد امام اعظمؒ روزۂ رمضان ۱۔ بہ مطلقِ نیت ۲۔ فرض وقت ۳۔ و نیت نفل ادا شود، و اگر نیت قضا یا کفارت کرد اگر صحیح مقیم ست فرض وقت ادا شود لا غیر۔ و اگر مریض یا مسافر ست آنچہ نیت کرد از قضا یا کفارت ادا شود و نزد صاحبین تا ہم فرض وقت ادا شود۔ و نزد مالکؒ و شافعیؒ و احمدؒ برائے روزۂ رمضان ہم تعیین نیت فرض وقت ضرور ست۔

প্রশ্ন ঃ রোযার নিয়ত কি ভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ রমযানের রোযা আদায় করার জন্য

(১) সাধারণ নিয়ত,

(২) রমযানের নিয়ত,

(৩) নফল নিয়ত।

এ তিন ধরনের যে কোন এক প্রকারের নিয়ত করলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযাই আদায় হবে। এমন কি রমযানে কোন সুস্থ মুকীম ক্বাযা বা কাফ্ফারার নিয়তও যদি করে তথাপিও রমযানের রোযাই আদায় হবে। অন্য কোন রোযা আদায় হবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি মুসাফির বা রোগি হয় তাহলে সে ক্বাযা কাফ্ফারার যে নিয়ত করবে তাই আদায় হবে। আর সাহেবাইনের মতে রমযানে যে কোন নিয়তই করুক না কেন শুধু রমযানের রোযাই আদায় হবে। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ), মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে।

و نذر معین نزد امام اعظمؒ چنانچہ بہ نیت نذر ادا شود، ہم بہ مطلق نیت ادا شود، و ہم بہ نیت نفل، و اگر نیتِ واجبِ آخر کردہ واجبِ آخر ادا شود، و نزد اکثر ائمہ نذر معین بدونِ

تعیین نیت نذر ادا نہ شود و نفل بہ نیت مطلق ادا شود بالاتفاق چنانچہ بہ نیت نفل۔ ونذرِ غیر معین وقضا وکفارت را باتفاق تعیین نیت شرط ست۔

প্রশ্ন ঃ নজরে মুআইয়্যান অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায়ের জন্য নিয়ত কিভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায়ের জন্য শুধুমাত্র মান্নতের রোযা অথবা নফল রোযা অথবা নিছক নিয়ত করলে নির্দিষ্ট মান্নতের রোযাই আদায় হবে। আর যদি অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করে তাহলে অন্য ওয়াজিবই আদায় হবে। আর অধিকাংশ ইমামের মতে নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ত করা আবশ্যক। তবে নফল রোযার জন্য সাধারণ নিয়তই সকল ইমামের নিকট যথেষ্ট হবে। আর অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা, ক্বাযা ও কাফ্ফারা রোযার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট নিয়ত করা আবশ্যক।

مسئلہ۔ وقتِ نیت روزہ از غروبِ آفتاب ست تا طلوعِ صبح۔ وبعد طلوعِ صبح نیت روا نباشد مگر روزۂ نفل تا پیش از زوال نزد شافعیؒ واحمدؒ۔ ونزد مالکؒ بعد طلوعِ صبح نیت نفل ہم درست نیست، ونزد امام اعظمؒ نیت روزۂ رمضان ونذر معین ونفل تا پیش از زوال صحیح ست، ونیت قضا وکفارت ونذر غیر معین بعد طلوع صبح باتفاق جائز نیست، ونزد ائمہ ثلثہ ہر سی روزۂ رمضان را ہر شب نیت علٰیحدہ علٰیحدہ شرط ست، ونزد امام مالکؒ برائے تمام رمضان شب اول یک نیت کافی است۔

প্রশ্ন ঃ রোযার নিয়ত করার সময় কখন হয়?

উত্তর ঃ ফরয রোযার নিয়ত করার সময় হল, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। এর মধ্যবর্তী সময়ে নিয়ত করতে হবে। আর ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র.) -এর মতে সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা জায়েয নেই। কিন্তু নফল রোযা এর ব্যতিক্রম।

ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে সুবহে সাদিকের পর নফল রোযারও নিয়ত করা জায়েয নেই। ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযা নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা এবং নফল রোযার জন্য সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা জায়েয আছে। আর সুবহে সাদিকের পর ক্বাযা, কাফ্ফারা,

অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযার নিয়ত করা সর্ব সম্মতিক্রমে নাজায়িয। আর ইমাম আজম (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মত হল রমযানের প্রতিটি রোযার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ত করতে হবে। তবে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে পূর্ণ রমযানের জন্য প্রথম রাত্রের নিয়তই যথেষ্ট।

اگر اول شبِ ماہ نیت روزہ کرد ودرمیانِ رمضان مجنون شد وچند روزہ در جنون گذشت ومفطراتِ صوم از وبہ وقوع نیامد نزد مالکؒ روزہائے او صحیح شد، ونزد ائمہ ثلثہ ایام جنون را روزہ قضا کند برائے فوت نیت، واگر جنون تمام ماہِ رمضان را درگرفت روزہ ساقط شود قضا واجب نہ گردد، واگر یک ساعت از رمضان مجنون را افاقت شد ایامِ گذشتہ را قضا کند اگرچہ درحالتِ بلوغ مجنون بود یا بعد ازاں مجنون شد۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি রমযানের প্রথম রাত্রে পূর্ণ রমযানের নিয়ত করার পর কিছুদিন পাগল অবস্থায় থাকে তাহলে এর রোযার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি রমযানের প্রথম রাত্রে ত্রিশ দিন রোযা রাখার নিয়ত করার পর কিছু দিন পাগল অবস্থায় থাকে এবং তার নিকট রোযা ভঙ্গের কোন কারণ না পাওয়া যায়, তাহলে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে রোযা সহীহ হয়ে যাবে। অন্য তিন ইমামের মতে তার রোযা সহীহ হবে না। কেননা, তার থেকে নিয়ত ছুটে গেছে। তাই হুশ হওয়ার পর রোযার কাযা করতে হবে। আর যদি আল্লাহ না করুন পূর্ণ রমযানই জ্ঞান শুন্য হয়ে থাকে তাহলে তার দায়িত্ব থেকে রোযার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। ক্বাযা করতে হবে না। তবে এর মধ্যে যদি কোন এক সময়ও জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে বিগত দিনগুলোর রোযা ক্বাযা করতে হবে, যদিও সে বালেগ হওয়ার সময় অথবা বালেগ হওয়ার পর পাগল হয়ে থাকে।

শব্দার্থ ঃ قطعي فرض- অকাট্য ও সুনিশ্চিত ফরয, যা ফরয হবার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। مكلف- শরীয়তের আহকাম পালন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। صحيحين- বুখারী ও মুসলিম শরীফ। ده چند- দশগুণ। بدرستيكه- নিঃসন্দেহে। جنون- পাগলামী। مفطرات صوم- রোযা ভঙ্গকারী কার্যাবলী। افاقت- জ্ঞান ফিরে পাওয়া।

مسئلہ۔ بدیدنِ ماہِ رمضان یا بہ تمام شدن سی روزِ شعبان روزہ واجب شود و برائے شہادت ماہ رمضان اگر آسمان ابر یا مانند آں دارد یک مرد یا یک زنِ عادل کافی است حر باشد یا رقیق و برائے شہادت شوال دریں چنیں حال دو مردِ حُرِ عادل یا یک مرد و دو زنِ احرارِ عدول بالفظ شہادت شرط ست واگر مطلع صاف باشد در رمضان و شوال جماعتے عظیم می باید۔

প্রশ্ন ঃ রোযা কখন ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ রমযানের চাঁদ দেখার দ্বারা অথবা শা'বান মাসের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ হওয়ার দ্বারা রোযা ওয়াজিব হয়। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অথবা ধুলোয় ধুসরিত হয়ে থাকে তাহলে চাঁদের সাক্ষ্যের জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ পyরুষ অথবা মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। চাই স্বাধীন হোক বা গোলাম। বস্তুতঃ সাক্ষ্যদান কালে স্পষ্ট ভাষায় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এমন শব্দ উল্লেখ করা শর্ত। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে রমযান ও শা'বানের চাঁদের জন্য বৃহৎ দলের দর্শন আবশ্যক।

مسئلہ۔ اگر رمضان بشہادتِ یک کس ثابت شدہ باشد و روزِ سی ام ماہ نہ دیدہ شد افطار جائز نیست و گر بشہادتِ دو مرد ثابت شد وسی روز گذشت افطار جائز شد اگرچہ ماہ نہ دیدہ شد۔

বিঃ দ্রঃ (১) যদি কোন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হয়ে থাকে এবং রমজানের ত্রিশ তারিখে শাওয়াল তথা ঈদের চাঁদ না দেখা যায়, তাহলে এরপর দিনের রোজা ভঙ্গ করা জায়িয নেই। এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা ধুলোয় ধুসরিত থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুইজন ন্যায়পরায়ন স্বাধীন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দুইজন ন্যায় পরায়ন স্বাধীন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। তারিখের চাঁদ দেখা দেয় তাহলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নেই। আর যদি দুই জনের সাক্ষ্য দ্বারা রমজানের চাঁদ প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে ত্রিশ তারিখ পেরিয়ে গেলে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলেও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয আছে।

مسئلہ۔ اگر کسے ماہِ رمضان یا شوال بچشمِ خود دید و قاضی شہادتِ او رد کرد در ہر صورت واجب ست کہ آں کس روزہ دارد، و اگر افطار کند قضاء واجب شود نہ کفارت۔

(২) যদি কোন ব্যক্তি রমযান অথবা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে বলে

বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার পর কাজি উক্ত সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে তাহলে উভয় সুরতে তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব। আর যদি সে উক্ত রোযা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে রোযা ক্বাযা করতে হবে, কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।

مسئلہ۔ درروز شک یعنی سی ام شعبان چوں ماہ ندیدہ شود ومطلع صاف نباشد روزہ ندارد مگر بہ نیت نفل اگر موافق افتد روز صوم معتاد اوراوالا خواص روزہ دارند، وعوام بعد زوال افطار کنند نزد امام اعظمؒ، وآں روز بہ نیت رمضان یا بہ نیت واجب آخر روزہ داشتن مکروہ است، وہمچنیں مکروہ است بہ تردید نیت کہ اگر رمضان باشد از رمضان ست والا از نفل یا واجب دیگر۔ وبہر تقدیر وہر نیت کہ روزہ داشت چوں رمضان ثابت شود آں روزہ نزد امام اعظمؒ از رمضان اداشود۔

প্রশ্ন ঃ সন্দেহের দিনে, অর্থাৎ, ২৯শে শা'বান যদি আকাশ পরিষ্কার না থাকার কারণে রমযানের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে এর পরদিনের রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তর ঃ সন্দেহের দিবসে অর্থাৎ, ২৯ শে শা'বান যদি আকাশ পরিস্কার না থাকার না থাকার কারনে রমযানের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে উক্ত দিন অর্থাৎ, ৩০শে শা'বান রোযা রাখবে না। তবে কারো নফল রোযার পূর্বাভ্যাস অনুযায়ী এ তারিখ হলে, সে নফলের নিয়তে উক্ত দিনের রোযা রাখতে পারবে। অন্যথায় ইমাম আজম (রহঃ)-এর মতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত দিনে রোযা রাখতে পারবেন। আর সাধারণ লোকেরা সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইফতার করবে। তবে ঐ দিন রমযানের নিয়তে বা অন্য ওয়াজিবের নিয়তে রোযা রাখা মাকরূহ। তেমনিভাবে নিয়তের দ্বন্দ্বের সাথে রোযা রাখা মাকরূহ। যেমন কেউ নিয়ত করল, যদি আজ রমযান হয়ে থাকে তাহলে রমযানের নতুবা নফল বা অন্য কোন ওয়াজিব রোযা রাখলাম। সর্বাবস্থায় সে যে রোযার নিয়ত-ই করুক না কেন যদি ঐ দিন রমযান প্রমাণিত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযাই আদায় হবে।

শব্দার্থ ঃ سي- ত্রিশ। رقيق- গোলাম। عدول- عدل-এর বহুবচন। অর্থ শরীয়তের অনুসারী নিষ্ঠাবান লোক, যার সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। مطلع- উদয়স্থল। خواص- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এখানে এমন সব লোক উদ্দেশ্য যারা

কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই রোযা রাখতে সক্ষম। بهر تقدير- সর্বাবস্থায়।

فصل ـ در موجباتِ قضا وکفارت ـ اگر کسے در روزهٔ رمضان ۱ـ جماع کرد یا ۲ـ جماع کرده شد عمدا در قبل یا ۳ـ دبر یا خورد یا ۴ـ اشامید عمدا غذا یا دوا روزهٔ او فاسد شود، بروئے قضاو کفارت واجب شود،

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কাযা ও কাফ্ফারার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কি কি কাজ করলে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ (১) রোযা অবস্থায় সামনের অথবা পেছনের রাস্তায় সঙ্গম করলে।
(২) ইচ্ছাকৃত সঙ্গমকৃতা হলে।
(৩) ইচ্ছা পূর্বক কিছু ভক্ষণ করলে, চাই তা খাদ্য হোক বা ঔষধ।
(৪) কোন কিছু পান করলে।
উল্লেখিত কারণে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

۱ـ و برده آزاد کند، ۲ـ واگر میسر نشود دو ماه پے در پے روزه دارد که در آں رمضان وایام عیدین وتشریق نباشد واگر درمیانه آں روزه فوت شود به عذر یا بے عذر، روزه از سر گیرد مگر بضرورت حیض ونفاس اگر افطار واقع شود مضائقه ندارد ۳ـ واگر مقدور روزه نداشته باشد به شصت مسکین طعام دہد ہر یک را مثل صدقهٔ فطر، ونزد شافعیؒ واحمدؒ بدون جمع کفارت واجب نشود۔

প্রশ্ন ঃ কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি ৩টি। যথা, (১) গোলাম আযাদ করে দেয়া। (২) গোলাম আযাদে অক্ষম হলে লাগাতার ভাবে ৬০টি রোযা রাখা। আর এই রোযা আদায়ের ক্ষেত্রে তার মাঝে রমযান অথবা দুই ঈদের দিন অথবা তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলো থাকতে পারবে না। তবে কোন কারণে অথবা অকারণে তার মাঝে কোন রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলে আবার পুনরায় নতুনভাবে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। কিন্তু হায়েয ও নিফাসের কারণে রোযা ভঙ্গ হলে এতে কোন ক্ষতি নেই।

(৩) রোযা রাখতে অক্ষম হলে ৬০জন মিসকিনকে সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। আর ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর

মতে সহবাস ব্যতীত কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় না।

وازافساد روزۂ قضایا کفارت یا نذر کفارت واجب نشود باتفاق،

বিঃ দ্রঃ ক্বাযা কাফ্ফারা অথবা মান্নতের রোযা ভঙ্গ করার কারণে সর্বসম্মতি -ক্রমে পুনরায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

واگردر یک رمضان دو روزۂ یا چندروزہ فاسد گردد بوجہے کہ کفارت واجب شود اگر بعد افسادِ روزۂ اول کفارت دادہ شد روزۂ ثانی را کفارت علیحدہ بدہد، وہمچنیں در ثالث ورابع وبعد آں۔

اگر روزۂ اول را کفارہ نہ دادہ باشد تا آخرِ رمضان برائے افسادِ چند روزہ یک کفارت کافی است۔ ونزد مالکؒ وشافعیؒ بر ہر تقدیر چند روزہ راچند کفارت می باید۔

প্রশ্ন ঃ যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে যদি রমযানের একাধিক রোযা ভঙ্গ করে তাহলে সেই একাধিক রোযার কাফ্ফারা আদায় করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যে সব কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় সেসব কারণে যদি একাধিক রোযা ভঙ্গ করে এরপর প্রথম রোযার কাফ্ফারা আদায় করে ফেলে তাহলে দ্বিতীয় রোযার কাফ্ফারা ও তৃতীয় রোযার কাফ্ফারা এবং এর পরবর্তী রোযার বিধানও তাই। আর যদি প্রথম রোযার কাফ্ফারা না দিয়ে থাকে তাহলে রমযানের শেষ পর্যন্ত একাধিক রোযা নষ্ট করার কারণে এক কাফ্ফারাই যথেষ্ট।

তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে যতগুলো রোযা ভঙ্গ করেছে প্রতিটি রোযার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে।

واگراز دو رمضان دو روزہ فاسد کردہ وکفارتِ روزۂ اول نداده دریں صورت باتفاق کفارت علیحدہ علیحدہ واجب ست۔

বিঃ দ্রঃ কেউ যদি দুই রমযানের দুই রোযা ভঙ্গ করে থাকে এবং প্রথম রোযার কাফ্ফারা না দিয়ে থাকে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে পৃথক পৃথক কাফ্ফারা দিতে হবে।

শব্দার্থ ঃ غذا- খাদ্য। اشامید- পান করল। برده- গোলাম। مضائقه- ক্ষতি। مقدور- ক্ষমতা। شصت- ষাট। همچنیں- অনুরূপভাবে।

واگر ۲۔ بخطا یا ۱۔ باکراہ افطار کرد گو بجماع یا ۳۔ حقنہ کردہ شد یا ۴۔ در گوش یا ۵۔ در بینی دوا چکانیدہ شد یا ۶۔ در زخم شکم یا در زخم سر دوا چکانیدہ شد پس دوا بدماغ یا در شکم او رسید یا ۷۔ سنگریزہ یا ۸۔ آہنے یا چیزے کہ از جنس دوا وغذا نیست از حلق فرو برد یا ۹۔ بہ قصد پری دہن قے کرد یا ۱۰۔ بگمان شب طعام سحور خورد وظاہر شد کہ صبح بود یا ۱۱۔ بگمان غروب افطار کرد حالانکہ غروب نشدہ بود یا ۱۲۔ طعام بفراموشی خورد وگمان کرد کہ روزۂ من فاسد شد پستر عمدا خورد یا ۱۳۔ آب در حلق خفتہ ریختہ شد یا ۱۴۔ زنے خفتہ یا در حالت دیوانگی یا بیہوشی جماع کردہ شد در یں صورتہا قضا واجب شود نہ کفارت، ۱۵۔ وہمچنیں اگر در رمضان نہ نیت روزہ کرد ونہ نیت افطار وہیچ از مفطرات صوم ازو بوقوع نیامد قضا واجب شود نہ کفارت۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন কারণে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না, শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ (১) ভুল বশত সঙ্গমের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করলে।

(২) কারো চাপ সৃষ্টিতে বাধ্য হয়ে রোযা ভঙ্গ করলে।

(৩) ইনজেকশন পুশ করালে। (তবে ফতওয়া হল ইনজেকশন দিলে, চুস করালে রোজা ভঙ্গ হয় না। -সম্পাদক, -আলাতে জাদীদা ঃ ১৫৩-১৫৪)

(৪) কানে ঔষধ প্রয়োগ করালে।

(৫) নাকে ঔষধ প্রয়োগ করালে।

(৬) পেট অথবা মাথার ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করার পর উক্ত ঔষধ পেটে বা মস্তিষ্কে চলে গেলে।

(৭) পাথর কনা বা লৌহ জাতীয় কোন কিছু কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেলে।

(৮) ঔষধ বা খাদ্য জাতীয় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেলে।

(৯) ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।

(১০) সেহরীর সময় আছে মনে করে সেহরী খাওয়ার পর সুবহে সাদেক প্রমাণিত হলে।

(১১) সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফতার করার পর ইফতারের সময় হয়নি বলে প্রমাণিত হলে।

(১২) দিনের বেলায় ভুলে কোন কিছু খাওয়ার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত ভক্ষণ করলে।

(১৩) ঘুমন্ত অবস্থায় কণ্ঠনালীর ভিতর পানি প্রবেশ করলে।

(১৪) কোন মহিলা ঘুমন্ত অবস্থায় পাগল বা বেহুশ অবস্থায় থাকলে তার সাথে সঙ্গম করলে।

(১৫) কেহ যদি রমযানে রোযা রাখা বা না রাখার কোন নিয়ত-ই না করে এবং তার থেকে রোযা ভঙ্গের কোন কর্মই প্রকাশ না পায়, তাহলে এ সকল অবস্থায় ক্বাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

واگر در رمضان نیت روزہ نہ کرد وطعام خورد ونزد امام اعظمؒ کفارت واجب نشود ونزد صاحبین واجب شود۔

বিঃ দ্রঃ কোন ব্যক্তি যদি রমযানের রোযার নিয়ত না করে খানা খেয়ে ফেলে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর সাহেবাইনের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

শব্দার্থ ঃ خطا- ভুল। اِکراه- বাধ্য করা। حُقنه- পেছনের রাস্তায় ঢুশ দেয়া। گوش - কান। بینی- নাক। چکانیده- পানি বা পানি জাতীয় তরল বস্তু ফোটা ফোটা করে ফেলা। سنگریزه- কংকর। آهن- লোহা। طعام سحور- শেষ রাতের খাবার। خفته- ঘুমন্ত। ریخته شد- ঢালা হয়েছে। دهن -মুখ।

واگر روزہ را فراموش کرد ودر حالت ۱۔ فراموشی طعام یا ۲۔آب خورد یا ۳۔جماع کرد روزہ فاسد نشود وقضا واجب نہ گردد وہمچنیں ۴۔احتلام و ۵۔انزال بنظر شہوت و ۶۔روغن بر بدن مالیدن و ۷۔سرمہ در چشم کشیدن و ۸۔غیبت کسے کردن و ۹۔حجامت کردن و ۱۰۔بے قصد قے آمدن اگر چہ کثیر باشد و ۱۱۔بقصد قے اندک کردن و ۱۲۔آب در گوش چکانیدن روزہ رافاسد نکند۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না?

উত্তর ঃ (১) রোযার কথা ভুলে গিয়ে খানা খেলে।

(২) রোযার কথা ভুলে গিয়ে পান করলে।

(৩) রোযার কথা ভুলে গিয়ে সঙ্গম করলে।

(৪) স্বপ্নদোষ হলে।

(৫) কাম দৃষ্টির দ্বারা বীর্যপাত হলে।
(৬) শরীরে তৈল মালিশ করলে।
(৭) চোখে সুরমা ব্যবহার করলে।
(৮) কারো গীবত করলে।
(৯) শিঙ্গা লাগালে।
(১০) অনিচ্ছায় বমি করলে, চাই তা বেশী হোক বা কম।
(১১) ইচ্ছাকৃত অল্প বমি করলে।
(১২) কানে পানি ঢাললে। এসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না।

واگردر ذکر روغن یا چیزے دیگر چکانید نزد امام اعظمؒ روزہ فاسد نشود ونزد ابی یوسفؒ فاسد شود،

প্রশ্ন ঃ পyরুষাঙ্গে তৈল ঢুকালে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

উত্তর ঃ পyরুষাঙ্গে তৈল বা এ জাতীয় কোন কিছু ঢুকালে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হয় না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

واگر ۱۔ بازن مردہ یا ۲۔ چہار پایہ یا ۳۔ در غیر سبیلین جماع کرد یا ۴۔ زن را بوسہ کرد یا ۵۔ مس بشہوت کرد اگر انزال شد روزہ فاسد شود والا فاسد نہ شود،

বিঃ দ্রঃ (১) মৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করলে।
(২) চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করলে।
(৩) غیر سبیلین অর্থাৎ, সামনের বা পেছনের রাস্তা ছাড়া অন্য প্রকারে সহবাস করলে।
(৪) স্ত্রীকে চুম্বন করলে।
(৫) যৌন উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করার দ্বারা যদি বীর্যপাত ঘটে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। অন্যথায় হবে না।

اگر در دندان چیزے از طعام باقی ماندہ وآں را از دست برآوردہ خورد روزہ فاسد شود وکفارت واجب نشود واگر از نوک زبان برآوردہ خورد اگر مقدار نخود باشد قضا واجب شود واگر از نخود کمتر باشد روزہ فاسد نہ شود، واگر دانہ کنجد در دہن انداختہ از حلق فرو برد روزہ فاسد شود، واگر در دہان خائید روزہ فاسد نہ شود قے پری دہن در دہن آمد و باز آں را بہ قصد فرو برد روزہ فاسد شود واگر قے قلیل در دہن آمد و بے قصد

فروروفت روزہ فاسد نشود، اگر پوری دہن بے قصد فرورفت نزد ابی یوسفؒ فاسد شود نہ نزد محمدؒ، اگر قلیل بقصد رفت نزد محمدؒ فاسد شود نہ نزد ابی یوسفؒ۔

প্রশ্ন ঃ দাঁতের ফাঁকে আটকানো খাদ্য যদি হাত দ্বারা বের করে খেয়ে ফেলে এতে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

উত্তর ঃ দাঁতের ফাঁকে আটকানো খাদ্য কনা হাতে বের করে পুনরায় ভক্ষণ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা বের করে খেলে তা যদি ছোলা বুট পরিমাণ হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, কাযা ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম হলে নষ্ট হবে না।

বিঃ দ্রঃ (১) তিলের বীজ তথা এ পরিমাণ স্বল্প বস্তু মুখে দেয়ার পর কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি মুখের ভিতর রেখে চর্বণ করে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

বিঃ দ্রঃ মুখ ভর্তি পরিমাণ বমি মুখে আসার পর পুনরায় যদি স্বেচ্ছায় গিলে ফেলে তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অল্প বমি মুখে আসার পর তা নিজে নিজেই পেটের ভিতর চলে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয় না। আর যদি মুখ ভর্তি বমি নিজে নিজেই পেটের ভিতর চলে যায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর অল্প বমি স্বেচ্ছায় গিলে ফেললে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

শব্দার্থ ঃ روغن -তৈল। مالیدن- মালিশ করা। چهارپایه -চতুষ্পদ জন্তু। دندان -দাঁত। قئ -বমি। اندك -অল্প। نوك زبان-জিহ্বার অগ্রভাগ।

ا۔ چشیدن چیزے یا ۲۔ خائیدن بے عذر در روزہ مکروہ است وطعام برائے طفل خائیدن در صورت ضرورت جائز باشد و ۳۔ مضمضہ و ۴۔ استنشاق برائے دفع گرمی وہمچنیں ۵۔ غسل برائے دفعِ گرمی و ۶۔ پارچۂ تر پیچیدن نزد امام اعظمؒ مکروہ است تنزیہا کہ بر جزع دلیل ست و نزد ابی یوسفؒ مکروہ نیست۔

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় কোন কোন কাজ করা মাকরূহ?

উত্তর ঃ (১) রোযা অবস্থায় বিনা ওযরে কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা।

(২) রোযা অবস্থায় কোন কিছু চর্বণ করা মাকরূহ। তবে বাচ্চার জন্য কোন কিছু চর্বণ করা তথা চিবানো প্রয়োজনের কারণে জায়েয।

(৩) উত্তাপ নিবারণের জন্য গড়গড়া করা।
(৪) গরম নিবারণের জন্য নাকে পানি দেয়া।
(৫) গরম নিবারণের জন্য গোসল করা।
(৬) ভিজা কাপড় শরীরে জড়ানো ইত্যাদি মাকরূহ। তবে উক্ত ভিজা কাপড় শরীরে জড়ানো ইমাম আজম (রহঃ) -এর নিকট মাকরূহে তানযীহী। কেননা এটা ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে মাকরূহ নয়।

مسئلہ۔ اگر بہ شب مجنب شد وصبح کرد صائم درحالتِ جنابت روزۂ او صحیح ست لیکن مستحب آنست کہ پیش از طلوعِ صبح غسل کند۔

বিঃ দ্রঃ (১) কারো উপর যদি রাত্রে গোসল ফরয হয় এবং গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল হয়ে যায় তাহলে তার রোযা ঠিক থাকবে। তবে সুবহে সাদেকের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

مسئلہ۔ علماء اتفاق دارند برآنکہ در روزہ دروغ گفتن یا غیبتِ کسے کردن یا بہ کسے ناسزا گفتن روزہ فاسد نمی کند، لیکن سخت مکروہ است، ونزد اوزاعیؒ روزۂ او فاسد شود۔ رسول فرمود صلے اللہ علیہ وسلم ہر کہ ترک نہ کرد سخنِ دروغ وعملِ معصیت پس حق تعالےٰ محتاجِ روزۂ او نیست یعنی روزۂ او مقبول نیست۔

(২) আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা বলে বা কারো গীবত করে অথবা গালি দেয় এতে তার রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু তা কঠোর মাকরূহ কাজ। আর ইমাম আওযাঈ (রহঃ) -এর মতে এতে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা বলে এবং নাফরমানী কাজ পরিত্যাগ না করে আল্লাহ তা'আলা তার রোযার মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ, তার রোযা কবূল হবে না।

مسئلہ۔ اگر شخصے طعام می خورد یا جماع می کند وفجر طلوع کرد بمجردِ طلوعِ فجر طعام از دہاں انداخت وذکر از جماع برکشید نزد جمہور روزۂ او صحیح باشد ونزد مالکؒ باطل شود۔

প্রশ্ন ঃ আহার বা সঙ্গম করা অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে গেলে সে রোযার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তির আহার বা সহবাস করা অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে

গেলে এবং ফজরের সময় হওয়ার সাথে সাথে মুখ হতে খাদ্য ফেলে দিলে বা সঙ্গম বন্ধ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে তার রোযা সহীহ হয়ে যায়। তবে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে তার রোযা বাতিল হয়ে যায়।

مسئلہ۔ مریض کہ بصومِ خوفِ زیادتِ مرض داشتہ باشد ومسافر کہ بالاتفسیر آں گفتہ شد آنہاں راافطار جائزست، پس اگر مسافر راروزہ مضر نہ باشد بہتر آنست کہ روزہ داردواگر مسافر در جہاد باشد یاروزہٴ اورامضر باشد اوراافطار بہترست واگر بہلاکت رساند افطار واجب ست، از روزہ عاصی شود و مریض ومسافر کہ افطار کردہ بودند اگر درحالتِ ہماں مرض یا سفر مردند قضا واجب نہ شود واگر بعد صحت واقامت مردند ہر قدر ایام کہ بعد صحت واقامت دریافتند ہماں قدر روزہ را قضا واجب شود، چوں قضا نہ کردند بر ولی از ثلثِ مال آنہا بشرطِ وصیت واجب ست کہ فدیہ دہد عوض ہر روزہ طعامِ یک مسکین بقدر صدقہٴ فطر، وبدون وصیت واجب نیست واگر تبرع کند صحیح شود۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়েয, আর কোন অবস্থায় ওয়াজিব?

উত্তর ঃ রোগীর জন্য রোযা রাখার ফলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা হলে এবং মুসাফিরের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। তবে মুসাফিরের রোযা রাখাতে কোন ক্ষতি না হলে তার জন্য রোযা রাখাই উত্তম। আর যদি মুসাফির জিহাদে থাকে বা রোযা তার জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তার জন্য রোযা না রাখাই উত্তম; কিন্তু প্রাণ নাশের আশংকা হলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় রোযা রাখলে গোনাহগার হবে। আর রোগী বা মুসাফির যারা রোযা ভঙ্গ করেছিল যদি উক্ত রোগে সুস্থ বা সফরে মৃত্যুবরণ করে তাহলে এ রোযার ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। আর যদি মুকীম হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সুস্থ বা মুকীম হওয়ার পর যে কয়দিন অতিক্রান্ত হয়েছে সে কয়দিনের রোযার ক্বাযা ওয়াজিব হবে। যেহেতু সে তার ক্বাযা আদায় করে যেতে পারেনি তাই ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে ওলীর জন্য তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মধ্য থেকে এক তৃতীয়াংশ হতে তার ফিদিয়া তথা জরিমানা দেয়া ওয়াজিব। আর প্রতি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে

সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। আর ওসিয়ত না করে থাকলে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ওলী নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ আদায় করে দিলে তাও বৈধ হবে।

مسئلہ۔ قضائے رمضان اگر خواہد پے در پے گزارد و اگر خواہد متفرق، اگر تمام سال قضا نہ کرد و رمضانِ دیگر آمد روزۂ رمضان دیگر ادا کند پستر بابتِ رمضانِ اوّل قضا کند، و دریں صورت ہیچ فدیہ واجب نیست۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি রমযানের ক্বাযা রোযা বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করে তাহলে তা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ রমযানের ক্বাযা রোযা ইচ্ছা করলে একাধারে রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন ভাবেও রাখতে পারে। যদি পূর্ণ এক বছরেও ক্বাযা না করে এবং অপর রমযান এসে যায় তাহলে আগে বর্তমান রমযানের রোযা আদায় করবে। অতঃপর পূর্বের রমযানের ক্বাযা রোযা আদায় করবে। তবে এক্ষেত্রে কোন ফিদিয়া তথা জরিমানা ওয়াজিব হবে না।

مسئلہ۔ شیخ فانی کہ از روزہ عاجز باشد افطار کند وعوضِ ہر روزہ بقدر صدقۂ فطر اطعام کند پستر اگر قدرت روزہ بہم رسید قضا بروے واجب شود۔

বিঃ দ্রঃ শায়খে ফানী অর্থাৎ, অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং সে প্রতি রোযার পরিবর্তে মিসকিনকে এক ফিতরা পরিমাণ খাদ্য দিবে। অতঃপর কখনও সক্ষম হলে তার উপর রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

مسئلہ۔ زنِ حاملہ یا شیر دہندہ اگر برنفسِ خود یا بچۂ خود خوف کند افطار کند و قضا کند فدیہ واجب نیست۔

বিঃ দ্রঃ গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদানকারীনী নারী যদি নিজের অথবা শিশুর জীবন নাশের আশংকা করে তাহলে রোযা ভঙ্গ করবে। পরে তার ক্বাযা করবে। এর জন্য ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হবে না।

শব্দার্থ ঃ خائیدن- চিবানো। پیچیدن- পেঁচান। مجنب- জুনুবী অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয। سخن- কথা। دروغ- মিথ্যা। انداخت- নিক্ষেপ করেছে। حاملہ - গর্ভবতী। شیر دہندہ-দুধদানকারিনী। مضمضہ -গড়গড়া করা। افطار- রোজা ভঙ্গ করা।

فصل۔ روزۂ نفل بہ شروع واجب شود مگر روزۂ ایامِ منہیہ، وافطار روزۂ نفل بے عذر روانیست و بہ عذر رواست، وضیافت ہم عذر ست، افطار کند وقضا لازم شود۔

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নফল রোযার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ নফল রোযা পূর্ণ করা কি ওয়াজিব?

উত্তর ঃ নফল রোযা শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। তবে যেসব দিনে রোযা রাখা হারাম,সেসব দিনে নফল রোযা রাখা শুরু করলে তা শেষ করা ওয়াজিব নয় এবং বিনা ওযরে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নেই; কিন্তু ওযরের কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করলে তা জায়েয। আতিথেয়তাও একটি ওযর। আর আতিথেয়তার কারণে রোযা ভঙ্গ করলে এই রোযার ক্বাযা করতে হবে।

مسئلہ۔ اگر در رمضان طفل بالغ شد یا کافر مسلمان گشت یا مسافر مقیم شد یا حائضہ پاک شد امساک باقی روز واجب شود وامساک کرد یا نہ کرد در ہر صورت قضا واجب نہ شود مگر بر مسافر وحائض۔

প্রশ্ন ঃ রমযানের দিনে সন্তান বালেগ হলে, কাফির মুসলমান হলে, মুসাফির মুকীম হলে কাযা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর ঃ রমযানের দিনে কোন সন্তান বালেগ হলে বা কাফির মুসলমান হলে অথবা মুসাফির মুকীম হলে বা ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হলে তাদের জন্য উক্ত দিনের বাকী অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, আর পানাহার থেকে বিরত থাক বা না থাক, কোন অবস্থাতেই এর ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। তবে ঋতুবতী নারী বা মুসাফিরের জন্য ক্বাযা ওয়াজিব হবে।

مسئلہ۔ روزِ عید الفطر وعید الاضحیٰ وایّامِ تشریق روزہ حرام ست از شروع دراں روز روزہ واجب نہ شود ولیکن اگر نذر کرد روزۂ ایں ایام را یا تمام سال را در ہر دو صورت دریں روز ہا افطار کند وقضا کند واگر روزہ داشت عاصی شود وقضا نیاید۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন দিন রোযা রাখা হারাম?

উত্তর ঃ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, আইয়্যামে তাশরীক তথা ১১, ১২, ১৩ যিলহজ্ব সর্বমোট পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। আর উক্ত দিনগুলোতে নফল

রোযা রাখা শুরু করলে এর ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। তবে যেদি কেউ এসব দিনে বা পূর্ণ বৎসর রোযা রাখার মান্নত করে উভয় অবস্থায় সে উক্ত দিনের রোযা ভঙ্গ করবে। পরে এর ক্বাযা করবে। কিন্তু এরপরও যদি কেউ রোযা রাখে তাহলে সে গুনাহ্গার হবে, তবে এগুলোর ক্বাযা করতে হবে না।

فائدہ۔ درحدیث آمدہ ہرکہ بعدِ رمضان درشوّال شش روزہ دارد گویا کہ تمام سال روزہ داشتہ باشد، بعضے علماء گفتہ اند کہ شش روزہ درشوّال متفرق دارد متصل عید الفطر نہ داردتا تشبہٗ بہ نصاری نہ شود، لہذا متصل رامکروہ داشتہ اند، وفتوی برآنست کہ مکروہ نیست وپیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم درشعبان اکثر روزہ داشتے ودربعضے احادیث بعد نصف شعبان ازروزہ نہی آمدہ بجہت آنکہ ضعف مانعِ صومِ رمضان نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রমযানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে সে যেন পূর্ণ এক বছর রোযা রাখল। আর কোন কোন আলিম বলেছেন, শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা ঈদুল ফিতরের সাথে মিলিয়ে না রেখে পৃথক পৃথক রাখবে। যাতে খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়। এ কারণে মিলিয়ে রাখাকে তাঁরা মাকরূহ বলেন। তবে ফতওয়ার দৃষ্টিতে তা মাকরূহ নয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে অধিক পরিমাণ রোযা রাখতেন। কোন কোন হাদীসে শা'বানের দ্বিতীয়ার্ধে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে এর দরুন দূর্বলতা সৃষ্টি হয়ে রমযানের রোযার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়।

শব্দার্থ ঃ ایام منهیه- রোযা রাখার জন্য নিষিদ্ধ দিনসমূহ অর্থাৎ, রমযানের ঈদ, কুরবানীর ঈদ এবং এর পরবর্তী তিন দিন। امساك- বিরত থাকা। ایام تشریق- যিলহজ্জে মাসের ৯ তারিখ হতে ১৩তম তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিন। تشبه- সাদৃশ্যপূর্ণ।

مسئلہ۔ درہرماہ سہ روزہ داشتن مسنون ست، گاہے پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم روزۂ ایّامِ بیض سیزدہم، چہاردہم، پانزدہم داشتہ، وگاہے اوّلِ ماہ وگاہے آخرِ ماہ، گاہے در ہرعشرہ یک روزہ، وگاہے پنجشنبہ ودوشنبہ وپنجشنبہ یا دوشنبہ وپنجشنبہ ودوشنبہ، وگاہے در

یک ماہ شنبہ یک شنبہ دوشنبہ ودر ماہِ دوم سہ شنبہ چہار شنبہ پنجشنبہ،

প্রশ্ন ঃ প্রতি মাসে কতদিন রোযা রাখা সুন্নত?

উত্তর ঃ প্রতি চন্দ্র মাসে তিনটি রোযা রাখা সুন্নত। (আর এটাকে ایّام بیض (১৩,১৪,১৫ তারিখ) -এর রোযা বলা হয়।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিন রোযা কখনো ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রাখতেন। আবার কখনো রেখেছেন মাসের প্রথম ভাগে। আবার কখনও প্রতি দশকে এক রোযা, আবার কখনও বৃহস্পতিবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার, বৃহস্পতিবার, সোমবার, আবার কখনও এক মাসে শনি, রবি, সোম এই তিন দিন এবং অপর মাসে গিয়ে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এই তিন wদন রোযা রেখেছেন।

روزِ عرفہ ہر کہ روزہ دارد دو سالہ گناہِ او بخشیدہ شود سالے گذشتہ وسالے آئندہ، واگر روز عاشورہ روزہ دارد یک سالہ گذشتہ گناہِ او بخشیدہ شود، ومستحب آنست کہ باعاشورہ یک روز اول یا یک روز بعد ازاں روزہ داشتہ باشد وروزہ روز جمعہ تنہا نزد بعضے علماء مکروہ است ونزد ابی حنیفہؒ ومحمدؒ مکروہ نیست۔

প্রশ্ন ঃ আরাফার দিনের রোযার ফযীলত ও হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আরাফার দিন অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জ তারিখে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার এক বছর আগে ও পরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আশুরা অর্থাৎ, ১০ই মুহর্‌রম রোযা রাখবে তার ও এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আশুরার রোযার সাথে আগের দিন বা পরের দিন মিলিয়ে মোট দুটি রোযা রাখা মুস্তাহাব। তবে কোন কোন আলিমের মতে শুধু শুক্রবারে একটি রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু তরফাইনের মতে মাকরূহ নয়।

مسئلہ۔ صومِ دہر وصومِ وِصال مکروہ است وبہترین صیام صیام داؤدست کہ یک روز روزہ دارد ویک روز افطار کند بشرطیکہ مداومت برآں تواں کرد کہ عبادت دوام بہتر ست۔

প্রশ্ন ঃ সারা বছর রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তর ঃ صوم دھر অর্থাৎ, সারা বছর রোযা রাখা صوم وصال অর্থাৎ, ইফতার বিহীন লাগাতার রোযা রাখা মাকরূহ। তবে নফল রোযার মধ্যে সর্বোত্তম

হল হযরত দাঊদ (আঃ) এর তরীকায় রোযা রাখা। আর তা হল একদিন রোযা রাখা আর একদিন ভঙ্গ করা। তবে শর্ত হল, এসব আমলের উপর সর্বদা অটল থাকতে হবে। কেননা, যে আমলের উপর সব সময় অটল থাকা যায় সেটাই উৎকৃষ্ট আমল।

مسئلہ۔ زن رابدون اذن شوہر و بندہ رابدونِ اذنِ مالک روزۂ نفل نہ باید داشت۔

বিঃ দ্রঃ স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং চাকরের জন্য তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা মাকরূহ।

শব্দার্থ ঃ ایام بیض- উজ্জল দিনগুলো অর্থাৎ, মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ। এ কয় রাতে চাঁদ যেহেতু অধিক উজ্জল থাকে, সেহেতু এ গুলোকে আইয়ামে বীয বা উজ্জল দিন বলা হয়। پنجشنبہ- বৃহস্পতিবার। دو شنبہ- সোমবার। صوم دہر- সারা বছরের রোযা। صوم وصال- ইফতার না করেই লাগাতার রোযা রাখা। اذن- অনুমতি। شوہر-স্বামী।

فصل ۔ اعتکاف در مسجد عبادت ست و در مسجدِ جامع اولیٰ، و واجب می شود اعتکاف بہ نذر، و آں عبارت ست از ماندن در مسجد بہ نیت اعتکاف، و اقل آں یک روز ست نزد امام اعظمؒ و اکثر روز نزد ابی یوسفؒ و یک ساعت نزد محمدؒ، و اعتکاف عشرۂ اخیرۂ رمضان سنت مؤکدہ است، و روزہ در اعتکاف واجب شرط ست و ہمچنیں در نفل در روایتے و زن در مسجدِ خانہ اعتکاف کند۔

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ ই'তিকাফ কাকে বলে? এবং ই'তিকাফ কোথায় করবে ও কতদিন করবে?

উত্তর ঃ সওয়াবের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। আর ই'তিকাফ মসজিদে করার নাম ইবাদত। ই'তিকাফ জামে মসজিদে করা উত্তম। আর এতে মান্নত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা একদিন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে সর্বনিম্ন সময়সীমা এক ঘন্টা বা সামান্য সময়ের জন্যও হতে পারে। আর রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ। ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। তদ্রূপ এক বর্ণনা মতে নফল ই'তিকাফের ক্ষেত্রেও রোযা রাখা ওয়াজিব। মহিলারা স্বীয় গৃহে নামাযের স্থানে ই'তিকাফ করবে।

مسئلہ۔ معتکف از مسجد بر نیاید مگر برائے بول یا غائط یا نمازِ جمعہ در وقتیکہ جمعہ را با سنت تواں یافت و در مسجدِ جامع زیادہ ازاں درنگ نہ کند و اگر درنگ کرد اعتکاف فاسد نشود۔

বিঃ দ্রঃ (১) ই'তিকাফকারী পেশাব-পায়খানা ও জুমার নামায ছাড়া অন্য কোন কারনে মসজিদের বাইরে যেতে পারবে না। জুম'আর জন্য এমন সময় যাবে যাতে সুন্নতসহ জুম'আর নামায আদায় করা যায়; কিন্তু জামে মসজিদে এসে বেশী দেরী করবে না। তবে দেরী করলে ই'তিকাফ ভঙ্গও হবে না; কিন্তু দেরী করা ওয়াজিব নয়।

مسئلہ۔ اگر معتکف بے عذر یک ساعت از مسجد برآمد اعتکاف فاسد شد ونزد صاحبین تا کہ اکثر روز بیرونِ مسجد نہ باشد فاسد نہ شود و خوردن ونوشیدن و خفتن و بیع وشراء بدون احضارِ متاع معتکف را جائز ست نہ غیر معتکف را۔

(২) বিনা প্রয়োজনে ই'তিকাফকারী এক মুহূর্তের জন্য মসজিদের বাইরে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে যদি দিনের অর্ধাংশের বেশী সময় বাইরে না থাকে তাহলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না। ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার করা ও ঘুমানো এবং ব্যবসার মাল উপস্থিত না করে বেচাকেনা করা জায়েয। আর অন্য কারো জন্য জায়েয নেই।

مسئلہ۔ معتکف را وطی و دواعیِ وطی حرام ست واز وطی اگرچہ بہ شب باشد یا بفراموشی باشد اعتکاف فاسد شود، واز مَس وقُبلہ اگر انزال کند اعتکاف فاسد شود والا نہ، در اعتکاف سکوت بالکلیہ مکروہ است وکلامِ بیہودہ مکروہ تر، کلام بخیر کند۔

(৩) ই'তিকাফকারীর জন্য সহবাস বা কামোদ্দীপক কর্ম হারাম। সহবাসের ফলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। রাত্রে হোক বা দিনে, ঐচ্ছিক হোক বা ভুলবশতঃ ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। স্পর্শ ও চুম্বনের দ্বারা যদি বীর্যপাত ঘটে তাহলেও ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। নতুবা নয়। আর ই'তিকাফ কালে সম্পূর্ণ নিবর থাকা মাকরূহ। তদ্রুপ বাজে আলাপ করাও মাকরূহ। উত্তম তথা দীনী আলাপ করতে পারবে।

مسئلہ۔ اگر اعتکاف چند روز را نذر کرد شبہائے آں روز ہا ہم اعتکاف لازم شود و ہمچنیں در نذرِ اعتکافِ دو روز اعتکافِ دو شب لازم۔ ونزد ابی یوسفؒ اعتکافِ یک

شب میانہ دوروز، واگر اعتکافِ یک ماہ را نذر کرد اعتکاف متصل یک ماہ لازم شود، اگرچہ متصل نہ گفتہ باشد۔

مسئلہ۔ اعتکاف بشروع لازم شود مگر نزد محمدؒ۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি একাধারে কয়েকদিন ই'তিকাফ করার মান্নত করে তাহলে কি রাত্রেও থাকতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ! একাধারে কয়েকদিন ই'তিকাফ করার মান্নত করলে রাতও এর অন্তর্ভূক্ত হবে। অর্থাৎ, রাত্রে থাকাও ওয়াজিব। তদ্রুপ দু'দিনের ই'তিকাফের মান্নত করলে দুই রাত মিলিয়ে থাকা জরুরী। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে দু'দিনের মান্নতে একরাত্র থাকতে হবে। কিন্তু যদি একমাস ই'তিকাফ করার মান্নত করে তাহলে রাত্রের কথা উল্লেখ করুক আর নাই করুক এক্ষেত্রে একাধারে একমাস ই'তিকাফ করতে হবে। আর নফল ই'তিকাফ শুরু করার কারণে শেষ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে ওয়াজিব হয় না।

শব্দার্থ ঃ اقل- সবচেয়ে কম। مسجد خانہ- ঘরের নামাযের স্থান। عشرۃ اخیرہ- শেষ দশ দিন। بول- পেশাব। غائط- পায়খানা। نوشیدن- পান করা। خفتن- নিদ্রা যাওয়া। احضار- উপস্থিত করা। متاع- মাল- পত্র। یك ساعة-এক মুহূর্ত। شراء- ক্রয় করা।

کتاب الحج

یکے از ارکانِ اسلام حج ست وآں فرضِ عین ست اگر شرائطِ وجوبِ آں یافتہ شود۔ ومنکرِ آں کافر است، وتارکِ آں باوجود شرائطِ وجوب فاسق، لیکن از بسکہ

প্রশ্ন ঃ হজ্জ কোন সালে এবং কখন ফরজ হয়?

উত্তর ঃ ৫ম হিজরীতে এবং মদীনায়ে তাইয়্যিবায় হজ্জ ফরজ হয়।

প্রশ্ন ঃ হজ্জের ফযীলত কি?

উত্তর ঃ হজ্জের ফযীলত এই যে, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রেজামন্দী ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে, সে ব্যক্তি সদ্য ভুমিষ্ট সন্তানের ন্যায় পাপ মুক্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরবে।

প্রশ্ন ঃ হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?

دریں دیار شرائط کمتر موجود می شود، ودر عمر یکبار واجب است، وقوع آں بار بار نمی شود عند الحاجۃ مسائلِ آں می تواں آموخت لہذا مسائلِ حج دریں رسالہ مختصر ذکر نہ کردہ شد۔ واللہ اعلم

সপ্তম অধ্যায় ঃ কিতাবুল হজ্জ

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ হল হজ্জ। আর হজ্জের শর্তাবলী পাওয়া গেলে তা পালন করা ফরযে আইন । হজ্জ ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির। হজ্জ ফরয হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তা পরিত্যাগকারী ফাসিক। কিন্তু যেহেতু এর শর্তাবলী এদেশে কম পাওয়া যায় এবং জীবনে মাত্র একবার ফরয হয়,অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় বার বার ফরয হয় না, তাছাড়া প্রয়োজনের সময় এর মাসআলা শিক্ষা করা সম্ভব বিধায় এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় হজ্জের মাসআলা আলোচনা করা হয় নি।

শব্দার্থ ঃ یافته شود- পাওয়া যায়। ازبسکه-যেহেতু। عند الحاجة- প্রয়োজনের সময়। مي توان آموخت- শিক্ষা করা সম্ভব। مختصر- সংক্ষিপ্ত; ক্ষুদ্র। تارك-পরিতত্যাগকারী।

کتابُ التقوٰی

بعد اتیانِ ارکانِ اسلام دانستنِ حرام ومکروہ ومشتبہ وپرہیز از مُشتَبِہات بنا بر احتیاط از وقوع در حرام ومکروہ از ضروریاتِ اسلام ست۔

অষ্টম অধ্যায় ঃ তাকওয়ার বর্ণনা

ইসলামের রোকনগুলো পালন করার পর হারাম, মাকরূহ ও সন্দেহজনক

উত্তর ঃ হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত ৬টি। যথা- ১. মুসলমান হওয়া, ২. জ্ঞানী হওয়া, ৩. স্বাধীন হওয়া, ৪. বালেগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ৫. সময় হওয়া অর্থাৎ হজ্জ কর্ম সম্÷াদন করতে স্বাভাবিক পর্যায় খরচ বহনে সক্ষম হওয়া।
প্রশ্ন ঃ হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?
উত্তর ঃ হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৫টি। যথা- ১. সুস্থ হওয়া, ২. বাধা নিষেধ না থাকা, ৩. রাস্তা নিরাপদ হওয়া, ৪. মহিলাদের ইদ্দতের সময় না হওয়া, ৫. মাহরামের সাথে যাওয়া।
প্রশ্ন ঃ হজ্জের ফরজ কয়টি ও কি কি?
উত্তর ঃ হজ্জের ফরজ তিনটি- ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, তওয়াফে জিয়ারতত করা।

বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং হারাম ও মাকরূহের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় সন্দেহযুক্ত কার্যাদি হতে বেঁচে থাকাও ইসলামের জরুরী স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

فصل، در خوردن۔ خوردنِ میتہ یعنی جانورے کہ خود بخود مردہ باشد و جانورے کہ آں را کافرِ غیر کتابی ذبح کردہ باشد حرام ست، وہمچنیں جانورے کہ آں را مسلمان یا کتابی ذبح کردہ باشد وعمداً بسم اللہ ترک کردہ باشد حرام ست واگر بنسیان ترک کردہ باشد نزد مالکؒ حرام ست ونزد امام اعظمؒ حلال ست۔

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পানাহার প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ কোন কোন প্রানী ভক্ষন করা হারাম?

উত্তর ঃ (১) মৃত প্রাণী তথা যে সমস্ত প্রাণী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। (২) যে সব প্রাণীকে আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কোন বিধর্মী লোক জবাই করে সেগুলো ভক্ষন করা হারাম। অনুরূপভাবে যে প্রাণীকে কোন মুসলমান বা কোন কিতাবী জবাই করে এবং জবাইয়ের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ তরক করে সেগুলোও ভক্ষণ করা হারাম। আর যদি ভুলে বিসমিল্লাহ তরক করে তাহলে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে তা ভক্ষন করা হারাম, আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে হালাল।

مسئلہ۔ خوردنِ درندہ از چہار پائگاں و پرندگاں اگر چہ کفتار و رُوباہ باشد و فیل و خر واستر و خزندہائے زمین مثلِ موشِ اہلی و دشتی و ابن عرس وغیرہ حشرات چوں زنبور وسنگ پُشت و مانندِ آں، و جانورے کہ غالبِ قوتِ وے نجاست باشد حرام ست،

প্রশ্ন ঃ গাধা, খচ্চর, খেকশিয়াল ইত্যাদি ভক্ষণ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ হিংস্র প্রাণী চাই চতুষ্পদ হোক বা পাখি জাতীয় হোক এবং খেকো প্রাণী হোক বা খেক শিয়াল হোক, হাতি, গাধা, খচ্চর হোক বা গর্তের প্রাণী হোক, যথা ঃ ঘরের বা বনের ইঁদুর, বেজী ইত্যাদি কীট-পতঙ্গ যেমন, ভীমরুল, কেচো প্রভৃতি এবং যে সব প্রাণীর খাদ্যের বেশীর ভাগ অংশ নাপাক ঐ সকল প্রাণী খাওয়া হারাম।

وزاغ کہ دانہ ونجاست ہر دو می خورد مکروہ است، واسپ حلال ست ونزد امام اعظمؒ مکروہ، وزاغ زراعت کہ فقط دانہ می خورد و خر گوش و دیگر حیوانات برّی حلال اند واز حیوانات دریا نزد امام اعظمؒ سوائے ماہی بہ جمیع اقسامِ خود ہیچ جانور حلال

نیست، وماہی اگر در دریا مرد و برروئے آب آمد حرام ست نزد امام اعظمؒ۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন জানোয়ার ভক্ষণ করা মাকরূহ ও হালাল?

উত্তর ঃ যে সব কাক নাপাক ও শস্য দানা উভয়টিই খায় সেগুলো খাওয়া মাকরূহ। আর ঘোড়া খাওয়া হালাল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে মাকরূহ।

এবং শস্যদানা আহরণকারী কাক, খরগোশ, অন্যান্য বন্য প্রাণী (অহিংস্র) খাওয়া হালাল। আর ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর মধ্যে মাছ ছাড়া অন্যসব প্রাণী ভক্ষণ করা হারাম। আর আপদ-বালা ব্যতীত কোন মাছ স্বাভাবিক ভাবে মরে পানিতে ভেসে উঠলে তা ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে খাওয়া হারাম।

وماہی وجراد راذبح شرط نیست۔

প্রশ্ন ঃ কোন কোন প্রাণী ভক্ষন করার জন্য জবাই করা শর্ত নয়?

উত্তর ঃ মাছ ও পঙ্গপাল ভক্ষণ করার জন্য জবেহ করা শর্ত নয়।

مسئلہ۔ خوردن بقدرے کہ قوامِ زندگی باشد فرض ست، وبقدرے کہ بداں نماز استادہ تواں خواند وقوّت برروزہ حاصل شود مستحب ست، وتا نصف شکم مسنون، وتا پری شکم مباح ست، واگر بہ نیّت قوت بر جہاد وتحصیلِ علوم دینی بخورد مستحب ست، وزیادہ از پوری شکم حرام ست، مگر بقصد روزۂ فردا یا بخاطرِ مہمان۔

প্রশ্ন ঃ কতটুকু পরিমাণ আহার করা ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব?

উত্তর ঃ যে পরিমাণ আহার করার দ্বারা জীবন ধারণ করা সম্ভব সে পরিমাণ আহার করা ফরয। আর যে পরিমাণ আহার করার দ্বারা দাড়িয়ে নামায পড়া যায় এবং রোযা রাখার শক্তি অর্জিত হয় সে পরিমাণ আহার করা মুস্তাহাব। অর্ধ পেট আহার করা সুন্নত। পেট ভরে খাওয়া মুবাহ। তবে জিহাদ বা ইলমে দীন অর্জনের জন্য বেশী খাওয়া মুস্তাহাব।

পেট ভরা বা তৃপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত আহার করা হারাম। তবে রোযার উদ্দেশ্যে বা মেহমানের খাতিরে হলে তা জায়েয।

مسئلہ۔ در حالتِ مخمصہ یعنی وقت اندیشۂ مرگ از گرسنگی اگر ماکولے حلال نیابد میتہ ومانندِ آں محرّمات حلال شود بلکہ فرض شود خوردنِ آں نزد امام اعظمؒ، اگر نخورد

প্রশ্ন ঃ জীবন বিপন্ন হওয়ার সময় হারাম খাদ্য খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে অর্থাৎ, ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলে যদি হালাল কোন খাদ্যদ্রব্য না পাওয়া যায়, সে মুহূর্তে মৃত প্রাণী বা এ জাতীয় অন্য কোন বস্তু ভক্ষন করা জায়েয। বরং ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ফরয। আর ভক্ষণ না করে মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হবে।

لیکن بقدر سدِ رمق خورد شکم سیر نخورد نزد ابی حنیفہؒ، و در قولے از شافعیؒ و احمدؒ و نزد مالکؒ شکم سیر خورد۔ در ایں چنیں حالت اگر مالِ غیر مقدارِ سدِ رمق خورد بہ نیت ادائے قیمت آں روا باشد، لیکن اگر احتیاط کرد و بمرد ماجور شود آثم نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ জীবন বিপন্ন অবস্থায় কতটুকু পরিমাণ হারাম খাবার খাওয়া জায়েয?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে জীবন বিপন্ন অবস্থায় জীবন ধারণ পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়া জায়েয হবে, তবে পেট ভরে খাবে না। অন্য একটি বর্ণনায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ), আহমদ (রহঃ) ও মালেক (রহঃ) -এর মতে পেট ভরে খাবার খাওয়া জায়েয। এমতাবস্থায় অন্যের মাল বিনা অনুমতিতে জীবন ধারণ পরিমাণ গ্রহণ করাও জায়েয। তবে পরে তার মূল্য পরিশোধের নিয়ত রাখতে হবে। এতদসত্ত্বেও যদি তা হতে বিরত থাকে এবং মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সওয়াবের অধিকারী হবে, গুনাহগার হবে না।

শব্দার্থ ঃ كتابي - আসমানী কিতাবের দাবীদার। যেমন ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান। كفتار - খেকশিয়াল। روباه - শৃগাল। استر - খচ্চর। خزندهائے زمين - যে সকল প্রাণী যমিনে লুকিয়ে থাকে। دشتي - জঙ্গলে বসবাসকারী প্রাণী। ابن عروس - বেজী। زنبور - ভীমরুল। سنگ پشت - কেঁচো। زاغ - কাক। مخمصه - প্রবল ক্ষুধার কারণে মৃত্যুঅবস্থা। گرسنگي - ক্ষুধা। سدِ رمق - জীবন বাচান। آثم - গুনাহগার। اتيان - পালন করা। مشتبه - সাদৃশ্যপূণ্য। موشی ابلی - ঘরের ইদুর। فيل - হাতি। خشرات - কিটপতঙ্গ। ماهی - মাছ।

مسئلہ۔ دوا خوردن در بیماری جائز ست واجب نیست اگر دوا نہ خورد و بمرد آثم نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ ঔষধ সেবন, সুস্বাধু খাবার, দামী ফল খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ অসুখে ঔষধ সেবন করা জায়েয, ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ অসুখে ঔষধ গ্রহণ না করার কারণে মারা গেলে গুনাহগার হবে না।

مسئلہ۔ خوردنِ انواعِ فواکہ واطعمۂ لذیذہ جائز ست لیکن اِسراف دراں واِفراط ممنوع ست۔

ভালো ভালো দামী ফল ও সুস্বাধু খাবার খাওয়া জায়েয। তবে এতে অপচয় বা অহেতুক খরচ করা নিষেধ।

مسئلہ۔ استعمالِ ظروفِ طلا ونقرہ برمرد وزن حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাসনপত্র ব্যবহার করা নারী পুরুষ সকলের জন্য হারাম।

مسئلہ۔ شرابِ انگوری از آبِ خامِ انگور کہ مسکر شود وکف آرد نجس ست بہ نجاست غلیظہ وحرام ست قطعی، منکرِ آں کافر ست وشرابے کہ از خرمائے تر سازند یا از کشمش کہ مسکر شود وکف آرد وطِلاء کہ آبِ انگور بہ پزند چوں کمتر از دوثلث خشک بگذارند تا مسکر شود وکف آرد وایں ہر سہ قسم نجس ست بنجاست خفیفہ، وہمچنیں دیگر اشربہ از تمر یا زبیب بعد پختن یا از عسل یا انجیر یا گندم یا جو یا جوار وغیر آں آنچہ مسکر باشد وہمچنیں مُثَلّثِ عِنَبی کہ آبِ انگور بعد پختن یک ثلث باقی ماندہ باشد ایں ہمہ مسکرات نزد امام محمدؒ حرام ست اگر چہ یک قطرہ ازاں خورد، نجس ست بنجاست خفیفہ۔ رسول فرمود صلے اللہ علیہ وسلم ہر چہ کثیر آں سکر آرد قطرۂ ازاں حرام ست، وہر چہ مسکرات خمر ست یعنی ہمچو خمر ست در حرمت ونجاست ونزد امام ابی حنیفہؒ سوائے چہار شرابِ سابقہ ازا شربۂ لاحقہ آنچہ بقصد لہو خورد حرام ست، واگر بقصد قوّت خورد جائز باشد لیکن ایں قولِ امام متروک ست وفتویٰ بر قولِ محمدؒ ست۔

প্রশ্ন ঃ মদ ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ (ক) আঙ্গুরের তাজা রস দ্বারা প্রস্তুতকৃত মদ যদি নেশা সৃষ্টি করে এবং তাতে ঝাঁজ পাওয়া যায় তবে তা নাজাসাতে গলীজা বা মারাত্মক নাপাক। তথা অকাট্য হারাম। উহা অস্বীকারকারী কাফির।

(খ) আর ভিজা খেজুর (গ) কিসমিস দ্বারা তৈরী মদ যদি মাদকতা সৃষ্টি করে ও তাতে ঝাঁজ ওঠে.

(ঘ) طلا তথা এমন প্রক্রিয়ায় আঙ্গুরের জ্বালানো রস যার দুই তৃতীয়াংশের বেশী শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর তা মাদকতা সৃষ্টি করে ও ঝাঁজ বিশিষ্ট হয়। এ তিন প্রকারের মদ নাজাসাতে খফীফা ও হারাম। তেমনি ভাবে যে মদ ভিজা আঙ্গুর বা শুকনা খেজুর জ্বালিয়ে তৈরী করা হয় বা মধু, আনজীর (ডুমুর), গম, যব, মাওয়ার (দানা জাতীয় ফল বিশেষ) ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা তৈরী করা হয় যা নেশা সৃষ্টি করে অথবা যে আঙ্গুরের জ্বালানো রস জ্বাল দিয়ে দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে ফেলা হয় এবং এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে এ জাতীয় মাদকতা সৃষ্টিকারী শরাব ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে নাজাসাতে খফীফা ও হারাম। এর এক ফোটাও পান করা হারাম। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে বস্তুর বেশীর অংশ নেশা সৃষ্টি করে তার এক ফোটাও হারাম। অর্থাৎ, হারাম ও নাপাক হওয়ার দিক দিয়ে শরাবের ন্যায়। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে পূর্বে উল্লেখিত চার প্রকার ছাড়া বাকী শরাব ও পরবর্তী শরাব সমূহ যা (সাধারণত চিত্ত বিনোদনের জন্য পান করা হয়) তাও হারাম তবে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে পান করা জায়েয। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতের উপরেই ফতওয়া।

প্রশ্ন ঃ شراب سابقہ বা পূর্ববর্তী মাদকদ্রব্য বলতে কোন প্রকার আর شراب لاحقہ বলতে কোন প্রকার মদকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ شراب سابقہ বলতে
شراب انگور از خام انگور، شرابے کہ از خرمائے تر سازند، از کشمش کہ مسکر شود، طلا کہ آب انگور بہ پزند বুঝানো হয়েছে।

আর شراب لاحقہ বলতে-
ہمجنس دیگر اشربہ از تمر یا زبیب، یا از عسل یا انجیر یا گندم یا جوار বুঝানো হয়েছে।

مسئلہ۔ از خمر ہیچ نفع گرفتن جائز نیست پس چہار پایہ را ہم ازاں تداوی نباید کرد وطفل را ہم دادہ نشود و در مرہم زخم ہم نینداختہ شود۔

প্রশ্ন ঃ মদ দ্বারা উপকৃত হওয়া কি জায়েয?

উত্তর ঃ মদের দ্বারা কোন ধরনের উপকারিতা লাভ করা জায়েয নয়। এমনকি কোন প্রাণীকেও তা দ্বারা চিকিৎসা করা নাজায়েয। শিশুদের ক্ষেত্রেও তাই। কোন জখমের ব্যান্ডেজের উপর ও তা প্রয়োগ করা যাবে না।

مسئلہ۔ وقت خوردن طعام وآب سنت آنست کہ اول بسم اللہ گوید وآخرش الحمد للہ واول وآخر دست بشوید، وآب بہ سہ کرت بنوشد وہر بار بسم اللہ والحمد للہ گوید۔

প্রশ্ন ঃ পানাহার করার সময় কি কি কাজ করা সুন্নত?

উত্তর ঃ পানাহার করার সময় সুন্নত হল-

(১) আহারের আগে ও পরে হাত ধোয়া,

(২) আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা,

(৩) আহারের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা,

(৪) পানীয় বস্তু তিন শ্বাসে পান করা,

(৫) প্রতিবার বিসমিল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ বলা সুন্নত।

مسئلہ۔ گوشت کہ از مسلمان یا کتابی خریدہ شود حلال است وآنکہ از بت پرست خریدہ شود حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ মুসলমান, কিতাবী ও মূর্তি পুজক থেকে গোশত ক্রয় করা জায়েয কি না?

উত্তর ঃ মুসলমান বা কিতাবী লোকের নিকট থেকে গোশত ক্রয় করা জায়েয। আর মূর্তি পূজারী থেকে ক্রয় করা জায়েয নয়।

مسئلہ۔ بر قبولِ ہدیہ قولِ عبد وامۃ وطفل مقبول ست۔

প্রশ্ন ঃ হাদিয়া কবুল করার ব্যাপারে গোলাম, দাসী, নাবালেগ কার কথা গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ হাদিয়া কবুল করার ক্ষেত্রে গোলাম, দাসী, নাবালেগের কথাও গ্রহণযোগ্য।

مسئلہ۔ شیرِ اسپ بسبب سکر وبول ماکول اللحم حرام ست۔

বিঃ দ্রঃ মাদকতা সৃষ্টি করার কারণে ঘোড়ার দুধ এবং যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব হারাম।

مسئلہ۔ اگر عادل بطہارت یا بنجاستِ آب خبر دہد قبول کردہ شود واگر فاسق یا مستور الحال بنجاستِ آب خبر دہد تحرّی کند وبہ غالب رائے عمل کند پس اگر در غلبۂ ظن صادق داند آب را ریختہ تیمّم کند واگر در غلبۂ ظن کاذب داند وضو وتیمّم ہر دو اگر کند بہتر باشد والا وضو کند۔

প্রশ্ন ঃ যদি এমন জায়গায় পানি পাওয়া যায় যে, পানি পাক বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তখন সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে?

উত্তর ঃ পানি পাক বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন ধার্মিক ব্যক্তি অবহিত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে কোন ফাসিক বা হাল অজানা ব্যক্তি পানি নাপাক বলে সংবাদ দিলে অন্তরে চিন্তা ভাবনা করে তার যে দিকে প্রাধান্য পায় তার উপর আমল করতে হবে। যদি সত্য নাপাক বলে প্রবল ধারণা হয় তাহলে পানি বাদ দিয়ে তায়াম্মুম করবে। আর মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে উজু তায়াম্মুম উভয়টা করা উত্তম। নতুবা শুধু উজু করবে।

مسئلہ۔از بندۂ تاجر قبولِ ضیافت جائز باشد، وگرفتنِ پارچہ یازر یانقد یاغلہ بدون اجازت مولی جائز نیست۔

বিঃ দ্রঃ (১) ব্যবসায়ী গোলামের আতিথেয়তা কবুল করা জায়েয। তবে প্রদত্ত বস্তু যেমন কাপড়, স্বর্ণ, টাকা বা অন্য কোন মাল হলে মুনিবের অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা না জায়েয।

مسئلہ۔قبولِ ضیافت وہدیہ اُمرائے ظالم وزنِ رُقّاصہ ومغنّیہ ونائحہ کہ اکثر مال اواز حرام باشد جائز نیست واگر داند کہ اکثر مال اواز حلال ست جائز ست۔

বিঃ দ্রঃ (২) জালেম শাসক, নৃত্য শিল্পী, গায়িকা, শোক প্রকাশে পেশাধারীনী মহিলার আতিথেয়তা ও হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা তাদের মালের অধিকাংশই হারাম। তবে যদি মালের বেশীর ভাগ অংশ হালাল পথে উপার্জন সম্পর্কে জানা থাকে তাহলে গ্রহণ করা জায়েয।

শব্দার্থ ঃ تداوی- চিকিৎসা। مرہم- পট্টি। کُرَّت- বার। بت پرست- মূর্তি পূজারী। ھدیہ- সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে প্রদেয় বস্তু। ماکول اللحم- যে প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয। مسکر-ঝাঝযুক্ত হওয়া। زبیب- কিসমিস। حرمت--হারাম।

فصل درلباس۔پارچہ پوشیدہ بقدر سترعورت ودفع سرماوگرمائے مہلک فرض ست وزیادہ ازاں برائے زینت مامور واظہار نعمت خداوادائے شکر مستحب ست ومسنون آنست کہ لباس انگشت نما نپوشد ودامن دراز تا نصف ساق باشد ودامن تاشتالنگ بانست وفروتر ازاں حرام ست وشملہ یک وجب بہ نیت سنت مستحب ست وزیادہ

تکلف درلباس بنابراسراف وتکبرحرام ست یامکروه وبدون آں مباح ست۔

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পোশাকের বিবরণ

প্রশ্ন : কি ধরণের পোশাক পরিধান করা ফরয, মুস্তাহাব, জায়েয ও হারাম?

উত্তর : ছতর আবৃত করা পরিমাণ ও জীবন বিপন্নকারী ঠান্ডা-গরম নিবারনের পোশাক পরিধান করা ফরয।

সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এর অধিক পরিধান করা জায়েয। আর আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ও শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

এমন পোশাক পরিধান করা যা দেখলে মানুষ আঙ্গুল দিয়ে তার দিকে ইশারা করে দেখায় তা পরা মাকরূহ। আর জামা, লুঙ্গি নিসফে সাক্ব তথা অর্ধ হাটু পর্যন্ত টেনে পরিধান করা সুন্নত। পায়ের গিরা পর্যন্ত পরিধান করা জায়েয। এর নিচে পরিধান করা হারাম। আর সুন্নতের নিয়তে পাগড়ীর আঁচল (শামলা)অর্ধ হাত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা মুস্তাহাব। লৌকিকতার উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরিধান করা ও অহংকার প্রদর্শন করা হারাম এবং মাকরূহ। তবে এর বিপরীত হলে তা জায়েয।

مسئلہ۔ مُعصفر ومُزعفرمرداں راحرام ست نہ زناں راوبروایتے رنگ سرخ مرداں را مطلقا مکروہ است مگرمُخطَّطْ مثلِ سوی۔

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য কি রঙের পোশাক ব্যবহার করা হারাম?

উত্তর : পুরুষের জন্য হলুদ ও জাফরানী রংয়ের পোশাক পরিধান করা হারাম। তবে মহিলার জন্য হারাম নয়। অন্য এক রেওয়ায়াত মতে পুরুষের জন্য লাল বর্ণের কাপড় ব্যবহার করা সর্বক্ষেত্রে মাকরূহ। তবে সূচী জাতীয় কাপড়ের ন্যায় লাল ডোরা বিশিষ্ট হলে মাকরূহ নয়।

শব্দার্থ : شتالنگ- পায়ের গিরা। وجب- বিঘত। معصفر- কুসুমী রঙে রঞ্জিত। مزعفر- জা'ফরানী রঙে রঙ্গিন। مخطط- ডোরা বিশিষ্ট।

مسئلہ۔ پارچہ کہ تارو پودِآں آبریشم باشدزناں راحلال ست ومرداں راحرام ست مگرمقدارِ چہارانگشت چوں علَم وآنچہ پودِآں آبریشم وتارِآں ازپنبہ یاصوف باشددر حرب جائز ست وآنچہ پودِآں ازپنبہ است وتارِآں آبریشم مشروع ست درحال

جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ রেশম যুক্ত বস্ত্র পরিধানের হুকুম কি?

উত্তর ঃ যে কাপড়ের তানা ও বানা উভয়টি রেশমের তা মহিলার জন জায়েয, পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। তবে পাড় বা পট্টির ন্যায় মাত্র চা আঙ্গুল পরিমাণ হলে তা নাজায়েয নয়, বরং জায়েয। আর যে কাপড়ের বান রেশমের আর তানা সুতি বা পশমী যুদ্ধের ময়দানে তা পরিধান কর জায়েয।

আর যে কাপড়ের বানা সূতি আর তানা রেশমী সর্বক্ষেত্রে তা পরিধান করা জায়েয।

مسئلہ۔از پارچۂ آبریشمی خالص فرش وتکیہ ساختن جائز ست نزد امام اعظمؒ ونزد صاحبین جائز نیست۔

বিঃ দ্রঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে খালেস রেশমের বস্ত্র দ্বারা বিছানা চাদর ও বালিশের কভার বানানো জায়েয। কিন্তু সাহেবাইনের মতে জায়েয নয়।

مسئلہ۔زناں را زِیورِ زر ونقرہ پوشیدن جائز ست ومرداں را جائز نیست مگر انگشتری نقرہ وکندن زر گردِ نگینہ۔

প্রশ্ন ঃ পুরুষ ও মহিলার জন্য অলংকার ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ মহিলার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার পরিধান করা জয়েয, আর পুরুষের জন্য নাজায়িয। তবে পুরুষের জন্য রৌপ্যের আংটি ও পাথরের চতুর্পার্শ্বে স্বর্ণ মোড়ানো আংটি পরা জায়েয।

مسئلہ۔بستنِ دندانِ شکستہ بہ تارِ نقرہ جائز ست نہ بہ تارِ زر ونزد صاحبین بہ تار زر ہم جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা দাঁত বাধানোর হুকুম কি?

উত্তর ঃ রৌপ্যের দ্বারা দাঁত বাধানো জায়েয। আর স্বর্ণের তার দ্বারা জায়েয নয়। কিন্তু সাহেবাইনের মতে স্বর্ণের তার দ্বারাও দাঁত বাধাই করা জায়েয।

مسئلہ۔انگشتری از آہن وسنگ ورَوئیں جائز نیست۔

বিঃ দ্রঃ লোহা, পাথর, পিতল দ্বারা বানানো আংটি ব্যবহার করা জায়েয নয়।

مسئلہ۔بادشاہ وقاضی را انگشتری برائے مہر داشتن سنت ست ودیگر را ترک آں

افضل ست۔

প্রশ্ন ঃ আংটি ব্যবহার করা কাদের জন্য সুন্নত আর কাদের জন্য সুন্নত নয়?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতির জন্য সীল মোহর প্রদান কল্পে আংটি ব্যবহার করা সুন্নত। আর অন্যদের তা থেকে বিরত থাকা শ্রেয়।

مسئلہ۔ طعام خوردن در ظرفے کہ کوفتِ نقرہ برآں باشد و نشستن برایں چنیں کرسی جائز ست بشرطیکہ از موضعِ نقرہ احتیاط کند ونزد ابی یوسفؒ مکروہ است واز محمدؒ دو روایت ست۔

বিঃ দ্রঃ রুপার পেরেক লাগানো, রুপার পাত্রে আহার করা বা এধরণের চেয়ারে বসা জায়েয। তবে পেরেকের স্থান হতে সতর্কতা অবলম্বন করা শর্ত। আর আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে তা মাকরূহ। আর মুহাম্মাদ (রহঃ) থেকে দুই ধরনের বর্ণনা আছে। এক বর্ণনায় জায়েয অন্যটিতে নাজায়েয।

مسئلہ۔ طفلِ نر را پوشیدنِ حریر وزر حرام ست۔

বিঃ দ্রঃ নাবালেগ ছেলেকে রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ পরিধান করানো হারাম জায়েয নেই।

শব্দার্থ ঃ پارچہ - কাপড়। تار- তানা। پود- বানা। علم- পাড়, কিনারা। رشتہ- সূতা। صوف- উল। کوفت - পেরেক লাগান। آھن- লোহা। روئین- পিতল।

فصل۔ در وطی و دواعی آں۔ جماع کردن با زن منکوحہ ومملوکہ خود در دبر یا در حالت حیض حرام ست۔

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সহবাস ও কামোত্তেজক কার্যকলাপ

প্রশ্ন ঃ নিজ স্ত্রী ও দাসীর পায়ুপথে ও হায়েযকালে সহবাস করার হুকুক কি?

উত্তর ঃ নিজ স্ত্রী ও দাসীর পায়ুপথে ও হায়েয কালে সহবাস করা হারাম।

مسئلہ۔ لواطت حرام ست قطعی، منکر حرمت آں کافر ست۔

مسئلہ۔ دیدن زن اجنبیہ را یا امرد را بہ شہوت حرام ست، وہمچنیں دست باجنبیہ بشہوت رسانیدن واز پا حرکت نامشروع کردن، درحدیث آمدہ کہ زنائے چشم نظر ست وزنائے دست گرفتن وزنائے زباں سخن گفتن وفروج تصدیق یا تکذیب آنہا می کند۔

প্রশ্ন ঃ সমকামিতা বা পুং মৈথুন, বেগানা নারী ও শশ্রু বিহীন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদির হুকুম কি?

উত্তর ঃ لواطت বা পুং মৈথুন করা সুনিশ্চিতরূপে হারাম। তা অস্বীকারকারী কাফির, আর বেগানা নারী ও শশ্রু বিহীন বালকের প্রতি কামদৃষ্টি করা হারাম। তদ্রুপ বেগানা নারীর শরীর স্পর্শ করা হারাম। আর হারাম সিদ্ধির মতলবে পদচারণা করাও হারাম। কারণ, হাদীসে আছে, চোখের যিনা হল দর্শন, হাতের যিনা স্পর্শ, মুখের যিনা হল আলাপ-আলোচনা করা, আর লজ্জাস্থান হয়তো তাকে সত্যায়ন করে নয়তো তাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।

مسئلہ۔ نظر کردن بہ عورت دیگر حرام ست مگر عند الضرورت بقدر ضرورت بہ بیند چوں طبیب یا ختنہ کنندہ یا قابلہ یا حقنہ کنندہ، ومرد را از مرد سوائے عورت دیدن جائز ست یعنی از ناف تا زانو نہ بیند، وزن را ہم از زن از ناف تا زانو دیدن جائز نیست ودیگر بدن دیدن جائز ست، وہمچنیں زن را از مرد اگر شہوت نباشد، ودر حالت شہوت اصلا نہ بیند،

প্রশ্ন ঃ অন্যের সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ অন্যের গুপ্তাঙ্গ তথা সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। তবে প্রয়োজন বশতঃ সে পরিমাণ দর্শন করতে পারবে। যেমন, চিকিৎসক, খতনাকারী, ধাত্রী ও পিছকারী প্রয়োগকারী। আর একজন পুরুষের জন্য অপর পুরুষের সতর ব্যতীত বাকী অঙ্গ দেখা জায়েয। অর্থাৎ, নাভি হতে হাটু পর্যন্ত দেখতে পারবে না এবং একজন মহিলার জন্য অপর মহিলার নাভি হতে হাটু পর্যন্ত দেখা নাজায়েয। আর বাকি অঙ্গ দেখা জায়েয। তদ্রুপ মহিলার জন্য পুরুষের সতর ছাড়া বাকি অঙ্গ দেখা জায়েয যদি কামভাব না থাকে। আর কামভাব থাকলে কোন অঙ্গই দেখতে পারবে না।

ومرد را از زن اجنبیہ اصلا دیدن جائز نیست مگر زنے کہ برائے حوائج بیروں می

آید روئے ودو دست او جائز ست اگر شہوت نہ باشد والا جائز نیست۔ در قرآن آمدہ بگو اے محمد ﷺ مردان مسلمانان را کہ از زناں چشم بپوشند وفروج را نگاہ دارند، وبگو زنان مسلمانان را کہ از مرداں چشم بپوشند وفروج را نگاہ دارند۔ ودر حدیث آمدہ ہر کہ زن اجنبیہ را بہ شہوت بہ بیند سرب در چشم او روز قیامت ریختہ شود۔

বিঃ দ্রঃ পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার কোন অঙ্গই দেখা জায়েয নয়। তবে যে সব মহিলা প্রয়োজনের তাগিদে বাইরে আসে তাদের চেহারা ও উভয় হাতের প্রতি যৌন কামনা ছাড়া হলে দেখা জায়েয। আর যৌন কামনা থাকলে দেখা জায়েয নেই। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন মহিলা থেকে দৃষ্টি নিম্মগামী রাখে এবং লজ্জাস্থান (যিনা-ব্যাভিচার হতে) হেফাজত করে। আর মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করা থেকে স্বীয় নজরকে নিচু রাখে এবং স্ব-স্ব লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি যৌন কামনার সাথে কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিয়ামত দিবসে তার চোখে সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

مسئلہ۔ از زن منکوحہ ومملوکہ خود تمام بدن دیدن جائز ست لیکن مستحب آنست کہ شرمگاہ را نہ بیند واز زن محرمہ خود از کنیز اجنبی سر وروئے وساق وبازو بہ بیند، ومس کردن ہم جائز ست اگر از شہوت مامون باشد وشکم وپشت وران نہ بیند وبندہ از مالکہ خود مثل اجنبی ست۔

প্রশ্ন ঃ নিজ স্ত্রী ও নিজ দাসীর অঙ্গ দেখার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আপন স্ত্রী ও নিজ দাসীর সকল অঙ্গ দেখা জায়েয আছে। তবে লজ্জাস্থান না দেখা মুস্তাহাব। কিন্তু স্বীয় মাহরাম ও বাঁদীর মাথা, চেহারা, পায়ের গোছা ও বাহু দেখা জায়েয। যৌন কামনা থেকে নির্ভয় থাকলে স্পর্শ করাও জায়েয। কিন্তু পেট, পিঠ ও রান দেখা জায়েয নয়। তেমনিভাবে গোলামের মনিব যদি মহিলা হয় তাহলে তার জন্য সে পর পুরুষের ন্যায়।

শব্দার্থ ঃ وطي- সহবাস করা। دواعى - داعية-এর বহুবচন। আহবানকারী-শৃঙ্গার। مملوكه- বাঁদী। لواطت- সমকামিতা। امرد- দাঁড়ি

মোঁচ বিহীন ছেলে। انگشتری- আংটি। آہن- লোহা। سنگ- পাথর। کوف- পেরেক। سرب- সীসা।

مسئلہ۔ دیدن بسوئے زنِ اجنبیہ وقتِ ارادہٴ نکاح یا شرائے آں باوجودِ شہوت ہم جائز ست وہمچنیں شاہد را نزد تحمل شہادت و ادائے آں و حاکم را نزد حکم۔

প্রশ্ন ঃ বিয়ে বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীর প্রতি নজর দেয়া জায়েয কি না?

উত্তর ঃ বিয়ে বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীর প্রতি কামভাব থাকা সত্ত্বেও তাকানো জায়েয। তদ্রূপ সাক্ষীর জন্য সাক্ষ্যদান কালে এবং বিচারপতির জন্য বিচার কালে তাকানো জায়েয।

مسئلہ۔ خوجہ و آختہ را حکم مرد ست۔

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গহীন ও অন্ডকোষহীন ব্যক্তির হুকুম কি?

উত্তর ঃ লিঙ্গহীন ও অন্ডকোষহীন ব্যক্তি স্বাভাবিক মানুষের ন্যায়।

مسئلہ۔ عزل از منکوحہ حرہ یعنی منی بیروں انداختن تا علوق نشود بے اذن او جائز نیست، و اگر مملوکہٴ غیر منکوحہ او باشد بغیر اذن سید او جائز نیست و از مملوکہٴ خود را بے اذن جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে আযল করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ শরীয়তের নিয়ম হল স্বাধীন স্ত্রীর সাথে তার অনুমতি ব্যতীত আযল করা অর্থাৎ, যোনীর বাইরে বীর্যপাত ঘটানো জায়েয নেই। আর অন্যের বাঁদীকে বিবাহ করলে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার সাথে আযল করা জায়েয নয়। কিন্তু নিজের বাঁদীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া আযল করা জায়েয।

مسئلہ۔ اگر کسے کنیز را بشرا یا ہبہ یا ارث یا مانند آں مالک شد وطیٴ آں جائز نیست ونہ دواعی وطی تا کہ در ملک او یک حیض کامل یافتہ شود و اگر صغیرہ یا آئسہ باشد بعد یک ماہ وطی جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ বাঁদীর মালিক হওয়ার পর কতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে মিলন বা যৌন আচরণ করা অবৈধ?

উত্তর ঃ ক্রয়, দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা এ জাতীয় কোন উপায়ে কোন দাসির মালিক হলে তার মালিকানায় আসার পর এক ঋতু পূর্ণ না

হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা বা যৌন আচরণ করা না জায়েয।

আর সে দাসি যদি না বালেগা বা বৃদ্ধা হয় তথা ঋতুহীনা হয় তাহলে একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর সহবাস করা জায়েয।

مسئلہ۔ اگر دو کنیز در ملک کسے باشند کہ نکاح آں ہر دو جمع نتواں کرد آں کس اگر با یکے وطی کرد دیگر بروے حرام باشد تا کہ آں را از ملک خود خارج نہ کند یا نکاح کردہ دہد۔

বিঃ দ্রঃ কারো মালিকানায় যদি এমন দুজন দাসি জমা হয় যাদের পরস্পরে বিবাহ নাজায়েয, তাদের একজনের সাথে সহবাস করলে অপর জনের সাথে সহবাস করা হারাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বীয় মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন না করবে বা বিবাহ না দিবে।

শব্দার্থ ঃ تصدیق সত্যায়ন করা। طبیب- চিকিৎসক। اجنبیہ- বেগানা মহিলা। ریختہ شد- ঢালা হয়েছে। کنیز - দাসি। شراء- ক্রয় করা। آختہ- খাসি। عزل- যোনীর বাইরে বীর্যপাত ঘটানো। منکوحہ- বিবাহিতা স্ত্রী। انداختہ- নিক্ষেপিত। تحمل شہادت- সাক্ষ্যদান করে। خوجہ- লিঙ্গহীন বা হিজড়া। ارث - উত্তরাধিকার।

فصل ۔ در کسب وتجارت واجارہ۔ در حدیث آمدہ کہ طلب حلال فرض ست بعد فرائض، وبہترین کسب عمل دست خود ست، داؤد علیہ السلام عمل از دست خود می کرد وی خورد، زرہ می ساخت دیگر بیع مبرور بہتر ست یعنی بیع کہ پاک باشد از فساد وکراہیت۔

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ উপার্জন, ব্যবসা ও ইজারা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, অন্যান্য ফরয আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করাও ফরয। স্ব-হস্তের রোজগারই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। হযরত দাঊদ (আঃ) স্বহস্তে রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি স্ব-হস্তে লৌহ বর্ম তৈরী করতেন। উৎকৃষ্ট উপার্জন হল খাঁটি ব্যবসা। অর্থাৎ, যে ব্যবসা সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপছন্দনীয় কারবার হতে পবিত্র।

مسئلہ۔ اگر مبیع مال نہ باشد مثل میتہ یا خون یا حر بیع آں باطل ست وہمچنیں اگر مال باشد لیکن متقوم نباشد مانند پرندہ در ہوا یا ماہی در دریا و مانند خمر وخوک۔

প্রশ্ন ঃ বিক্রয়ের দ্রব্য মাল না হলে কি বিক্রি করা নিষেধ?

উত্তর ঃ বিক্রয়ের বস্তু যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল বিবেচিত না হয়, যেমন ঃ মৃতদেহ, রক্ত বা স্বাধীন মানুষ, তাহলে তা বিক্রি করা নিষেধ। তদ্রূপ যদি কোন মাল মূল্যহীন হয়। যেমনঃ শূণ্যে উড়ন্ত পাখী, নদীর মাছ, মদ, শুকর প্রভৃতি।

مسئلہ۔ مال غیر متقوم اگر عوض مبلغ فروختہ شود بیع باطل گردد، واگر عوض رخت فروختہ شود بیع عرض فاسد باشد و بیع خمر و مانند آں باطل ست،

প্রশ্ন ঃ মূল্যহীন বস্তু বিক্রি করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ (শরী'আতের দৃষ্টিতে) মূল্যহীন এমন কোন মাল যদি টাকা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হয় তাহলে তা বাতিল। আর যদি অন্য কোন আসবাবের বিনিময়ে বিক্রি হয় তাহলে তা ফাসিদ বলে গণ্য হবে। সুতরাং মদ বা এজাতীয় বস্তুর বেচাকেনা করা বাতিল। কেননা, ইহা শরীয়তে মাল বলে গণ্য নয়।

শব্দার্থ ঃ زره- বর্ম। مي ساخت- তৈরী করতেন। بيع مبرور- সৎ ক্রয়-বিক্রয়; সৎ ব্যবসা। متقوم- মূল্যায়নযোগ্য। فساد- ফাসিদ হওয়া। ميته- মৃত প্রাণী। ماهي- মাছ। خوك- শুকর। كسب- উপার্জন। غير متقوم- মূল্যহীন।

مسئلہ۔ از بیعِ باطل مشتری مالک نشود از بیعِ فاسد بعدِ قبضِ مالک شود لیکن فسخ آں واجب ست۔

প্রশ্ন ঃ বাতিল ও ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা মালিক হয় কি না?

উত্তর ঃ بيع باطل এর দ্বারা ক্রেতা মালের মালিক হয় না। আর ফাসেদ বিক্রয়ের দ্বারা মাল হস্তগত হওয়ার পর মালের মালিক হয় বটে কিন্তু মালিক হওয়ার পর চুক্তি ভঙ্গ করে দেয়া ওয়াজিব।

مسئلہ۔ بیع شیر در پستان باطل ست کہ مشکوک الوجود ست احتمال ست کہ ریح باشد۔

প্রশ্ন ঃ স্তনে দুধ থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রি করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ দুধ স্তনে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা না জায়েয। যেহেতু এর মধ্যে ধোকা বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ হতে পারে স্তন বায়ুর কারণে ফুলে আছে।

مسئلہ۔ بیع کہ انجام آں بمنازعت کشد فاسد ست۔ چنانچہ بیعِ پشم در پشت گوسفند یا چوب در سقف یا یک ذراع در پارچہ یا با جل مجہول پس اگر مشتری فسخ بیع نہ کرد وچوب از سقف جدا کرد وذراع از ثوب یا اجل را مشتری ساقط کرد بیع صحیح ولازم شد۔

বিঃ দ্রঃ যে বেচাকেনার পরিনামে দ্বন্দ সৃষ্টি হতে পারে তা ফাসিদ। সুতরাং বকরীর শরীরের পশম, ছাদের কড়ি কাঠ, থান থেকে এক হাত কাপড়, বা মূল্য পরিশোধের সময় সীমা নির্ধারণ না করে ক্রয় বিক্রয় করা ইত্যাদি সবই ফাসিদ।

আর ক্রেতা যদি এসব ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত না করে ছাদ থেকে কাঠ খুলে নেয় বা থান থেকে এক হাত কেটে নেয় অথবা মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ بیع بشرط فاسد فاسد ست۔

বিঃ দ্রঃ ফাসিদ তথা অবৈধ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা অবৈধ।

وشرطِ فاسد آنست کہ مقتضاء عقد نباشد ودراں منفعت باشد بائع را یا مشتری را یا مبیع را کہ مستحقِ نفع باشد۔

প্রশ্ন ঃ ফাসিদ শর্ত বলতে কোন শর্ত বুঝায়?

উত্তর ঃ যে শর্তটি ক্রয়-বিক্রয় বন্ধনের পরিপন্থী হয় এবং তা দ্বারা ক্রেতা, বিক্রেতা কিংবা বিক্রিত বস্তু- যদি সে স্বার্থের অধিকারী হয়, এমন কোন এক জনের স্বার্থসিদ্ধি হলে তা ফাসিদ শর্ত।

مسئلہ۔ شرط کردن ملکِ مشتری مقتضائے عقد ست پس فاسد نیست، وشرط آنکہ مشتری ایں جامہ را نہ فروشد اگرچہ مقتضاء عقد نیست لیکن منفعت دراں کسے نیست پس فاسد نیست، وشرط آنکہ مشتری ایں اسپ را فربہ کند دریں منفعت مبیع ست لیکن مبیع انسان نیست کہ مستحق نفع باشد پس فاسد نیست چنیں شرائط لغوست، وبیع صحیح۔ وشرطِ آنکہ بائع یک ماہ در خانہ مبیعہ سکونت کند دریں نفعِ بائع ست پس شرط ... آنکہ بائع ایں پارچہ را جامہ دوختہ دہد دراں نفع مشتری است نیز فاسد

ست، وشرط آنکه عبد مبیع را مشتری آزاد کند دریں نفع مبیع ست نیز فاسد ست، ازیں چنیں شروط بیع فاسد شود، زیادہ تفصیل مسائلِ بیعِ باطل وفاسد در کتب فقہ است، ازیں بیوع اجتناب واجب ست۔

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি শর্ত সহকারে কোন মাল ক্রয় করে তাহলে তা ঠিক হবে কি না?

উত্তর ঃ ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর মালিক হওয়ার শর্ত করলে তা নাজায়েয হবে না। কেননা এটাই বেচা-কেনার দাবী। এরূপ শর্তে জামা বিক্রি করা যে ক্রেতা উক্ত জামা অন্য কোথাও বিক্রি করতে পারবে না, যদিও এটা বেচাকেনা চুক্তির নিয়ম নয়, কিন্তু এতে কারো কোন স্বার্থ না থাকায় চুক্তি ফাসিদ হবে না। আর যদি কেউ মোটা তাজা করার শর্তে ঘোড়া ক্রয় করে তাহলে ক্রয়কৃত বস্তুর উপকার সাধিত হয় বটে কিন্তু বিক্রিত বস্তু মানুষ না হওয়ার কারণে এটি এর উপকারের প্রকৃত হকদার হতে পারে না। ফলে চুক্তি ফাসিদ হবে না, আর এজাতীয় শর্ত মূল্যহীন। তবে বেচা-কেনা বৈধ হবে। আর বিক্রেতা বিক্রিত ঘরে একমাস বসবাস করার শর্তে ঘর বিক্রি করলে তা ফাসিদ। কেননা, এতে বিক্রেতার স্বার্থসিদ্ধি হয়। সুতরাং শর্তটি ফাসিদ-অবৈধ। বিক্রিত কাপড় দ্বারা জামা তৈরী করে দেয়ার শর্তে কাপড় ক্রয় করলে তাও ফাসিদ-অবৈধ। কারণ, এতে ক্রেতা লাভবান হয়। আর কেউ গোলাম বিক্রি করল এ শর্তে যে, ক্রেতা গোলামকে ক্রয় করে আযাদ করে দিবে তাহলে এ শর্ত ফাসিদ। কারণ, এক্ষেত্রে বিক্রিত বস্তু গোলাম লাভবান হয় আর সে লাভ বুঝতেও সক্ষম। মোট কথা, এজাতীয় সকল শর্ত বেচাকেনাকে ফাসিদ করে দেয়।

ফিকহের সব বড় বড় কিতাবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যে, এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় হতে বিরত থাকা আবশ্যক।

শব্দার্থ ঃ مشتری- ক্রেতা। شیر- দুধ। پستان- স্তন। مشکوك الوجود- সন্দেহজনক বস্তু। احتمال- সম্ভাবনা। ریح- বায়ু। گوسفند- বকরী। چوب- কাঠ। سقف- ছাদ। مقتضاء- চাহিদা; দাবী বা আবেদন। منفعت- উপকার। مستحق- হকদার; অধিকারী। لغو- অনর্থক।

مسئلہ۔ ربوا حرام ست در بیع وقرض، گناہ کبیرہ است، منکرِ حرمتِ آں کافر ست، بدآنکہ ربوا دو قسم ست یکے ربوٰ نسیہ یعنی نقد را بہ نسیہ فروختن، دوم ربوا فضل یعنی اندک

رابسيار فروختن نزد امام اعظمؒ اگر دو چيز يافته شود هر دو قسم ربوا حرام باشد يكے اتحاد جنس دوم اتحاد قدر،

সুদের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ সুদ জায়েয কি না? সুদ কত প্রকার ও কি কি? ইখতিলাফসহ বিস্তারিত হুকুম বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ বেচাকেনা ও ঋনে সূদী লেন-দেন করা হারাম কবীরা গুনাহ্। এ হরাম হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকারকারী কাফির। উল্লেখ্য যে, রিবা বা সূদ দুই প্রকার। এক ঃ 'রিবা নাসীয়া' অর্থাৎ, নগদ মাল বাকীতে ক্রয় করা। দুই ঃ 'রিবা আল-ফযল' অর্থাৎ, অল্প মালের বিনিময়ে অধিক মাল নেয়া। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে বেচাকেনার মধ্যে নিম্নের দুটি বস্তু পাওয়া গেলে তাতে উভয় প্রকারের রিবা হারাম। একঃ 'ইত্তেহাদে জিন্‌স' (সমজাতীয় হওয়া) দুইঃ 'ইত্তেহাদে কদর' (সমপরিমাণ হওয়া)।

قدر عبارت ست از كيل يا وزن واگر ازيں دو چيز يكے يافته شود ربوا نسيه حرام باشد نه ربوا فضل، پس اگر گندم راعوضِ گندم يا نخود راعوض نخود يا جو راعوض جو يا زر را عوض زر يا آهن راعوض آهن فروخته شود فضل ونسيه هر دو حرام باشد كه در هر دو چيز اتحاد جنس واتحاد قدر موجود است، واگر گندم راعوض نخود يا زر راعوض سيم يا آهن راعوض مس فروخته شود، فضل حلال باشد، ليكن نسيه حرام كه گندم نخود هر دو بيك كيل فروخته مى شوند وآهن ومس بيك ميزان وسنجات وزر ونقره بيك ميزان وسنجات فروخته مى شوند، اما جنس متحد نيست، واگر پارچه گزى رابه پارچه گزى يا اسپ راعوض اسپ فروخته شود نيز فضل حلال ست ونسيه حرام كه اتحاد جنس موجود ست وكيل ووزن نيست،

বস্তুতঃ কদর মানে পরিমাপ বা ওজন দেয়া। এর যে কোন একটি পাওয়া গেলে বাকী বিক্রি না জায়েয, কম বেশী লেনদেন জায়েয।

অতএব কেউ যদি গমের পরিবর্তে গম, ছোলার পরিবর্তে ছোলা, যবের পরিবর্তে যব, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা লোহার বিনিময়ে লোহা ইত্যাদি ক্রয় করলে বেশী নেয়া ও বাকীতে নেয়া উভয়টিই হারাম। কারণ

মধ্যে লেনদেনের বস্তু একই শ্রেণী ও একই পরিমাপ বিশিষ্ট। আর যদি ছোলার পরিবর্তে গম বা রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণ, অথবা পিতলের পরিবর্তে লোহা ক্রয় করে তাহলে বেশী দেয়া জায়েয। বাকী নেয়া হারাম। কারণ, গম ও ছোলা একই কায়ল (টুকরী ইত্যাদি ধরণের বিশেষ পরিমাপের পাত্র) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আর লোহা ও পিতল একই পাল্লায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য একই নিক্তিতে ওজন করা হয়; কিন্তু উভয়টির হাকীকত এক নয়। গজ কাটা কাপড়ের পরিবর্তে গজ কাটা কাপড় বা অশ্বের পরিবর্তে অশ্ব বেশী নেয়া হালাল, বাকী নেয়া হারাম। জাত যদিও এক, কিন্তু এখানে ওজন বা পরিমাপের কোন ব্যবস্থা নেই।

واگر ہر دو چیز نیافتہ شود ہم فضل حلال باشد وہم نسیہ مثلاً گندم را عوض زر یا آہن فروختہ شودی فضل ونسیہ ہر دو جائز ست کہ اینجا نہ اتحاد جنس ست ونہ اتحاد قدر کہ گندم کیل ست وزر وآہن وزنی وہمچنیں اگر زر را عوض آہن فروختہ شود ہم ہر دو چیز منتفی ست نہ اتحاد جنس ست ونہ اتحاد قدر کہ میزان وسنجات زر دیگر ست ومیزان وسنجات آہن دیگر، وہمچنیں اگر گندم را عوض آہک فروختہ شود کہ کیل گندم دیگر ست وکیل آہک دیگر، ونزد امام شافعیؒ ربوا در مطعومات ودر اثمان بشرط اتحاد جنسیت جاری است نہ در غیر آں از آہن وآہک وامثال آں ونزد مالکؒ طعم وادخار علت ست پس در فوا کہ تر نزد او ربوا نیست۔

আর যদি জিন্‌স ও কদর (জাত ও পরিমাপ) কোনটিই না পাওয়া যায়, উভয় দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে বেশী ও বাকী উভয় প্রকার লেনদেন জায়েয। যেমন, স্বর্ণ বা লোহার বিনিময়ে গম ক্রয় করলে ওযনে একটার চেয়ে আরেকটা বেশী ও বাকীতে নেয়া উভয় প্রকার জায়েয। কারণ, উভয়ের জিন্‌স ও পরিমাপ কোনটিই এক নয়।

গম কায়লী পরিমাপের বস্তু আর স্বর্ণ ও লোহা ওজনী বস্তু। তদ্রূপ স্বর্ণকে লোহার বিনিময়ে বিক্রি করলেও দুটির কোনটিই পাওয়া যায় না। না জাত এক না পরিমাপ। কারণ, স্বর্ণের নিক্তি ও বাটখারা ভিন্ন আর লোহার পাল্লা বা বাটখারা ভিন্ন। এরূপ গমকে চুনার বিনিময়ে বিক্রি করলে কম ও বেশী লেনদেন করা জায়িজ। কেননা, গম মাপার পাল্লা-বাটখারা ভিন্ন এবং চুনা মাপার পাল্লা বাটখারা ভিন্ন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর মতে খাদ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ

রৌপ্যের মাঝে জাত এক হলে (কম বেশীতে) সুদ হবে। এছাড়া লোহা, চুনা ও এ জাতীয় বস্তুর মধ্যে সুদ হবে না। ইমাম মালেক (রহঃ) এর মতে সুদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য ও গুদামজাত করা যায় এমন বস্তু হওয়া শর্ত, অতএব তার মতে তাজা ফলের মাঝে (কম বেশী দ্বারা) সুদ হয় না।

শব্দার্থ ঃ ربوا - সুদ। نسیه- বাকী। اندك- অল্প। نخود- ছোলা। مس- তামা পিতল। پارچه گزی- যে কাপড় গজ মেপে বিক্রি করা হয়। اثمان- ثمن- এর বহুবচন, অর্থ সোনা রূপা। ادخار- গুদামজাত করা। میزان-পাল্লা। سنجات- বাটখারা। کیل- যা পাত্র দ্বারা মাপা হয়। وزن যা পাল্লা দ্বারা মাপা হয়।

مسئلہ۔ بیع گندم بہ آرد گندم برابر کیل وخرمائے تر بہ خرمائے خشک برابر کیل وانگور عوض کشمش برابر نزد امام اعظمؒ جائز ست ونزد غیر او جائز نیست واگر خرما وانگور خشک شدہ کم شود۔

প্রশ্ন ঃ গমের আটার বিনিময়ে গম, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ইত্যাদি বিক্রি করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে গমের আটার বিনিময়ে সমপরিমাণ মেপে গম বিক্রি করা, শুকনো খেজুরের পরিবর্তে সমপরিমাণ মেপে তাজা খেজুর বিক্রি করা এবং কিসমিসের বদলে সমপরিমাণ আঙ্গুর বিক্রি করা জায়েয। অন্যদের নিকট আঙ্গুর ও খেজুর শুকিয়ে কম হয়ে গেলে জায়েয নয়।

مسئلہ۔ جیّد وردی در مال ربوا برابر باید فروخت یا مقابلہ جنس باغیر جنس بضم غیر جنس باناقص باید کرد۔

প্রশ্ন ঃ সুদী মালে উন্নত অনুন্নতের মধ্যেও কি সমতা জরুরী? ঋণ দাতা ঋণ গ্রহিতা থেকে উপকৃত হতে পারবে কি না?

উত্তর ঃ যে সব মালে সুদ হয় তার মধ্যে উন্নত অনুন্নতের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ লেনদেন করতে হবে। এক জাতের পরিবর্তে অন্য জাতের কোন কম বস্তু দিয়ে লেনদেন করতে হয়। যেমন, উন্নত গমের সাথে কিছু ছোলা মিশাবে। যাদ্বারা উন্নত গমের পরিবর্তে অনুন্নত গমের সমপরিমাণ হয়। আর বাকীটা হয় ছোলার পরিবর্তে।

مسئلہ۔ درحدیث آمدہ ہر قرض کہ قرض دہندہ را موجبِ نفع باشد حکم ربوا دارد پس مقرض از مقروض قبولِ ضیافت نکند مگر بعادتِ قدیم بلکہ درسایۂ دِیوارِ او نشستن ہم مکروہ است۔

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যে ঋণ ঋণদাতার জন্য গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোন প্রকারের মুনাফা বা উপকারিতার কারণ হয় তা সুদ। সুতরাং ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার আতিথেয়তা গ্রহণ করবে না। তবে যদি পূর্বাভ্যাস থাকে তাহলে তা স্বতন্ত্র। এমনকি তার দেয়ালের ছায়ায় বসাও মাকরূহ।

مسئلہ۔ ہُنڈی برائے خطرۂ رہ ہم مکروہ است اگر ہُنڈوان درمیان نہ باشد واگر باشد دراں صورت حرام ست وربوا۔

প্রশ্ন ঃ হুন্ডির হুকুম কি?

উত্তর ঃ রাস্তা আশংকাজনক হওয়া স্বত্বেও টাকা পয়সা হুন্ডি করা মাকরূহ, যদি হুন্ডি ব্যবসায়ীর কোন পারিশ্রমিক এর মধ্যে না থাকে। আর পারিশ্রমিক দিতে হলে সে ক্ষেত্রে হারাম ও সুদ হবে।

শব্দার্থ ঃ جید- উত্তম; ভাল। ردی- মন্দ। مقرض ঋণদাতা। مقروض- ঋণ গ্রহীতা। ہنڈوی- হুন্ডি[১]। ہنڈوان - হুন্ডি প্রস্তুতকারীর পারিশ্রমিক। خرمائے تر- তাজা খেজুর। موجب -কারণ।

مسئلہ۔ چنانچہ از بیع فاسد وربوا احتراز باید کرد از اجارۂ فاسدہ ہم احتراز واجب ست، جہالت معقود علیہ کہ بمنازعت رساند اجارہ فاسد کند وشرط فاسد نیز، اگر اجارہ کرد کہ امروز دہ سیر آرد گندم بیک درم نان بپزم اجارہ فاسد شود۔

ভাড়া ঃ

প্রশ্ন ঃ অবৈধ বন্ধক, ইজারা, ঠিকাদারী হতে দূরে থাকা কি আবশ্যক?

উত্তর ঃ অবৈধ বেচাকেনা ও সুদ হতে বিরত থাকার ন্যায় অবৈধ বন্ধক, ইজারা, ঠিকাদারী হতেও বিরত থাকা ওয়াজিব। ইজারা তথা ভাড়া স্বরূপ

টীকা. ১. হুন্ডি শব্দের অর্থ হল, নগত টাকার পরিবর্তে চেক প্রদান করা। যেমন, কোন লোক ঢাকায় পাইকারি মালের ব্যবসা করে। আর চট্টগ্রামে তার এক ব্যবসায়ী খরিদদার আছে। সে খরিদদার থেকে বাকি টাকা উর্ধার করার জন্য চট্টগ্রামে গিয়ে টাকা চাইলে পারে সে খরিদদার টাকা দিতে রাজি হলে তার থেকে নগত টাকা গ্রহণ না করে চেক গ্রহণ করাকে হুন্ডি বলে।

গৃহীত বস্তুর ভাড়া অনির্দিষ্ট হলে কলহ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটার সম্ভাবনা থাকার কারণে তা ফাসেদ, অবৈধ। যদি কেউ এরূপ চুক্তি করে যে, আজ এক দিরহামের বিনিময়ে দশ সের আটার রুটি তৈরী করে দিব। কেননা, এতে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তা ফাসিদ। এটা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অভিমত। অন্যান্য ইমামের মতে বৈধ।

مسئلہ۔ چیزے کہ از عمل اجیر حاصل شود بعضے ازاں اجرت مقرر کردن مفسد اجارہ است، چنانچہ یک من گندم بخراسیاں دہد تا آزآردآں ربع دراجارۂ سائیدگی دہد وی آثار میدہ بگیرد یا ریسمانِ خام بہ سفید باف داد بہ ایں شرط کہ سوم حصۂ پارچہ در اجرتِ بافتن بدہد یا یک من گندم برخر بار کرد تا دہلی بایں شرط کہ ازاں غلہ چہارم حصہ در دہلی دراجورۂ حمالی بہ دہد ایں اجارہ فاسدست۔

প্রশ্ন ঃ শ্রামার্জিত কিছু অংশ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলে কি ইজারা ফাসিদ হয়? উদাহরণ কি?

উত্তর ঃ শ্রমিকের শ্রম দ্বারা যা অর্জিত হয় তার কিয়দাংশ তার পারিশ্রমিক স্বরূপ নির্ধারণ করার দ্বারা ইজারাকে ফাসিদ করে দেয়। যেমন- কেউ কাউকে এক মন গম পেষণ করতে দিল এই শর্তে যে, পারিশ্রমিক স্বরূপ তার এক চতুর্থাংশ তাকে দেয়া হবে। বাকী ত্রিশ কেজি সে নিজে নিবে। বা কেউ তাঁতীকে এ শর্তে কাঁচা সূতা প্রদান করল যে, এর দ্বারা তৈরী কাপড়ের এক তৃতীয়াংশ তাকে দেয়া হবে। অথবা কেউ গাধার পিঠে একমন গম এ চুক্তিতে প্রদান করল যে, এ গম দিল্লী পৌঁছে দিবে আর বহনের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক চুতর্থাংশ তাকে দেয়া হবে তবে এই ইজারা ফাসিদ।

مسئلہ۔ دراجارۂ فاسدہ اجورۂ مثل واجب شود لیکن زیادہ از مسمّی ندادہ شود۔

প্রশ্ন ঃ ইজারা ফাসিদ হলে পারিশ্রমিক কতটুকু হবে?

উত্তর ঃ ফাসিদ ইজারার মধ্যে শ্রমিককে স্বাভাবিক প্রচলিত পারিশ্রমিক মোতাবেক তার পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। তবে পূর্ব সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী দেয়া যাবে না।

مسئلہ۔ کم کردن بائع در وزن مبیع یا مشتری در ثمن حرام ست حق تعالی ویل للمطففین فرمودہ۔

প্রশ্ন ঃ মাল বা মূল্যে কম দেয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ বিক্রেতার পক্ষ হতে কম মাল দেয়া বা ক্রেতার পক্ষ হতে মূল্য কম

দেয়া হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'ওজনে কম দাতাদের জন্য ধ্বংস।'

مسئلہ۔ درادا کردن ثمنِ مبیع وغیرہ دیون معجلہ ومزدوریٔ مزدور بے عذر تاخیر کردن حرام ست، پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم فرمود درنگ کردن غنی ظلم ست، ومزدور را اجرت دہید پیش ازاں کہ عرقِ او خشک شود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوں دین ادا کردے زیادہ از قدر واجب دادے، بجائے نیم وسق یک وسق وبجائے یک وسق دو وسق دادے، ومی فرمود کہ ایں قدر حق تست وایں قدر افزونی از من ست، ایں زیادہ دادن بے شرط ربوا نیست جائز ست بلکہ مستحب ست۔

প্রশ্ন ঃ শ্রমিকের প্রাপ্য কখন কিভাবে আদায় করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা কি?

উত্তর ঃ বিক্রিত মালের মূল্য সত্বর পরিশোধযোগ্য, ঋণ এবং শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ে বিনা ওযরে বিলম্ব করা হারাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "ধনবান হওয়া স্বত্ত্বেও (হক আদায়ে) গড়িমসি-টালবাহানা করা জুলুম। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক প্রদান কর।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ পরিশোধ কালে যে পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব তার চেয়ে অধিক পরিমাণ পরিশোধ করতেন। আধা ওয়াসাকের স্থলে এক ওয়াসাক, (ষাট সা'তে[১] এক ওয়াসাক) ও এক ওয়াসাকের স্থলে দু ওয়াসাক প্রদান করতেন এবং বলতেন এ পরিমাণ আপনার হক। আর অতিরিক্ত এ অংশ আমার পক্ষ হতে উপঢৌকন। উল্লেখ্য যে, শর্তহীনভাবে এরূপ বেশী প্রদান করা সুদ নয়, জায়েয বরং মুস্তাহাব।

টীকা. ১. বর্তমানে আমাদের দেশে এবং বিশ্বের অনেক দেশে প্রচলিত কেজির মাপ অনুযায়ী ১ সা' = ৫৪ ছটাক বা ৩ সের ৬ ছটাক। আর কেজি সের অপেক্ষা ৮ তোলা পরিমাণ বেশী। সেই হিসাব অনুযায়ী ১ কেজী = ৮৮ তোলা, আর ১ ছটাক = ৫ তোলা। অতএব ৬ ছটাক = ৫ × ৬ = ৩০ তোলা।

৮০ তোলা = ১ সের। অতএব ১ সা' পরিমাণ ৩ সের ৬ ছটাক বা ৩ × ৮০ = ২৪০ তোলা + ৩০ তোলা = ২৭০ তোলা।

এবং ১ কেজি = ৮৮ তোলা। সুতরাং ৮৮ ÷ ২৭০ = ৩ ৩/৪৪ কেজি। আর অর্ধ সা = ১৩৫ তোলা বা ১ ১১/১৬ সের।

১ তোলা = ১১ ৪ ১৪ গ্রাম × ১৩৫ তোলা। অতএব ১১ ÷ ১৬৮৭৫ = ১৫৩৪ ১/১১ গ্রাম। বা ১ ১/২ কেজি ৩৪ ১/১১ গ্রাম।

শব্দার্থ ঃ معقود عليه- যে বস্তুর উপর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। خراسيان - خُرَّاسِى এর বহুবচন। চাক্কীর মালিক। سائدگی- পেষণ করা। ريسمان خام- কাঁচা সূতা। بافتن- কাপড় বুনা। حَمَّالِي- বহন করা। وسق- ষাট সা। سى آثار- ত্রিশকেজি। معجله- অতি সত্বর। عرق- ঘাম।

مسئلہ۔غدر وفریب وکذب کسب حلال را حرام سازد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در بازار تودۂ گندم دید چوں دست مبارک دراں گندم فرو کرد اندرون تودۂ گندم تر بود، فرمود کہ ایں چیست؟ بائع گفت کہ باراں بوئے رسیدہ بود۔ فرمود کہ گندم تر بالائے تودہ چرانہ کردی؟ ہر کہ فریب دہد مسلماناں را از ما نیست۔

প্রশ্ন ঃ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, প্রতারণা, মিথ্যাচারিতার ফল কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিজা গম দেখে কি ফরমায়েছেন?

উত্তর ঃ ওয়াদা ভঙ্গ, প্রতারণা ও মিথ্যা হালাল উপার্জন কে হারামে পরিণত করে। একদা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে একটি গমের স্তুপ দেখতে পান। ভিতরে হাত মুবারক প্রবিষ্ট করিয়ে দেখলেন স্তুপের ভিতরের গম গুলো ভিজা। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? বিক্রেতা উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে বৃষ্টির পানি পড়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ভিজা গম স্তুপের উপরে রাখলে না কেন? মনে রেখো, যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

مسئلہ۔سماحت یعنی از حق خود در گزر کردن در بیع وشراء واداے دین وتقاضاے آں مستحب ست۔

উল্লেখ্য, বেচাকেনা করার সময়, তাগাদা করা ও ঋণ পরিশোধের সময় স্বীয় হক মাফ করে দেয়া মুস্তাহাব।

مسئلہ۔اگر مشتری بعد تمام عقد بیع از خریدن پشیمان شد و بائع بخاطر او اقالہ بیع کند حق تعالیٰ گناہان بائع را بیامرزد۔

প্রশ্ন ঃ বেচাকেনার পর মাল ফেরৎ নেয়া কিরূপ? এর ফল কি?

উত্তর ঃ বেচাকেনা সমাধার পর ক্রেতা যদি ক্রয়ের কারণে লজ্জিত হয় এবং বিক্রেতা তা ফেরৎ নিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

مسئلہ۔ در بیع مرابحہ کہ بائع از خریدنِ سابق باضافۂ سوایہ مثلا بفروشد وبیع تولیہ را کہ بہماں قیمتِ سابق بفروشد قیمتِ سابق بلا تفاوت گفتن واجب ست، واگر بر مبیع سوائے قیمت مانند اجرت حمّالی یا قصّاری خرج شدہ باشد آں را با قیمت ضم کند وبگوید کہ ایں قدر زر من بریں رَخت خرچ شدہ است ونگوید کہ بایں قدر زر خریدہ ام تا کاذب نباشد۔

প্রশ্ন ঃ বাইয়ে মুরাবাহা, বাইয়ে তাওলিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ উল্লেখ কর?

উত্তর ঃ বাইয়ে' মুরাবাহা অর্থাৎ, পূর্বে ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কিছু লাভে বিক্রি করা এবং বাইয়ে তাওলিয়া অর্থাৎ, হুবহু ক্রয় মূল্যে বিক্রি করা, এ উভয় প্রকারের মধ্যে খরিদকৃত মূল্য হুবহু উল্লেখ করা ওয়াজিব। তবে বিক্রিত মালের উপর যদি বাহন ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবদ কিছু ব্যায় হয়ে থাকে তাহলে তাকে মূল্যের সাথে মিলিয়ে এরূপে বলবে যে, এ মাল বাবদ আমার এত টাকা ব্যায় হয়েছে। "আমি এত টাকায় কিনেছি" এরূপ বলবেনা। যাতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হতে হয়।

مسئلہ۔ اگر شخصے یک پارچہ مثلا بہ دہ درم فروخت وہنوز مبلغ ثمن مشتری بہ بائع نداده بائع ہماں پارچہ را از مشتری بہ پنج درم خرید یا آں پارچہ با پارچۂ دیگر بہ دہ درم خرید ایں بیع صحیح نہ باشد کہ در حکم ربواست۔

উদাহরণ স্বরূপ- যদি কেউ ১০ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে, আর এখনো পর্যন্ত স্থিরকৃত মূল্য বিক্রেতার নিকট অর্পণ করেনি, এর পূর্বে বিক্রেতা নিজেই ৫ দিরহামে উক্ত কাপড় ক্রয় করে নেয় বা ঐ কাপড় অন্য আরেকটি কাপড়ের সাথে দশ দিরহামে ক্রয় করে তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে না, বরং সূদের পর্যায়ে পড়বে।

শব্দার্থ ঃ غدر- চুক্তি ভঙ্গ করা। تُوده- স্তুপ। پَشیمان- লজ্জিত। اِقاله- ক্রয় করা বস্তু বিক্রেতা থেকে মূল্য নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেয়া। بیامرزد- ক্ষমা করে দেয়া। مرابحه- ক্রয়মূল্যের চেয়ে সামান্য লাভে বিক্রয় করা। سوایه- সামান্য, সল্প। تَولیه- ক্রয় মূল্যে বিক্রয় করা। تفاوت- পার্থক্য। قصّاری- ধোলাই। رخت- আসবাব পত্র। هنوز- এখন পর্যন্ত। سابق- পূর্বের

مسئلہ۔ بیع منقول پیش از قبض صحیح نیست، اگر کیلی بشرط کیل خرید ومشتری از بائع کیل کردہ گرفت پستر بدست دیگرے بشرط کیل فروخت مشتری ثانی را ازاں طعام مبیع خوردن یا بدست کسے دیگر فروختن جائز نیست تاکہ باز کیل نہ کند وکیل اول کافی نیست احتیاطا برائے آنکہ مبادا چیزے در کیل زیادہ برآید و مال بائع باشد۔

প্রশ্ন ঃ অস্থাবর মাল মেপে নেয়ার শর্তে বিক্রি করলে পরিমাপের আগে তা থেকে ভক্ষণ বা বিক্রি করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ স্থানান্তর যোগ্য অস্থাবর মাল হস্তগত হওয়ার (তথা স্বীয় অধিকারে আসার) পূর্বে বিক্রি করা না জায়েয। কেউ যদি কায়লী মাল কায়ল দ্বারা মেপে নেয়ার শর্তে খরিদ করে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে তা মেপে নেয়ার পর সে অন্যের নিকট তা কায়ল দ্বারা মেপে নেয়ার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত মাল পূনরায় পরিমাপ না করার পূর্বে তা থেকে কিছু ভক্ষণ করা বা কারো কাছে বিক্রি করা জায়েয নয়। সাবধানতা বশতঃ প্রথম পরিমাপ যথেষ্ট হবে না। কেননা দ্বিতীয়বার মাপলে কিছু মাল বেশীও হতে পারে যার প্রকৃত মালিক পূর্বের বিক্রেতা।

مسئلہ۔ نجش حرام ست نجش آنست کہ کسے بدون قصد خرید خود را خریدار نمودہ قیمت مبیع زیادہ گوید تا کسے دیگر مشتری فریب خورد۔

প্রশ্ন ঃ ধোঁকা দেয়ার জন্য কি দালালী হারাম? নাজাশ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ নাজাশ বা দালালী হারাম। ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল দাম বাড়ানো ও অন্যকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্রেতা সাজাকে নাজাশ বলে।

مسئلہ۔ اگر مسلمانے خرید می کند و نرخ مشخص می کند یا پیغام زنے دادہ دیگر برآں بر آمدہ پیغام خود دہد ایں معنی مکروہ است تاوقتیکہ معاملۂ خریدارِ اول درست شود یا موقوف ماند۔

প্রশ্ন ঃ ক্রয়ের সময় দরদাম কালে বা বিয়ের প্রস্তাবকালে অন্যের প্রস্তাব কিরূপ?

উত্তর ঃ কোন মুসলমান মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কথাবার্তা বলে দাম নির্ধারণ করা কালে বা কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাবকালে প্রস্তাবদাতার মু'আমালা চূড়ান্ত বা রহিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য একজন এসে যদি স্বীয় প্রস্তাব পেশ করে তবে তা মাকরূহ।

مسئلہ۔ کاروانِ غلہ را اگر کسے از شہر برآمدہ ملاقات کند وتمام غلہ را خرید نماید ایں را تلقیِ جَلب گویند اگر ایں معنی اہل شہر را مضر باشد ممنوع باشد واگر مضر نہ باشد جائز باشد مگر درصورتیکہ نرخ شہر را بر کارواں پوشیدہ دارد کہ ایں فریب ومکروہ است۔

প্রশ্ন ঃ তালাক্কিয়ে জলব বলতে কি বুঝায়? এটাকি জায়েয?

উত্তর ঃ নগর বা বাজারের বাইরে পথিমধ্যে বেপারী ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করে (বাজারে আনার পূর্বে) তাদের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করাকে 'তালক্কিয়ে জল্‌ব্‌' বলে। নগরবাসীদের জন্য এটা ক্ষতিকর হলে এটা নিষিদ্ধ। ক্ষতিকর না হলে জায়েয। তবে নগরের বা বাজারের দর তাদের নিকট গোপন রাখলে তা ধোঁকাবাজি ও মাকরূহ হবে।

مسئلہ۔ اگر شہرے متاع کارواں را نرخ گراں کردہ بفروشد ودر شہر قحط وتنگی باشد ایں معنی مکروہ است۔

কোন নগরের ব্যবসায়ী মহল পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে যদি অধিক চড়া দামে বিক্রি করে আর নগরে দূর্ভিক্ষ বা দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় তাহলে তাদের এহেন কার্য-কলাপ মাকরূহ হিসেবে বিবেচিত হবে।

مسئلہ۔ بیع وقت اذان جمعہ مکروہ است۔

উল্লেখ্য, জুম'আর আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ।

শব্দার্থ ঃ منقول- স্থানান্তর যোগ্য বস্তু, অস্থাবর। مبادا- এমন যেন না হয়। فریب- ধোঁকা। نرخ- দাম। مشخص- নির্দিষ্ট।

مسئلہ۔ اگر دو مملوک صغیر باہم قرابتِ محرمیت داشتہ باشند فروختن آنہا علیحدہ علیحدہ مکروہ است وممنوع، وہمچنیں اگر یکے از آنہا صغیر باشد ودوم کبیر ونزد بعضے ایں بیع جائز نہ باشد۔

প্রশ্ন ঃ পরস্পর মাহরাম এরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক দু'গোলামকে পৃথক মালিকের নিকট বিক্রি করা কিরূপ?

উত্তর ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুটি গোলাম যাদের পরস্পরে মাহরমিয়াত (পারস্পরিক বিয়ে হারাম হওয়া) এর সম্পর্ক থাকে তাদেরকে পৃথক পৃথক (মালিকের নিকট) বিক্রি করা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। যদি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ও অন্যজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহলে কারো কারো মতে এদেরকেও আলাদা আলাদা বিক্রি করা নাজায়েয।

مسئلہ۔ بیع چربی میتہ جائز نیست۔

مسئلہ۔ بیع روغنِ نجس نزد ابی حنیفہؒ جائز ست، ونزد دیگر ائمہ جائز نیست۔

مسئلہ۔ بیع گندگی انسان اگر مخلوط نباشد نزد امام اعظمؒ مکروہ است، واگر مخلوط باشد بخاک وماننداٰں نزد امام اعظمؒ جائز ست وبیع سرگین ہم نزد او جائز ست ونزد اکثر ائمہ بیع ہیچ چیز ازاں جائز نیست۔

প্রশ্ন ঃ মৃত প্রাণীর চর্বি, নাপাক তৈল, মানুষের মলমূত্র বিক্রি করা কিরূপ?

উত্তর ঃ মৃত প্রাণীর চর্বি বিক্রি করা না জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে নাপাক তৈল বিক্রি করা না জায়েয, অন্য ইমামগণের মতে জায়েয নেই।

মানুষের মল-মূত্র অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রণ ছাড়া বিক্রি করা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকটে মাকরূহ। মাটি বা অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বিক্রি করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট জায়েয। তাঁর মতে গোবর বিক্রি করাও জায়েয। তবে অধিকাংশ ইমামের নিকট এসবের কোনটিই করা জায়েয নেই।

مسئلہ۔ ہرچہ بیع آں جائز نیست انتفاع بداں جائز نیست۔

বিঃ দ্রঃ যেসব বস্তু বিক্রি করা জায়েয নেই ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা উপকারিতা গ্রহণ করাও জায়েয নেই। যেমন, মৃত জন্তুর চর্বি।

مسئلہ۔ اِحتکار یعنی بند کردن ونہ فروختن قوت آدمیاں وچہار پائگاں در شہرے کہ برائے اہل آں مضر باشد مکروہ است۔ ونزد امام ابی یوسفؒ در ہر جنس کہ ضرر احتکار آں بہ عامہ باشد احتکار آں ممنوع ست حاکم محتکر را امر کند کہ زیادہ از حاجت خود بفروشد۔

প্রশ্ন ঃ মজুদদারী ব্যবসা করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইহ্‌তিকার তথা মজুদদারী ব্যবসা অর্থাৎ, 'মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য দ্রব্য বিক্রি না করে স্বীয় অধীনে সঞ্চিত রাখা' যদি শহরবাসীর জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে মাকরূহ। ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ) -এর মতে যে সব পণ্য মজুদদারীর ফলে সর্বসাধারণের ক্ষতি সাধন হয় সেগুলো মজুদদারী করা নিষিদ্ধ। প্রশাসনের পক্ষ হতে মজুদদারী ব্যবসায়ীদেরকে স্বীয় প্রয়োজন

মজুদদারীর ফলে সর্বসাধারণের ক্ষতি সাধন হয় সেগুলো মজুদদারী করা নিষিদ্ধ। প্রশাসনের পক্ষ হতে মজুদদারী ব্যবসায়ীদেরকে স্বীয় প্রয়োজন মাফিক পণ্য রেখে বাকী সব বিক্রি করে দেয়ার ফরমানজারী করা কর্তব্য।

مسئلہ۔اگر کسے غلّۂ زراعتِ خود را بند کرد یا از شہرے دیگر خریدہ آوردہ بند کرد احتکار نیست۔

উল্লেখ্য, কেউ যদি স্বীয় কৃষিপণ্য বা অন্য কোন শহর হতে আমদানীকৃত মাল জমা রাখে তাহলে তা মজুদদারী বলে গণ্য হবে না।

مسئلہ۔ بادشاہ و حاکم را نرخ کردن مکروہ است مگر وقتیکہ بقّالاں در گرانی غلہ بسیار تعدی نمایند دراں صورت بمشورت دانایاں نرخ کند

প্রশ্ন ঃ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ বাদশাহ বা শাসক তথা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা মাকরূহ। তবে যদি পণ্য ব্যবসায়ীরা মূল্যের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে সে সময় বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে তাঁরা তা নির্ধারণ করতে পারেন।

فصل ۔ در متفرقات و آداب معاشرت وحقوق الناس و گناہاں ۔ مسابقت در تیر اندازی یا در دوانیدن اسپاں یا شتراں یا خراں یا استراں جائز ست و اگر برائے پیش روندہ چیزے مقرر کردہ اگر از یک جانب باشد جائز ست و از جانبین حرام ست مگر آنکہ یک شخص ثالث درمیان باشد و گفتہ شود کہ اگر یکے بر دو کس پیش رود ایں قدر باو دادہ شود و اگر دو کس پیش روند دریں صورت از ثالث ہیچ نہ گرفتہ شود و ازاں کس ہر کہ پیش رود از دیگر بگیرد دریں صورت ایں مسابقہ و ایں مقرر کردن انعام جائز ست وحلال لیکن آنچہ برائے پیش روندہ مقرر کردہ اند واجب نمی شود و مواخذۂ آں نمی رسد وہمچنیں جائز ست کہ امیر مردم لشکر را بگوید کہ ہر کہ پیش رود ایں قدر بوئے بدہم وہمچنیں حکم ست در آں کہ دو طالب علم در مسئلہ اختلاف کنند و خواہند کہ باستاد رجوع آرند و برائے کسے کہ حکم او موافق استاد افتد چیزے مقرر کنند۔

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সামাজিক আচরণ, মানুষের হক ও বিভিন্ন পাপাচার প্রসঙ্গে বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর ঃ তীর চালনা, ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চর ইত্যাদির দৌঁড়ের প্রতিযোগিতা করা বৈধ। এর মধ্যে যে অগ্রগামী হবে তার জন্য পুরষ্কার নির্ধারণ করাও জায়েয।শর্ত হল তা এক পক্ষ থেকে হতে হবে। উভয় পক্ষ থেকে হলে হারাম, তৃতীয় ব্যক্তি যদি মধ্যস্থতাকারী হয় এবং এরূপ ঘোষণা দেয় যে, দু'জনের উপর একজন অগ্রগামী হলে তাকে এ পরিমাণ পুরষ্কার দেয়া হবে। আর যদি দুজন অগ্রগামী হয় তাহলে তৃতীয়জনের নিকট হতে বাজি স্বরূপ কিছু নেয়া যাবে না। বরং এ দুজনের মধ্যে যে অগ্রগামী সে অপরজনের নিকট হতে কিছু গ্রহণ করতে পারে। এরূপ প্রতিযোগিতা এবং পুরষ্কার নির্ধারণ করা বৈধ।

এক্ষেত্রে অগ্রগামীর জন্য যা ঘোষণা করা হয়েছিল তা প্রদান করা ওয়া-জিব নয়। সে তা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনিভাবে কোন সেনাপতি যদি সৈন্যদিগকে লক্ষ করে ঘোষণা দেন যে, যে অগ্রগামী হবে তাকে এ পুরষ্কার দেয়া হবে। এরূপে যদি দুজন ছাত্র কোন বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে শিক্ষকের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং উস্তাদের রায় যার অনুকুলে হবে তার জন্য কোন বস্তু পুরষ্কার নির্ধারণ করে, তাহলে তা জায়েয।

مسئلہ۔ ولیمۂ نکاح سنت ست وکسے کہ دعوت کردہ شود باید کہ قبول کند واگر بے عذر قبول نہ کند آثم شود۔

প্রশ্ন ঃ বিবাহের ওলীমা ও দাওয়াতের খানা সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ বিবাহের ওলীমা সুন্নত। কাউকে ওলীমায় দাওয়াত দিলে তা কবুল করা বাঞ্চনীয়, অন্যথায় বিনা ওযরে কবুল না করলে সে গুনাহগার হবে।

مسئلہ۔ از طعامِ دعوت چیزے بخانۂ خود نیاورد ہم بسائل نہ دہد مگر بہ اجازت مالک واگر داند کہ آنجا لہو یا سرود ست حاضر نہ شود ودعوت قبول نہ کند واگر بعدِ آمدن لہو ظاہر شود واگر قدرت منع دارد منع کند واگر نہ پس اگر مقتدا باشد یا لہو در مجلس طعام باشد نہ نشنید امام اعظمؒ فرمودہ کہ بداں مبتلا شدم پس صبر کردم یعنی پیش از مقتدا شدن۔

প্রশ্ন ঃ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দাওয়াতের খাদ্য হতে কিছু খাদ্য নিজের বাড়ী পাঠানোর হুকুম কি?

বাড়ী পাঠানোর হুকুম কি?

উত্তর ঃ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দাওয়াতের খাদ্য হতে কিছু নিজের বাড়ী আনতে পারবে না এবং কোন ভিক্ষুককেও দিতে পারবে না। উক্ত অনুষ্ঠানে ক্রীড়া-কৌতুক বা গান বাদ্য হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকলে সেখানে গমন করা এবং দাওয়াত কবুল করা নিষেধ। আর যদি অবগত না থাকে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর যদি গান-বাদ্য আরম্ভ হয় তাহলে সাধ্য থাকলে বাধা দিবে, অন্যথায় বাধা দিবে না। সুতরাং সে নিজে যদি সমাজের অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি হয় আর ভোজানুষ্ঠানেই খেল-তামাশা শুরু হয়, তাহলে সেখানে বসবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আমি একবার এরূপ সমস্যায় পড়েছিলাম ও ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। উল্লেখ্য যে, এটা ইমামরূপে পরিচিতি লাভের পূর্বের ঘটনা।

مسئلہ۔ سرود حرام ست کہ بازدارندہ است از ذکر الٰہی ومہیجِ شہوت بسوئے معاصی اگر در حق کسے ایں چنیں نباشد مثلا درویشے صاحب نفس مطمئنہ کہ غیر از عشق ومحبت الٰہی در سرا و ہیچ میلے ورغبتے بسوئے شہوت نہ بود از زبان مردے کہ قابل شہوت نباشد کلامے موزون بآوازے موزون شنود واورا مانع از ذکر الٰہی نباشد بلکہ ہیجان محبت الٰہی کند در حق آنکس انکار نہ تواں کرد خواجہ عالی شان بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ عنہ کہ کمال اتباع سنت داشت فرمودہ نہ ایں کار می کنم چرا کہ مسنون نیست و نہ انکار می کنم وملاہی ومزامیر وطنبور ودہل ونقارہ ودف وغیرہ باتفاق حرام ست مگر طبل غازی یعنی نقارۂ ہنگام جنگ یا دف برائے اعلان نکاح۔

প্রশ্ন ঃ গান-বাদ্য কি হারাম? কারো ক্ষেত্রে কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ গান বাদ্য হারাম। কারণ, এটা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখে ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে-পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে। তবে বিশেষ কারো ক্ষেত্রে যদি এরূপ না হয় যেমন কোন ব্যক্তি নফসে মুত্‌মায়িন্না (প্রশান্ত আত্মা) বিশিষ্ট বুযুর্গ হন, যার মস্তিষ্ক আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বত ছাড়া অন্য কোন কুপ্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তাঁর জন্যে এমন ব্যক্তি হতে সুললিত কণ্ঠে ছন্দবদ্ধ বিষয় শ্রবণ করা বৈধ, যার প্রতি কামদৃষ্টি পতিত হয় না এবং তার জন্য তা আল্লাহর জিকিরের প্রতিবন্ধক না হয়ে আল্লাহর প্রবল মহব্বত সৃষ্টিকারী হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে বৈধতাকে অস্বীকার করা যায় না। খাজা আলীশান হযরত বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী (রহঃ) যিনি সুন্নতের পূর্ণ

অনুসারী ছিলেন, তিনি বলতেন- আমি এটা করিনা। কারণ, এটা সুন্নত নয় আবার অস্বীকারও করি না। খেল তামাশা, বাঁশী, তাম্বুরা, ঢোল, দামামা, দফ ইত্যাদি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। তবে ধর্মীয় যুদ্ধে মুজাহিদদেরকে উদ্বুদ্ধকারী তবলা ও নাকারা বাজানো ও বিবাহের ঘোষণা জ্ঞাপনে দফ তাম্বুরা বাজানো জায়েয।

শব্দার্থ ঃ وليمة- বউভাত آثم- গুনাহগার। مقتدا- অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি। مُهَيِّج- উত্তেজক। شهوت- যৌন চাহিদা। درويش- আল্লাহওয়ালা। موزون- ছন্দবদ্ধ। هيجان- উত্তেজনা। مزامير - مزمار- এর বহুবচন। অর্থ, বাঁশী। طنبور - বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। دهول- ঢোল। نقّاره- বড় ঢোল, ডংকা, দামামা। دف- তবলা, তাম্বুরা। مخلوط- মিশ্রিত। سرگين- গোবর। بسائل -ভিক্ষুক।

مسئلہ۔ شعر کلام ست موزون حسنِ او حسن ست و قبیح او قبیح ست، لیکن بیشتر اضاعت وقت دراں مکروہ است۔

প্রশ্ন ঃ কবিতা-কাব্যের হুকুম কি?

উত্তর ঃ ছন্দবদ্ধ বাক্যকে শে'র বা কবিতা বলে। বিষয়বস্তু ভাল হলে তা ভাল, খারাপ হলে তা খারাপ। তবে এর পেছনে বেশী সময় নষ্ট করা মাকরূহ।

مسئلہ۔ ریا وسمعہ در عبادت ثواب عبادت را باطل کند بلکہ معصیت شود یعنی ہر کہ عبادت کند برائے دیدن وشنیدن مردم نزد خدا ثواب آں نباشد پیغمبر علیہ السلام آنرا شرک خفی فرمودہ۔

প্রশ্ন ঃ রিয়া ও সুখ্যাতির কুফল কি?

উত্তর ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া, (লৌকিকতা) সুমআ' তথা সুখ্যাতি ইবাদতের সওয়াব নষ্ট করে দেয়, বরং তা গুনাহে পরিণত হয়। অর্থাৎ, যারা কেবল মানুষকে দেখানোর বা শুনানোর জন্য ইবাদত করে আল্লাহর তরফ হতে তার কোন সওয়াব লাভ হয় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে সুক্ষ্ম শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

مسئلہ۔ غیبت یعنی عیب کسے غائبانہ گفتن اگرچہ موافق نفس الامر باشد حرام ست، خواہ عیب در دین او گوید یا در صورت یا در نسب یا غیر آں آنچہ او را ناخوش آید مگر غیبت ظالم حرام نیست۔

প্রশ্ন ঃ গীবত বলতে কি বুঝায়? এর বিধান কি?

উত্তর ঃ গীবত তথা কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা যদি তা বাস্তবানুযায়ী হয় তবুও হারাম। উক্ত দোষ চাই দ্বীন সংক্রান্ত হোক বা দৈহিক গঠন অথবা বংশ সংক্রান্ত হোক বা অন্য কোন বিষয়ে যাতে সেলোক মনুক্ষন্ন হয় সর্বক্ষেত্রেই হারাম। তবে জালিমের গীবত করা হারাম নয়।

مسئلہ۔ غیبت نیست مگر شخص معین معلوم را بد گفتن اگر اہل شہرے را غیبت کند غیبت نباشد۔

বিঃ দ্রঃ নির্দিষ্ট ও পরিচিত ব্যক্তির দোষচর্চা ছাড়া (অন্য কারো দোষ চর্চা করা) গীবত বলে বিবেচিত হয় না। যেমন কেউ যদি সাধারণ ভাবে শহরবাসীদের দোষ বর্ণনা করে তবে তা গীবত নয়।

مسئلہ۔ نمیمہ یعنی سخن یکے بدیگرے رسانیدن کہ موجب ناخوشی فیما بین آنہا باشد نیز حرام ست۔

বিঃ দ্রঃ চোগলখোরী তথা একজনের গোপন কথা অন্য জনের নিকট বলা যদ্বারা উভয়ের মাঝে মনোমালিন্যের সূত্রপাত ঘটতে পারে তা হারাম।

مسئلہ۔ دشنام دادن دیگرے بزبان یا باشارۂ سر یا چشم یا دست یا مانند آں یا خندیدن بروے بر نہجے کہ موجبِ ہتکِ حرمت او باشد حرام ست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ حرمتِ مال وآبروے مسلمان مثل حرمتِ خون اوست وکعبہ را فرمودہ کہ حق تعالی ترا چہ قدر حرمت دادہ لیکن حرمتِ مسلمان وحرمت خون او ومال او وآبروے او از تو زیادہ است۔

প্রশ্ন ঃ মানুষকে গালি দেয়া কিরূপ? কারো জন্য অপমানজনক ভাবে হাসা কিরূপ?

উত্তর ঃ মানুষকে গালি দেয়া হারাম। চাই তা মুখের দ্বারা হোক বা মাথা, চোখ, হাত বা অন্য কোন অঙ্গের ইশারার দ্বারা। কারো নিকট এমন স্বরে হাস্য করা যা তার জন্য অপমান জনক হয় এসবই হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''মুসলমানের মাল ও ইয্যত তার রক্তের ন্যায় সম্মানিত।'' কা'বা গৃহকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেন-''আল্লাহ তোমাকে প্রচুর সম্মান দান করেছেন। কিন্তু মুসলমানের সম্মান, তার রক্ত, সম্পদ ও ইয্যতের কদর আল্লাহর দরবারে তোমার চেয়ে বেশী।''

مسئلہ۔ دروغ حرام ست مگر برائے صلح میانِ دو کس یا برائے راضی کردنِ اہل خود یا برائے دفع ظلم ظالم دریں چنیں مقام تعریض بکذب بہتر است و بے حاجت تعریض بکذب ہم مکروہ است۔

প্রশ্ন ঃ মিথ্যা বলার হুকুম কি?

উত্তর ঃ মিথ্যা বলা হারাম। তবে বিবাদমান দুব্যক্তি বা দলের মাঝে সন্ধি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা স্বীয় স্ত্রীকে খুশী করা অথবা জালিমের জুলুম বন্ধ করা এজাতীয় ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া তথাবাহ্যিক মিথ্যার দ্বারা ইঙ্গিতে কথা বলা উত্তম। বিনা জরুরতে বাহ্যিকভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়াও মাকরূহ।

শব্দার্থ ঃ ریا - লোক দেখান। سمعہ- লোক শুনান, প্রসিদ্ধি। نفس الامر- বাস্তব। نمیمہ- চোগলখোরী। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এক জনের কথা অন্যের কাছে লাগানো। دشنام- গালি। خندیدن- হাসা। نہجے- কোন পদ্ধতি। تعریض- ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলা; এমন কথা যা বাহ্যতঃ মিথ্যা বলে মনে হলেও বাস্তবে তা সত্য এবং সেই সত্য অর্থই উদ্দেশ্য হয়। غائبانہ- অনুপস্থিতে।

مسئلہ۔ تجسسِ حالِ مسلماناں برائے عیب جوئی آنہا حرام ست و بدترین دروغِ شہادت دروغ ست و قسمِ دروغ کہ بداں مال مسلمانے را بناحق تلف کند، حق تعالیٰ دروغ را برابر شرک شمردہ و فرمودہ کہ پرہیز کنید از بت پرستی و پرہیز کنید از سخن دروغ درحالیکہ مسلمان راہ راست روندہ باشید نہ مشرک۔

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের ছিদ্রান্বেষণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, শপথ করা ও ঘুষ দেয়া নেয়া করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কোন মুসলমানের দোষ অন্বেষণের জন্য তার বিভিন্ন অবস্থা (ও কার্যক্রমের) ছিদ্র অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করা বা তথ্য তালাশ করা হারাম। জঘন্য মিথ্যা হল মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা শপথ করা; যাতে কোন মুসলমানের মাল অন্যায় ভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাকে শিরকের সমতুল্য আখ্যা দিয়েছেন ও ইরশাদ করেছেন, "তোমরা প্রতিমা উপাসনা হতে বিরত থাক এবং বিরত থাক মিথ্যা হতে। তোমরা সরল পথের পথিক মুসলমান হও। কেউ মুশরিক হয়ো না।"

مسئلہ۔ رِشوت دہندہ ورشوت خورندہ در دوزخ باشند مگر آنکہ دادن رشوت برائے دفع ظلم جائز ست۔

বিঃ দ্রঃ ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামী। তবে জালিমের জুলুম প্রতিহত করতে ঘুষ দেয়া জায়েয।

مسئلہ۔ ہر کہ حکم نہ کند موافق کتاب اللہ حق تعالیٰ آں را کافر گفتہ۔

প্রশ্ন ঃ যে কিতাবুল্লাহ্ অনুযায়ী ফয়সালা করবে না সে কি?

উত্তর ঃ যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবে না, তাকে আল্লাহ তা'আলা কাফির বলেছেন।

مسئلہ۔ قضیہ ومناقشہ کہ درمیان افتد واجب ست کہ آں را بہ شرع رجوع کند وآنچہ شرع دراں حکم کند اگرچہ خلاف طبع خود باشد واجب ست کہ آں را بطیّب خاطر قبول کند مکروہ داشتن آں کفرست ومستلزم انکار شرع۔

প্রশ্ন ঃ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে করণীয় কি?

উত্তর ঃ পরস্পরে কোন কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে তাকে শরীয়তের বিধানের উপর ন্যাস্ত করা ওয়াজিব। শরীয়ত যে সিদ্ধান্ত দিবে তা মর্জির খেলাফ হলেও সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া ওয়াজিব। এটাকে অপছন্দ করা কুফরী ও শরীয়ত অগ্রাহ্যের নামান্তর।

শব্দার্থ ঃ تجسس- অনুসন্ধান করা, গোয়েন্দাগিরি করা। رشوت- ঘুষ। مناقشہ- ঝগড়া, দ্বন্দ্ব। بطیب خاطر- মনের খুশীতে, সন্তুষ্ট চিত্তে। مستلزم- আবশ্যককারী। تلف- বরবাদ করা। دروغ- মিথ্যা।

مسئلہ۔ عُجب وتکبر کردن ونفسِ خود را از دیگراں بہتر دانستن وغیر را حقیر دانستن حرام ست، حق تعالیٰ می فرماید نفس خود را نسبت بہ پاکی مکنید بلکہ خدا ہر کرامی خواہد پاک می کند واعتبار مر خاتمہ راست وخاتمہ معلوم نیست کہ چہ خواہد بود ودر حدیث آمدہ کہ حق تعالیٰ بعضے کساں را بہشتی نوشتہ است وتمام عمر عمل دوزخ میکند وآخرِ کار تائب می شود وعملِ بہشت می کند وبہشتی می شود وبعضے کساں را دوزخی نوشتہ وتمام عمر عملِ بہشت می کند آخرِ کار نوشتۂ ازلی غالب می آید وعمل دوزخ می کند ودوزخی می شود۔ شیخ سعدی

می گوید۔ نظم

مرا پیر دانائے روشن شہاب ❖ دو اندرز فرمود بر روئے آب

یکے آنکہ بر خویش خود بیں مباش ❖ دوم آنکہ بر غیر بد بیں مباش

প্রশ্ন ঃ অহংকার করা কিরূপ?

উত্তর ঃ আত্মম্ভরিতা-অহংকার, নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করা এবং অন্যকে হেয় জ্ঞান করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ''তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র ঘোষণা করোনা বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে পবিত্র করেন।'' মূলতঃ শেষ পরিণামই ধর্তব্য। আর কার পরিণাম কি হবে তা কেউ জানে না। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ কারো নাম জান্নাতীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সারা জীবন সে জাহান্নামের আমল করে- পরিশেষে তওবা করতঃ জান্নাতের আমল করে জান্নাতী হয়ে যায় এবং আল্লাহ কারো নাম জাহান্নামীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর সারা জীবন সে জান্নাতের আমল করে পরিশেষে ভাগ্যের নির্ধারণ অনুযায়ী জাহান্নামের আমল করে জাহান্নামী হয়ে যায়।

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) বলেন,......مرا پیر دانائے অর্থাৎ, আমার বিশিষ্ট বুযুর্গ ও বিজ্ঞ মুরশিদ হযরত শাইখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) একবার পানিপথে ভ্রমন কালে আমাকে দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন- এক, কখনো নিজের গুণাবলী তথা সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিবে না। অর্থাৎ, আত্মগর্ব করবে না। দুই, অন্যের দোষ অন্বেষী হবে না।

مسئلہ۔ تفاخر بانساب حرام ست و نیز تکاثر بہ مال و جاہ حرام ست کریم تر نزد خدا متقی تر ست۔

প্রশ্ন ঃ বংশ ও ধন-সম্পদ নিয়ে বড়াই করা কিরূপ?

উত্তর ঃ পরস্পরে বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা হারাম। তদ্রূপ ধন-সম্পদ ও মর্যাদার বড়াই করাও হারাম। সর্বাধিক খোদাভীরু যে, সেই আল্লাহর দরবারে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।

مسئلہ۔ بازی کردن بہ شطرنج یا نرد یا چوپڑ یا مانند آں حرام ست و اگر دراں مال مشروط باشد قمار باشد و حرام قطعی و گناہِ کبیرہ باشد و منکرِ حرمت آں کافر باشد و نیز لعب پرانیدنِ کبوتر یا جنگانیدن مرغ و مانند آں حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ দাবা, জুয়া, কবুতরবাজি ইত্যাদি কি হারাম?

উত্তর ঃ দাবা, পাশা, পচিঁশ গুটির খেলা বা এজাতীয় গুটি দ্বারা বাজি করা হারাম। এ সবের মধ্যে হার জিতের সাথে কোন মাল বা নগদ অর্থ শর্ত থাকলে তা জুয়ায় গণ্য হবে যা অকাট্য হারাম, গুনাহে কবীরা। এর হারাম হওয়ার বিষয়টিকে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এমনি ভাবে কবুতরবাজি, মোরগের লড়াই বাধিঁয়ে খেলা দেখা ইত্যাদিও হারাম।
বিঃ দ্রঃ (যে সব খেলায় ছতর খোলেনা, বা নামায-জামা'আতে ত্রুটি হয় না, স্বাস্থের জন্য উপকারী হয় এ জাতীয় খেলা জায়েয।

مسئلہ۔خدمت کنانیدن از خوجہ مکروہ است۔

বিঃ দ্রঃ হিজড়া (নপুংসক) লোকের খেদমত গ্রহণ করা মাকরূহ।

শব্দার্থ ঃ عجب অহমিকা। حقیر -তুচ্ছ। کساں - کس -এর বহুবচন। অর্থ ব্যক্তি। نوشته- লিপিবদ্ধ। روشن شهاب- উজ্জল নক্ষত্র। এখানে খাজা শিহাবুদ্দীন (রহঃ) উদ্দেশ্য। تفاخر- পরস্পর গর্ব করা। انساب - نسب-এর বহুবচন, অর্থ বংশ। تكاثر- আধিক্যের গর্ব করা। شطرنج- দাবা। قمار- জুয়া। پرانیدن- উড়ান। جنگانیدن- লড়াই লাগান। تائب- তওবাকারী।

مسئلہ۔موئے را پیوند کردہ دراز کردن حرام ست۔خصوصِ پیوند کردن بہ موئے انسان۔

প্রশ্ন ঃ পরচুলার হুকুম, আযান -ইকামত, ইমামতি ও দীনী শিক্ষাদান করে পারিশ্রমিক নেয়ার হুকুম কি?
উত্তর ঃ পরচুলা লাগিয়ে চুল লম্বা করা হারাম। বিশেষ করে মানুষের চুল লাগিয়ে লম্বা করা।

مسئلہ۔اجرت گرفتن بر اذان وامامت و تعلیمِ قرآن وفقہ وغیرہ عبادات جائز نیست نزد امام اعظمؒ ونزد دیگر ائمہ جائز ست ودریں زمانہ فتویٰ بر آنست کہ بر تعلیم قرآن ومانند آں اجرت گرفتن جائز ست۔

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে আযান দিয়ে, ইমামতি করে, কুরআন ও ফিকহের পাঠ দান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। অন্যান্য ইমামের মতে জায়েয। বর্তমান যুগে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়ে বা এজাতীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার উপরেই ফতওয়া।

مسئلہ۔اجرت نوحہ کنندہ وسرود کنندہ ودیگر معاصی واجرت جہانیدنِ جانورِ نر بر مادہ حرام ست۔

বিঃ দ্রঃ পেশাগত শোক প্রকাশকারী, গায়ক, অন্যান্য পাপকার্যের পেশাদার ব্যক্তির পারিশ্রমিক, পশুর প্রজনন বিক্রয়কারী (অর্থাৎ ষাড়, পাঠা ইত্যাদি পশু দ্বারা মাদী পশুর গর্ভসঞ্চার করে ব্যবসা করা) এর পারিশ্রমিক হারাম।

مسئلہ۔ قاضیاں ومفتیاں وعلماء وغازیاں را از بیت المال رزق دادہ شود بقدرے کہ کافی باشد بلاشرط۔

বিঃ দ্রঃ, বিচারক, মুফতী, আলেম ও মুজাহিদ ব্যক্তিবর্গকে বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে বিনা শর্তে প্রয়োজন মাফিক ভাতা প্রদান করা উচিৎ।

مسئلہ۔ حرہ را سفر کردن بدون محرم یا شوہر جائز نیست وکنیز وام ولد را جائز ست وخلوت با جنبیہ حرہ باشد یا امۃ یا ام ولد حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের সফরের হুকুম কি?

উত্তর ঃ স্বাধীন মহিলার জন্য স্বীয় মাহরাম বা স্বামী ছাড়া অন্য কারো সাথে সফর করা জায়েয নয়। দাসি ও উম্মে ওয়ালাদের জন্য জায়েয। বেগানা স্বাধীন রমনী, দাসি ও উম্মে ওয়ালাদের সাথে নির্জনতা হারাম।

مسئلہ۔ غلام وکنیز را عذاب کردن وطوق در گردنِ آنہا انداختن حرام ست۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در وقت وفات آخر کلام بہ نماز ونیکی با غلام وکنیزک وصیت کردہ، باید کہ مملوکِ خود را آنچہ خود بپوشد بپوشاند وبکارے زیادہ از طاقت او امر نہ فرماید واگر بکارے شاق امر کند باید کہ خود ہم شریک او شود۔

প্রশ্ন ঃ গোলাম-বাঁদীকে শাস্তি দেয়ার হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিক নিদের্শনা কি?

উত্তর ঃ গোলাম ও বাঁদীকে শাস্তি দেয়া, শারিরীক নির্যাতন করা, গলায় বেড়ী পরানো হারাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের মুহূর্তে সব শেষে যে নসীহত করেছিলেন তা হল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। মানুষের উচিৎ নিজে যা খাবে গোলাম-ভৃত্যকে তা খাওয়ানো, নিজে যা পরিধান করবে তাদেরকে তা পরিধান করানো। ক্ষমতার বাইরে কোন কাজের আদেশ না করা, কষ্টকর কোন কাজের আদেশ করলে নিজেও তাতে শরীক হওয়া।

শব্দার্থ ঃ موئے -চুল। پیوند کردہ -জোড়া লাগান। نوحہ کنندہ -বিলাপ কারীনী। سرود کنندہ -গায়িকা। جہانیدن -নর ও মাদি পশুর যৌন মিলন ঘটান। شاق -কঠিন। خلوت -নির্জনতা। طوق -বেড়ি।

مسئلہ۔ بندہ کہ اندیشہ گریختنِ او باشد زنجیر در پائے او انداختن جائز ست۔
مسئلہ۔ بندہ را از خدمت مولیٰ گریختن حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ কখন গোলামের পায়ে শিকল বাঁধা জায়েয? মনিবের খেদমত হতে পলায়ন করার হুমকি কিরূপ?

উত্তর ঃ ক্রীতদাসের পলায়নের আশঙ্কা থাকলে তখন তাঁর পায়ে শিকল বাঁধা জায়েয। গোলামের জন্য মুনিবের খেদমত হতে পলায়ন করা হারাম।

مسئلہ۔ تراشیدنِ ریش پیش از قبضہ حرام ست و چیدن موئے سفید از ریش و مانند آں مکروہ است۔
مسئلہ۔ گذاشتنِ ریش و تراشیدنِ سبلت و ناخن و موئے بغل و موئے نہانی سنت ست۔

প্রশ্ন ঃ দাঁড়ি ও অবাঞ্ছিত পশম মুন্ডানোর হুকুম কি?

উত্তর ঃ এক মুষ্টির পূর্বে দাঁড়ি মুন্ডন করা হারাম। সাদা চুল-দাড়ি উঠিয়ে ফেলা মাকরূহ।

দাঁড়ি লম্বা করা, গোঁফ, বগল ও নাভীর নিচের পশম কাটা এবং নখ কর্তন করা সুন্নত। (ফাতাওয়া শামীর বর্ণনা মতে মোঁচ কামানো বিদআত, ছাঁটা সুন্নত।) এ কারণে না কামিয়ে চামড়ার সাথে মিশিয়ে কর্তন করাই উত্তম।

مسئلہ۔ داخل شدن مرداں و زناں در حمام جائز ست لیکن با پردہ و ازار۔

প্রশ্ন ঃ নারী-পুরুষের একত্রে গোসল খানায় যাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ নারী পুরুষের তথা স্বামী-স্ত্রী জন্য একত্রে গোসল খানায় যাওয়া অর্থাৎ গোসল করা জায়েয। তবে পর্দা ও কাপড় পরিহিত অবস্থায় হতে হবে।

مسئلہ۔ امر معروف و نہی منکر واجب ست از منکرات اگر مقدور داشتہ باشد از

دست منع کند واگر نتواند از زبان منع کند واگر نتواند یا مفید نداند از دل مکروه دارد وصحبتِ اہلِ منکر ترک کند واگر ایں قدر ہم نہ کند در وبالِ آنہا شریک باشد ہم در دنیا وہم در آخرت۔

প্রশ্ন ঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সংক্রান্ত হুকুম কি?

উত্তর ঃ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ওয়াজিব। ক্ষমতা থাকলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে। সম্ভব না হলে মুখে নিষেধ করতে হবে। এও সম্ভব না হলে বা কার্যকরী মনে না করলে অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃনা করবে এবং অন্যায়কারীদের সঙ্গ ত্যাগ করবে। এটুকু যদি কেউ না করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের এহেন কাজের অংশীদার গণ্য হবে।

مسئلہ۔ حب فی اللہ وبغض فی اللہ فرض ست۔

❖ আল্লাহর রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির মানসে কারো দীনদারী দেখে তাকে ভালবাসা ও অন্যায় দেখে দুশমনী করা ফরয।

শব্দার্থ ঃ مؤئے نہانی- নাভীর নিচের পশম। گریختن - পালিয়ে যাওয়া। قبضه- মুষ্টি। چیدن- উপড়ান। سُبلت- মোচ। حمام- গোসলখানা। منکرات- শব্দটি منکر- এর বহুবচন। অর্থ মন্দও অন্যায় কাজ। اِزار- কষ্ট। مفيد- উপকারী। وبال-মুসিবত الحب في الله- আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা। البغض في الله- আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা পোষণ করা।

مسئلہ۔ کسے کہ بروے احسان کند شکر ادا کردن ومکافات او نمودن مستحب ست یا واجب وانکارِ آں کردن وکفر آں نمودن معصیت ست ہر کہ شکر بندہ نہ کردہ شکرِ خدا نہ کرد۔

প্রশ্ন ঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিদান দেয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ কেউ কারো প্রতি অনুগ্রহ করলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার প্রতিদান দেয়া মুস্তাহাব বা ওয়াজিব। তা অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পাপ। যে বান্দার শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

مسئلہ۔ نشستن در مجلسِ علماء وصلحاء افضل ست اگر میسر شود واگر میسر نشود عزلت بہتر ست۔

প্রশ্ন ঃ আলিম ও নেককারদের সোহবত, দরূদ পাঠের হুকুম কি?
উত্তর ঃ সম্ভব হলে আলিম ও সৎলোকের মজলিসে আসা উত্তম। নতুবা নির্জনতা অবলম্বন করা শ্রেয়।

مسئلہ۔ کثرت درود بر پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم مستحب ست وخالی بودن مجلس از ذکر خدا و درود بر پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم مکروہ است۔

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। আল্লাহর যিকির ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দরূদ শুণ্য যে কোন মজলিস মাকরূহ।

مسئلہ۔ مرد را تشبہ بزناں وزن را تشبہ بمرداں ومسلم را تشبہ بہ کفار وفساق حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ পুরুষের জন্য নারীর, নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি গ্রহণ করা এরূপভাবে অমুসলিম ও ফাসিকের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বনের হুকুম কি?
উত্তর ঃ পুরুষের জন্য নারীর বেশ ও নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি গ্রহণ করা এবং মুসলমানের জন্য আকৃতি অমুসলিম ও ফাসিকের আকৃতি ও রূপ ধারণ করা হারাম।

مسئلہ۔ قتل کردن جانورِ ماکول نہ برائے خوردن حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ ভক্ষণ ছাড়া অন্য কারণে হালাল প্রাণী নিধন করা কেমন?
উত্তর ঃ ভক্ষণ ছাড়া অন্য কোন কারণে হালাল প্রাণী নিধন করা হারাম।

مسئلہ۔ قتل جانور موذی جائز ست۔

বিঃ দ্রঃ কষ্টদায়ক জন্তু হত্যা তথা নিধন করা জায়েয।

مسئلہ۔ حقوقِ مسلمان بر مسلماں شش چیز ست۔ عیادتِ مریض وحضورِ جنازہ وقبولِ دعوت وسلام وتشمیتِ عاطس وخیر خواہی ہم در حضور وہم درغیب۔

প্রশ্ন ঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের কয়টি হক ও কি কি?
উত্তর ঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক। যথা ঃ (১) অসুস্থ হলে সেবা করা (২) জানাযায় উপস্থিত হওয়া (৩) দাওয়াত কবুল করা (৪) সালাম দেয়া (৫) হাঁচি দাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা (৬) মানুষের সামনে ও পেছনে কল্যাণ কামনা করা।

مسئلہ۔ باید کہ دوست دارد و برائے مسلماناں آنچہ برائے نفسِ خود دوست دارد ومکروہ دارد در حق آنہا آنچہ برائے خود نہ پسند دورَدِّ سلام واجب ست۔

প্রশ্ন ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ অপছন্দে করা হয় অন্যের জন্য তা পছন্দ-অপছন্দ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয় অপর মুসলমানের জন্য তা পছন্দ করা এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করা হয় অন্যের বেলায়ও তা অপছন্দ করা উচিৎ। সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব।

مسئلہ۔ بدانکہ کبائر بر سہ مرتبہ است مرتبۂ اول اکبرِ کبائر کفر ست۔ وقریب آں عقائد باطلہ مرتبۂ دوم آنچہ درآں حقوقِ بندگاں تلف شود یعنی ظلم بر خون و مال وآبروئے مسلماناں، حق تعالیٰ حقوقِ خود بہ بخشد وحقوقِ بندگاں نہ بخشد۔ بغویؒ از انسؓ روایت کردہ کہ رسول فرمودہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت منادیٰ از عرشِ او آواز دہد کہ اے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ شما ہمہ مرد وزنِ مؤمنین را بخشیدہ باہم حقوق بندگاں را بخشید وداخل بہشت شوید۔ حافظ گوید۔ فرد۔

مباش در پۓ آزار وہر چہ خواہی کن ❖ کہ در شریعتِ ما غیر ازیں گناہے نیست

یعنی برابر ایں نیست، مرتبۂ سوم حقوق اللہِ خالص۔

প্রশ্ন ঃ কবীরা গুনাহের কয়টি স্তর ও কি কি?

উত্তর ঃ জেনে রাখ যে, কবীরা গুনাহের তিনটি স্তর। ১. জঘন্যতম কবীরা গুনাহ কুফরী করা। ভ্রান্ত আকাইদও এর নিকটবর্তী গুনাহ। ২. যদ্দারা বান্দার হক বিনষ্ট হয় অর্থাৎ, মুসলমানের জান, মাল ও ইয্যতের উপরে আঘাত হানা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হক ক্ষমা করেন কিন্তু বান্দার হক ক্ষমা করেন না। ইমাম বাগভী (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন আরশের নিকট জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উম্মত! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুসলমান নর-নারীকে কবুল করেছেন। এখন তোমরা পরস্পর একে অপরকে ক্ষমা কর ও জান্নাতে প্রবেশ কর।" হাফেজ (রহঃ) বলেন-

মানুষকে কষ্ট দেয়ার পেছনে পড়ো না, বাকী যা ইচ্ছা কর। কারণ, আমাদের ধর্মে এর চেয়ে মারাত্মক কোন গুনাহ নেই।

৩. খালেস আল্লাহর হক নষ্ট করা।

শব্দার্থ ঃ مُکافات- প্রতিদান। صلحاء- صالح-এর বহুবচন। অর্থ সৎ লোক। منزلت- মর্তবা। تشبہ- সাদৃশ্য। فساق- فاسق-এর বহুবচন। অর্থ

নাফরমান। ماكول- যে প্রাণী খাওয়া জায়েয আছে। موذى- কষ্টদায়ক। تشميت العاطس- হাঁচি দাতার জবাব দেয়া। تلف- ধ্বংস।

مسئلہ۔ آنچہ در احادیث کبائر وارد شدہ بہ شماریم ۱۔ شرک و ۲۔ نافرمانی والدین و ۳۔ قتل نفس و ۴۔ قسم دروغ و ۵۔ شہادت دروغ و ۶۔ دشنام محصنہ و ۷۔ خوردن مال یتیم و ۸۔ خوردن ربو و ۹۔ گریختن از جنگ کفار و ۱۰۔ سحر کردن و ۱۱۔ قتل فرزند کردن چنانکہ کفار دختراں را قتل می کردند و ۱۲۔ زنا خصوصاً با زن ہمسایہ و ۱۳۔ سرقہ و ۱۴۔ قطع طریق کہ محاربہ با خدا و رسول ست و ۱۵۔ بغی بر امام عادل و در حدیث آمدہ کہ زِنا با زن دہ زن کمتر ست از زنا با زن ہمسایہ و در حدیث آمدہ کہ بزرگ تر کبائر آنست کہ کسے پدر و مادر خود را دشنام دہد گفتند والدین را چگونہ کسے دشنام دہد فرمود والدین دیگرے را دشنام دہد او والدین ایں را دشنام دہد۔

প্রশ্ন ঃ হাদীসে বর্ণিত কবীরা গুনাহগুলোর বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে যে সব কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ ১. শির্ক করা ২. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ৩. হত্যা করা ৪. মিথ্যা শপথ করা ৫. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ৬. নির্দোষ রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া ৭. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৮. সুদ খাওয়া, ৯. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদকালে পলায়ন করা, ১০. যাদু-টোনা করা, ১১. সন্তান হত্যা করা যেমনটি কাফিররা করতো, ১২. ব্যাভিচার করা, বিশেষতঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে। এটা জঘন্যতম অপরাধ, ১৩. চুরি করা, ১৪. ছিনতাই বা ডাকাতি করা। কেননা, এটা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর, ১৫. ন্যায় পরায়ন বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। হাদীস শরীফে এসেছে, প্রতিবেশী রমণীর সাথে যিনা করা অন্যের সাথে দশবার যিনা করা অপেক্ষা জঘন্য। অপর এক হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ আছে যে, কবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ হল- স্বীয় পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন- মানুষ পিতা-মাতাকে গালি দেয় কিরূপে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একজন যখন অন্যজনের পিতা-মাতাকে গালি দেয় তখন সেও এ ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়।

مسئلہ۔ مدح فاسقِ حرام ست در حدیث ست کہ حق تعالیٰ بر آں غضب شود و عرش

بداں بلرزد۔

প্রশ্ন ঃ ফাসিকের প্রশংসা করা কিরূপ?

উত্তর ঃ ফাসিকের প্রশংসা করা হারাম। হাদীস শরীফে এ মর্মে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগান্বিত হন এবং আল্লাহর আরশ মুবারক কাঁপতে থাকে।

مسئلہ۔اگر کسے دیگرے رالعنت کندوآں کس اہل لعنت نباشدلعن بروے بازگردد۔

প্রশ্ন ঃ কাউকে অভিশাপ দেয়া কেমন?

উত্তর ঃ কেউ কাউকে অভিশাপ দিলে সে যদি তার যোগ্য না হয় তাহলে উক্ত লা'নত তার নিজের উপর পতিত হয়।

مسئلہ۔ در حدیث ست علاماتِ منافق ا۔دروغ گوئی و ۲۔خلاف وعدگی و

۳۔خیانت درامانت وغدرعذر بعدعہدوُدشنام درمنازعت۔

প্রশ্ন ঃ হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকের আলামতগুলোর বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকের আলামত হল- ১. মিথ্যা কথা বলা, ২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, ৩. আমানতের খিয়ানত তথা বিশ্বাস ঘাতকতা করা, ৪. প্রতিশ্রুতির পর সে ব্যাপারে ওযর পেশ করা ও ৫. ঝগড়া কলহের সময় গালাগালি করা।

مسئلہ۔رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم شرک مکن بخدااگرچہ قتل کردہ شوی وسوختہ شوی

ونافرمانی والدین مکن اگرچہ امرکننداززن وفرزندومال خود بدرشو۔

প্রশ্ন ঃ শিরক ও মাতা-পিতার অবাধ্যতা কি মারাত্মক গুনাহের কাজ?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর সাথে কখনও শির্ক করবে না, চাই তোমাকে হত্যা করা হোক বা আগুনে জ্বালানো হোক। পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না যদিও তারা তোমাকে স্বীয় স্ত্রী-পুত্র ও সম্পদ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়।"

শব্দার্থ ঃ دروغ- মিথ্যা। دشنام- গালি। مُحصنه- পাক পবিত্র মহিলা, সতী নারী। گریختن- পালিয়ে যাওয়া। سحر- যাদু। قطع طریق- ডাকাতি করা। مُحاربه- যুদ্ধ করা। چگونه- কিভাবে। بلرزد- প্রকম্পিত হবে।

مسئلہ۔حق شوہر برزن آں قدرست کہ رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر برائے

سجدۂ غیر خداامرمی کردم زن راامرمی کردم کہ شوہر راسجدہ کند اگرشوہر زن راامرکند

کہ سنگہائے کوہ زرد بکوہ سیاہ واز کوہ سیاہ بکوہ سفید برساں باید کہ ہچناں کند۔

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কিরূপ?

উত্তর ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর এত পরিমাণ হক রয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কারো সিজদার আদেশ করতাম তাহলে মহিলাদেরকে স্বীয় স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। স্বামী যদি স্ত্রীকে হলুদ পাহাড়ের পাথর উঠিয়ে কালো পাহাড়ে এবং কালো পাহাড়ের পাথরগুলোকে সাদা পাহাড়ে হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়, তাহলে স্ত্রীর জন্য তাই করা কর্তব্য।

مسئلہ۔ در حدیث آمدہ کہ بہترین شما کسے ست بازنِ خود خوب باشد ومن برائے اہل خود خوبم وزن از پہلوئے چپ آفریدہ شدہ است راست نتواں شد برکجی آنہا صبر باید کرد ونیکی باید نمود باید کہ او را دشمن ندارد اگر ازو راضی نہ باشد طلاق دہد۔

প্রশ্ন ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কিরূপ?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে আছে, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে স্বীয় স্ত্রীর নিকট উত্তম। আমি মোহাম্মদ (সা.) আমার স্ত্রীগণের নিকট উত্তম। মহিলাদেরকে পুরুষের বাম পাজড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে সম্পূর্ণ সোজা হতে পারে না। অতএব তাদের বক্রতার উপর ধৈর্য ধারণ করা ও সদ্ব্যবহার করা উচিত।" নারীদের সাথে বিদ্বেষ মূলক আচরণ করা উচিত নয়। পছন্দ না হলে তালাক প্রদান করবে।

مسئلہ۔ گناہ صغیرہ را سہل انگاشتن وبرآں اصرار کردن گناہِ کبیرہ است، وحلال دانستن گناہِ صغیرہ قطعی کفر ست۔ بخاریؒ از انسؓ روایت کردہ کہ فرمود انسؓ کہ شما کارہا می کنید واز موئے باریک وسہل تر می دانید وما آنرا در عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از مہلکات می دانستیم۔ بدانکہ سخن در شرائع بسیار ست ومطولات ازاں مشحون بقدر کفایت دراں اوراق برائے فارسی خواں نوشتہ شد زیادہ ازیں اگر احتیاج افتد بہ علماء رجوع می تواں کرد۔

প্রশ্ন ঃ সগীরা গুনাহকে সাধারণ মনে করা ও তা করতে থাকা এবং এটাকে বৈধ মনে করা কিরূপ?

উত্তর ঃ সগীরা গুনাহকে স্বাভাবিক জ্ঞান করা ও বারবার তা করতে থাকা কবীরা গুনাহ। কোন সগীরা গুনাহকে বৈধ মনে করা কুফরী। ইমাম বুখারী

(রহঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা এরূপ কাজ করছ এবং চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম ও সাধারণ মনে করছ। অথচ আমরা আল্লাহর নবীর যুগে তাকে ধ্বংসের কারণ জ্ঞান করতাম।" বলা বহুল্য যে, শরীআতে আরো বহু বিষয় রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন বড় গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ। প্রয়োজন মাফিক তার কিছু অত্র কিতাবে ফার্সী ভাষীগণের উদ্দেশে তুলে ধরলাম। এর অধিক প্রয়োজন হলে উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

শব্দার্থ ঃ انگاشتن- ধারণা করা। اصرار کردن- পীড়াপীড়ি; বারংবার করা। شرائع- শব্দটি شریعت-এর বহুবচন। مشحون- পরিপূর্ণ। اوراق- ورق-এর বহুবচন। অর্থ পৃষ্ঠা। نوشته- লিখিত। شوهر- স্বামী। زرد- হলুদ। پہلوئے چپ- বাম পাজড়। کجی- বক্তৃতা। مملکت- ধ্বংস।

کتابُ الاحسان

بداں اسعدک اللہ تعالیٰ ایں ہمہ کہ گفتہ شد صورت ایمان واسلام وشریعت ست ومغز وحقیقت او در خدمت درویشاں باید جست۔ وخیال نباید کرد کہ حقیقت خلاف شریعت ست، کہ ایں سخن جہل وکفر ست بلکہ ہمیں شریعت است کہ در خدمت درویشاں چوں قلب از تعلقِ علمی وجہے کہ بما سوی اللہ داشت پاک شود ورذائل نفس بر طرف گشتہ نفس مطمئنہ شود واخلاص بہم رساند شریعت درحق او با مغز شود نماز او عند اللہ تعلق دیگر بہم رساند دو رکعت او بہتر از لک رکعت دیگراں باشد ہمچنیں صوم او وصدقہ او رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم اگر شما مثل احد زر در راہ خدا خرچ کنید برابر یک سیر یا نیم سیر جو نباشد کہ صحابہؓ در راہ خدا دادہ اند۔ ایں از جہت قوت ایمان واخلاصِ شان ست۔ نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را از سینۂ درویشاں باید جست وبداں نور سینہ خود را روشن باید کرد تا ہر خیر وشر بفراستِ صحیحہ دریافت شود، ولی در قرآن متقی را فرمودہ ودر حدیث علامتِ اولیاء اللہ فرمودہ کہ صحبت او خدا یاد آید یعنی محبت دنیا وصحبت او کم شود ومحبت حق زیادہ گردد واللہ اعلم وکسے کہ متقی نباشد او ولی نہ باشد۔ مثنوی

اے بسا ابلیسِ آدم روے ہست ☆ پس بہر دستے نشاید داد دست

حضرت عزیزان علی رامیتنی قدس سرہ می فرماید۔ رباعی

باہر کہ نشستی و نہ شد جمع دلت ☆ وزتو نہ رمید صحبت آب وگلت

زنہار ز صحبتش گریزاں می باشد ☆ ورنہ نکند روح عزیزاں بحلت

নবম অধ্যায় ঃ ইহসান

প্রশ্ন ঃ ইহসান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ প্রিয় ছাত্র/ছাত্রী! জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৌভাগ্যবান করুণ, ইতিপূর্বে যে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো ছিল ঈমান, ইসলাম ও শরীয়ত সংক্রান্ত। এ সবের হাকীকত ও নিগুঢ় তত্ত্ব আল্লাহর অলীগণের নিকট তালাশ করা বাঞ্চনীয়। মা'রিফাত ও হাকীকত শরীয়তের খেলাফ এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়, বরং তা মূর্খতা ও কুফরী। বস্তুতঃ এটা জাহিল কাফিরের উক্তি। বরং এটাই আসল শরীয়ত। কারণ, আল্লাহর অলীদের খেদমত দ্বারা অন্তর দৈহিক সম্পর্ক ও গায়রুল্লাহর প্রেম ও মহব্বত হতে পূত-পবিত্র হয়ে যায়। প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং আত্মার সমূহ কলুষ বিদুরিত হয়ে তা মুৎমায়িন্নার স্তরে উপনীত হয়। আর তখনই আমলের মাধ্যমে ইখলাস ও আন্তরিকতা পয়দা হয়। শরীয়ত তার জন্য হাকীকতে পরিণত হয়। তার নামায মাওলার দরবারে ভিন্ন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তার দু'রাকা'আত নামায অন্যদের লক্ষ রাক'আত নামায অপেক্ষা উত্তম। এরূপে তার রোযা, সাদকা প্রভৃতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "তোমরা যদি উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করো তা সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) এক সের বা অর্ধসের যবের সমতুল্যও নয়। বস্তুতঃ এ ছিল তাদের ঈমানী শক্তি ও ইখলাসের কারণে।

আল্লাহর অলীগণের সিনা হতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাতিনী নূর অর্জনের দ্বারা স্বীয় সিনাকে আলোকিত করা আবশ্যক। যদ্বারা সকল ভাল মন্দ কাজকে সহীহ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।

পবিত্র কুরআনে মুত্তাকী তথা প্রকৃত খোদাভীরু ব্যক্তিকে অলী আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে অলীগণের নিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের সংস্পর্শে গেলে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ হয় অর্থাৎ, যাদের সান্নিধ্যে গেলে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষন ও মহব্বত লোপ পায় ও আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায়, তাঁরাই আল্লাহ ত'আলার প্রকৃত অলী। (বাকী আল্লাহ

সর্বজ্ঞ) যে মুত্তাকী নয় সে অলী হতে পারে না।

মছনবীর শের-এর অনুবাদ ঃ বহু ইবলিস বুযুর্গ বেশে আছে এ বিশ্ব ধরায়
খুব সাবধান! যার তার হাতে হাত দেয়া উচিত নয়।

হযরত আযীযানে আলী রামেতিনী (রহঃ) বলেন-

পংক্তি ঃ যার সান্নিধ্যে বসলে মনে প্রশান্তি লাগে না,
দুনিয়ার সম্পর্ক তোমার থেকে দুরীভূত হয় না,
তার সংসর্গ হতে সর্বদা দূরে থাক।

অন্যথায়, আল্লাহর প্রিয় নেক্‌কার বান্দাহদের রূহ তোমার ক্ষমার প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

শব্দার্থ ঃ رذائل - رذيل-এর বহুবচন, খারাপ, নীচ; হীন। نيم سير- আধা সের। مغز - নিগুঢ় তত্ব। فراست- অন্তর্দৃষ্টি। آب و گل- পানি ও মাটি অর্থাৎ বিশ্ব। گريزاں - পলাতক। عزيزاں- এখানে আল্লাহ ওয়ালাগণ উদ্দেশ্য।

ترجمۂ باب کلمات الکفر از فتاوائے برہانی

در دستور القضاۃ از فتاوائے خلاصہ آوردہ کہ در مسئلہ اگر چند وجہ کفر باشد و یک وجہ کفر نباشد فتوی بہ کفر نباید داد فقیر گوید لیکن باید کہ خود از اندیشہ یک وجہِ کفر احتراز نماید۔

দশম অধ্যায় ঃ

ফাতাওয়া বুরহানীতে বর্ণিত কুফরী কালাম অধ্যায়ের তরজমা

প্রশ্ন ঃ যে সব কারণে কুফরী হয় সেগুলোর আলোচনা কর।

উত্তর ঃ "ফাতাওয়া খোলাসা" গ্রন্থ হতে দস্তুরুল কুযাত নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মাসআলায় যদি কুফরীর একাধিক দিক পাওয়া যায় আর একটি মাত্র দিক পাওয়া যায় ঈমানের, সে ক্ষেত্রে কুফরীর ফতওয়া দেয়া যাবে না। লেখক (রঃ) বলেন, মুসলমানের জন্য কুফরীর একটি মাত্র সুরত হতেও বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

مسئلہ۔ از سبِ شیخین کافر شود نہ از تفضیلِ علی رضی اللہ عنہ بر آنہا کہ بدعت ست ۔

❖ হযরত আবু বকর ও উমর (রাযিঃ) কে গালি দেয়া কুফরী। তবে হযরত আলী (রাযিঃ) কে তাঁদের উপর প্রাধান্য দেয়ার ফলে কাফির হবে না; এটা বিদআত।

مسئلہ۔ ازمحال دانستنِ دیدار خدا کافر شود۔

❖ আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) কে অসম্ভব মনে করলে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, এটা একটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে তার ধরণ সম্পর্কে তিনিই জ্ঞাত।

مسئلہ۔ خدا را جسم گفتن و دست و پا و ز و گفتن کفر ست۔

مسئلہ۔ اگر کلمۂ کفر باختیارِ خود گوید و نداند کہ ایں کلمۂ کفر ست اکثر علماء برآنند کہ کافر شود و معذور نباشد و اگر بے قصد بر زبان رود کافر نہ شود۔

❖ আল্লাহকে কায় (সৃষ্টির ন্যায়) ও হাত পা বিশিষ্ট মনে করা কুফরী। কেউ যদি সেচ্ছায় কুফরী শব্দ মুখে আনে কিন্তু তা কুফরী শব্দ কি না তা জানে না। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। না জানার কারনে সে মাযুর গণ্য হবে না। তবে যদি অনিচ্ছাসত্ত্বে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে কাফির হবে না।

مسئلہ۔ اگر ارادۂ کفر کرد اگر چہ بعد مدتے مدید فی الفور کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر حرامِ قطعی را حلال گوید یا حلال قطعی را حرام یا فرض را فرض نداند کافر شود۔

❖ যদি কেউ অনেক বিলম্বে হলেও কুফরীর ইচ্ছা করে তৎক্ষণাৎ সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ অকাট্য হারামকে হালাল জানলে বা অকাট্য হালালকে হারাম জ্ঞান করলে অথবা কোন ফরযকে ফরয মনে না করলে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ دستور القضاة- গ্রন্থবিশেষ। فتاوائے خلاصه- ফিকহ শাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। سَبّ- গালি দেয়া। شيخين- দু-শায়খ। এখানে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। تفضيل- মর্যাদা দেয়া, প্রাধান্য দেয়া। مديد- দীর্ঘ। فى الفور- তৎক্ষনাৎ।

مسئلہ۔ اگر گوشتِ مرداری فروشد و گوید کہ ایں مردار نیست از حلال ست کافر نہ شود۔

مسئلہ۔ مردے دیگرے را گفت کہ از خدا نمی ترسی گفت نہ کافر شود نزد محمد بن فضیلؒ اگر در معصیت باشد کافر شود و الا نہ۔

مسئلہ۔ اگر گفت کہ وے اگر خدا شود مِن، حق خود از وے بستانم کافر شود۔

❖ কেউ যদি মৃত প্রাণীর গোশত বিক্রি কালে বলে যে, এ মৃত প্রাণীর গোশত নয়, হালাল প্রাণীর, তাহলে কাফির হবে না।

❖ কেউ যদি বলে আল্লাহকে ভয় কর না? সে উত্তরে বলল, না। তাহলে কাফির হয়ে যাবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইলের (রহঃ) মতে সে যদি গুনাহে লিপ্ত থাকা কালে এরূপ বলে তাহলে কাফির হবে নতুবা নয়।

❖ কেউ যদি বলে, সে আমার খোদা হলেও আমি তার থেকে আমার হক আদায় করে ছাড়বো। তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر گوید کہ خدا با تو بس نیاید من چگونہ با تو بس آیم کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر گوید کہ مرا بر آسمان خدا است و بر زمین تو کافر سود۔

❖ কেউ এরূপ উক্তি করল যে, "আল্লাহই তোমার সাথে পারে না আর আমি কিরূপে পারব?" সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ যদি কেউ বলে "আমার উপরে আছেন, আল্লাহ নীচে আপনি" তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر پسر کسے مرد گفت کہ خدا را بایستہ بود کافر شود اگر دیگر گفت کہ خدا بر تو ظلم کرد کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر شخصے بر دیگرے ظلم کرد ومظلوم گفت اے خدا تو از وے مپذیر اگر تو از وے بپذیری من نہ پذیرم کافر شود۔

❖ কারো সন্তান মরে গেলে যদি বলে, "আল্লাহর বুঝি এর দরকার ছিল তাই নিয়ে গেছে" তবে সে কাফির হয়ে যাবে। অন্য কেউ যদি বলে "আল্লাহ তোমার উপর জুলুম করেছেন," সেও কাফির হয়ে যাবে।

❖ যাদি কারো উপর জুলুম করে আর মজলুম বলে "হে খোদ! তুমি তার তওবা কবুল করোনা। আর তুমি কবুল করলেও আমি কবুল করবো না।" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ باتو بس نیاید- তোমার সাথে পেরে উঠে না। بایسته- প্রয়োজন।

مسئلہ۔ اگر گوید من از ثواب وعذاب بیزارم کافر گردد۔

مسئلہ۔ اگر کسے بدون شہود نکاح کرد و گفت کہ خدا ورسولِ خدا را گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کافر شود۔

مسئلہ۔واز مجمع النوازل آورد کہ اگر گفت کہ فرشتہ دست راست ودست چپ را گواہ کردم کافر نہ شود واگرچہ نکاح صحیح نہ باشد۔

❖ যদি কেউ বলে "আমি আযাব ও সাওয়াবে সন্তুষ্ট নই" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ যদি কেউ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে আর বলে "আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রেখেছি" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ মাজমাউন নাওয়াযিল হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি বলে "ডান কাঁধ ও বাম কাঁধের ফেরেশতাকে সাক্ষী রেখেছি, তাহলে কাফির হবে না, তবে এর দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

مسئلہ۔اگر جانورے آواز کرد پس گفت کہ بیمار بمیرد یا غلہ گراں شود۔یا جانور آواز کرد از سفر باز گشت در کفر او اختلاف ست۔

مسئلہ۔اگر گفت کہ خدامی داند کہ من ہمیشہ پیوستہ ترا یاد می کنم بعضے گفتہ کہ کافر شود اگر گفت کہ خدامی داند کہ بہ غمی وشادی تو چنانم کہ بہ غمی وشادی خود بعضے گفتہ کہ کافر شود وبعضے گفتہ کہ اگر بر نیکی وبدی آں کس بہ مال وبدن قیام کند چنانچہ بر نیکی وبدی خود کافر نہ شود۔

❖ যদি কোন প্রাণী আওয়ায করে আর তা শ্রবন করে কেউ বলে যে, "রোগী মারা যাবে বা পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে" অথবা কেউ যাত্রা করার পর কোন প্রাণীর আওয়ায শুনে ফিরে আসে, এ ক্ষেত্রে কুফরীর ব্যাপারে মতভেদ আছে।

❖ কেউ এরূপ উক্তি করল যে, "আল্লাহ তা'আলা জানেন, আমি তোমাকে সর্বদা স্মরণ করি।" কারো কারো মতে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে আল্লাহ তা'আলা জানেন, আমি আমার সুখে দুঃখে যেরূপ তোমার সুখে দুঃখে তদ্রুপ" এ ক্ষেত্রেও কারো কারো মতে কাফির হয়ে যাবে। কোন কোন আলিম বলেন- সে যদি এমন উদ্দেশ্য নেয় যে, আমি আমার সুখে দুঃখে যেরূপ জানমাল নিয়ে তৈরী থাকি তার সুখে দুঃখেও তদ্রুপ জান মাল নিয়ে তৈরী থাকি তাহলে সে কাফির হবে না।

শব্দার্থ : شہود - সাক্ষীগণ। راست- সত্য। چپ- বাম। بازگشت ফিরে এল। چنانم- এরূপ। شادی غمی- আনন্দ- নিরানন্দ।

مسئلہ۔ اگر گفت کہ قسم بخدا و بپائے تو کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر گفت کہ رزق از خداست لیکن از بندہ جستن خواہد کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر گفت کہ فلاں اگر نبی باشد بوئے ایمان نیارم یا گفت اگر خدا مرا بہ نماز امر کند نماز نہ گذارم یا گفت اگر قبلہ بایں سو باشد نماز نہ گزارم کافر شود۔

❖ যদি কেউ বলে ''আল্লাহর এবং তোমার পায়ের কসম'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ কেউ যদি বলে ''রিযিক তো আল্লাহর নিকট কিন্তু বান্দার নিকট হতে তা তালাশ করে নিতে হবে। তাহলে সে কাফির (কারণ, আল্লাহ রিযিক দাতা হওয়ার ব্যাপারে বান্দার কোন ভূমিকা জরুরী নয়)।

❖ কেউ যদি বলে, ''অমুকে যদি নবীও হয় তাহলে তার উপর ঈমান আনবো না।'' অথবা বলে ''আল্লাহ যদি আমাকে নামাযের আদেশ করেন তবুও নামায পড়বো না'' অথবা বলে ''এদিকে যদি কেবলা হয় তাহলে নামায আদায় করবো না'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر اہانتِ کسے از پیغمبراں کرد کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر کسے گفت کہ آدم علیہ السلام پارچہ می بافت دیگرے گفت پس ما ہمہ جولاہگانیم کافر شود ایں دوم۔

مسئلہ۔ اگر گوید آدم علیہ السلام اگر گندم نمی خورد ما بد بخت نمی شدیم کافر شود۔

❖ কেউ যদি বলে, কোন পয়গম্বারকে নিয়ে কুৎসা রটায়। তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ কেউ যদি এরূপ উক্তি করে যে আদম (আঃ) কাপড় বুনতেন। আর অন্য একজন বলল, ''তাহলে আমরা তো সবাই জোলা'' (তাঁতি)। এর দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে নবীকে ব্যাঙ্গ করলো।

❖ কোন ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন'' অপর কেউ উত্তরে বলল ''এটা বে-আদবী'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ مردے گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنیں می کرد دیگر گفت کہ ایں بے آدبی ست کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر کسے گفت ناخن تراشیدن سنت ست دیگرے گفت اگر چہ سنت باشد نمی

کنم کافر شود واگر گوید سنت چہ کار آید کافر شود۔

❖ কেউ যদি বলে যে, "আদম (আ.) যদি গন্দম না খেতেন তাহলে আমরা বদ বখত হিসেবে পরিণত হতাম না।" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ কোন ব্যক্তি বলল, নখ কাটা সুন্নত। অন্য কেউ বলল, যদিও তা সুন্নত তথাপি আমি তা করব না," তাহলে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে সুন্নত কি কাজে আসবে? তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔اگر کسے امرِ معروف کرد دیگر گفت چہ غوغا آوردی اگر ایں سخن بروجہ رد گفت کافر شود۔ در فتاویٰ سراجی گفتہ طالبِ دین اگر گوید اگر خدائے جہان ست بہ ستانم کافر شود اگر گفت اگر پیغمبر ست کافر نہ شود۔

مسئلہ۔اگر کسے گوید حکمِ خدا چنیں است آں کس گفت کہ حکمِ خدا را من چہ دانم کافر شود۔

❖ কেউ যদি সৎ কাজের আদেশ করতে থাকে আর অন্য কেউ বলে" কি হৈ চৈ করছিলে। এ যদি সে প্রত্যাখ্যানের সূরে বলে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। ফাতাওয়া সিরাজীতে উল্লেখ আছে যে, কোন ঋণদাতা যদি বলে "ঋণ গ্রহীতা যদি আল্লাহও হয় তথাপি আমার পাওনা আদায় করে ছাড়ব।" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে নবী হলেও উসূল করে নিব" তাহলে সে কাফির হবে না।

❖ কেউ বলল এরূপই আল্লাহর বিধান। উত্তরে যদি কেউ বলে "আল্লাহর বিধানকে আমি কি জানব"? তাহলে সে কাফের।

مسئلہ۔اگر بسوئے فتوی دید وگفت ایں چہ بارنامہ فتویٰ آوردی اگر شریعت را سبک دانستہ گفت کافر شود۔

مسئلہ۔اگر کسے گفت کہ حکمِ شرع چنیں است ایں کس بزور آروغ آورد وگفت اینک شریعت را کافر شود۔

مسئلہ۔اگر کسے را گفتند کہ با فلاں کس صلح کن آں کس گفت بت را سجدہ کنم وباوے آشتی نہ کنم کافر نہ شود چرا کہ ارادہَ او بعید داشتنِ صلح ست اگر فاسقے مر صلحاء را بگوید کہ بیائید مسلمانی بہ بینید وبسوئے مجلسِ فسق اشارہ کنم کافر شود۔

مسئلہ۔اگر میخوارہ می گوید شاد باد آنکہ برشادیٔ ماشاد ست ابوبکر طرخانؒ گفتہ کافر شود۔

❖ কেউ যদি ফতওয়ার প্রতি দৃষ্টি করে বলে "তুমি আবার ফতওয়ার কি হুকুম নামা এনেছো? এ যদি সে শরীয়াতকে ব্যঙ্গ করার নিয়তে বলে তাহলে কাফির হয়ে যাবে।

❖ কেউ যদি বলে, "এরূপই শরীআ'তের হুকুম" অন্য কেউ উচ্চস্বরে ঢেকুর নিয়ে বললো শরীআতের জন্য এই' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ কেউ কোন মানুষকে বলল, অমুকের সাথে সন্ধি কর। উত্তরে সে বলল, মূর্তিকে সেজদা করবো তবুও তার সাথে সন্ধি করবো না।" এর ফলে সে কাফির হবে না। কারণ, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল, তার সাথে সন্ধিকে অসম্ভব জানা। কোন ফাসিক ব্যক্তি কিছু সংখ্যক নেককারকে লক্ষ্য করে বলল আসুন, মুসলমানী (কীর্তি) দেখুন। এই বলে সে নামাযের মজলিসের প্রতি ইশারা করল তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ কোন মদ্যপায়ী যদি বলে "সুখে থাক তারা যারা আমার খুশীর উপর সন্তুষ্ট।" আবু বকর তরখান (রহঃ) এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ جستن- তালাশ করা। سو- দিক। جولاہگانیم- আমরা তাঁতী। بدبخت- দূর্ভাগা। امر معروف- সৎ কাজ। بروجہ رد- বিরোধিতা করতে গিয়ে। آروغ- ঢেকুর। میخوارہ- মদ্যপায়ী।

مسئلہ۔اگر زنے گوید لعنت بر شوے دانشمند باد کافر شود۔

مسئلہ۔اگر کسے گفت تا حرام یابم گرد حلال چرس دم کافر نہ شود۔

مسئلہ۔اگر کسے در بیماری گفت اگر خواہی مرا مسلمان بمیراں واگر خواہی کافر بمیراں کافر شود۔

❖ কোন নারী যদি বলে 'জ্ঞানী স্বামীর উপর লা'নত বর্ষিত হোক"। তাহলে কাফিব গণ্য হবে।

❖ কোন ব্যক্তি যদি বলে [illegible] হারাম জীবিকা পাবো হালালের পার্শ্বে ঘুরবো কেন"? তাহলে সে কাফির হবে না।

❖ রোগাক্রান্ত অবস্থায় যদি কেউ বলে, "যদি চাও আমাকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দাও বা চাইলে কাফির অবস্থায় মৃত্যু দাও" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ درفتاوی سراجی آمدہ کہ اگر گفت کہ روزی بر من فراخ کن یا بر من ظلم مکن ابو نصرؒ در کفر او توقف کردہ وظاہر آنست کہ کافر شود کہ اعتقادِ ظلم بر خدا کفر ست۔

مسئلہ۔ شخصے اذان می گوید دیگرے گفت دروغ گفتی کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را عیب کرد یا موئے مبارکش را مویک گفت کافر شود۔

❖ ফাতাওয়া সিরাজিয়ায় আছে যে, কেউ যদি বলে. "হে খোদা! আমার রুজী বাড়িয়ে দাও, বা বলে "আমার উপর জুলুম করো না" তার ব্যাপারে হযরত আবু নসর (রহঃ) কোন রায় দেন নি। তবে কাফির হয়ে যাওয়াই স্পষ্ট। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সম্মন্ধে জুলুমের আকীদা রাখা কুফরী।

❖ কোন ব্যক্তি আযান দিচ্ছে, এমতাবস্থায় অন্য কেউ বলল "তুমি মিথ্যা বলছো" এর ফলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ কোন নবী-রাসূলের দোষ বর্ণনা করলে বা তাঁর চুল মুবারককে তুচ্ছ করে লোম বললে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر کسے بادشاہ ظالم را عادل گوید امام ابو منصور ماتریدیؒ گفتہ کافر شود۔ امام ابو القاسمؒ گفتہ کافر نہ شود چرا کہ البتہ گاہے عدل کردہ باشد۔

مسئلہ۔ در حمادیہ وسراجی گفتہ اگر کسے اعتقاد کند کہ خراج وغیرہ خزانہ، پادشاہی ملکِ پادشاہ است کافر شود۔

مسئلہ۔ در سراجی گفتہ اگر کسے گفت کہ تو علم غیب داری؟ گفت دارم کافر شود۔

❖ কোন জালিম শাসককে কেউ আদিল (ন্যায় পরায়ন) বললে, আকায়েদ ও দর্শন শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম আবু মানসূর মাতুরীদী (রহঃ) -এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে আবুল কাসেমের মতে সে কাফির হবে না। কারণ, জালিম কোন সময় ইনসাফও করতে পারে।

❖ ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া ও সিরাজিয়াতে আছে, ট্যাক্স ইত্যাদি রাজস্ব আদায় সমূহকে কেউ রাষ্ট্রপতির সম্পদ ধারণা করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ ফাতাওয়া সিরাজিয়াতে আছে, কেউ যদি কাউকে জিজ্ঞেস করে যে,"আপনি কি ইলমে গায়েব জানেন"? তদুত্তরে সে বলল জানি। তবে সে কাফির হয়ে যাবে। (কারণ, 'আ'লিমুল গায়েব' একমাত্র আল্লাহ তা'আলার

বিশেষ গুণ। এটা অন্য কারো জন্য হতে পারে না।)

مسئلہ۔ اگر کسے گفت کہ خدا مرا بے تو در بہشت بردنخواہم رفت اصح آنست کہ کافر نشود۔

مسئلہ۔ اگر کسے گفت من مسلمانم دیگرے گفت لعنت برتو وبر مسلمانئ تو کافر شود، ودر جامع الفتاوی آوردہ اظہر آنست کہ کافر نشود ودر سراجی گفتہ اگر کسے گوید کہ اگر فرشتگاں یا پیغمبراں گواہی دہند کہ ترا سیم نیست باور ندارم کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر شخصے دیگرے را گفت اے کافر او گفت اگر ایں چنیں نمی بودم با تو صحبت نداشتم بعضے گویند کافر شود بعضے گویند نہ۔

❖ কোন লোক যদি এরূপ উক্তি করে যে, তোমাকে ছাড়া যদি আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন তাহলে আমি জান্নাতে যাবো না, তবে বিশুদ্ধ মতে সে কাফির হবে না।

❖ কেউ বলল, আমি মুসলমান। অন্য একজন বলল "লা'নত তোমার উপর ও তোমার মুসলমানিত্বের উপর।" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে জামিউল ফাতাওয়ার বর্ণনা মতে সে কাফির হবে না। ফাতাওয়া সিরাজিয়াতে বলা হয়েছে, কেউ যদি বলে ফেরেশতা ও নবীগণও যদি সাক্ষ্য দেন যে, তোমার নিকট রৌপ্য নেই, তবেও আমি বিশ্বাস করবো না-" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ যদি একে অন্যকে বলে "হে কাফির!" সে বলল, "এমনটি না হলে আমি তোমার সাথে সংশ্রব রাখতাম না- তাহলে কারো মতে সে কাফির হবে, কারো মতে কাফির হবে না।

مسئلہ۔ اگر شخصے گوید کافر شدن بہ کہ با تو بودن کافر نہ شود چرا کہ مرادِ او دوری جستن ست۔

مسئلہ۔ اگر شخصے دیگرے را گفت کہ نماز کن او جواب داد کہ تو چندیں نماز کردی چہ بر سر آوردی یا چندیں گاہ نماز کردم چہ بر سر آوردم کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر کسے دیگرے را گفت تو کافر شدی او جواب داد کہ کافر شدہ گیر کافر شد۔

❖ কেউ যদি বলে "তোমার সাথে থাকার চাইতে কাফির হওয়াই ভালো"

তাহলে সে কাফির হবে না। কারণ, তার উদ্দেশ্য এর থেকে দূরে থাকা মাত্র।

❖ একজন অন্যজনকে নামায পড়ার জন্য বলল। উত্তরে সে বলল তুমি তো কত নামাযই পড়লে কিন্তু পেয়েছো কি''? বা বলে ''কত নামাযই তো পড়লাম কিন্তু কিছুই তো পেলাম না'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

❖ যদি কেউ কাউকে বলে তুমি কাফির হয়ে গেছ। সে বলল, ''এটাই ধরে নাও'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر گفت مرازن از حق تعالیٰ محبوب ترست کافر شد اور اتوبہ باید داد اگر توبہ کرد تجدید نکاح باید کرد۔

مسئلہ۔ اگر کافر مسلمانے را گفت کہ مسلمانی مرا بیاموز تا نزد تو مسلمان شوم۔ او جواب داد کہ باش تا کہ بروے بسوئے فلاں عالم یا فلاں قاضی او ترا آموزد آں زمان مسلمان شو نزد او۔ اصح آنست کہ کافر نہ شود اگر واعظ گفت باش تا فلاں روز در مجلس اسلام آوری فتوی برآنست کہ کافر شود۔

❖ যদি কেউ এরূপ উক্তি করে যে, ''আল্লাহর চেয়ে আমার স্ত্রী আমার নিকট প্রিয়, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তার জন্য তওবা করা জরুরী। তওবার পর বিয়ে দোহরানো আবশ্যক।

❖ কোন কাফির যদি মুসলমানকে বলে ''আমাকে মুসলমানী শিক্ষা দিন যাতে আমি আপনার নিকট মুসলমান হতে পারি। সে বলল, এখন ক্ষ্যান্ত কর। অমুক আলিম বা বিচারকের নিকট যাও, তিনি তোমাকে শিক্ষা দিবেন। ঐ সময় তার নিকট মুসলমান হয়ে যাও।'' বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে কাফির হবে না। যদি কোন ওয়ায়েজ তাকে বলে ''একটু বিলম্ব কর অমুক মাহফিলে তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে '' ফতওয়া মতে উক্ত ওয়ায়েজ কাফির গণ্য হবে। কারণ, এতে প্রমাণিত হয় যে, সে মধ্যকার এ সময়টাতে তার কুফরী কর্মের উপর রাজি।

শব্দার্থ ঃ بمیراں- মৃত্যু দাও। مویك- লোম। عدل- ইনসাফ। خراج- ট্যাক্স। سیم- রূপা। باور- বিশ্বাস। بیاموز- শিক্ষা দাও।

مسئلہ۔ اگر گفت کار دانشمنداں ہماں است وکارِ کافراں ہماں کافر شود اگر ایں سخن عالمے معین را گوید کافر نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ খেলা আমাকে নামায রোযা থেকে বিরত রেখেছে বললে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি বলে "খেলা আমাকে রোযা নামায হতে আবদ্ধ করে রেখেছে," তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ 'কয়েক ওয়াক্ত নামায ছাড় তাহলে বেনামাযির স্বাদ পবে' বললে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ যদি বলে, "তুমি কয়েক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ কর তাহলে তুমি কুফরীর স্বাদ গ্রহণ করবে" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এটা জ্ঞানীদের কাজ এবং কাফিরদের কাজও এটাই বললে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ যদি বলে এটা আলেমদের কাজ, (অবশ্য) কাফিরদের কাজও তাই, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে যদি নির্দিষ্ট আলিমকে লক্ষ্য করে বলে তাহলে কাফির হবে না।

مسئلہ۔ اگر در دعا گفت ای خدا رحمت خود را از من دریغ مدار از الفاظ کفر ست۔

مسئلہ۔ اگر شخصے زن را گفت کہ مرتد شو دریں صورت از شوہر خود جدا شوی گوینده کافر شود۔

مسئلہ۔ رضا بہ کفر برائے خود و برائے غیر خود کفر ست وصحیح آنست کہ اگر کفر را قبیح دانستہ دشمن خود را خواہد کہ کافر شود ایں کس از یں رضا کافر نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ 'হে খোদা! তুমি আমার প্রতি তোমার অগ্রহে কুণ্ঠিত হয়োনা' বললে কি হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি দু'আর মধ্যে বলে হে খোদা! তুমি আমার প্রতি তোমার করুনা কুণ্ঠিত হয়োনা। এটা কুফরী উক্তির অন্তর্ভুক্ত। (কারণ, এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে, বর্তমানে তার উপর কোন প্রকার করুনা নেই।)

প্রশ্ন ঃ কোন স্ত্রীকে যদি কেউ বলে তুমি কাফির হয়ে যাও তাহলে তুমি স্বমী হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে তা হলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ কেউ কোন স্ত্রীকে বলে "তুমি কাফির হয়ে যাও, তাহলে এর দ্বারা তুমি স্বীয় স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।" তবে এর ফলে লোকটি কাফের হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কুফরীর প্রতি সন্তোষ ও কি কুফরী?

উত্তর ঃ কুফরীর প্রতি সন্তোষও কুফরী। চাই তা নিজের ব্যাপারে হোক বা অন্য কারো ব্যাপারে হল। বিশুদ্ধ মত হল, যদি কুফরীকে মন্দ জেনে শত্রুর কুফরী কামনা করে তাহলে সে কাফির হবে না।

مسئلہ۔ اگر در مجلس شراب خواری بر مکان مرتفع مثل واعظاں بہ نشیند وسخن خندگی بگوید واہل مجلس ازاں بخندند ہمہ کافر شوند۔

مسئلہ۔ اگر آرزو کند وگوید کاش کہ زنا یا قتلِ ناحق حلال بودے کافر شود واگر ارزو کند وگوید کاش کہ خمر حلال بودے یا روزۂ ماہ رمضان فرض نہ بودے کافر نہ شود واگر کسے گوید کہ خدامی داند کہ من ایں کار نہ کردہ ام حال آنکہ آں کار کردہ است در اصح قولین کافر شود۔ وازامام سرخسیؒ منقول ست کہ اگر آں قسم خورندہ اعتقادی کند کہ ایں کلام بہ دروغ گفتن کفرست دراں صورت کافر شود واگر نہ شود وفتوٰی حسام الدینؒ بر آنست۔

প্রশ্ন ঃ মদের আড্ডার উচ্চাসনে বসে হাসি ঠাট্টার কথা বললে অন্যরা হাসতে থাকলে কি হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি শরাবের আড্ডায় ওয়ায়েয গণের ন্যায় উঁচু স্থানে বসে হাসি মজাকের কথা বলে আর অন্যরা হাসতে থাকে, তাহলে সবাই কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ জিনা বা অন্যায় হত্যা যদি জায়েয হত কামনা করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ কেউ যদি আকাংখা করে বলে, ‘‘যদি যিনা বা নাহক ভাবে হত্যা জায়েয হতো’’! তাহলে লোকটি কাফির হয়ে যাবে। আর যদি আফসোস করে বলে, ‘‘হায়! যদি মদ হালাল হতো’’ বা ‘‘রমযানের রোযা ফরয না হতো’’ তাহলে কাফির হবে না।

প্রশ্ন ঃ কাজ করেও যদি বলে আল্লাহ জানেন আমি এ কাজ করিনি, তাহলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ যদি বলে ‘‘আল্লাহ জানেন, আমি এ কাজ করিনি’’ অথচ সে তা করেছে তবে বিশুদ্ধ মতে সে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম সারাখসী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ শপথকারীর যদি বিশ্বাস থাকে যে, এরূপ মিথ্যা বলা, কুফরী, তবে কাফির হবে অন্যথায় নয়। হযরত হুসামুদ্দীন (রহঃ) -এর ফতওয়াও অনুরূপ।

مسئلہ۔ امام طحاویؒ گفتہ کہ از ایمان خارج نکند مگر چیزے کہ انکار باشد بدآنچہ ایمان آوردن بداں واجب ست۔

مسئلہ۔ امام ناصر الدین گفتہ کہ آنچہ ردت یقینی ست از ظہور آں حکم بردت کردہ شود وآنچہ در ردت بودنِ آں شک است ازاں حکم بردت نباید کرد کہ ثابت از شک زائل نہ شود حال آنکہ الاسلام يَعْلُوْ ولا يُعْلٰى۔ ودر حکم بہ کافر گفتن اہل اسلام جلدی نباید کرد حال آنکہ بہ صحتِ اسلام مکرہ علماء حکم کردہ اند

প্রশ্ন ঃ ঈমান হতে খারিজ হবার কারণ কি?

উত্তর ঃ ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন- যে সব বিষয়ে ঈমান আনা ওয়াজিব সেগুলো অস্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন কারণে মুমিন ঈমান হতে বের হয় না।

প্রশ্ন ঃ যা গ্রহণ করলে নিশ্চিতরূপে মুরতাদ হওয়া বুঝায় তার উপরে মুরতাদের হুকুম আরোপিত হবে?

উত্তর ঃ ইমাম নাসীরুদ্দীন (রহঃ) বলেন- যা গ্রহণ করলে নিশ্চিতরূপে মুরতাদ হওয়া বুঝায়, তা পাওয়া গেলে তার উপর মুরতাদ হওয়ার হুকুম আরোপিত হবে। আর যদ্দারা ধর্মচ্যুতির ব্যাপারে সংশয় থেকে যায় সে ক্ষেত্রে মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া দেয়া যাবে না। কারণ, মূলনীতি হল, "সন্দেহের দ্বারা ইয়াকীন দুরীভূত হয় না এবং ইসলাম সদা বিজয়ী থাকে, পরাভুত হয় না।" কোন মুসলমান সম্পর্কে তড়িৎ কুফরীর ফতওয়া দেয়া অনুচিত। আলিমগণ যাকে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার সম্পর্কেও মুসলমান থাকার ফতওয়া দিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ حلاوت স্বাদ। دانشمنداں- উলামা জ্ঞানী লোকগণ। دریغ- কুণ্ঠিত বিলম্ব। مکان مرتفع -উঁচুস্থান। سخن خندگی- হাস্যকর উক্তি। ردت- মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত হওয়া। مکرہ- জোর পূর্বক বাধ্যকৃত।

مسئلہ۔ در تاتارخانی از ینابیع گفتہ کہ ابوحنیفہؒ فرمودہ کہ کفر کفر نہ باشد تا کہ اعتقاد نہ کردہ شود بر کفر۔

مسئلہ۔ در محیط وذخیرہ گفتہ کہ مسلمان کافر نہ شود مگر وقتیکہ قصداً کفر کند۔

مسئلہ۔ در مضمرات از نصاب وجامع اصغر گفتہ کہ اگر کسے کلمۂ کفر عمداً گفت لیکن

اعتقاد بہ کفر نہ کرد بعضے علماء گفتہ اند کہ کافر نہ شود کہ کفر از اعتقادِ تعلق دارد و بعضے گفتہ اند کہ کافر شود کہ رضاست بہ کفر۔

প্রশ্ন ঃ কুফরী আকীদা পোষণ করলে কি কাফির হয়?

উত্তর ঃ ফাতাওয়া তাতারখানিয়াতে "ইয়ানাবী" গ্রন্থের সুত্রে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন- কুফরী কালামের দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত কুফর সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে কুফরী আকীদা পোষণ না করে।

❖ মুহীত ও যখীরা নামক গ্রন্থদ্বয়ে আছে যে, কোন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কুফরী না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাফির হয় না।

প্রশ্নঃ কুফরীর আকীদা না জেনে কুফরী কথা বললে কি হুকুম?

উত্তরঃ নিসাব ও জামি' আসগার এর বরাত দিয়ে "মুযমা'রাত" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় কুফরী কথা বলে, কিন্তু কুফরীর আকীদা না রাখে, তবে কোন কোন আলিমের মতে সে কাফির হবে না। আর কারো কারো মতে কাফির হবে। কারণ, এর দ্বারা কুফরীর প্রতি সম্মতি প্রকাশ পায়। এটা কুফরী।

مسئلہ۔ اگر جاہلے کلمۂ کفر گفت و نمی داند کہ ایں کلمہ کفرست بعضے علماء گفتہ اند کہ کافر نہ شود و جہل عذرست و بعضے گفتہ کافر شود جہل عذر نیست۔

مسئلہ۔ از مرتد شدنِ احد الزوجین فی الحال نکاح باطل شود بر قضائے قاضی موقوف نیست ایں روایت منتقی ست۔

প্রশ্নঃ না জেনে কুফরী কথা বলার কি হুকুম?

উত্তরঃ কোন বে ইলম ব্যক্তি যদি কুফরী কথা বলে অথচ সে জানে না যে এটা কুফরী তাহলে কোন কোন আলিমের বর্ণনা মতে কাফির হবে না। তাঁরা তার অজ্ঞতাকে ওযর মনে করেন। আবার কারো কারো মতে কাফির হয়ে যাবে। তাঁদের নিকট অজ্ঞতা কোন ওযর নয়।

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রীর একজন কাফির হলেই কি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে?

উত্তর ঃ মুনতাকা'র বর্ণনা মতে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের মুরতাদ হওয়ার দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিচারকের ঘোষণার উপর মওকুফ থাকে না।

مسئلہ۔ اگر کسے کلاہ مثل آتش پرستاں یا جامہ مثل ہنود پوشد بعضے علماء گفتہ اند کہ کافر شود و بعضے گفتہ کہ کافر نہ شود و بعضے متأخرین گفتہ کہ اگر بضرورت پوشد کافر نہ شود۔

প্রশ্ন ঃ অগ্নিপুজকদের টুপি বা হিন্দুদের ন্যায় জামা পরলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি অগ্নিপূজকদের টুপি পরে বা হিন্দুদের ন্যায় জামা পরে কোন কোন আলিমের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। আবার কারো কারো মতে কাফির হবে না। পরবর্তী আলিমগণের কেউ কেউ বলেন- যদি প্রয়োজন বশতঃ পরে তাহলে কাফির হবে না।

مسئلہ۔ اگر کسے زنار بست قاضی ابوحفصؒ گفتہ کہ اگر برائے خلاصی از دست کفار کردہ باشد کافر نہ شود واگر برائے فائدۂ تجارت کردہ باشد کافر شود۔

مسئلہ۔ مجوس روز نوروز جمع شوند یا ہنود روز ہولی یا دوالی یا شادی نمایند ومسلمانے گوید چہ خوب سیرت نہادہ اند کافر شود۔

مسئلہ۔ از مجمع النوازل آوردہ مردے ارتکابِ گناہِ صغیرہ کرد پس گفت مر او را مردے کہ توبہ کن او گفت کہ من چہ کردہ ام کہ توبہ کنم کافر شود۔

প্রশ্ন ঃ গলায় ব্রাহ্মনদের পৈতা পরলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কোন মুসলমান যদি গলায় ব্রাহ্মণদের পৈতা পরে, আবু হাফস (রহঃ) এর মতে, যদি সে কাফিরদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পরে তাহলে কাফির হবে না। আর যদি বানিজ্যিক স্বার্থে পরে তাহলে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ অগ্নিপুজক ও হিন্দুদের অনুষ্ঠান দেখে চমৎকার ব্যবস্থা বলে প্রশংসা করলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ অগ্নিপূজকরা যখন নওরোজ অনুষ্ঠানে সমবেত হয়, বা হিন্দুরা যখন হোলী, দেওয়ালী বা অন্য কোন পূজা পাঠ করে তা দেখে কোন মুসলমান যদি বলে "বাহ, (এদের ধর্মে) এরা কত চমৎকার আদর্শ ব্যবস্থা রেখেছে" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সগীরা গুনাহকে গুনাহ না মনে করলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ মাজমাউন নাওয়াযিল হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয় আর তা দেখে কেউ তাকে তওবা করতে বললে সে উত্তরে বলে- "আমি এমন কি অন্যায় করেছি যে আমাকে তওবা করতে হবে" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ مضمرات ـ منتقي ـ تاتارخانی ـ ينابيع ـ محيط ـ ذخيره- ফিকহ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকখানি গ্রন্থ। احد الزوجين- স্বামী-স্ত্রীর একজন। کلاه - টুপী। نوروز - অগ্নি উপাসকদের একটি বিশেষ উৎসবের দিন। زنّار

- বিশেষ ধরনের পৈতা যা ব্রাহ্মণরা তাদের গলায় বাঁধে। هولي يا شادی- হিন্দুদের দু'টি বিশেষ উৎসবের মেলা। سیرت - জীবনী-আদর্শ।

مسئلہ۔ اگر صدقہ کرد از مال حرام وامیدواری ثواب کرد کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر فقیری داند کہ از حرام دادہ است و برائے او دعا کردہ وصدقہ دہندہ آمین گفت کافر شود۔

مسئلہ۔ فاسق شراب می خورد واقربائے او آمدہ بر وو راہم نثار کردند یا مبارکبادادند در ہر دو صورت ہمہ کافر شوند۔

مسئلہ۔ از حلال دانستن لواطت با زن خود کافر نہ شود وبا غیر زن خود کافر شود۔

مسئلہ۔ حلال دانستن جماع در حالت حیض کفرست و در حالت استبراء بدعت ست کفر نیست۔

প্রশ্ন ঃ সওয়াবের আশায় হারাম মাল সাদকা করলে কি হবে?

উত্তত ঃ যদি কেউ হারাম মাল সাদকা করে সওয়াবের আশা করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ হারাম মাল দেয়া হয়েছে জেনে দু'আ করলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কোন ফকীর যদি জানতে পারে যে, তাকে হারাম মাল দান করা হয়েছে এতদসত্ত্বেও সে যদি তার জন্য দু'আ করে আর লোকটি আমীন বলে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ কোন ফাসেক ব্যক্তি মদ পান করছিল। এমতাবস্থায় তার নিকট আত্মীয়রা এসে এর উপর টাকা অর্পন করে সম্মান প্রদর্শন করল অথবা সবাই মিলে তাকে ধন্যবাদ দিল। উপরোল্লিখিত দু'সুরতেই কাফির তারা কাফির হয়ে যাবে। কেননা, এতে হারাম ও নাজায়েজ কাজে সমর্থন করা হল।

প্রশ্ন ঃ পায়ুপথে সঙ্গমকে বৈধ জানলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ নিজ স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সঙ্গম কে বৈধ জানলে কাফির হবে না। যদিও তা হারাম। নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে এরূপ করলে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ঋতুকালে ও ইস্তিবরায়ে রাহিমের সময় সহবাসকে বৈধ মনে করা কিরূপ?

উত্তর ঃ ঋতুকালে সহবাস জায়েয মনে করা কুফরী। ইস্তিবরায়ে রাহিম কালে

জায়েয জানা বিদআত, কুফরী নয় (বাঁদী ক্রয় করার পর হায়েয আসা পর্যন্ত সহবাস না করে পূর্বের মনিব কর্তৃক অন্তসত্ত্বা কি না তা পরীক্ষা করার কাজকে ইস্তিবরায়ে রাহিম বলে।)

مسئلہ۔ در خسروانی گفتہ کہ مردے بر مکانِ مرتفع بہ نشیند ومردم از وے بطریق استہزاء مسائل پُرسند او بطریق استہزاء جواب گوید کافر شود و بر مکانے بلند نشستن شرط نیست استہزاء بہ علوم دینی کفر ست۔

مسئلہ۔ اگر گفت کہ مرا بمجلسِ علم چہ کار یا گوید آنچہ علماء می گویند کہ می تواند کرد کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر گوید زر می باید علم بچہ کار می آید کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر گوید اینہا کہ علم می آموزند داستانہا ست یا تزویر ست یا گوید من حیلہ دانشمندانرا منکرم کافر شود۔

প্রশ্ন ঃ ব্যঙ্গ করে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে ও উত্তর দিলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ খুসরুয়ানী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি যদি উঁচু জায়গায় বসে থাকে, আর নীচু হতে কেউ ব্যঙ্গ করে তার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করে এবং সেও উপর হতে তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয়, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। আসলে উপরে বসা শর্ত নয়, বরং দীনী ইলমকে তাচ্ছিল্য করাই কুফরী।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি বলে ইলমের মজলিস দ্বারা আমার কি কাজ? তবে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি বলে "ইলমের মজলিস দ্বারা আমার কি কাজ"? বা বলল, "আলিমরা যা বলেন তার উপর কে আমল করতে পারে"? তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ "দরকার হলে টাকার, ইলম কি কাজে লাকবে?" বললে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ যদি বলে- "দরকার হল টাকার, ইলম কি কাজে লাগবে" তবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে এরা যা শিখেছে এগুলো উপাখ্যান বা মিথ্যা অথবা বলে, আলিম বা জ্ঞানীদের হিলা-বাহানাকে আমি অস্বীকার করি তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ اقرباء- আত্মীয়-স্বজন। نثار- উৎসর্গ। استبراء- ক্রয় করা অথবা জিহাদে গনীমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত বাঁদীর গর্ভশূন্য কি না তা জানার জন্য এক হায়েয শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। استهزاء - ঠাট্টা। داستانها- উপাখ্যান সমূহ। تزویر- মিথ্যা, সাজানো। حیله-- কৌশল, বাহানা।

مسئلہ۔ اگر کسے گوید ہمراہ من بشرع بیا، او گفت پیادہ بیار کافر شود، و اگر گفت بیا بسوئے قاضی او گفت پیادہ بیار کافر نہ شود۔

مسئلہ۔ اگر گفت نماز با جماعت بہ گزار، او گفت ان الصلوۃ تنہی کافر شود۔

مسئلہ۔ مردے آیت قرآن را در قدح نہادہ قدح را پر آب کردہ گوید کَأْسًا دِہَاقًا کافر شود د

مسئلہ۔ اگر در حق باقی در دیگ بگوید والباقیات الصالحات کافر شود۔

প্রশ্নঃ কেউ বলল, আমার সাথে শরীয়তের দিকে চল, লোকটি বলল সিপাই নিয়ে এস। তবে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ একজন কাউকে বলল- ''আমার সাথে শরীয়াতের দিকে চল লোকটি বলল, সিপাই নিয়ে আসো'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বলে, বিচারকের নিকটে চল, সে বলল সিপাই আনো, তাহলে সে কাফির হবে না।

প্রশ্নঃ জামা'আতে নামাযের কথা বললে উত্তরে যদি ان الصلوة تنهى বলে তবে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ কেউ বলল জামা'আতের সাথে নামায আদায় কর। উত্তরে লোকটি ان الصلوة تنهى (নিশ্চয় নামায বিরত রাখে) আয়াতের এটুকু বলল তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি কোন পেয়ালায় কুরআনের আয়াত রেখে তাতে পানি পূর্ণ করে বলে, كَأْسًا دِهَاقًا (সুস্বাদু পানীয় ভর্তি পেয়ালা) তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। (এতে আয়াতকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে।)

প্রশ্নঃ হাড়ির অবশিষ্ট খাদ্যকে وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ বললে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ কেউ যদি হাড়ির অবশিষ্ট খাদ্য সম্পর্কে বলে والباقيات الصالحات (পরকালের জন্য অবশিষ্ট নেক আমল সমূহ) তাহলে তাচ্ছিল্যের কারণে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ اگر مردے بسم اللہ گفتہ شراب خورد یا زنا کرد کافر شود، وہمچنیں اگر بسم اللہ گفتہ حرام خورد۔

مسئلہ۔ اگر رمضان آمد وگفت کہ چہ رنج برسر آمدہ کافر شود۔

مسئلہ۔ اگر گفتہ شد کہ بیا فلاں را امر معروف کنیم، وے در جواب گفت کہ وے مرا چہ کردہ است کہ امر معروف کنم؟ کافر شود۔

বিঃ দ্রঃ কোন লোক যদি বিসমিল্লাহ বলে মদ পান করে অথবা যিনা করে তহলে সে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি বিসমিল্লাহ বলে হারাম বস্তু ভক্ষণ করে।

বিঃ দ্রঃ কেহ যদি রমযান আসার পর বলে যে, মাথার উপর বিপদের বোঝা এসেছে তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ "সে আমার কি করেছে যে, তাকে সৎকাজের আদেশ দিব ?"বললে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ যদি কাউকে বলা হয়, "আস, অমুককে সৎকাজের আদেশ কর" সে বলল- "সে আমার কি করেছে যে তাকে ভালকাজের আদেশ করবো"? তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ مردے مدیون را گفت زر من در دنیا بدہ کہ در آخرت زر نخواہد بود او در جواب گفت کہ دہ دیگر بدہ در آخرت از من بگیری آنجا خواہم داد کافر شود۔

مسئلہ۔ بادشاہ را اگر سجدۂ عبادت کند باتفاق کافر شود واگر بقصد تحیہ مثل سلام کند علماء را در آں اختلاف ست، در ظہیریہ گفتہ کافر نشود ودر مؤید الدرایہ شرح ہدایہ گفتہ کہ سجود باجماع جائز نیست وخدمت کردن بہ وضع دیگر از استادن پیش او یا دست بوسیدن یا پشت خم کردن جائز ست۔

مسئلہ۔ ہر کہ ذبح کند بنام بتاں یا بر چاہہا یا بر دریاہا یا بر نہرہا وخانہا وچشمہ ہا ومانند آں پس ذبح کنندہ مشرک ست وزن وے از وے جدا ست ومذبوحہ مردار ست۔

প্রশ্নঃ "আরো দশটি টাকা দাও আখিরাতে দিয়ে দিব" বললে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ কেউ যদি বলে দুনিয়াতে আমার টাকা পরিশোধ করে দাও। কারণ, আখিরাতে তো টাকা থাকবে না। সে উত্তরে বলল "আরো দশটি টাকা দাও" সেখানে আমার কাছ থেকে নিও, আমি দিয়ে দিবো, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কাউকে সিজদা করলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কোন সম্রাটকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করলে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে যদি সালামের ন্যায় সম্মানার্থে সিজদা করে তাহলে উলামায়ে কিরামের মতভেদ আছে। ফাতাওয়া জহীরিয়ার বর্ণনা মতে কাফির হবে না। হিদায়ার শরাহ মু'আয়্যিদুদ দিরায়া নামক কিতাবে আছে যে, ইমামগণের ঐকমতে (গায়রুল্লাহকে) সিজদা করা জায়েয না। তবে অন্য কোন উপায়ে তাজীম করা যথা- সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়া, হাত চুম্বন করা বা পিঠ বাঁকা করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি প্রতিমা, কুপ, ঘর ইত্যাদিকে সিজদা করে তাহলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি প্রতিমা, কুপ, সাগর, নদী, ঝর্ণা, ঘর বা এ জাতীয় কোন কিছুর নামে জবাই করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তার স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং জবাইকৃত জানোয়ার হারাম ও মৃত ধর্তব্য হবে।

مسئلہ۔ در دستور القضاۃ از امام زاہدؒ ابو بکر نقل کردہ کہ ہر کہ در روز عید کافراں چنانچہ نَور وز مجوس وہمچنیں در دوالی و در سہرہ کفار ہند بر آید و با کافراں موافقت کند در بازی کافر شود۔

مسئلہ۔ ایمان یاس مقبول نیست وتوبہ یاس اصح نیست کہ مقبول ست۔

مسئلہ۔ در شرح مقاصد گفتہ کہ ہر کہ حدوث عالم یا حشر اجساد یا علم بجزئیات ومانند آں را کہ از ضروریات دین است انکار کند باتفاق کافر شود۔

প্রশ্ন ঃ কাফিরদের ধর্মীয় উৎসব পালনে অংশগ্রহণ করলে কি কাফির হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ ইমাম যাহিদ আবু বকর (রহঃ) হতে দস্তূরুল কুযাত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কাফির, বিধর্মীদের কোন আনন্দ উৎসবে যেমন- অগ্নি পূজারীদের নওরোজ, হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী বা দূর্গাপুজা অথবা অন্য কোন উৎসবে তাদের ধর্মীয় রীতি নীতি পালনে কেউ অংশ গ্রহণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ জীবন থেকে নৈরাশ্যের সময় কি ঈমান গ্রহনযোগ্য হয়?

উত্তর ঃ জীবন থেকে পূর্ণ নৈরাশ্যের সময় ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিশুদ্ধ মতে তখনও কবুল হবে।

প্রশ্ন ঃ দীনের আলামত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করলে কি হবে?

উত্তর ঃ শরহে মাকাসিদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি বিশ্ব জগতের নশ্বরতা, মৃতদের পুনরুত্থান, শাখা-প্রশাখাগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার ইলম প্রভৃতি যা দীনের বিশেষ আকীদাগত বিষয় এগুলোকে অস্বীকার করবে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ پیادہ- সিপাই। قدح- পেয়ালা। دهاقا- পানীয় ভর্তি। معروف- সৎকাজ, সবার কাছে পরিচিত কর্ম। مدیون- ঋণগ্রস্থ। تحیة- সম্মান। استادن- দাঁড়িয়ে যাওয়া। بوسیدن- চুম্বন করা। خم کردن- ঝুকান। بتان- بت- এর বহুবচন। অর্থ প্রতিমা। چاهها- چاه-এর বহুবচন, অর্থ কুপ। چشمه- ঝর্ণা। مذبوحه- জবাইকৃত। نوروز- অগ্নি উপাসকদের একটি উৎসব দিবস। یاس- নৈরাশ্য। اجساد- جسد-এর বহুবচন। অর্থ শরীর।

واگر در مسائلِ عقائد کہ روافض وخوارج ومعتزلہ وغیرہ فرقہائے مدعیۂ اسلام دراں خلاف دارند، برخلافِ اہل سنت اعتقاد کند در کافر گفتن او علماء اختلاف دارند در منتقی از ابو حنیفہؒ مروی ست کہ کسے را از اہل قبلہ کافر نمی گویم وابو اسحاق اسفرائیؒ گفتہ کہ ہر کہ اہل سنت را کافر داند اورا کافر می دانم وہر کہ نداند اورا کافر ندانم۔

প্রশ্ন ঃ ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী হলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ আকাইদের যে সব বিষয়ে রাফিজী, খারিজী, মু'তাযিলী প্রভৃতি ইসলামের দাবীদাররা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সাথে মতোবিরোধ করে কেউ যদি তাদের ঐ ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী হয় তাহলে সে কাফির হবে কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। মুন্তাকা নামক গ্রন্থে আবু হানীফা (রহঃ) এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি কোন আহলে কিবলাকে কাফির বলি না"। আবু ইসহাক ইস্‌ফিরায়িনী (রহঃ) বলেন- যারা আহলে সুন্নতকে কাফির মনে করে, আমি তাদেরকে কাফির মনে করি। আর যারা আহলে সুন্নতকে কাফির মনে করে না আমিও তাদেরকে কাফির মনে করি না।"

مسئلہ۔ علامہ علم الہدیٰ در بحر المحیط گفتہ کہ ہر ملعون کہ جناب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دشنام دہد یا اہانت کند یا در امرے از امور دین او یا صورت مبارکِ او یا

در وصفے از اوصاف شریفہ اوعیب کند خواہ مسلمان بود یا ذمی یا حربی اگر چہ از راہ ہزل کردہ باشد آں کافرست، واجب القتل، توبۂ او مقبول نیست۔ واجماع امت بر آنست کہ بے آدبی واستخفاف ہر کس از انبیاء کفر است خواہ فاعل او حلال دانستہ مرتکب شود یا حرام دانستہ۔

مسئلہ۔ آنچہ روافض می گویند کہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم از خوف دشمناں بعضے احکام الٰہی را تبلیغ نہ فرمودہ کفرست۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانِىْ لِلْاِسْلَامِ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَائَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى اَجْمَعِهِمْ خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَخَاتَمِهِمْ شَفِيْعِ الْعَالَمِيْنَ وَخَطِيْبِ الْاَنْبِيَاءِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

প্রশ্ন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি দিলে তার দোষ বর্ণনা করলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আল্লামা আলামুল হুদা (রহঃ) "বাহরুল মুহীৎ" নামক কিতাবে লিখেছেন- যে সব অভিশপ্ত, সৃষ্টির সেরা মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি দেয় বা তাচ্ছিল্য করে, দীনী কোন বিষয় অথবা তাঁর গঠন প্রকৃতি বা সম্মানিত গুণাবলী সম্পর্কে দোষ বর্ণনা করে সে মুসলমান হোক চাই যিম্মী বা হরবী যদি ঠাট্টা করেও এরূপ করে তবুও সে কাফির। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তার তওবা গৃহীত হবে না। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে কোন নবীর সাথে বে-আদবী করা বা কাউকে তুচ্ছ ভাবা কুফরী। চাই সে তা হালাল জেনে করুক বা হারাম জেনে।

প্রশ্ন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু আয়াত শত্রুর ভয়ে প্রচার করেন নি বললে তার কি হুকুম?

উত্তর ঃ রাফেযীরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটুক্তি করে থাকে যে, "শত্রুদের ভয়ে আল্লাহর নবী কিছু কিছু আয়াত প্রচার করেননি" ইহা কুফরী কথা।

শব্দার্থ ঃ روافض- শব্দটি رافضي-এর বহুবচন। خوارج- خارجي- এর বহুবচন। মুসলমান নামধারী দু'টি ভ্রান্তদল। معتزله- একটি ভ্রান্ত দল। اهل

قبله- যারা মুসলমানদের কিবলার প্রতি অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ে অর্থাৎ, মুসলমান। ملعون- অভিশপ্ত। دشنام- গালি। ذمي- অমুসলিম যারা মুসলিম দেশে কর দিয়ে বসবাস করে এবং ইসলামী হুকুমত তাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। استخفاف তুচ্ছ জ্ঞান করা, হালকা মনে করা। ازراه هزل- ঠাট্টাচ্ছলে। مرتكب- লিপ্ত।

وصیت نامۂ جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَنِیْ مِنْ أَصْلَابِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاَرْحَامِ الْمُسْلِمَاتِ وَمَنَّ عَلَیْنَا بِبَعْثَةِ سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ وَاَفْضَلِ الرُّسُلِ وَالْاِیْمَانِ بِمَنْ هُوَ الْاٰیَةُ الْكُبْرٰی لِمُعْتَبِرٍ وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمٰی لِمُغْتَنِمٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَاشْكُرُهٗ عَلٰی مَا هَدَانِیْ لِلْاِسْلَامِ وَاَحْیَانِیْ عَلَیْهِ وَوَفَّقَنِیْ لِلْاِقْتِبَاسِ اَنْوَارِ عُلَمَائِهٖ الصَّالِحِیْنَ وَاَوْلِیَائِهٖ الْكَامِلِیْنَ خُلَفَاءِ الشَّیْخِ اَحْمَدَ الْفَارُوْقِیِّ النَّقْشَبَنْدِیِّ الْمُجَدِّدِ لِلْاَلْفِ الثَّانِیْ وَالسَّیِّدِ السَّنَدِ مُحْیِ الدِّیْنِ عَبْدُ الْقَادِرُ الْجِیْلَانِیِّ غَوْثِ الثَّقَلَیْنِ، وَسَیِّدِ الْفَاضِلِ الْكَامِلِ مُعِیْنُ الدِّیْنِ حَسَنِ السَّنْجُرِیْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْ اَسْلَافِهِمْ وَاَخْلَافِهِمْ اَجْمَعِیْنَ وَاَرْجُوْ مِنْ فَضْلِهٖ تَعَالٰی اَنْ یُمِیْتَنِیْ عَلٰی اِتِّبَاعِهِمْ وَمُحَبَّتِهِمْ وَیُلْحِقُنِیْ بِهِمْ فِیْ دَارِ الْقَرَارِ وَمَا ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ۔

প্রশ্ন ঃ পানিপথী (রহঃ) -এর গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত নামাটির বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) -এর ওসিয়তনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমাকে মুসলিম পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও ঈমানদার রমনীর গর্ভাশয় হতে সৃজন করেছেন এবং নবী কুলের সরদার সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ এবং এরূপ সত্ত্বার প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যিনি উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য বড় নিদর্শন এবং নেয়ামত লাভকারীর জন্য মহা নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর ও তার পরিবার পরিজন, সমস্ত সাহাবী ও অনুসারীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যে আমাকে ইসলামের সন্ধান দিয়েছেন, ইসলামের উপর জীবিত রেখেছেন এবং নেককার আলিম ও অলিয়ে কামিলগনের নূর ও ফয়েজ লাভের তাওফীক দান করেছেন, এজন্য তার শুকরিয়া আদায় করছি। সেসব ওলী হলেন শায়েখ আহমদ ফারুকী নকশবন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী, (রহঃ) গাওসুস সাকালাইন হযরত সায়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) ও ফাযিল কামিল হযরত মঈনুদ্দীন হাসান সাঞ্জারী (রহঃ) -এর খলীফা। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সাথে সম্পর্কিত পূর্বাপর সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমি আশা করি যে, তিনি আমাকে তাদের অনুসরণ ও ভালবাসাসহ মৃত্যুদান করবেন এবং জান্নাতে আমাকে তাঁদের সাথে মিলিত করবেন। আল্লাহ তা'আলার জন্য তা কঠিন ব্যাপার নয়।

শব্দার্থ ঃ اصلاب- صلب-এর বহুবচন অর্থ পিঠ। ارحام- শব্দটি رحم-এর বহুবচন, অর্থ জরায়ু-গর্ভ। وفق - মুতাবিক। نقشبندى- নকশবন্দী একটি সিলসিলা। المجدد للالف الثاني- দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক। غوث الثقلين- জিন ও মানবের সাহায্যকারী। سنجرى- একটি স্থানের দিকে সম্বোধন করে সাঞ্জেরী বলা হয়।

بعد از حمد وصلوة فقیر حقیر محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی مجددی پانی پتی می نویسد کہ عمر ایں عاصی بہشتاد سال رسیدہ ویقین کہ عبارت از مرگ است بر سر آمدہ فرصتے نہ گذاشتہ کلمہ چند وبطریقِ وصیت برائے اولاد واحباب می نویسد کہ رعایتِ بعضے ازاں برائے ذات فقیر مفید وضرورست وبرخے ازاں برائے دوستاں وفرزنداں ضرور

ومفید ست کہ اگر نوع اول را رعایت خواہند کرد روحِ فقیر از آنہا خوشنود خواہد شد وحق تعالی جزائے خیر خواہد داد وگرنہ در عاقبت دامن گیر خواہم شد واگر نوع ثانی را رعایت خواہم کرد ثمرۂ آں در دنیا وعقبیٰ نیک خواہند دید وگرنہ نتیجۂ بد خواہند دید۔

হামদ ও সালাতান্তে অধম ফকীর মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ উসমানী, হানাফী, মুজাদ্দিদী, পানিপথী -এর আরজ এই যে, গুনাহগারের বয়স আশি বছরে উপনীত। অবধারিত মৃত্যু এখন মাথার উপর। অবসর হয়তো আর মিলবে না। তাই স্বীয় সন্তানাদি ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য অসিয়ত স্বরূপ কিছু কথা লিখছি। তম্মধ্য হতে কিছু অধমের নিজের জন্য উপকারী। আর অল্প কিছু অংশ বন্ধু-বান্ধব এবং সন্তানদের জন্য আবশ্যক ও উপকারী। এর প্রথম প্রকারের অনুসরণ করলে অধমের আত্মা অনন্দ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলাও উত্তম প্রতিদান দিবেন। নতুবা আমি তাঁদের আঁচল আঁকড়ে ধরবো। আর যদি দ্বিতীয় প্রকারের উপরও আমল করা হয় তাবে দুনিয়া আখিরাতে তার সুফল পরিলক্ষিত হবে। অন্যথায় দেখতে হবে কুফল।

نوع اول آنست۔ کہ در تجہیز وتکفین وغسل ودفن رعایتِ سنت کنند ودو چادر رزائی کہ حضرت ایشاں شہیدؒ عنایت فرمودہ بودند در آں تکفین نمایند وعمامہ خلاف سنت ست ضرور نیست ونماز جنازہ بجماعت کثیر وامام صالح مثل حافظ محمد علی یا حکیم سکھوایا حافظ پیر محمد بجا آرند وتکبیر اولی سورۂ فاتحہ ہم خانند وبعد مردن من رسوم دنیوی مثل دہم وبستم وچہلم وششماہی وبرسینی ہیچ نہ کنند کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ از سہ روز ماتم کردن جائز نہ داشتہ اند حرام ساختہ اند واز گریہ وزاری زناں را منع بلیغ نمایند در حالت حیاۃ خود فقیر ازیں چیزہا راضی نہ بود وباختیار خود کردن نہ دادہ واز کلمہ ودرود وختم قرآن واستغفار واز مال حلال صدقہ بہ فقراء باخفاء امداد فرمایند۔

প্রথম প্রকার ঃ গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যাপারে সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। হযরত শায়েখ মির্জা মাজহার জানে জানাঁ শহীদ (রহঃ) যে চাদর দু'খানা দান করেছিলেন তা দ্বারা দাফন দিবে। মৃতকে পাগড়ী পরানো সুন্নতের পরিপন্থী। এর প্রয়োজন নেই। বৃহৎ জামা'আতে ও নেককার ইমাম যেমন হাফেজ মুহাম্মাদ আলী (রাহে নাজাত প্রণেতা) গোলাম মঈনুদ্দীন,

হাকীম সিখওয়া বা হাফেজ পীর মুহাম্মদ সাহেবের ন্যায় ব্যক্তির ইমামতিতে জানাযার নামায আদায় করবে। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহাও পাঠ করবে। আমার মৃত্যুর পর পার্থিব কোন কুপ্রথা যথা ঃ দশম, বিশতম, চল্লিশা বা ষাম্মাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদি পালন করবে না। কারণ, কোন অনুষ্ঠানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয রাখেননি। বরং এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। মহিলাদেরকে চিৎকার করে রোনাজারী করতে কঠোরভাবে নিষেধ করবে। অধম এসব ব্যাপারে জীবনে কখনও সম্মত ছিল না এবং সেচ্ছায় কাউকে করতে দেয়নি। কালিমা ও দরূদ শরীফ, কুরআন খতম, ইস্তিগফার ও গোপনে হালাল মাল সাদকা করার মাধ্যমে উপকৃত করবে।

শব্দার্থ ঃ فرزنداں- সন্তান-সন্ততি। دامنگیر- আঁচলধারী। مى نويسد- লিপিবদ্ধ করছে। ثمر- ফল। تجهيز- জানাযার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। تكفين - কাফন দেয়া। شهيد رضي الله عنه- শায়খ মাজহার জানে জানাঁকে বুঝানো হয়েছে। محمد علي- 'রাহে নাজাত' গ্রন্থকার। حكيم سكهوا- আসল নাম গোলাম মুঈনুদ্দীন।

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ

اَلْمَيِّتُ فِىْ الْقَبْرِ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوَّصِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ مَاتَلْحَقُه' عَنْ اَبٍ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ۔ وبعد مردن من در ادائے دیون من کوشش بلیغ نمایند فقیر در حیات خود نصف موضع نگلہ واملاک قصبہ کہ در ملک خود داشت آں را ہشت سہام قرار دادہ سہ سہام بہ والدہ کلیم اللہ و دو سہام بہ صفوۃ اللہ و یک سہام بہ فلانہ بفرزندان فلانہ و یک سہام بہ فرزندان فلانہ فروختہ مبلغ ثمن بخشیدہ ہر یک را مالک حصہ او ساختہ بود، لیکن تادم زیست خود محصول پنجم حصہ باولاد ہر دو دختر می دادم و ما بقی را سہ حصہ کردہ یک حصہ برائے خرچ خود می داشتم و یک حصہ بہ فلاں و یک حصہ بہ فلاں میدادم وبعد مردن من ہم تاوقتیکہ دین من ادا شود ہمیں قسم محصولات تقسیم کردہ حصہ من بہ قرض خواہاں میدادہ باشند۔ واز مبلغ عیدین قرض خواہاں را دادہ مراز ودتر فارغ الذمہ سازند۔ تفصیل قرضہا کہ در ذمہ من ست در بند چٹھ اخراجات روزمرہ اکثر

نوشتہ ام وچٹھہائے مہری من نزد قرض خواہاں است، درادائی آں تہاون نہ نمایند۔ وصیہ شریفہ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ را ہر یک بہ مقدور خود خدمت کردن لازم وواجب دانند۔ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا۔ فقیر در سال تمام دہ من گندم وپنج شش روپیہ نقد بایشاں می دادم ازیں قصور نشود ودہ بیگہ زمین چاہ سیدانی والا والدۂ دلیل اللہ از طرف خود برائے مرزا الان وصیت کردہ بود بایشاں میرسد۔ ومن از طرف خود بست بیگہ خام زمین چاہی مزروع از موضع نگلہ برائے ایشاں مقرر نمودہ بودم، لیکن ایشاں برآں قبضہ نہ کردہ اند، یک من گندم ویک روپیہ نقد در ماہہ بایشاں می دہم۔ دریں ہم قصور نہ شود۔ موضع نگلہ میراث جد پدری وجد مادری من نیست۔ محض تصدق حضرت مرزا صاحب شہید ست رضی اللہ عنہ۔ در ادائے خدمت ایشاں تقصیر نہ نمایند۔ نوع دیگر کہ برائے پسماندگاں مفید ست آنست کہ دنیا را چنداں معتبر ندارند۔ اکثر کساں در طفلی واکثر در جوانی می میرند وبعضے بہ پیری می رسند۔ تمام عمر شاں ہم دراندک فرصت مثل باد صبا می رود ونمی دانند کہ کجا رفت ومعاملۂ آخرت کہ انقطاع پذیر نیست برسر می ماند۔

কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَلْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّصِ يَنْتَظِرُ
دَعْوَةً مَا تُلْحِقُهٗ عَنْ اَبٍ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ

মৃত ব্যক্তি কবরে পানিতে হাবুডুবুরত ব্যক্তির ন্যায়। সর্বদা সে পিতা-মাতা, ভাই বন্ধুর দু'আ দ্বারা উপকৃত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

মৃত্যুর পর আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। আমি জীবদ্দশায় নিগলা নামক স্থানের জমিনের অর্ধেক এবং গ্রাম এলাকার জমিনের আট ভাগের তিন ভাগ কলীমুল্লাহর আম্মার জন্য, দুই ভাগ সফওয়াতুল্লাহর জন্য, এক ভাগ অমুকের এবং এক ভাগ অমুকের সন্তানাদির এবং একভাগ অমুক মহিলার সন্তানাদির নিকট বিক্রি করে ওর মূল্য তাদেরকে দান করতঃ প্রত্যেককে তার মালিক বানিয়ে দিয়েছি।

আমি আমার জীবদ্দশায় এর আয়ের পঞ্চমাংশ দুই বোনের সন্তানাদিকে দান করতাম। বাকীটা তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ খরচের জন্য রাখতাম।

একভাগ অমুককে দিতাম। আমার মৃত্যুর পর যতদিন সব ঋণ পরিশোধ না হবে, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত আয়কে এভাবেই বন্টন করে আমার অংশ দ্বারা প্রাপকদের ঋণ পরিশোধ করবে। উভয় ঈদের (হাদিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত) টাকাও ঋণ দাতাকে দিয়ে যথা সম্ভব আমাকে ঋণ থেকে দায় মুক্ত করবে। আমার যিম্মায় যেসব ঋণ আছে তার অধিকাংশ দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের খাতায় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে এবং ঋণদাতাদের নিকট আমার সীলমোহরকৃত দস্তাবেজ আছে। তা আদায়ে কোন প্রকার অলসতা করবে না। হযরত শায়খ (রহঃ) (গ্রন্থকারের পীর মুহাম্মদ আবিদ সাহেব) এর কন্যার খেদমত স্বীয় সামর্থ মুতাবিক সবাই জরুরী জ্ঞান করবে।

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ـ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থ্যৎ, সম্পদশালী তার ক্ষমতা মুতাবিক এবং দরিদ্র ব্যক্তিও তার শক্তি অনুসারে খেদমত করবে। আল্লাহ কারো উপর সামর্থের অধিক কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অধম তাকে বছরে দশমন গম ও পাঁচ/ছয়শত টাকা প্রদান করতো। সুতরাং এর কম যেন না হয়। দলীলুল্লাহর আম্মা মুহতারামা সায়্যিদানীর পক্ষ থেকে যে দশ বিঘা সেঁচ যোগ্য জমি মির্জা লালনের জন্য ওসিয়্যত করা হয়েছিল তাকে তা প্রদান করবে। আমি তার জন্য নিগলার বিশ বিঘা আবাদী জমি নির্ধারণ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা দখল করতে পারেননি। প্রতি মাসে এক মন গম ও একটি টাকা প্রদান করতাম। সুতরাং তা আদায়ে যেন ত্রুটি না হয়। নিগলার জমি নানা দাদা থেকে মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত নয়। তা হযরত মির্জা সাহেব শহীদ (রহঃ) -এর পক্ষ হতে দান সূত্রে প্রাপ্ত। মোটকথা তাদের খেদমতের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করবে না।

শব্দার্থ ঃ بليغ- চূড়ান্ত। سهام- শব্দটি سهم-এর বহুবচন। অর্থ অংশ। مبلغ- সংখ্যা। كليم الله - গ্রন্থকারের এক পূত্রের নাম। صفوة الله- গ্রন্থকারের বড় ছেলে। তার অপর নাম আহমাদুল্লাহ। دختر- কন্যা। حصولات-আমদানী। مبلغ عيدين- গ্রন্থকার বিচারপতি ছিলেন। ভক্তগণ ঈদের সময় হাদিয়া হিসাবে যা কিছু পেশ করতেন مبلغ عيدين- দ্বারা তা-ই বুঝানো হয়েছে। چتهه اخراجات روز مره- দৈনন্দিন আয় ব্যায়ের খাত। تهاون- অলসতা-ঢিলেমী। حضرت شيخ- এখানে শায়খ মুহাম্মদ আবিদ শাহকে বুঝানো হয়েছে। হযরত শায়েখ মুহাম্মদ আবিদ শাহ এর ইন্তেকালের পর গ্রন্থকার মির্যা সাহেব (রহঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। سيدانى - সায়্যিদা- সায়্যিদ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। مرزالالن- মির্যা মাজহার জানে জানা (রহঃ) -এর ভাতিজা, তাঁর পালক ছেলে, যাকে তিনি পানি পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। ميراث- উত্তরাধিকার। پسماندگان- পরবর্তীতে

অবশিষ্ট। باد صبا- পূবালী হাওয়া। انقطاع پزیر- যা নিঃশেষ হয়ে যায়।

حق تعالی می فرماید اذا السماء انفطرت الی قولہ علمت نفس ما قدمت واخرت الٰہی باشد کہ بایں لذت قلیل کہ آں ہم بے رنج کشی میسر نمی شود لذت قوی دائمی را برباد دہد و با آلام ابدی گرفتار شود نعوذ باللہ منہا۔ پس جائے کہ مصلحت دینی و مصلحت دنیوی باہم متعارض شود مصلحت دینی را مقدم باید داشت۔ کسے کہ مصلحت دینی را مقدم می دارد دنیا ہم موافق تقدیر بوئے می رسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفٰى اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ یعنی ہر کہ مقاصد خود در یک مقصود منحصر سازد و مقصود آخرت منظور دارد کفایت کند اللہ تعالی مقصود دنیائے اورا۔ کسے کہ مصلحت دنیا را مقدم دارد گاہ باشد کہ دنیا ہم اورا دست ندہد۔ چناچہ بیشتر دریں زمانہ ہمچنیں است پس خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ شود۔ واگر دنیا دست دہد در اندک فرصت زوال پذیرد باز خسران ابدی لاحق شود۔ فقیر بچشم خود ہزارہا مردم را دیدہ کہ بدولت رسیدند باز از آنہاں اثرے نماندہ۔ فقیر و برادر فقیر و پدر فقیر و جد فقیر بخدمت قضا مبتلا شدند ہر چند آنچہ می باید حق ایں خدمت از ما ادا نہ شدہ خصوصا ازیں فقیر۔ پر تقصیر کہ بیشتر عمر در زمانہ فاسد تر یافتہ ازیں جہت نادم و مستغفرم اند اما بحول اللہ و قوتہ طمع ازیں خدمت نہ کردہ ام واز اکثر ابنائے روز گار نوعے بخوبی کردم۔ الحمد للہ علی ذلک ازیں جہت از فضل الٰہی امید مغفرت دارم، مقصود اصلی در زینت فقیر ہمین ست۔ اما برکت ہمیں عمل جملہ مسلمانان بلکہ ہنود ہم ہر کسے کہ ملاقات کردہ معزز داشتہ و غنیمت شمردہ۔ وگرنہ علماء بہتر از من

موجوداند کسے نمی پرسد۔ واز باطن کسے دیگراں راچہ خبرست۔ ایں دلیل ست بر آنکہ اگر مصلحت دینی رابر دنیامقدم داشتہ شود دنیاہم از وے روگرداں نمی شود۔

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ...... عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ

অর্থ ঃ (স্মরণ কর সে সময়কে) "যখন মহাকাশ বিদীর্ণ হবে। .... সকল আত্মা পূর্বাপর সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত হবে।" পার্থিব সামান্য উপভোগ যা দুঃখ কষ্ট ছাড়া হাসিল হয় না, তার পেছনে পড়ে চিরস্থায়ী প্রকৃত উপভোগকে জলাঞ্জলি দেয়া ও অনন্তকালের কষ্টে নিপতিত হওয়া চরম মূর্খতা। (আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পানাহ দান করুণ।)

কোন ক্ষেত্রে পার্থিব কল্যাণ ও পারলৌকিক কল্যানের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত পরিলক্ষিত হলে পরলৌকিক কল্যাণকেই প্রাধান্য দিবে। যে ব্যক্তি পরকালের কল্যানকে প্রাধান্য দিবে সে স্বীয় ভাগ্য অনুযায়ী দুনিয়ার কল্যাণও লাভ করবে। এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফমায়েছেন-

مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَى اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ

"যে ব্যক্তি সমূহ চিন্তা বাদ দিয়ে একই চিন্তা তথা পরকালের ফিকিরকে লক্ষবস্তু বানাবে, তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।" আর যে দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে, অনেক ক্ষেত্রে সে তা থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমানে বেশীর ভাগ এমনটিই ঘটতে দেখা যায়। ফলে সে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যদি দুনিয়া হাসিল হয়ও তাতো ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণিকের পর চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এমন হাজারো মানুষকে স্ব-চক্ষে দেখেছি, যারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়ার পর (সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছে) তার চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। অধম, অধমের ভাই ও দাদা সকলে বিচারপতির দায়িত্ব পেয়েছে। যথোচিত খেদমত আমাদের দ্বারা বিশেষতঃ আমি গোনাহগারের দ্বারা আদায় করা সম্ভব হয় নি। কারণ, আমার বয়সের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে মন্দ যুগের মধ্যে। এজন্য আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও কুদরতে আমি কখনো এ পদের লোভ করিনি। হালের অধিকাংশ বিচারপতির তুলনায় উত্তম ও সুচারুভাবে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছি। তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এর উসিলায় আমি আল্লাহর অনুগ্রহের আশাবাদী। ফকীরের মূল উদ্দেশ্যও এটাই। এ আমলের বরকতেই সকল মুসলমান এমনকি হিন্দুরাও

যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে তারা আমাদেরকে সম্মান দিয়েছে, গণীমত মনে করেছে। নতুবা আমার চেয়ে অনেক ভাল আলিম আছেন, (বাহ্যিকভাবে) যাঁদের কেউ খোঁজখবর ও নেয় না। তবে বাতেনী ব্যাপারে কে কার সম্পর্কে অবগত থাকে? সুতরাং এটাই প্রমাণ যে, দীনী কল্যাণকে যাঁরা অগ্রাধিকার দেয়, দুনিয়াও তাদের সাথে বিমূখী আচরণ করে না।

শব্দার্থ ঃ متعارض- পরস্পর বিরোধী। ابلہے- কোন বোকা। خسران ابدی- চির খেসারত। پر تقصر- গুনাহগার। نادم- লজ্জিত। مستغفرم- আমি ক্ষমাপ্রার্থী। طمع- লোভ। نوعے- এক প্রকার। معزز- সম্মানিত।

مصرعہ۔ می دہد یزداں مراد متقی۔ پس از فرزندان من کسے کہ خدمت قضا اختیار کند طمع وخاطر داری ناحق را دخل ندہد و بروایت معتبر مفتی بہ عمل نماید، واز جملہ تقدیم مصلحت دینی بر مصلحت دنیوی آنست کہ درمناکحت دین داری رامنظور دارد۔ چوں دریں زمانہ دریں شہر مذہب روافض بسیار شیوع یافتہ است وشرفاء بیشتر برعلونصب یا رفاہ معیشت نظر می دارند اول روایت دینی باید کرد دختر بکسے رافضی یا متہم برفض اگرچہ صاحب دولت وعالی نسب باشد نباید داد در روز قیامت سوائے دین وتقوی ہیچ بکار نخواہد آمد ونسب را نخواہند پرسید۔ ع۔ کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست۔ ودولت اعتبار نہ دارد کہ مشتق از تداول ست المال غادٍ و رائح دیگر باید دانست کہ اکمل الاکملین ازنوع بشر بلکہ از ملائکہ ہم سید المرسلین محمد مصطفے ست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرکس ہرقدر باں سرور مشابہت بہم رساند در باطن وظاہر وصفات جبلی وکسبی وعلم واعتقاد وعمل در عادات وعبادات آں کس را ہماں قدر کامل باید دانست۔ وہرکس در مشابہت در چیزیں آنہاں قاصرست ہماں قدر ویرا ناقص باید دانست ولہذا بجہت کمال اتباع سنت سنیہ کہ اولیائے نقشبندیہ اختیار کردہ اند گوئے مسابقت بردہ اند وہمیں کمال مشابہت بجہت کمال متابعت دلیل ست برافضالیتِ شاں واگر ہمت ما قاصر ہمتاں از کمالِ متابعتِ آں جناب کوتاہی کند وبراد ائے واجبات وترک محرمات ومکروہات ومشتبہات در عبادات وعادات ومعاملات

خصوصا در معاملات قناعت کند آں ہم بسیار غنیمت ست گو کثرت نوافل واتیان مستحب وکمال اشتغال سنن در عبادات وعادات از و میسر نشود۔

পংক্তি ঃ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ করে থাকেন।

অতএব আমার বংশধরের মধ্য হতে যে কেউ বিচারপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে তাঁরা কেউ যেন পার্থিব মোহ ও অন্যায়ভাবে কারো খাতির দারীকে প্রশ্রয় না দেয় এবং গ্রহণযোগ্য ফতওয়ার উপর আমল করে। পার্থিব স্বার্থের উপর পরলৌকিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার অন্তর্ভূক্ত এটাও যে, বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বর্তমানে এ নগরে রাফেযী মাযহাব বেশ বিস্তার লাভ করেছে। অভিজাত লোকেরা উচ্চ বংশ ও জীবন যাত্রার বিলাসিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে। অথচ সর্বাগ্রে দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। কোন রাফিযী বা শীয়ার সাথে মেয়ে বিয়ে দিবে না। চাই সে যতই উচ্চ বংশীয় বা ধনী ব্যক্তি হোক না কেন। কিয়ামতের দিন দীন ও পরহেযগারী ছাড়া অন্য কিছুই কাজে আসবে না। কেউ বংশ গোত্র জিজ্ঞেস করবে না। পংক্তি- ''সেদিন অমুকের পুত্র অমুকের মূল্য থাকবে না।'' দৌলতের প্রতি কোন লক্ষ্য করবে না। কেননা মাল تداول তথা হস্তান্তর হতে উদ্‌গত। মাল সকাল সন্ধায় আসে আর যায়। আরেকটি কথা জেনে রাখা উচিত যে, মানব জাতি বরং ফেরেশতাকুলের মধ্যে সর্বাধিক কামিল ব্যক্তি হলেন সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং জাহিরী ও বাতিনী, অর্জিত ও সৃষ্টিগত গুণাবলী, ইলম, আকীদা, আমল, আখলাক ও ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার সাথে যে বেশী সামঞ্জস্য রাখবে তাঁকেও সে পরিমাণ কামিল মনে করবে। আর এ সবের মধ্যে যে যতটুকু ত্রুটিপূর্ণ তাকে সে পরিমাণ অসম্পূর্ণ মনে করবে। নকশবন্দীয়া তরীকার ওলীগণ সুন্নতের উপর পরিপূর্ণ রূপে আমল করার কারণে (আল্লাহর নৈকট্যার্জনে) অগ্রগামী হয়েছেন। তাদের এ সামঞ্জস্য ও সুন্নতের ইত্তিবা তাঁদের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ। যদিও আমাদের ন্যায় কম হিম্মত সম্পন্ন লোকেরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ ইত্তিবা করতে অক্ষম এবং ফরয, ওয়াজিব পালন এবং ইবাদত, আখলাক ও পারস্পরিক মু'আমালা বিশেষতঃ লেনদেনের ব্যাপারে সন্দেহ জনক, মাকরূহ ও হারাম কার্য্যাদি পরিহার করাকে যথেষ্ঠ মনে করে, এটাও বড় গনীমত।

শব্দার্থ ঃ مصرعه - পংক্তি। خاطرداری-মনরক্ষা। مناکحت- পারস্পরিক বিয়ে। یزدان- আল্লাহ তা'আলা। روافض- رافض-এর বহুবচন। শীয়া সম্প্রদায় যারা হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) কে গালি দেয় এবং তাদের সাথে যারা বে-আদবী করে এবং তাঁদের খিলাফতকে অস্বীকার করে। شیوع- প্রচার। رفاه- আরাম। متهم برفض- রাফিযী বলে অভিযুক্ত। مستحبات- ভাল কাজ সমূহ। جبلي- জন্মগত। كسبيِ- শ্রম দ্বারা উপার্জিত। سنیه- উচুঁ। کوئے سابقه برده اند- প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে; অগ্রগামী হয়েছে। عجب- অহমিকা, আত্মগর্ব। حقد- বিদ্বেষ। سمعه- খ্যাতি। حرص - লিপসা।

رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اِتَّقَی الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِيْ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِيْ الْحَرَامِ اَلْحَدِيْثُ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ ـ حق تعالی می فرماید ان اولیائه الا المتقون نیستند دوستان خدا مگر متقیان۔ تقوی عبارت از ادائے واجبات وترک محرمات ومشتبہات ست۔ نہ از کثرت نوافل واتیان مستحبات۔ اقبح محرمات رذائل نفس ست از نفاق وعُجب وکبر وحقد وحسد وریا وسمعہ وطول امل وحرص بردنیا ومانند آں وبعد ازاں محرمات کہ بہ افعال جوارح تعلق دارد ودر کتب فقہ مبین اند۔ واگر ہمت ازیں مرتبہ ہم کوتاہی کند واز شومی نفس وشر شیطان مرتکب محرمات شود پس درآنچہ اتلاف حقوق العباد باشد ازاں اجتناب باید کرد کہ حق تعالی کریم ست، وپیران عظام شفیع اند، آنجا امید عفوست۔ وحقوق العباد در بخشش نمی آید آیات واحادیث دریں باب بسیار اند۔ ایں رقیمہ متحمل آں نہ تواند شد۔

حدیث۔ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ۔

وحدیث ۔ اَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ

لِنَفْسِكَ۔ دریں جا کافی ست۔ شعر

مباش درپئے آزار وہر چہ خواہی کن ☆ کہ درشریعت ماغیرازیں گناہے نیست

یعنی غیرازیں مثل ایں گناہے نیست، دیگراز نصائح کہ برائے دین ودنیا مفیدست آنست کہ از اتباع خودزن وفرزند ونوکر وغلام وکنیزک ورعیت باہریک چناں معاشرت باید کرد کہ آنہاراضی باشندودوست دارندواز کثرت اخلاق وغمخواری وعدم تکلیف مالایطاق ورعایتہا بجاں گرویدہ باشند مگرآنکہ بعضے ازآنہاازحسد یک دیگر اگر ناخوش باشدآں معتبر نیست، ومتبوعان خود راازادب وفرمانبرداری وخدمت گزاری راضی دارندمگردرآنچہ بہ معصیت امرکنندرسول فرمودصلی اللہ علیہ وسلم لَا طَاعَۃَ لِلْمَخْلُوْقِ فِیْ مَعْصِیَتِ الْخَالِق ۔ وبا اقربان خود از اقربا وبرادران ودوستان وہم صحبتان وہمسائگاں باخلاص محبت وغم خواری وتواضع باشند۔ دنیا جائے سہل ست برائے معاملات دنیوی باہم تقاطع نہ کنند، ہیچ خانہ بر بادنشدہ مگر وقتیکہ باہم منازعت ومخاصمت کردند۔

وازکسانیکہ اندیشۂ دشمنی باشدآنہارا باحسان ونیکوئی شرمندہ وسرنگوں باید کرد۔

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَا لِدِيْنِهٖ وَعَرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِيْ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِيْ الْحَرَامِ ۔ الحديث فى الصحيحين

"যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কার্যাদি পরিহার করল, সে তার দ্বীন ও ইয্যত-আবরুকে রক্ষা করল। আর যে সন্দেহ জনক বিষয়াদিতে লিপ্ত হল, সে হারামে পতিত হল।" -বুখারী ও মুসলিম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "একমাত্র তাকওয়া অবলম্বন কারীরাই আল্লাহর বন্ধু।"

তাকওয়ার মর্মার্থ হল ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করা এবং হারাম ও সন্দেহজনক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা। শুধু অধিক পরিমাণ নফল ইবাদত করা ও মুস্তাহাব সমূহ আদায় করার নামই তাকওয়া নয়। জঘন্যতম হারাম হল আত্মিক কলুষতা। যথা ঃ নিফাক, আত্মতুষ্টি, আত্মগরিমা,হিংসা, রিয়া (লৌকিকতা) সুখ্যাতি, লোভ, দীর্ঘ আশা, পার্থিব মোহ প্রভৃতি। এসবের পর হল ঐ সকল হারাম যা দৈহিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পৃক্ত এবং ফিকহের কিতাবাদিতে উল্লেখিত। এ স্তরের উপর আমল করতে যদি হিম্মত না হয়, নফসের দূর্ভাগ্য ও শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে হারামে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে কমপক্ষে যে সব কাজে বান্দার হক নষ্ট হয়, তা থেকে পরহেয করা উচিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। আল্লাহর অলীগণ গুনাহগারদের সুপারিশকারী, অতএব ক্ষমার আশা পোষণ করা যায়। কিন্তু বান্দার হক কোনক্রমে ক্ষমাই নয়। এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান আছে যা এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

হাদীস ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

"সে-ই প্রকৃত মুসলমান যার মুখ ও রসনা হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

হাদীস ঃ

ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك

"তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা পছন্দ কর। আর নিজের জন্য যা অপছন্দ কর অন্যের জন্যেও তা পছন্দ কর।" এখানে দুটি হাদীসই যথেষ্ট।

পংক্তি ঃ

مباش در پئے آزار و ہر چہ خواہی کن

کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہے نیست

অর্থ ঃ কাউকে কষ্ট দেয়ার পেছনে পড়না। বাকী যা খুশী কর। কারণ, শরীয়াতে মুহাম্মদীতে এর চেয়ে মারাত্মক কোন গুনাহই নেই।

দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী আরো কতিপয় নসীহত হল, নিজ অধীনস্ত যথা ঃ নিজ স্ত্রী, সন্তানাদি, চাকর, দাস-দাসী ও প্রজাদের সাথে এমন ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা খুশী থাকে এবং মহাব্বত করে। সদাচরণ,

সমবেদনা ও ক্ষমতা বহির্ভূত কাজের নির্দেশ না দিলে এবং (যথা সম্ভব) তাদের সুবিধার প্রতি সুদৃষ্টি রাখলে তারা সদা আকৃষ্ট থাকবে। তবে হিংসা-বিদ্বেষের দরুণ তারা যদি পরস্পরে অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে তা ধর্তব্য নয়। নিজ মুরব্বীগণকে আদব, আনুগত্য ও খিদমতের মাধ্যমে খুশী রাখবে। তবে যদি শরী'আত বহির্ভূত কোন কাজের আদেশ করেন, তাহলে তা পালন করা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقْ

"স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারণ করে সৃষ্টির আনুগত্য জায়েয নয়।" নিজের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ যথা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, সাথী ও প্রতিবেশীদের সাথে এখলাস, মহব্বত, সমবেদনা ও বিনীত ব্যবহার করবে। এ দুনিয়া সহজ সরল চলার স্থান। পার্থিব কাজকর্ম দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে না। কোন পরিবার (জাতি) ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে একমাত্র পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দ্বের কারণেই হয়েছে। যাদের থেকে শত্রুতার আশংকা থাকে তাদের প্রতি দয়া ও সততার দ্বারা তাদের লজ্জিত ও মাথানত করা উচিত।

শব্দার্থ ঃ طول امل - দীর্ঘ আশা। جوارح - جارحة - এর বহুবচন। অর্থ অঙ্গসমূহ। شومی - দূর্ভাগ্য। شومی نفس - প্রবৃত্তির দূর্ভাগ্য। اتلاف - নষ্ট করা। رقیمه - লিখিত বস্তু। এখানে অসিয়্যত নামা উদ্দেশ্য। اتباع - অধিনস্থ লোকজন। رعیت - প্রজা। معاشرت - জীবন যাপন করা। غمخواری - সমবেদনা। مالایطاق - সাধ্যাতীত কাজ। تواضع - বিনয়। تقاطع - পারস্পরিক সু-সম্পর্ক ছিন্ন করা। مخاصمت - পরস্পরে ঝগড়া করা। سرنگون - মস্তকাবনত।

بیت۔ آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف ست ☆ با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۔ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۔ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ یعنی دفع بدی کن بہ خصلتے کہ نیکوتر ست یعنی بدی دشمناں بہ نیکوئی کردن بآنہا از خود دفع کن پس ناگاہ شخصیکہ درمیان تو واو دشمنی است ومحبّ خواہد شد ونمی کنند ایں چنیں مگر

کسانیکہ صبر می کنند ومگر کسانیکہ صاحب نصیب بزرگ اند واگر وسوسہ شیطان ترا دریں کار مانع شود اعوذ بخواں وپناہ جوئے بہ خدا بدرستیکہ خدا سمیع وعلیم است۔ ایں حکم درحق کسے است کہ باوے برائے دنیا دشمنی وناخوشی باشد اما باکسے کہ خالصا للہ باوے دشمنی باشد مثل روافض وخوارج ومانند آں ازانہا موافقت نہ کند تاکہ از عقائد فاسدہ توبہ نہ کند اگرچہ پدر یا پسر باشد۔

পংক্তি ঃ

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف ست

با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا

অর্থাৎ, দুটি কথার ব্যাখ্যায়েই উভয় জগতের শান্তি নিহিত। এক ঃ বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ, দুই ঃ শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَه' عَدَاوَةٌ كَاَنَّه' وَلِىٌّ حَمِيْمٌ۔ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۔ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّه' هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

'মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যাঁরা ধৈর্যশীল। এই গুণের অধিকারী করা হয় তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহকে স্মরণ কর। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

এ নির্দেশ তাদের প্রতি যারা পার্থিব ব্যাপারে একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে ও মনে অসন্তোষ থাকে। আর খালেস আল্লাহর উদ্দেশ্যে যাদের সাথে শত্রুতা যেমন- রাফেযী, খারেজী এ জাতীয় বিভিন্ন বাতিল সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্রব রাখবে না, যতক্ষণ না তারা বাতিল আকাইদ হতে খালেস তওবা করে। চাই সে নিজ পিতা হোক বা পুত্র।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ إِلَى قَوْلِهِ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ـ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা মিত্র বানাবে না আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে। তোমাদের কোন আত্মীয় ও সন্তানাদি কিয়ামত দিবসে তোমাদের উপকার সাধন করতে পারবে না। আল্লাহই তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।"

শব্দার্থ ঃ دو گیتی -উভয় জগত; ইহ ও পরকালীন। خوارج -خارجى-এর বহুবচন। একটি বাতিল ফিরকা, যারা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করে এবং হযরত আলী (রাঃ) কে কাফির বলে। تن - দেহমন।

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ إِلَى قَوْلِهِ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُم ـ

درخاندان فقیر ہمیشہ علماء شدہ آمدہ اند کہ در ہر عصر ممتاز بودند واز فرزندان فقیر احمد اللہ ایں دولت بہم رسانیدہ بود خدا ایش بیامرزد رحلت کرد، دلیل اللہ وصفوۃ اللہ را ہر چند خواستم در تحصیل ایں دولت تن نہ دادند۔ حسرت ست، وایں عبارت فتاوی کہ فہمیدند اعتبار ندارد، باید کہ خود ہم دریں امر اگر توانند کوشش کنند، وفرزندان خود را سعی کنند کہ ایں دولت لازوال کسب نمایند کہ ہم در دنیا وہم در عقبی مثمر برکات ست، علم عبارت ست از دانستن حسن وقبح عقائد واخلاق واحوال واعمال کہ علم عقائد وعلم اخلاق وعلم فقہ متکفل آنست، وایں علم بدون دریافتن ادلہ از قرآن وحدیث وتفسیر وشرح احادیث واصول فقہ ودر یافتن اقوال صحابہؓ وتابعینؒ خصوصا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ ولغت وصرف ونحو صورت نمی بندد، ودر اکثر فتاوی بعضے روایات بے اصل نوشتہ اند، دریافت حال صحیح وسقیم مسائل بدون ایں ہمہ علوم نمی شود ودریں علوم سعی باید کرد،

وخواندن حکمت فلاسفہ لاشئے محض ست، کمال در آں مثل کمال مطربان است، در علم موسیقی ہم فنے ست از فنون حکمت ریاضی مگر منطق کہ خادم ہمہ علوم ست خواندن آں البتہ مفید ست۔

ফকীরের বংশে সবসময় আলিমের সিলসিলা চলে আসছে, যাঁরা সর্বযুগে অনন্য ছিলেন। ফকীরের সন্তানদের মধ্যে আহমদুল্লাহ (রহঃ) এ দৌলত লাভ করেছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুণ। সে পূর্বেই ইন্তেকাল করেছে। দলীলউল্লাহ ও সফওয়াতুল্লাহর ব্যাপারে যতই চেয়েছি কিন্তু, আফ্সোস তারা এ দৌলত অর্জনে তেমন সচেষ্ট হয়নি। ফতওয়ার কিতাবাদি সম্পর্কে তারা যতটুকু বুঝেছে তা ধর্তব্য নয়। তাদের উচিত সুযোগ হলে তারা নিজেরাই যেন তা অর্জনে চেষ্টা করে এবং নিজ সন্তানদেরকে এ চিরস্থায়ী সম্পদ অর্জন করানোর চেষ্টা করে। যা ইহ-পরকালে বরকত আনবে। ইলম হল আকাইদ, আখলাক, বিভিন্নমূখী অবস্থা ও কাজ কর্মের ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নাম। ইলমে আকাইদ ইলমে আখলাক ও ইলমে ফিকাহই হল প্রকৃত ইলম। এ ইলম প্রামাণিক সূত্রে যথা- কুরআন, হাদীস, তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, উসূলে ফিকাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও তাবেঈন (রহঃ) বিশেষতঃ চার ইমামের রেওয়ায়াত ও নাহু, সরফ অবগত হওয়া ছাড়া প্রকৃত রূপ লাভ করে না। অধিকাংশ ফতওয়ার কিতাবে মূল প্রমাণ বিহীন কিছু কিছু বর্ণনা আছে। দুর্বল ও সবল মাসায়েল অবগত হওয়া এ সমস্ত ইলম ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং এগুলো হাসিলের জন্য চেষ্টা করা উচিত। দার্শনিকদের দর্শন শাস্ত্র একেবারেই অনর্থক। এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনকারীরা গানবাদ্যে দক্ষতা অর্জনকারীর ন্যায়। এটা ইলমে রিয়াযীরই (অংক শাস্ত্রেরই) একটি শাখা। তবে ইলমে মানতিক যা যাবতীয় বিদ্যার সহায়ক তা হাসিল করা অবশ্যই উপকারী।

শব্দার্থ ঃ هر عصر- প্রতি যুগে। ممتاز- অনন্য, বিখ্যাত। عقبى- পরকাল। مثمر- ফলদায়ক; উপকারী। صحيح- বিশুদ্ধ। سقيم- দূর্বল। مطربان- বাদ্যকাররা। موسيقى- মিউজিক-বাদ্য। (১২০)

تکملۂ رسالۂ مالابدمنہ در بیان احکامِ اضحیہ ووجوبِ آں

باید دانست کہ قربانی واجب ست بر ہر مسلمان آزاد مرد باشد یا زن مقیم بہ مصر باشد یا بادیہ یا قریہ بشرطیکہ مالک نصاب باشد، بروز عید قرباں، موجب آں وقت ست ورکن آں ذبح جانوریکہ چہار پایہ باشد، وحکمِ آں خروج از عہدۂ واجب ست در دنیا، وحصول ثواب ست در عقبیٰ، فرمود آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم شخصے را کہ حاصل شود توانائی وندادقربانی پس نزدیک نہ شود مصلائے مارا۔

مسئلہ۔ واجب نیست قربانی بر غلام وکنیز وکافر وکافرہ ومسافر وبر حاجی مسافر سوائے اہل مکہ وبقولے بر محرم اضحیہ نیست اگرچہ از اہل مکہ باشد۔

مسئلہ۔ قربانی واجب ست از ذات خود نہ اطفال صغار بروایتِ امام محمدؒ از امام ابی حنیفہؒ وبروایتِ حسنؒ واجب ست مثل صدقۂ فطر۔

مسئلہ۔ اگر صغیر مالدار باشد قربانی کند پدراواز مال او وبعدم او جداو یا وصی او وعلیہ الفتویٰ، ونزد شافعیؒ وزفرؒ جائز نیست از مال او بلکہ پدر از مال خود نماید، در کافی ومواہب الرحمٰن فتویٰ بریں قول ست۔

مسئلہ۔ یک گوسفند برائے یک نفر ویک گاؤ ویک شتر برائے ہفت نفر وکمتر ازاں کافی است وبرائے زیادہ ازاں جائز نہ۔

مسئلہ۔ جائز نیست قربانی مگر از چہار چیز گوسفند وبز وگاؤ وشتر، اما گاؤمیش از جنس گاؤ ست، وجانوریکہ از وحشی واہلی پیدا شود تابع مادر خود است وشرط ست کہ گاؤ

وجاموش کم از دو سال نباشد وشتر کم از پنج سال نباشد وگوسفند وبر وآنکه از وحشی واہلی متولد بود اولی این ست که از یک سال کم نباشد، وجائز ست ششماہہ ودنبہ کہ شروع بماہ ہفتم کردہ باشد ونزد زعفرانی ہفت ماہہ باشد وباین ہمہ شرط ست کہ در قد وقامت چنان باشد کہ اگر با یک سالہ مختلط شود تمیز ممکن نباشد۔

পরিশিষ্ট ঃ কুরবানী সংক্রান্ত

প্রশ্ন ঃ কুরবানী কার উপর ওয়াজিব? কুরবানীর উপকারিতা কি?

উত্তর ঃ প্রত্যেক স্বাধীন বিত্তশালী মুসলমান নর-নারীর উপর কুরবানীর দিনে কুরবানী করা ওয়াজিব। চাই সে শহরে বা গ্রামে, বন-জঙ্গলে বা মাঠে-প্রান্তরে যেখানেই বসবাস করুক না কেন। শর্ত হল নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। কুরবানীর ওয়াজিবকারী কারণ হল কুরবানীর সময় হওয়া। এর রুকন চতুষ্পদ হালাল প্রাণী জবাই করা। কুরবানীর হুকুম বা উপকারিতা হল দুনিয়াতে ওয়াজিব দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ করা এবং আখিরাতে সওয়াবের অধিকারী হওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছেও না আসে।

প্রশ্ন ঃ কাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়?

উত্তর ঃ গোলাম, বাঁদী, কাফির নর-নারী ও মুসাফিরের উপর এবং মক্কায় অবস্থানকারী মুসাফির হাজীর (যিনি হজ্বের সফরে রত। মুসাফির থেকে এখনও মুকিম হননি) উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। অপর এক বর্ণনা মতে ইহরাম ধারী মুহরিম ব্যক্তির উপরও কুরবানী ওয়াজিব নয়। চাই সে মক্কার বাসিন্দা হোক না কেন।

প্রশ্ন ঃ কুরবানী কি শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব?

উত্তর ঃ কেবল নিজের পক্ষ হতে কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবালেগ শিশুদের পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। (ফতওয়া এর উপরই) হাসান (রহঃ) সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর বর্ণনা মতে সাদকায়ে ফিতিরের ন্যায় শিশুদের পক্ষ হতেও কুরবানী করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ নাবালেগ নেসাবের মালিক হলে কি করবে?

উত্তর ঃ যদি কোন নাবালেগ শিশু নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে তার পিতা তার পক্ষ হতে কুরবানী করবে। পিতা না থাকলে দাদা। বা তার অসিয়তকৃত ব্যক্তি কুরবানী করবে। এ মতের উপরই ফতওয়া। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও যুফার (রহঃ) -এর মতে না বালেগ সন্তানের মাল দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই। পিতা স্বীয় সম্পদ দ্বারা তার পক্ষ হতে কুরবানী করবে। কাফী ও মাওয়াহিবুর রহমান নামক গ্রন্থের বর্ণনা মতে এ কথার উপরই ফতওয়া দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোন জানোয়ার কতজনে কুরবানী করতে পারবে? জন্তুর বয়স কত হতে হবে?

উত্তর ঃ ছাগল এক জনের পক্ষ হতে, গরু ও উট সাত বা তার কম সংখ্যকের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয, এর অধিক হলে জায়েয নয়।

কুরবানীর পশু ঃ ❖ চার প্রকার প্রাণী ছাড়া অন্য কোন পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। যথা- ১. ভেড়া, ২. ছাগল, ৩. গরু ও ৪. উট। দুম্বা ভেড়া এবং মহিষ গরুর পর্যায়ভুক্ত। যে সব প্রাণী বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর মিশ্র প্রজননে জন্মলাভ করে সেগুলো মায়ের শ্রেণীতে গণ্য। গরু বা মহিষ দু বছরের কম এবং উট ৫ বছরের কম না হওয়া শর্ত। ভেড়া ছাগল এবং যে সব প্রাণী বন্য ও গৃহপালিত এতদুভয়ের মিশ্র প্রজননে ভূমিষ্ট হয় এগুলো এক বছরের কম বয়সী না হওয়া শর্ত। তবে দুম্বা যদি ছ'মাস পেরিয়ে সাত মাসে পদার্পণ করে তদ্বারা কুরবানী করা জায়েয। হযরত যাফরানী (রহঃ) -এর মতে সাত মাস পূর্ণ হতে হবে। উপরন্ত উক্ত প্রাণী এমন মোটা তাজা হওয়া শর্ত যা এক বছর বয়সী দুম্বার সাথে মিশে থাকলে উভয়ের মাঝে বয়সের তারতম্য করা অসম্ভব হয়।

শব্দার্থ ঃ اضحيه- কুরবানীর পশু। قريه- গ্রাম। باده- জঙ্গল। مالك نصاب- নেসাবের অধিকারী, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা তার সমমূল্যের কোন বস্তু অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা কিংবা তার সমমূল্যের বস্তুর মালিক। موجب- কারণ। مصلى- ঈদগাহ। وصى- নাবালেগ বাচ্চার তত্ত্বাবধায়ক। যাকে তত্ত্বাবধানের জন্য অসিয়্যত করা হয়েছে। وحشى- জংলা

مسئلہ۔ جائز نیست قربانی کور چشم و یک چشم ولنگ کہ تا مذبح نمی تواں رفت، وگوش بریدہ ودم بریدہ و بے دم و بے گوش ومجنونہ کہ کاہ نخورد وخارشتی وخنثی ولاغر محض واکثر

گوش یا دم بریدہ و اکثر نور چشم زائل شدہ وآنکہ داندان ندارد و ازیں سبب کاہ نمی تواں خورد، وآنکہ سر پستانش مقطوع یا خشک شدہ یا بخیال قوت باستعمال ادویہ شیراو منقطع کردہ باشند وآنکہ سوائے ناپاکی چیزے دیگر نخورد۔

مسئلہ۔قربانی خصّی وشاخ شکستہ وآنکہ بغیر شاخ ست ومجنونہ کہ کاہ نمی خورد وخارشتی فربہ وآنکہ داندان ندارد بعضے مگر کاہ می تواند خورد وآنکہ اکثر داندانش باقی ست وآنکہ اکثر گوش یا دُمِ او باقی وآنکہ حافر ندارد الا رفتن می تواند وآنکہ خلقی گوش خرد دارد جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ কি ধরণের প্রাণী দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই?

উত্তর ঃ সে সব জন্তু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয় যেগুলোর উভয় চোখ বা এক চোখ অন্ধ, এমন খোড়া যেটি কুরবানীর স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে অক্ষম, কান বা লেজ কাটা প্রাণী, জন্ম হতে কান বা লেজ বিহীন জন্তু, এমন ছাগল যা ঘাস কুটা খায় না, চর্মরোগাক্রান্ত, হিজড়া, অতিরিক্ত দূর্বল বা যে সব প্রাণীর কান বা লেজের বেশীর ভাগ কাটা, বা দৃষ্টি শক্তির বেশীর ভাগ বিনষ্ট, বা এমন দন্তহীন প্রাণী যে ঘাষ খেতে অক্ষম, যে পশুর স্তনের বোটা কর্তিত বা শুষ্ক, কাজে অধিক ক্ষমতাবান হওয়ার লক্ষ্যে ঔষধ ব্যবহারের ফলে যার দুধ বন্ধ হয়ে গেছে এমন জন্তু এবং যে জন্তু নাপাকী ছাড়া অন্য কোন খাদ্যই গ্রহণ করেনা ইত্যাদি।

❖ খাসি, শিং ভাঙ্গা বা শিং বিহীন প্রাণী, উম্মাদ তবে ঘাস-কুটা ভক্ষণ করে, চর্মরোগাক্রান্ত মোটা তাজা জন্তু, কিছু দাত বিনষ্ট যা ঘাস খেতে সক্ষম এবং যার জন্ম থেকেই কান নেই, এ সকল জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে।

শব্দার্থ ঃ متولد - জন্মলাভকারী। کور چشم - অন্ধ। لنگ - খোড়া। مذبح - যবাই করার স্থান। گوش بریده - কানকাটা। کاه - ঘাস। خارشتی - খুজলী ওয়ালা। لاغر - কৃশকায়।

تنبیہ۔ در تقدیر اکثر از امام اعظمؒ روایت مختلف ست در روایت جامع صغیر تا ثلث اقل ست وزیادہ ازاں اکثر ودر بعض کتب تا ربع، ونزد صاحبینؒ اگر زیادہ از نصف

باشد اکثر ست وہمین ست مختار فقیہ ابو اللیثؒ۔

مسئلہ۔ اگر خرید کند غنی گوسفندے را صحیح وبعدش عیب پیدا کند پس واجب ست دیگر، وفقیر را جائز ست اول۔

مسئلہ۔ اگر حصۂ احدے کم از حصہ سبع باشد از ہیچ کس قربانی جائز نیست۔

مسئلہ۔ اگر دو کس یک گاو بالمناصفہ خریدہ قربانی کنند جائز ست بروایت صحیح وتقسیم نمایند گوشت را بہ وزن نہ بہ تخمین مگر آنکہ با گوشت چیزے از کلۂ وپاچہ وپوست باشد۔

مسئلہ۔ اگر گاوے را برائے قربانی مردم دو سہ خانہ کہ علیحدہ اند وازہفت زیادہ نباشند خریدہ ذبح سازند جائز ست۔ ونزد امام مالکؒ از اہل یک خانہ جائز ست گو زیادہ از ہفت باشند واز اہل دو خانہ جائز نیست اگرچہ کمتر ازاں باشند۔

مسئلہ۔ اگر خریدند دو کس شترے را ویکے ازاں صرف طالب گوشت ست پس آں قربانی جائز نیست۔

مسئلہ۔ اگر زید مثل خرید کرد گاوے را بنابر اضحیہ وبعدش شش کس دیگر شریک ساخت مکروہ است۔

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ নিরুপনের উপায় কি?

উত্তর ঃ অধিকাংশ নিরুপণের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়াত আছে। জামেউস সগীরের বর্ণনা মতে এক তৃতীয়াংশ কমাংশের অন্তর্গত। এর অধিক থাকলে তা অধিকাংশ ভাগে বিবেচিত হবে। কোন কোন কিতাবে এক চতুর্থাংশকে কম এবং এর অধিককে বেশী আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাহেবাইন (রহঃ) -এর মতে অর্ধেকের বেশী অংশই বেশি হিসেবে গণ্য। ফকীহ আবুল লাইছ (রহঃ) -এর নিকট গ্রহণযোগ্য মত এটিই।

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর নিয়তে সুস্থ বকরী ক্রয় করার পর অসুস্থ হলে কি করবে?

উত্তর ঃ বিত্তবান ব্যক্তি যদি কুরবানীর নিয়তে সুস্থ ছাগল ক্রয় করে এর পর তা রোগাক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে অন্য একটি কুরবানী করা ওয়াজিব। গরীবের জন্য প্রথমটি কুরবানী করা জায়েয।

অংশ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা, বন্টনের নিয়ম

❖ কারো অংশ সাত ভাগের একভাগ অপেক্ষা কম হলে কারো কুরবানী জায়েয হবে না।

❖ দুই ব্যক্তি অর্ধেক অর্ধেক করে কুরবানীর পশু ক্রয় করে কুরবানী করলে তা জায়েয। গোশ্‌ত অনুমান করে ভাগ করবে না। ওজন করে ভাগ করতে হবে। তবে যদি গোশ্‌তের সাথে মাথা, পা. চামড়া প্রভৃতি থাকে তাহলে আন্দাজ করে বন্টন করা জায়েয।

❖ ভিন্ন ভিন্ন দু'তিন পরিবারের লোকের জন্য একত্রে কুরবানীর একটি পশু ক্রয় করে জবাই করা জায়েয। তবে সাতের অধিক ব্যক্তি শরীক হলে জায়েয হবে না। ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে একই পরিবারের সাতের অধিক মানুষ হলেও জায়েয। দু'পরিবারের হলে যদি সাতের কমও হয় তথাপি না জায়েয।

❖ যদি দু'জনে মিলে একটি উট ক্রয় করে এবং তম্মধ্য হতে একজনের উদ্দেশ্য কেবল গোশ্‌ত খাওয়া হয় তাহলে এ কুরবানী জায়েয হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ, যায়দ নামক এক ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে একটি গরু ক্রয় করল অতঃপর আরো ছয় ব্যক্তিকে তাতে শরীক করল, যদি সে বিত্তশালী হয় তাহলে জায়েয তবে মাকরূহ। (গরীব হলে না জায়েয।)

শব্দার্থ ঃ حافر -ক্ষুর। خلقی -জন্মগত। بالمناصفه - অর্ধেক অর্ধেক করে। خصی - খাসি। بخیال - ধারণা করে। به تخمین - অনুমান করে। پائچه - পা। پوست - চামড়া।

مسئلہ۔ اگراز جملۂ شرکاء یک کس نصرانی باشد پس از جملہ قربانی جائز نباشد۔

مسئلہ۔ اگر اضحیۂ غنی میرد واجب ست دیگر وبر فقیر نہ، واگر گم شود یا بدزدی رود پس از

خرید دیگر یافتہ شود در ایّامِ اُضحیہ پس غنی مختار است ہر یکے را کہ خواہد ذبح سازد وفقیر ہر دو را ذبح نماید۔

مسئلہ۔ اگر اضحیہ وقت ذبح عیب دار شدہ گریخت وبفور گرفتار شد پس قربانی آں جائز ست نزد امام ابی حنیفہؒ ونزد امام محمدؒ اگر بہ درنگ ہم گرفتار گردد جائز ست، واگر غلطانیدہ شد گوسفندے بنا بر ذبح واضطراب کرد تا اینکہ پایش بشکست پس قربانی آں جائز ست۔

مسئلہ۔ اگر شرکاء خرید کردند ہفت کس گاوے ازاں جملہ چہار کس بہ نیت قربانی وسہ کس بقصد تطوع پس جائز ست اتفاقا۔

مسئلہ۔ اول وقت ذبح برائے شہریاں بعد نماز عید ست و برائے اہل قریہ طلوع فجر یوم عید ووقت آخر قبل غروب آفتاب روز سوم ست ونزد شافعیؒ تا سیزدہم نیز جائز ست پس اہل شہر را لاریب قبل نماز امام قربانی جائز نہ واہل قریہ را جائز۔

مسئلہ۔ اگر خرید نمودند ہفت کس گاوے را بنا بر قربانی وبمرد یکے از آنہا قبل قربانی ووارثان میت اجازت دادند جائز ست والا لا۔ ونزد ابی یوسفؒ بروایتے جائز نہ واگر از طرف خود ہا وارث میت وام ولد آں ذبح سازند جائز ست۔

প্রশ্ন ঃ এক শরীক খৃষ্টান হলে কুরবানী জায়িয হবে?

উত্তর ঃ শরীকদের মধ্য হতে একজন যদি খ্রীষ্টান হয় তাহলে কারো কুরবানীই জায়েয হবে না।

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত পশু মারে, হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে কি করবে?

উত্তর ঃ বিত্তশালী ব্যক্তির কুরবানীর নিয়তে ক্রয়কৃত পশু মারা গেলে অন্য একটি কুরবানী করা ওয়াজিব। গরীবের জন্য ওয়াজিব নয়। কুরবানীর পশু

যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় এবং অন্য একটি ক্রয় করার পর কুরবানীর দিন সমূহের মধ্যে পূর্বেরটি পেয়ে যায়, তাহলে মালদারের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা যেটা খুশী জবাই করতে পারে। দরিদ্র হলে উভয়টি জবাই করতে হবে। (কারণ, তার উপর কুরবানী ওয়জিব ছিল না। নিয়ত করে ক্রয়ের ফলে সে নিজের উপর ওয়জিব করে নিয়েছে।)

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর পশু জবাইয়ের মুহূর্তে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পালালে কি করবে?

উত্তর ঃ কুরবানীর জন্তু জবাই করার মুহূর্তে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পালালে যদি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে তাহলে আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে কুরবানী করা জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে যদি দেরীতে ধরা পড়ে তবেও জায়েয। ছাগল বা অন্য কোন প্রাণীকে জবাই করার জন্য শোয়ানো হলে ছুটাছুটি করার ফলে যদি পা ভেঙ্গে যায় তাথাপি তা কুরবানী করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কেউ ওয়াজিব কেউ নফল কুরবানীর নিয়ত করলে কি কুরবানী হবে?

উত্তর ঃ যদি সাত শরীক একটি গরু ক্রয় করে তম্মধ্যে চারজন ওয়াজিব কুরবানীর নিয়তে বাকী তিনজন নফল কুরবানীর নিয়তে, তবে এর দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে কুরবানী জায়েয।

কুরবানীর সময়

প্রশ্ন ঃ কাদের জন্য কখন কুরবানীর সময় হয়?

উত্তর ঃ শহরবাসীদের জন্য কুরবানীর সময় আরম্ভ হয় ঈদের নামাযের পর হতেই। আর গ্রামে (যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়) শুরু হয় ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পর হতেই। তৃতীয় দিনের (১২ তারিখের) সূর্যাস্ত পর্যন্ত এর শেষ সময়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর মতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয। সুতরাং শহর বা শহরের হুকুমে এমন স্থানের অধিবাসীদের জন্য ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা না জায়েয। তবে গ্রামের অধিবাসীদের জন্য জায়েয।

প্রশ্ন ঃ সাত শরীকের একজন কুরবানীর পূর্বে মারা গেলে তখন কি হুকুম হবে?

উত্তর ঃ যদি সাত শরীক কুরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করে তার মধ্য হতে একজন কুরবানীর পূর্বেই মারা যায়, তাহলে ওয়ারিসগণের অনুমতি

পাওয়া গেলে কুরবানী জায়েয নতুবা নয়। ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ) -এর এক বর্ণনা মতে অনুমতি হলেও জায়েয নয়। যদি তার উত্তরাধিকারী বা উম্মে ওয়ালাদ নিজ নিজ পক্ষ হতে কুরবানী করে তাহলে তা জায়েয।

শব্দার্থ ঃ غلطانید- শায়িত করে। اضطراب- ছুটাছুটি। بقصد تطوع- নফলের উদ্দেশ্যে। شهریان- শহরের অধিবাসীরা। اهل قریه- গ্রামের অধিবাসীরা। بنابر- ভিত্তি করে। ام ولد- যে বাঁদীর গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মলাভ করেছে।

تنبیہ۔ برائے فقر وغنا وولادت وموتِ آخرِ وقت معتبر ست پس اگر شخصے اول وقت فقیر بود وآخر وقت غنی شد بر واُضحیہَ واجب ست، واگر آخر وقت فقیر شد واول وقت غنی بود بہ سببے ادا نہ نمود واجب نیست، واگر پیدا شد آخر وقت واجب ست وچوں بمیرد واجب نہ۔

مسئلہ۔ اگر کسے ذبح کرد اُضحیہَ وبعد ازاں ظاہر شد کہ امام نمازِ عید بلا طہارت خواندہ است اعادہَ نماز لازم ست نہ قربانی۔

مسئلہ۔ اگر قبل خطبہ وبعد نماز ذبح کنند جائز ست الا ترک افضل لازم آید۔

مسئلہ۔ اگر روز عید بوجہے نماز عید خواندہ نہ شود پس شہریاں را بروز دوم وسوم قبل از نماز ہم ذبح قربانی جائز ست۔

مسئلہ۔ اگر امام در روز عید تاخیر نماید پس سزاوار ست کہ تا وقت زوال در ذبح ہم تاخیر نمایند۔

مسئلہ۔ اگر در شہرے بہ سبب فتنہ ونبودن والی نماز عید نشود پس جائز ست اضحیہ بعد طلوع فجر وعلیہ الفتویٰ۔

مسئلہ۔ اگر نمازِ عید در عیدگاہ نہ شدہ باشد واہل مسجد فراغت کردہ باشند یا بالعکس قربانی

روا باشد، قربانی کننده در نماز شریک شده یا نه۔

مسئلہ۔ اگر گواہی دادہ شود پیش امام بہ ہلال عید ومطابق آں نماز خواندہ شود ومردماں

قربانی نمایند بعدازاں ظاہر شد کہ یوم عرفہ بود پس اعادۂ نماز واضحیہ لازم نیست۔

প্রশ্ন ঃ জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারে কি কুরবানীর শেষ সময় ধর্তব্য?

উত্তর ঃ ধনী-গরীব ও জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে কুরবানীর শেষ সময়সীমা ধর্তব্য। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর দিনের শুরুতে গরীব থাকে কিন্তু শেষ মুহূর্তে ধনী হয়ে যায় তাহলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। আর যদি শুরুতে ধনী থাকে কিন্তু শেষে গরীব হয়ে যায় আর কোন কারণ বশতঃ পূর্বে কুরবানী না করে তাহলে এখন আর তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। কেউ যদি শেষ লগ্নে জন্মলাভ করে তবে সে মালদার হলে তার পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব। আর (শেষ লগ্নে) মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ঃ নামাযের পর ইমাম ঈদের নামায বিনা উযূতে পড়িয়েছেন জানতে পারলে কি করবে?

উত্তর ঃ কুরবানীর পশু জবাই করার পর যদি জানা যায় যে, ইমাম সাহেব বিনা ওযূতে ঈদের নামায পড়িয়েছেন, তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব, কুরবানী দোহরানো ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ঃ কখন কুরবানী করা জায়েয?

উত্তর ঃ খুৎবার পূর্বে ও নামাযের পরে কুরবানী করা জায়েয। তবে তা উত্তম তরীকা পরিহার করেছে বলে গণ্য হবে (এ কুরবানী মাকরূহ হবে)।

❖ কোন কারণ বশতঃ যদি ঈদের দিন ঈদের নামায না পড়া হয় তাহলে শহরবাসীদের জন্য ২য় ও ৩য় দিন নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয।

❖ ইমাম যদি ঈদের নামায পড়াতে বিলম্ব করে তাহলে সূর্য গড়ানো পর্যন্ত জবাই বিলম্ব করা উচিত।

❖ কোন ফিতনা বা শাসক উপস্থিত না থাকার দরুণ যদি কোন শহরে ঈদের নামায সম্ভব না হয়, তাহলে সুবহে সাদিকের পর হতেই কুরবানী করা জায়েয। এ কথার উপরই ফতওয়া।

❖ এখনও ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় হয়নি, তবে মসজিদে নামায

আদায় হয়ে গেছে, বা এর বিপরীত তথা ঈদগাহে আদায় হয়েছে, মসজিদে আদায় হয়নি এমতাবস্থায় কুরবানী করা জায়েয। কুরবানীকারী নামায আদায় করুক বা না করুক তাতে কোন অসুবিধা নেই।

❖ কোন ব্যক্তি ইমামের সামনে ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল, সে মুতাবিক ঈদের নামাযের পর লোকজন কুরবানীও করল, অতঃপর জানা গেল যে, আসলে তা আরাফার দিন (জিলহজ্বের নয় তারিখ) ছিল, তাহলে নামায ও কুরবানী কোনটিই দোহরাতে হবে না।

শব্দার্থ ঃ میش -ভেড়া। مادۂ بز -বকরী। سُبُع -এক সপ্তমাংশ। مادۂ شتر -উটনী। شب نحر -নবম ও দশম তারিখের মধ্যবর্তী রাত্র। الإنقضاء -শেষ হয়ে যাওয়া। تصدق -সাদকা করা।

تنبیہ۔ معتبر در قربانی مکان اوست نہ مکان مضحی۔ پس اگر قربانی در دیہہ باشد وقربانی کنندہ در مصر ذبح آں وقت صبح جائز ست وبعکس آں جائز نہ۔

مسئلہ۔ اگر شہری خواہد کہ پیش از نماز صبح ذبح سازد پس حیلہ آن ست کہ گوسفند قربانی را بیرون شہر فرستد تا بعد طلوع فجر ذبح کردہ شود وایں صحیح ست۔

مسئلہ۔ وافضل ست دنبہ از میش و مادۂ بز از نر بز اگرچہ در قیمت وگوشت برابر باشند وگوسفند از حصہ سبع گاؤ در صورتے کہ مساوی باشد در قیمت بالاتفاق ونزد بعضے مادۂ شتر و مادۂ گاؤ نیز افضل ست از نر آں۔

مسئلہ۔ قربانی کردن بروز اول افضل ست، ومکروہ است در شبہا، وجائز نیست در شب نحر، وآں شب اولی است زیرانکہ شب ہمیشہ تابع روز گذشتہ می باشد اتفاقا واگر شک واقع شود در یوم اضحیہ پس مستحب ست تا یوم سوم، تاخیر در قربانی نہ نمایند، وقربانی کردن دریں ایام افضل ست از آنکہ فوت کند آں را دریں ایام وتصدق نماید بہائے آں بعد الانقضاء۔

مسئلہ۔ اگر قربانی نہ کند شخصے حتی کہ بگذرد ایام آں پس اگر واجب کردہ است بر خود معین کردہ است گوسفند معین را مثلا پس واجب ست تصدق نماید زندہ واگر فقیر خرید نماید گوسفند بنا بر قربانی ونکند ووقت آں بگذرد پس ہمین ست حکم نزد علماء رحمہ اللہ علیہم، واگر غنی خرید نہ کردہ است گوسفندے وایام اضحیہ بگذرد پس واجب ست کہ تصدق کند بہائے آں را۔

مسئلہ۔ کسے ذبح کردہ اضحیہ را از میت بلا اجازت او پس ثواب برائے میت ست واضحیہ از مضحی۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর ব্যাপারে কোন স্থান ধর্তব্য?

উত্তর ঃ কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইর স্থান ধর্তব্য, কুরবানী আদায়কারীর স্থান ধর্তব্য নয়। সুতরাং কুরবানীর পশু যদি গ্রামে থাকে (যেখানে ঈদের নামায দুরুস্ত নয়) আর কুরবানীকারী থাকে শহরে, তাহলে সুবহে সাদিকের পরে জবাই করা জায়েয, এর বিপরীত হলে জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ শহরের কেউ যদি ফজরের নামাযের আগে জবাই করতে চায় তাহলে কি করবে?

উত্তর ঃ শহরের কেউ যদি ফজরের নামাযের পূর্বে জবাই করতে চায় তাহলে এর কৌশল হল, কুরবানীর পশুকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া। যাতে ফজরের পর জবাই করা সম্ভব হয়। এরূপ করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কোন পশু উত্তম? কোন দিনে কুরবানী করা শ্রেয়?

উত্তর ঃ ভেড়ার চেয়ে দুম্বা উত্তম। ছাগীর চেয়ে খাসী উত্তম। যদিও দামে ও গোশতের দিক দিয়ে উভয়টিই সম পর্যায়ের হোক না কেন। গরুর এক ভাগ যদি দামের দিক দিয়ে ছাগলের সমপরিমাণ হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে গরুর এক ভাগের তুলনায় ছাগল কুরবানী দেয়া শ্রেয়। কারো কারো মতে উট অপেক্ষা উঁটনী এবং বলদ গরুর চেয়ে গাভী কুরবানী করা ভাল।

বিঃ দ্রঃ প্রথম দিনে কুরবানী করা উত্তম। রাত্রে কুরবানী করা মাকরূহ। ৯ই জিলহজ্জ তারিখের দিবাগত রাত্রে কুরবানী করা না জায়েয। এটা মূলতঃ দশম তারিখের রাত। কারণ, সর্বসম্মতিক্রমে রাত্র সর্বদা দিনের অধীনস্থ। কুরবানীর দিনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে ৩য় দিন পর্যন্ত কুরবানী বিলম্বিত

না করা মুস্তাহাব। কুরবানী না করে কুরবানী শেষ হওয়ার পর তার মূল্য সাদকা করা অপেক্ষা এসব দিনে কুরবানী করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর দিনগুলো শেষ হয়ে গেল কিন্তু কুরবানী করা হয়নি তবে কি করবে?

উত্তর ঃ মনে করুন কেউ কুরবানী করল না এমতাবস্থায় কুরবানীর দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে যদি সে নিজের উপর কুরবানী ওয়াজিব করে থাকে এবং কুরবানীর পশুও নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে জীবিত জন্তুটিই সাদকা করে দিবে। কোন গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর নিয়তে ছাগল ক্রয় করে অতঃপর কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে এর মূল্য সাদকা করে দেয়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কুরবানী করলে কি হবে?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে কেউ কুরবানী করলে মৃত ব্যক্তি তার সওয়াব পাবে। আর কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত কুরবানীদাতার হক।

تنبیہ۔ واجب نمی گردد اضحیہ بمجرد نیت مگر آنکہ نذر نماید یا بنیت اضحیہ خرید نماید آں را غنی باتفاق روایات، اما فقیر پس البتہ دریں اختلاف ست مختار ایں ست کہ اگر خرید نماید بہ نیت قربانی در ایام آں واجب می شود قربانی کردن آں اگرچہ از زبان چیزے اقرار نہ کردہ باشد وعلیہ الفتوی واگر نیت مقارن بشراء نباشد پس واجب نیست بالاجماع۔

مسئلہ۔ اگر کسے قربانی کرد باذن میت پس واقع می شود و جائز نبود تناول گوشت آں واگر بلا اذن کردہ است جائز۔

مسئلہ۔ اگر چہاردہ نفر دو مہار شتر بالاشتراک قربانی نمایند جائز ست۔

مسئلہ۔ اگر کسے گوسفند خود را از غیر بلا امر او بہ نیت اضحیہ ذبح نماید کفایت نہ کند از غیر۔

مسئلہ۔ افضل ست کہ اضحیہ خود را خود ذبح نماید اگر واقف باشد از طریق ذبح والا استعانت جوید از دیگر و خود حاضر باشد بر مکان ذبح۔

مسئلہ۔ مکروہ است ذبح نصرانی و یہودی، و حرام ست ذبیحہ مجوسی و بت پرست و مرتد۔

প্রশ্ন ঃ শুধু নিয়ত করলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ শুধু নিয়ত করলেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় না। কিন্তু যদি কেউ কুরবানীর মান্নত করে বা ধনী ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করে তাহলে ইমাম গণের ঐকমত্যে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মত হল, যদি কুরবানীর দিন কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করে তাহলে কুরবানী করা ওয়াজিব। চাই সে মুখে কিছু বলুক বা না বলুক। এ মতের উপরই ফতওয়া। তবে ক্রয় করার মুহূর্তে কুরবানীর নিয়ত না থাকলে সর্বসম্মতিক্রমে তা কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ঃ একত্রে কুরবানীর জন্তু ক্রয় করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ একত্রে চৌদ্দজন ব্যক্তি দুটি উট কুরবানীর জন্য ক্রয় করলে তাও জায়েয।

প্রশ্ন ঃ অন্যের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে জবাই করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ কেউ কারো পক্ষ হতে তার অনুমতি ছাড়া নিজ ছাগল কুরবানী করলে সেটা তার পক্ষ হতে আদায় হবে না।

প্রশ্ন ঃ জবাই কে করবে?

উত্তর ঃ জবাই করার নিয়ম জানা থাকলে নিজের কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে জবাই করা উত্তম, অন্যথা অন্যের সাহায্য নিবে।

প্রশ্ন ঃ খৃষ্টান, ইয়াহুদী, অগ্নিপুজক, মূর্তিপুজক ও মুরতাদদের দ্বারা জবাইকৃত প্রাণীর হুকুম কি?

উত্তর ঃ খৃষ্টান ও ইয়াহুদীর দ্বারা জবাই করানো মাকরূহ। অগ্নি পূজক, মূর্তিপূজক ও মুরতাদ ব্যক্তির জবাই করা পশু খাওয়া হারাম।

শব্দার্থ ঃ مقارن- মিলিত। تناول گوشت - গোশত খাওয়া। چہاردہ نفر- চৌদ্দ ব্যক্তি। بالاشتراك- সম্মিলিত ভাবে। استعانت- সাহায্য গ্রহণ করা, চাওয়া। جوید- অন্বেষণ করে। مجوسی-অগ্নি পুজক।

تنبیہ۔ از شرائط ذابح این ست کہ صاحب توحید باشد اعتقاداً ہمچوں اہل اسلام دارد یا از روے دعوی مثل اہل کتاب باشد وواقف باشد بہ تسمیہ وذبیحہ یعنی بداند کہ بہ تسمیہ حلال می شود وقادر باشد بہ بریدن رگہا مرد باشد یا زن صبی باشد یا مجنون اقلف باشد یا مختون وہر کسے کہ نمی داند تسمیہ وذبیحہ را پس ذبیحہ او حلال نیست واہل کتاب ذمی باشد یا حربی اگر نام خدا وقت ذبح بگیرد ونام حضرت عزیر وعیسی علیہما السلام بر زبان نیاورد جائز ست ذبیحہ اوو الالا۔

مسئلہ۔ اگر قبل غلطانیدن اضحیہ یا بعد ذبح بگوید اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ اَوْ مِنْ فُلَانٍ جائز ست، اما در حالت ذبح مکروہ است زیراں کہ شرط ذبح این ست کہ صرف تسمیہ گوید خالی از معنی دعا حتی کہ اگر بگوید وقت ذبح اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ حلال نمی شود واگر عطسہ آید اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وارادۂ تسمیہ کند صحیح نیست بروایت اصح، واگر بجاۓ بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ گوید وارادۂ تسمیہ کند صحیح ست وآنچہ مشہور ست کہ می گویند بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ منقول ست از ابن عباسؓ

প্রশ্ন ঃ জবাইর শর্তাবলী কি?

উত্তর ঃ জবাইকারীর জন্য যে সব শর্তাবলী আবশ্যক সেগুলো নিম্নরূপ, ১. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। ২. মুসলমানদের সমস্ত আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া। চাই তা শুধু মৌখিক দাবীই হোক না কেন। যেমন আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ কেবল মৌখিক দাবি করে থাকে। ৩. বিসমিল্লাহ পড়া ৪. জবাই করার নিয়ম-পদ্ধতি জানা। অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ বলে জবাই করার ফলে হালাল হওয়ার জ্ঞান রাখা ও রগ কাটার শক্তি থাকা। চাই পুরুষ হোক বা মহিলা, নাবালেগ হোক বা পাগল, খতনাকৃত হোক বা খতনাবিহীন। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ ও জবাই সম্পর্কে জানে না, তার জবাইকৃত পশু হালাল নয়। আসমানী কিতাবধারী ব্যক্তি যিম্মী হোক বা হরবী যদি জবাই কালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, উযায়ের (আঃ) ও ঈসা (আঃ) -এর নাম

উচ্চারণ না করে, তবে তার জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েয, অন্যথায় নাজায়েয।

প্রশ্ন ঃ দু'আ কখন পড়বে?

উত্তর ঃ কুরবানীর জন্তু শোয়ানো বা জবাই করার পর আল্লাহুম্মা তাকাব্বালহু মিন্নী বা মিন ফুলান পড়া জায়েয। জবাই করার মুহূর্তে পড়া মাকরূহ। কারণ, জবাই করার সময় কেবল বিসমিল্লাহ পাঠ করা শর্ত। যাতে অন্য কোন প্রকারের দু'আ থাকবে না। এমনকি যদি জবাই করার সময় "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী পড়ে তবুও তা জয়েয হবে না। হাঁচি আসার কারণে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং তদ্বারা আল্লাহর নাম বলা উদ্দেশ্য করা হয় তবুও জায়েয হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত। যদি বিসমিল্লাহর পরিবর্তে আল্-হামদুলিল্লাহ বা সুবহানাল্লাহ বলে এবং এর দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ উদ্দেশ্য করে তাহলে তা জায়েয। "বিসমিল্লাহ" পড়ার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত।

শব্দার্থ ঃ ذبیحه - জবাইকৃত। بریدن- কর্তন করা; কাটা। اقلف- খতনা বিহীন ব্যক্তি। مختون- খতনা কৃত ব্যক্তি। غلطانیدن- শুইয়ে দেয়া।

تنبیہ۔ موضع ذبح میان حلق ولبہ است، وذبح عبارت ست از بریدن رگہا کہ در جانب بالائے گلو وزیر فک اسفل است ورگہائے کہ بریدن آں شرط ست چہار اند اول حلقوم دو۔ مری کہ بہ فارسی آنرا سرخ رودہ می گویند وسوم وچہارم ہردو شہ رگ، وایں ثابت ست بہ حدیث، ونزد شافعیؒ اگر حلقوم ومری بالکل بریدہ شدہ حلال ست والا لا، ونزد امام ابی حنیفہؒ اگر سہ رگ ازیں چہار کدام کہ بریدہ شد حلال ست ونزد امام محمدؒ اگر اکثر ہر رگ بریدہ شود، ونحر عبارت ست از بریدن رگہا کہ پائیں گلو ونزدیک سینہ شتر واقع ست وذبح در گاؤ وگوسفند مستحب ست ونحر در شتر، ومکروہ است نحر دراں ہردو وذبح در شتر۔

مسئلہ۔ اگر قصدا تسمیہ در ذبح ترک کند ذبیحہ حرام ست، واگر سہوا ترک شود حلال ست ونزد امام شافعیؒ در ہر دو صورت حلال ست ونزد امام مالکؒ در ہر دو صورت

حرام۔ ومسلمان واہل کتاب درترک تسمیہ برابراند۔

প্রশ্ন ঃ কোন জায়গায় জবাই করবে?

উত্তর ঃ জবাই এর স্থান হুলকূম (শ্বাসনালী) ও লাব্বার (শ্বাসনালীর নীচের গর্তের) মধ্যবর্তী স্থান। জবাই অর্থ গলার উপর ও নীচের মর্ধবর্তী রগ সমূহ কর্তন করা। জবাইয়ের মধ্যে চারটি রগ কর্তন করা জরুরী। শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, মিররী ফার্সীতে যাকে 'সুরখ রওদাহ' বলে। উভয় শাহরগ (গলার দুই পার্শ্বে অবস্থিত মোটা রগ)। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে খাদ্যনালী ও শ্বাসনালী কর্তন করা হলে তা খাওয়া জায়েয অন্যথায় না জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে যে কোন তিনটি রগ কাটলে জায়েয। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে সবগুলো রগের বেশীর ভাগ কাটা হয়ে গেলে খাওয়া জায়েয। নাহ্র (তথা উট জবাই) করার নিয়ম হল, সিনার নিকট অবস্থিত উটের গলার নিচের রগ সমূহ (দাড়ানো অবস্থায় বর্শা দ্বারা) তা কর্তন করা। গরু ছাগল জবাই করা ও উট নহর করা মুস্তাহাব। এর পরিপন্থী গরু ছাগল নহর করা ও উট জবাই করা মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ বিসমিল্লাহ পরিহার করলে কি হবে?

উত্তর ঃ জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃত বিস্‌মিল্লাহ পরিহার করলে তা খাওয়া হারাম. ভুলবশতঃ তরক করলে হালাল। শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে উভয় অবস্থায় হালাল। ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে উভয় অবস্থায় হারাম। বিসমিল্লাহ তরক করার ব্যাপারে মুসলমান ও আহ্‌লে কিতাব একই পর্যায়ভুক্ত।

مسئلہ۔ اگر دو کس غلطی کنند بایں طور کہ یکے قربانی دیگر را ذبح نماید جائز ست وادا می شود از ہر دو بر ہیچ کس تاوان لازم نیاید بلکہ خواہد گرفت ہر کس اضحیۂ خود را نزد علماء ما رحمۃ اللہ علیہم

প্রশ্ন ঃ ভূল ক্রমে একে অন্যের জন্ত্র জবাই করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ ভুলবশতঃ দু'ব্যক্তি একে অন্যের পশু জবাই করে ফেললে তা জায়েয হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে, কারো উপর জরিমানা আসবে না। উলামায়ে কিরামের মতে একে অন্যের নিকট হতে কুরবানীকৃত নিজ পশু নিতে পারবে।

مسئلہ۔ اگر بعد ذبح یکے گوشت قربانی دیگر را بخورد و بعدش واضح گردد پس لائق است

کہ حلال گرداند یکے مرد یگرے را۔ واگر نزع وخصومت نماید پس تاوانِ قیمت گوشت بگیرند وتصدق نمایند وہمیں حکم است اگر تلف کند گوشت قربانی دیگر را۔

প্রশ্ন ঃ একে অন্যের প্রাণী জবাইয়ের পর ভুল প্রমানিত হলে কি করবে?

উত্তর ঃ একে অন্যের জন্তু জবাই করে গোশ্ত খাওয়ার পর যদি ভুল প্রকাশিত হয়, তাহলে একে অন্যের নিকট বলে তা হালাল করে নেয়া উচিত। যদি কেউ ঝগড়া-বিবাদ করে তাহলে গোশতের মূল্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে তা সাদকা করে দিবে। যদি কেউ কুরবানীর গোশত নষ্ট করে ফেলে সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

শব্দার্থ ঃ حلق-খাদ্যনালী। لبہ-হুলকুমের নীচের গর্ত। زیر فك- চোয়ালের নীচে। مری - দানাপানি যাবার নালী। نزاع و خصومت-ঝগড়া-বিবাদ।

مسئلہ۔ اگر کسے اضحیۂ خود را باعانت دیگرے ذبح نماید پس واجب ست تسمیہ بر معین وذابح واگر یکے ازاں ہم ترک نماید حرام گردد کذافی درالمختار، وخزانۃ المفتیین۔

প্রশ্ন ঃ অন্যের সহায়তা নিয়ে জবাই করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ কেউ অন্যের সহায়তা নিয়ে স্বীয় কুরবানীর পশু জবাই করলে জবাইকারী ও সহায়তাকারী উভয়ের জন্য বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কোন একজন তরক করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। (আদ-দুররুল মুখতার, খাযানাতুল মুফতীন)।

مسئلہ۔ اگر کسے امر کند دیگرے را برائے ذبح واو ذبح کند وظاہر نماید کہ من تسمیہ عمداً ترک کردہ ام۔ پس قیمتِ اضحیہ بر مامور لازم آید اگر ایام نحر باقی باشد دیگر خریدہ ذبح کند و تصدق نماید وہیچ گوشت آں نخورد واگر ایام نحر باقی نہ باشد قیمتش تصدق بر فقراء نماید۔

প্রশ্ন ঃ নির্দেশিত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ তরক করলে কি করবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি কাউকে জবাই করার নির্দেশ দেয়, আর সে তা জবাই করার পর বলে, আমি স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ তরক করেছি, তাহলে উক্ত আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কুরবানীর পশুর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব। কুরবানীর দিন বাকী থাকলে অন্য একটি ক্রয় করে কুরবানী করবে ও গোশত সাদকা করে দিবে। নিজে সামান্য পরিমাণ গোশ্তও খেতে পারবে না। আর যদি

কুরবানীর দিন না থাকে তাহলে সে মূল্য ফকীর-মিসকীনকে সাদকা করে দিতে হবে।

مسئلہ۔ اگر بچہ زائیدہ اضحیہ قبل ذبح پس ذبح کردہ شود ونزد بعضے بلا ذبح تصدق کردہ شود ومکروہ است ذبح شاۃِ حاملہ کہ قریب الولادۃ است واگر جنین مردہ یافتہ شود در شکم اضحیہ پس حلال نیست موئے داشتہ یا نہ نزد امام ابی حنیفہؒ۔ ونزد صاحبینؒ وشافعیؒ اگر تمام شدہ باشد خلقت آں حلال ست۔

প্রশ্ন ঃ জবাইর আগে কুরবানীর পশু বাচ্চা প্রসব করলে কি করবে?

উত্তর ঃ কুরবানীর জন্তু জবাই করার পূর্বে বাচ্চা দিলে বাচ্চাও জবাই করতে হবে। তবে কোন কোন আলিমের মতে জবাই না করে তা জীবিত অবস্থায় কাউকে সাদকা করে দিবে। প্রসবকাল সন্নিকটে এমন গাভীন বকরী জবাই করা মাকরূহ। জবাই করার পর পেটে মৃত প্রাণী পাওয়া গেলে আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তা খাওয়া হালাল নয়। চাই শরীরে পশম থাকুক বা না থাকুক। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও সাহেবাইনের মতে যদি বাচ্চার দৈহিক গঠন পূর্ণ হয় তবে তা খাওয়া হালাল।

শব্দার্থ ঃ اعانت- সাহায্য করা। معين- সাহায্যকারী। الدر، خزانة المفتيين المختار- ফিকহ শাস্ত্রের দুখানি প্রসিদ্ধ কিতাব। حامله-- গর্ভবতী। قريب الولادة- অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, যার বাচ্চা প্রসব করার সময় নিকটবর্তী। جنين- পেটে বিদ্যমান বাচ্চা, গর্ভের বাচ্চা।

مسئلہ۔ اگر غصب کند کسے گوسفندے را وقربانی نماید از نفس خود جائز است وضمان قیمتش لازم وہمین ست حکم مرہونہ ومشترکہ واگر امانت سپرد کسے گوسفندے را پس ذبح کند آں را امانت دار۔ کافی نیست وہمیں حکم ست حکم عاریت۔

প্রশ্ন ঃ ছিনতাইকৃত বকরী ইত্যাদি কুরবানী করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি কেউ কারো বকরী ছিনতাই করে নিজের পক্ষ হতে কুরবানী করে তবে কুরবানী জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু তার মূল্য ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব। বন্ধকী শরীকী প্রাণী কুরবানী করার বিধানও একই। তবে যদি কেউ কারো নিকট বকরী আমানত রাখে আর আমানত গ্রহীতা তা কুরবানী

করে তাহলে তা জায়েয হবে না। ঋণ স্বরূপ গৃহীত বকরীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম।

مسئلہ۔مثلا زید خرید کرد گوسفندے را از عمرو۔ وہ ذبح کرد آں را بعد ازاں مستحق آن ظاہر شد بکر پس اگر بکر اجازت بائع آں بدہد جائز شد۔ والا لا اے قربانی جائز نباشد۔

যেমন, যায়েদ উমরের নিকট হতে একটি বকরী ক্রয় করে জবাই করল এরপর জানা গেল যে, তার আসল মালিক বকর। এবার সে যদি তার বিক্রয়কে বহাল রাখে তাহলে তা জায়েয হবে অন্যথায় জায়েয হবে না।

مسئلہ۔اگر خرید نمودند سہ کس سہ کبش یکے ازاں با قیمت دہ درم و دوم بقیمت بست درم و سوم بقیمت سی درم۔ بعد ازاں چناں اختلاط واقع شد کہ کسے از آہاں اضحیہ خود را شناختن نمی تواند لہذا باہم تجویز کردہ یک یک گوسفند قربانی کردن۔ پس رواست ایں قربانی۔ ولازم ست کہ مالک سی درم بست درم و مالک بست درم بدہ درم تصدق نماید و مالک دہ درم ہیچ تصدق نماید و اگر اجازت داد یکے از آنہا بصاحبِ خود پس کفایت کند و ہیچ لازم نہ۔

প্রশ্ন ঃ কয়েক জনের কুরবানীর জন্তু মিশে গেলে কি করবে?

উত্তর ঃ মনে করুন তিন ব্যক্তি তিনটি দুম্বা ক্রয় করল। একটির মূল্য দশ দিরহাম, আরেকটির মূল্য বিশ দিরহাম, অপরটির মূল্য ত্রিশ দিরহাম। অতঃপর সেগুলো পরস্পরে এমন ভাবে মিশে গেল যে, কেউই নিজের ক্রয়কৃতটি চিহ্নিত করতে পারছে না। ফলে পরস্পরে একেকটি করে বেছে নিয়ে কুরবানী করল। তাদের এ কুরবানী হালাল হবে। তবে ত্রিশ দিরহামে ক্রয়কারীর জন্য বিশ দিরহাম ও বিশ দিরহামে ক্রয়কারীর জন্য দশ দিরহাম সাদকা করা জরুরী। দশ দিরহামে ক্রয়কারীর জন্য কিছুই সাদকা করতে হবে না। একে অন্যকে অনুমতি দিয়ে বলে দিলে (বা পরস্পরে দাবি না রাখলে) তা যথেষ্ট হবে। কিছুই সাদকা করতে হবে না।

শব্দার্থ ঃ غصب- ছিনতাই। مرهونه- বন্ধক। مستحق- হকদার। كبش- দুম্বা। مشتركه - যৌথ। تجويز - নির্বাচন করা, বেছে নেয়া।

مسئلہ۔اگر ذبح کند کسے باناخن ووداندن وشاخ کہ ازموضع خود ہابرکندہ باشدمکروہ است الاخوردنِ آں مضائقہ ندارد۔ ونز شافعیؒ حرام ست وبناخن غیرمنزوع حرام ست باالاتفاق زیراکہ حکم مخنقہ دارد۔

প্রশ্ন ঃ শরীর হতে বিচ্ছিন্ন দাঁত, নখ ইত্যাদি দ্বারা জবাইর হুকুম কি?

উত্তর ঃ শরীর হতে বিচ্ছিন্ন নখ, দাঁত বা গাছের কর্তিত ডাল দ্বারা জবাই করা মাকরূহ। তবে তা ভক্ষণ করা দোষনীয় নয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর মতে তা খাওয়া হারাম। অকর্তিত হাতে অবস্থিত নখ দ্বারা জবাই করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কারণ, এটা গলা টিপে হত্যা করার পর্যায়ভূক্ত।

مسئلہ۔ جائز ست ذبح بہ پوست نے وسنگ تیز وبہر چیزے کہ تیز باشد و برید رگہا وجاری کند خون۔

প্রশ্ন ঃ কি দিয়ে জবাই করবে?

উত্তর ঃ বাঁশের ফলা, ধারালো পাথর ও অন্যান্য যে কোন ধারালো বস্তু দ্বারা জবাই করা জায়েয, যদ্বারা রগ কেটে ও রক্ত প্রবাহিত হয়।

مسئلہ۔ ومستحب ست کہ ذابح اوّلاً تیز کند کاردرا۔ ومکروہ است کہ اولابغلطاند گوسفندرا وبعدازاں تیز نماید کاردخودرا۔ ومکروہ است جداکردنے سرورسانیدن کاردتاحرام مغزو مکروہ است آنکہ بگیرید پائے گوسفنداں راوبکشد آں راتاموضع ذبح وآنکہ بشکند گردن ذبیحہ رایا بکشد پوست آں را پیش ازاں کہ از اضطراب ساکن شود۔ ومکروہ است ذبح است قفاء بلکہ گربمیرد گوسفند پیش از بریدن اگہا حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ ছুরি ধারানো, বিচ্ছিন্ন মস্তক ইত্যাদির হুকুম কি?

উত্তর ঃ জবাইকারীর জন্য আগে ছুরি ধার দেয়া সুন্নত। পশুকে ধরাশায়ী করে তৎপর ছুরি ধার দেয়া মাকরূহ। জবাই কালে মস্তক বিচ্ছিন্ন করাও হারাম। মগজ পর্যন্ত ছুরি পৌঁছানো মাকরূহ। বকরীকে ধরাশায়ী করে জবাইয়ের স্থানে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসা এবং জবাইকৃত পশু সম্পূর্ণ নিস্তেজ না হওয়ার পূর্বে তার গর্দান মোড়ানো ও চামড়া খসানো মাকরূহ।

ঘাড়ের দিক হতে জবাই করা মাকরূহ। সবগুলো রগ কাটার পূর্বেই মারা গেলে তা খাওয়া হারাম।

تنبیہ۔کلیہ ایں آنست کہ ہر چیز کہ دراں الم وتعذیب ست و بآں حاجت نیست، در باب ذبح مکروہ است۔

উল্লেখ্য, জবাইয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে বস্তু দ্বারা জবাই করলে পশু কষ্ট ও শাস্তি পায় অথচ জবাইয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তে তা নিষ্প্রয়োজন তদ্বারা জবাই করা মাকরূহ।

مسئلہ۔ ہر جانوریکہ مانوس ست از انسان ورَم نمی کند پس طریق ذبح آں بریدن رگہائے مذکورست وہر جانوریکہ وحشت دارداز انسان ورم وگریز می کند پس طریق ذبح آں اینست کہ پائے زندآں راوزخمے کند ومروی است از امام محمد کہ اگر گوسفند رَم کند بصحراء پس ذبح اضطراری آں جائز ست۔ واگر رَم کند میانِ شہر پس جائز نیست ذبح اضطراری ودر گاؤ وشتر صحراء وشہر ہر دو برابر ست۔

প্রশ্ন ঃ জবাইয়ের পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ যে সব জন্তু মানুষের অনুরাগী, মানুষ দেখলে পালায় না সে সব প্রাণী জবাই করতে হবে উল্লেখিত রগ সমূহ কেটে আর যে সব বন্য প্রাণী মানুষের বশে আসে না। মানুষ দেখলে ছুটাছুটি করে সে সব প্রাণী জবাই করার পদ্ধতি হল, পা বা শরীরের অন্য কোন অংশে ক্ষত করা যদ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। (এটার অপর নাম ইযতিরারী জবাই) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জঙ্গলের মধ্যে কোন ছাগল যদি বশীভূত না হয় সে ক্ষেত্রে ইযতিরারী জবাই জায়েয। লোকালয়ে হলে না জায়েয। গরু ও উটের ব্যাপারে ময়দান ও লোকালয় একই পর্যায়ভূক্ত। (বশীভূত না হলে ইয্তিরারী জবাই জায়েয)।

শব্দার্থ ঃ منخنقة- গলাটিপে হত্যাকৃত। پوست نے - বাঁশের ছিলকা। سنگ تیز - ধারাল পাথর। ساکن- স্থির। قفا- ঘাড়। کلیة- মৌলিক বিধান, মূলনীতি। الم- কষ্ট। مانوس-অনুরক্ত। رسی نمی کند- পলায়ন করা। وحشت- ভয়। پائے زند- অক্ষম করে দিবে।

مسئلہ۔ مکروہ است سوار شدن بر شترِ قربانی واجارہ دادن آں ودوشیدن شیر آں وبریدنِ پشمِ آں بنابر انتفاع۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর উট থেকে উপকৃত হবার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা, ভাড়া দেয়া, দুধ দোহন করা, উপকার সাধনার্থে তার পশম কর্তন করা মাকরূহ।

مسئلہ۔ جائز ست صاحبِ قربانی را کہ بخورد گوشت وذخیرہ کند، یا بخورند ہر کسے را کہ خواہد غنی باشد یا فقیر۔ ومستحب ست کہ صدقہ از ثلث کم نہ کند مگر آنکہ صاحبِ عیال باشد۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর গোশত কি করবে?

উত্তর ঃ কুরবানী দাতার জন্য তার গোশ্‌ত ভক্ষণ করা, জমা রাখা, বা ধনী-দরিদ্র যে কোন ব্যক্তিকে খাওয়ানো জায়েয। মুস্তাহাব হল এক তৃতীয়াংশের কম সাদকা না করা। তবে পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে মাকরূহ নয়।

مسئلہ جائز است کہ تصدیق کن پوست قربانی را یا جراب وغربال ومشک وغیرہ چیزے کہ بکار خانہ داری در آید طیار ساز د تبدیل کند بچیزیں کہ بذات آں بلا استہلاک آں نتفاع ممکن باشد مثل پارچہ وموزہ وغیرنہ کہ سرکہ وآردِ ومصالح گوشت وغیرہ کہ اشیاء مستہلکہ است واینست حکم گوشتِ اضحیہ۔

প্রশ্ন ঃ পশুর চামড়া সংক্রান্ত হুকুম কি?

উত্তর ঃ কুরবানীর পশুর চামড়া দান করা, বা তার দ্বারা ব্যাগ, চালনী, পানির মশক, গৃহস্থালী অন্য কোন বস্তু তৈরী করে কাজে লাগানো বা তার পরিবর্তে এমন কোন বস্তু নেয়া যা নষ্ট করা ছাড়াই ব্যবহার করা সম্ভব। (যেমন কাপড়, মোজা ইত্যাদি) তা জায়েয। তার পরিবর্তে এমন কোন বস্তু নেয়া জায়েয নয়, যা শেষ করা ছাড়া কাজে লাগানো যায় না। যথা- সিরকা, আটা, গোশতের মশলা ইত্যাদি। কুরবানীর গোশতের হুকুম ও অনুরূপ।

مسئلہ۔ جائز نیست فروختن گوشت وپوستِ اضحیہ بدراہم ودنانیر، زیرا کہ ایں گونہ

تصرُّف بہ قصدِ تموُّل می باشد وآں در مال وقف جائز نیست۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর পশুর গোশত-চামড়া, টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা কিরূপ?

উত্তর ঃ কুরবানীর প্রাণীর গোশ্‌ত ও চামড়া টাকা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা না জায়েয। কেননা এজাতীয় কাজ সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে হয়ে থাকে। আর ওয়াকফের মাল দ্বারা তা জায়েয নয়।

শব্দার্থ ঃ جراب- ব্যাগ। غربال চালনী। مشك- চামড়ার তৈরী পানির পাত্র।

مسئلہ۔ اگر قربانی کردہ شود از مالِ صبی پس بخوردازاں صغیر وذخیرہ کردہ شود گوشت بہ قدرِ حاجتِ او، واز ما بقیہ پارچہ وموزہ وغیر تبدیل کردہ شود نہ باشیائے مستہلکہ آرد وسرکہ وشیرینی۔

প্রশ্ন ঃ নাবালেগের মাল দ্বারা কুরবানী করলে কি করবে?

উত্তর ঃ নাবালেগ শিশুর মাল দ্বারা কুরবানী করলে উক্ত শিশুও তা পারবে। তার প্রয়োজন মত সঞ্চিত রাখা জায়েয। বাকী অংশের পরিবর্তে তার জন্য পোশাক, মোজা ইত্যাদি নিতে পারবে। তবে নিঃশেষ করা ছাড়া যা ব্যবহার করা সম্ভব নয় এরূপ বস্তু নিতে পারবে না। যেমন সিরকা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি।

مسئلہ۔ اگر بافروشد کسے گوشت یا پوستِ اضحیہ را بدراہم یا تبدیل کند از سرکہ وغیرہ پس واجب ست کہ تصدق کند قیمتِ آں را۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর পশুর চামড়া গোশত ইত্যাদির বিনিময়ে বিক্রি করলে কি করবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি কুরবানীর গোশ্‌ত বা চামড়া টাকা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে বা সিরকা, প্রভৃতির সাথে বিনিময় করে নেয় তাহলে উক্ত টাকা-পয়সা বা বস্তু দান করে দেয়া ওয়াজিব।

مسئلہ۔ جائز نیست کہ چیزے از اضحیہ باجرتِ قصّاب دادہ شود۔ چنانچہ درعوام رواج ست کہ پوست قربانی را بقصاب عوض اجرت او می دہند۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর গোশ্‌ত দ্বারা কসাইয়ের পারিশ্রমিক দেয়া কি জায়েয?

উত্তর ঃ কুরবানীর গোশ্‌ত দ্বারা কসাইয়ের পারিশ্রমিক দেয়া জায়েয নয়।

অথচ সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে এরূপ প্রচলন দেখা যায় যে, তারা কসাইকে পারিশ্রমিক স্বরূপ কুরবানীর চামড়া প্রদান করে থাকে।

رسالۂ احکام عقیقہ

حامدا ومصلیا ۔ بدانکہ عقیقہ نزد امام مالکؒ وشافعیؒ واحمدؒ سنت مؤکدہ است۔ وبروایتے از امام احمدؒ واجب ونزد امام اعظمؒ مستحب وقول بہ بدعت بودنش افترا است برامام ہمامؒ کذا فی العاجلۃ الدقیقہ ودرصحیح بخاری از سلمان ضبیؓ مروی ست کہ فرمود رسول صلے اللہ علیہ وسلم باطفل عقیقہ است پس بریزید از جانب اوخون (یعنی ذبح جانور کنید) ودفع کنید از وایذا دہندہ را (یعنی موئے سرش راتراشید) واز انس بن مالکؓ روایت ست کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوت عقیقہ خود نمود ودر ابو داود وترمذی ونسائی از سمرۃ بن جندبؓ مروی ست کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود ہر طفل مرہون ست بہ عقیقہ ذبح کردہ شود از جانب او بروز ہفتم ونام نہادہ شود وسرش تراشیدہ شود، فرمود امام احمدؒ کہ معنی مرہون آنست کہ چوں عقیقہ طفل نہ کردہ شود شفاعت والدین خود نخواہد کرد بروز قیامت چنانکہ شئے مرہون نفع بہ مالک خود نمی دہد

প্রশ্ন ঃ আকীকার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দরূদান্তে জানার বিষয় হল যে, ইমাম মালেক (রহঃ), শাফেঈ (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে আকীকা সুন্নাতে মু'আক্কাদা। ইমাম আহমদ (রহঃ) এর অপর এক বর্ণনা মতে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে মুস্তাহাব। আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে

"আকীকা করা বিদ'আত" -এরূপ উক্তি তার উপর অপবাদ ছাড়া কিছু না। (আল-আজিলাতুদ দাকীকা)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে আকীকার কি ফযীলত এসেছে?

উত্তর ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত সালমান দব্বী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শিশুদের আকীকা করা সুন্নত। তাদের পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করবে। (অর্থাৎ, মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলবে) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আকীকা পালন করেছেন। আবু দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈতে হযরত সামূরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। জন্মের সপ্তম দিবসে তার পক্ষ হতে আকীকা করতে হবে। নাম রাখতে হবে এবং মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হয়। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, বন্ধক থাকার মানে হল, যেরূপ ভাবে বন্ধক রাখা জিনিসের দ্বারা মালিক কোন উপকারিতা লাভ করতে পারে না, তদ্রুপ সন্তানের আকীকা করা না হলে উক্ত শিশু স্বীয় পিতা-মাতার জন্য হাশরের ময়দানে সুপারিশ করতে পারবে না। পিতা-মাতা উপকৃত হতে পারবে না।

শব্দার্থ ঃ تمول- মাল হাসিল করা।

مسئلہ۔ بر ہر کسے کہ نفقہ مولود واجب باشد اورا عقیقہ او ہم از مال خود باید کرد نہ از مال مولود ورنہ ضامن خواہد شد واگر پدرش محتاج باشد مادرش عقیقہ نماید اگر میسر باشد۔

مسئلہ۔ در ابوداود از ام کرزؓ روایت ست کہ فرمود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ از جانب پسر دو گوسفند ذبح کردہ شود واز جانب دختر یک گوسفند وہیچ مضائقہ نیست کہ گوسفند نر باشد یا مادہ لہذا مختار اکثر علماءؒ وشافعیؒ ہمین ست کہ از پسر دو بز ذبح کردہ شود ونزد بعضے یک کافی ست چراکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در عقیقہ امام حسنؓ یک گوسفند ذبح نمودہ وفرمودا ے فاطمہؓ سراو بر تراش وبرابر مویش سیم تصدق کن پس وزن مویش یک درم بود یا بعض درم رواہ الترمذی ودر عقیقہ ذبح گوسفند یا میش یا

دمبہ یک سالہ کامل نر و مادہ جائز ست و در گاؤ و شتر شرکت تا ہفت کس جائز ست
بشرطیکہ نیت ہمہ شرکاء قربت باشد۔

প্রশ্ন ঃ আকীকা কে করবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তির উপর সন্তানের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব, তার উপর স্বীয় মাল হতে উক্ত সন্তানের আকীকা করা উচিত, শিশুর মাল হতে নয়। শিশুর সম্পদ দ্বারা আকীকা করলে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। পিতা দরিদ্র হলে মাতা আকীকা করবে যদি সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ঃ আকীকায় কয়টি ছাগল জবাই করবে?

উত্তর ঃ আবু দাউদ শরীফে হযরত উম্মে কুরয্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "পুত্রের পক্ষ হতে দুটি ছাগল, কন্যার পক্ষ হতে একটি ছাগল আকীকা করবে।" ছাগল হোক বা খাসি তাতে কোন অসুবিধা নেই। এ হাদীসের আলোকে অধিকাংশ আলেম ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে পুত্রের জন্য দুটি ছাগল জবাই করতে হবে। কারো কারো মতে একটি দ্বারাও জায়েয। কারণ, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান (রাঃ) -এর আকীকার জন্য একটি মাত্র ছাগল জবাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন-"ফাতিমা! তুমি চুল মুন্ডিয়ে দাও, এবং চুলের ওজনে রৌপ্য দান করে দাও"। চুলের পরিমাণ হয়েছিল এক দিরহাম বা কিছু কম। -তিরমিযী

প্রশ্ন ঃ আকীকার প্রাণীর বয়স কত হবে?

উত্তর ঃ আকীকার প্রাণী ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা হলে পূর্ণ এক বৎসরের হতে হবে। চাই তা খাসি হোক বা মাদী। উট ও গাভীর মধ্যে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া জায়েয। তবে সকলের অন্তরে সওয়াবের উদ্দেশ্য রাখা শর্ত।

مسئلہ۔ در شرح مقدمہ امام عبداللہ وغیرہ مرقوم ست وہی کالاضحیۃ یعنی حکم جانور عقیقہ مثل حکم جانور قربانی ست فی سنہا در عمر او کہ بز کم از یک سال و گاؤ کم از دو سال و شتر کم از پنج سال نہ بود و فی جنسہا و در جنس او مثل شتر و گاؤ و بز و میش و دنبہ و سلامتہا و سلامتی اعضاء کہ ہیچ عضو او زیادہ از ثلث مقطوع نباشد و فی افضلہا و در فضیلت او کہ فربہ و قیمتی افضل ست والاکل منہا و در خوردن از و کہ خوردن گوشت عقیقہ ہمہ فقیر

وغنی وصاحب عقیقہ و والدین اورا جائز ست مثل گوشتِ قربانی وہچنیں شکستن استخوانش جائز ست۔ وَالْاِهْدَاءِ وَالْاِدِّخَارِ ودر ہدیہ فرستادن اگرچہ اغنیاء باشد وذخیرنمودن وَامْتِنَاعِ بَیْعِهَا ودرمنع بیع اووَالتَّعْیِیْنُ بِالتَّعْیِیْنِ ودر مقررشدن بہ نیت تعیین وَالْاِعْتِبَارُ وَالنِّیَّةُ وَغَیْرَ ذَالِكَ ودراعتبارنیت وغیرہ۔

مسئلہ۔ مستحب ست کہ سر جانور عقیقہ بہ حجام ویک ران بر قابلہ یعنی دائی جنائی ویک ثلث گوشت بہ فقراء بدہند وباقی خودخورند یا باعزا یا احباب تقسیم نمایند وجلد ذبیحہ تصدق نمایند ویا بہ صرف خودآرند۔ ودرزمین دفن نہ نمایند کہ تضیع مال ست۔

مسئلہ۔ موئے سر مولود تراشیدہ برابر وزنش زر یا سیم خیرات نماید وموو ناخن اورا دفن نماید وہچنیں ہمیشہ آنچہ از جسم انسان از موو ناخن ودندان وغیرہ جدا شود آنرا دفن باید کردو بر سر مولود زعفران یا صندل بمالد۔

مسئلہ۔ بعد ولادت ہفتم روز یا چہاردہم یا بست ویکم وبہمیں حساب یا بعد ہفت ذبح ماہ ریاہفت سال عقیقہ باید کرد الغرض روایت عدد ہفت بہتر ست۔

مسئلہ۔ وقت ذبح جانور عقیقہ ایں دعا بخواند اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِیْقَةُ ابْنِیْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِیْ مِنَ النَّارِ وبعدہ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۔ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بخواند وَبِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ گفتہ ذبح نماید واگر ذابح غیر والد طفل باشد بجائے ابنی نام پسر ووالد او بگوید واگر عقیقہ دختر بود بجائے ضمائر مذکر مؤنث بگوید یعنی اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِیْقَةُ بِنْتِیْ فُلَانَةٍ دَمُهَا بِدَمِهَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهَا تا آخر بگوید۔

প্রশ্ন ঃ কি কি বিষয়ে আকীকা কুরবানীর ন্যায়?

উত্তর ঃ ইমাম আব্দুল্লাহ (রহঃ) কর্তৃক লিখিত শরহে মুকাদ্দিমা ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে, আকীকা কুরবানীর ন্যায়। বয়সের দিক দিয়ে উভয়ের একই বিধান। অর্থাৎ, ছাগল এক বছরের গরু দুই বছরের ও উট পাঁচ বছরের কম বয়সী না হতে হবে। তদ্রূপ প্রজাতির দিক দিয়ে, যেমন, উট, গরু, ভেড়া, ছাগল ও দুম্বা। ত্রুটি মুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে অর্থাৎ, কোন অঙ্গ তৃতীয়াংশের বেশী কর্তিত না হতে হবে। মর্যাদার দিক দিয়ে অর্থাৎ, মোটা তাজা ও বেশী দামী হওয়া উত্তম। খাওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ, কুরবানীর গোশতের ন্যায় আকীকার গোশ্‌ত ও ধনী, গরীব, আকীকাকারী ও সন্তানের পিতা-মাতা সকলেই খেতে পারে। তদ্রূপ আকীকাকৃত প্রাণীর হাড় ভাঙ্গা জায়েয। প্রসিদ্ধ আছে যে, আকীকার জন্তুর হাড় ভাঙ্গা যাবে না, এটা ভূল। হাদিয়া দেয়া ও রাখার ক্ষেত্রেও একই হুকুম যদিও ধনী হোক না কেন। বিক্রির ব্যাপারে এবং নিয়তের দ্বারা নির্দিষ্ট করা ও নিয়ত ধর্তব্য হওয়া ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে একই বিধান।

প্রশ্ন ঃ আকীকার পশু কি করবে?

উত্তর ঃ আকীকাকৃত প্রাণীর মাথা ক্ষৌরকার (মাথা মুন্ডনকারী) কে, একটি উরু ধাত্রীকে, এক তৃতীয়াংশ গরীব মিসকীনকে বন্টন করে দেয়া মুস্তাহাব। বাকী অংশ নিজেরা খাবে বা আত্মীয়-স্বজনকে দিবে। চামড়া সাদকা করে দিবে অথবা নিজ কাজে ব্যবহার করবে। মাটিতে পুতে ফেলবে না। কারণ, এর দ্বারা মাল নষ্ট করা হবে।

প্রশ্ন ঃ নবজাতকের চুল নখ ইত্যাদি কি করবে? চুলের সমপরিমাণ কি দান করবে?

উত্তর ঃ নবজাতক সন্তানের মাথা মুন্ডিয়ে তার সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য খয়রাত করে দিবে। চুল ও নখ মাটিতে দাফন করবে। এভাবে মানুষের শরীরের চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি বস্তু মাটিতে দাফন করে রাখা উচিত। নবজাতকের মাথায় জাফরান বা চন্দন মালিশ করা উত্তম।

প্রশ্ন ঃ আকীকার জন্তু জবাইকালে কি দু'আ পড়বে?

উত্তর ঃ জবাইকালে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে। اللهم هذه عقيقة الخ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এটা আমার পুত্র অমুকের আকীকা। অত্র প্রাণীর রক্ত উক্ত শিশুর রক্তের বিনিময়ে, এর গোশ্‌ত তার গোশ্‌তের বিনিময়ে, এর হাড় তার হাড়ের পরিবর্তে, এর চর্ম তার চর্মের পরিবর্তে, এর পশম তার পশমের বিনিময়ে (উৎসর্গ করছি)। আয় আল্লাহ! "আপনি এটাকে আমার পুত্রের জাহান্নাম হতে মুক্তির বিনিময় রূপে গ্রহণ করুণ।

অতঃপর انی وجهت الخ পাঠ করতঃ “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার” বলে জবাই করবে। পিতা ছাড়া অন্য কেউ জবাই করলে ابنی (আমার পুত্র) এর স্থলে শিশু ও তার পিতার নাম বলবে। মেয়ের আকীকা হলে পুঃলিঙ্গের স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম ব্যবহার করবে। অর্থাৎ, اللهم هذه عقيقة بنتي فلانة দمها بدمها শেষ পর্যন্ত পড়বে।

مسئلہ۔ ہرگاہ طفل پیدا شود نافش بریدہ غسل دادہ پارچہ پوشانند واز پارچہ زرد احتراز نمایند۔ ومسنون ست کہ بگوش راست اذان وبگوش چپ اقامت مثل اذان واقامت نماز بگویند وبوقت حی علی الصلوۃ وحی علی الفلاح ہر دو جانب رو بگرداند وبعدہ بگوید اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ وبعد ازاں خرما یا شئے شیریں خائیدہ در کام اولیسند، وایں را تحنیک گویند واولی برائے تحنیک تمر ست پس رطب پس شہد۔

مسئلہ۔ ونام نیک مولود مقرر کنند در حدیث ست کہ بہترین اسماء آنست کہ بر عبودیت دلالت کند مثل عبد اللہ وعبد الرحمٰن وغیرہا ویا بر حمد مثل محمود وحامد واحمد وغیرہا یا باسماء انبیاء مثل احمد وابراہیم ومحمد واسماعیل وغیرہما۔ ومروی ست از عبد اللہ بن عباسؓ کہ ہر کسے را کہ سہ پسر زائیدہ شد ونام یکے باسم محمد نہ کرد پس تحقیق دانی نمود یعنی ثواب وبرکت ایں ندانست، ودر روایت ابونعیمؒ ست کہ خدائے تعالی می فرماید کہ مرا قسم عزت وجلال خود ست کہ ہرگز عذاب نخواہم کرد مر کسے را کہ نامش مثل نام تو باشد، در آتش یعنی مثل نام پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل محمد احمد محمد علی احمد حسن وغیرہا۔

واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ حررہا العبد العاصی الراجی غفر اللہ القوی محمد عبد الغفار اللکنوی عفی اللہ الولی عنہ مقبول احمد البنارسی عفا اللہ تعالی عنہ وعن والدیہ واحسن الیہما والیہ فقط۔

প্রশ্ন ঃ বাচ্চা ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর কি করবে?

উত্তর ঃ শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নাড়ি কেটে গোসল করিয়ে কাপড়

পরিধান করাবে। হলুদ পোশাক বর্জন করবে। নবজাতকের ডান কানে আযানের শব্দ ও বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শুনানো সুন্নত।

حی علی الصلوة الخ শোনানোর সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবে; অতঃপর اللهم أعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم পাঠ করবে। তৎপর খুরমা বা অন্য কোন মিষ্টিদ্রব্য চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিবে। আরবীতে এটাকে বলে তাহনীক। এর জন্য শুকনো খেজুরই উত্তম। নতুবা পর্যায়ক্রমে তাজা খেজুর বা মধু উত্তম।

প্রশ্ন ঃ নবজাতকদের নাম কিরূপ রাখবে?

উত্তর ঃ নবজাতক সন্তানের সুন্দর (ইসলামী) নাম রাখতে হবে। হাদীস শরীফে আছে, যে সব নাম আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব বোঝায় (তথা আব্দ শব্দ যোগে রাখা হয়) তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন, আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান ইত্যাদি। অথবা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বুঝায়। যেমন ঃ মাহমুদ, হামেদ, আহমদ প্রভৃতি। বা নবীগণের নামের অনুরূপ হয়, যেমন মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, মুহাম্মাদ ইসমাঈল ইত্যাদি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির তিনটি পুত্র সন্তান হল অথচ এক জনের নামও মুহাম্মাদ রাখল না, নিশ্চয় সে বোকামী করল। অর্থাৎ, এর সওয়াব ও বরকত লাভের ব্যাপারে সে অজ্ঞতার পরিচয় দিল। হযরত আবু নু'আইম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (হে রাসূল!) আমার ইয্যত ও মর্যাদার কসম! যার নাম তোমার নামের ন্যায় হবে, আমি কখনই তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিব না''। যেমন, মুহাম্মাদ, আহমদ, মুহাম্মদ আলী, আহমদ হাসান ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ! আল্লাহর দরবারে ক্ষমার আশাবাদী আমি মকবুল আহমদ বেনারসী (রহঃ) এ অংশ লিপিবদ্ধ করে অত্র গ্রন্থের সাথে সংযোজন করলাম।

اللهم اغفر لمؤلفه ولقارئه ولمن دل على ذلك ولمن نظر فيه واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده وسوله وصلى الله عليه واله واصحابه وازواجه اجمعين۔

সমাপ্ত